খন্দকার শহীদুল ইসলাম

শহীদুল গীতি



খন্দকার শহীদুল ইসলাম

জন্ম : ১০ মাঘ, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ

ওফাত : ২০ আষাঢ়, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আল্লাহর নামের সহিত দয়ালু আর পরম দয়ালু

সালামুন আলা শাহ সুফি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (আকমাল পীর সাহেব)

শহীদুল গীতি

(শহীদুল গীতি সমগ্র)

সহযোগিতায়
মুরিদ ও আশেকগণ

গ্রন্থস্বত্ব
ডা. খন্দকার নূরে আলম বারী

প্রথম প্রকাশকাল
১০শে মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ২৩শে রজব ১৪৪৬ হিজরী, ২৪শে জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ-রোজ শুক্রবার
(অমর একুশে বইমেলা-২০২৫) বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

কম্পিউটার কম্পোজ
সাহেব আলী
৮০, ঘাসফুল কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।

প্রচ্ছদ
শাহিন লতিফ

বিনিময় মূল্যঃ ১,০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র।

প্রকাশনা-১৪৯
প্রকাশনায়
মেঘ
সিভ৪, বাণিজ্য বিতান সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
ISBN: 978-984-91875-7-8

লেখকের প্রকাশিত বইসমূহ

(১) গঞ্জ সুফি গজলে হাসানা

(২) শাহেন শাহে আজম

(৩) শহীদুল গীতি (সমগ্র)

পুস্তকের প্রাপ্তিস্থানসমূহ

পরিবেশনায়

র‍্যামন পাবলিশার্স, আলী রেজা মার্কেট
২৬, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন: ৯৫১৫২২৮

সদর প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার (৩য় তলা), ১১,১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বাণী বুক ডিপো, ৩৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৯১৭০১৪৮৪০

বই বাজার প্রকাশনী, ৪২/১-৩, ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

বুক মার্ট, নিউ মার্কেট, ঢাকা।

বুক স্টল, নিউ মার্কেট, ঢাকা।

একুশে, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।

বইমেলা, ডাকবাংলো সুপার মার্কেট
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

রেল স্টেশন বই ঘর
ভেড়ামারা রেল স্টেশন
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

অনলাইন ইউটিউব চ্যানেল- শহীদুল গীতি/সংগীত/Shohidul Gity

www.rokomary.com

বইটি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পেতে হলে যোগাযোগ করুন।
খন্দকারিয়া সুফি প্রকাশনী
মোবাইল ঃ ০১৭১৭১৭৬২৬১

উৎসর্গ

সালামুন আলা শাহ্ সুফি খন্দকার আবুল হোসেন ও সালামুন আলা খন্দকার লতিফুন নেছা পিতামাতার স্মরণে পুস্তকখানা উৎসর্গ করলাম।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামের সহিত

একটি বই মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দিয়ে সৃষ্টির সেরা জীব বা আশরাফুল মাখলুকাত বানায়ে দিতে পারেন আবার তার বিপরীতটাও করে দিতে পারেন।

কেউ ইচ্ছা করে সাধারণত ভুল পথে যেতে চায় না, মানুষ ভুল পথে পরিচালিত হয় সঠিক গাইড লাইন এর অভাবে অথবা তকদিরের খেলায়। আল্লাহ মহানের প্রিয় মানুষগুলো যেন সরল, সহজ পথের দেখা পায় এই উদ্দেশ্যেই বইটি লেখা হয়েছে।

* এই বইয়ে গানবাজনার পক্ষে কমপক্ষে ২৮টি দলিল প্রমাণ পাবেন।

* যারা গানবাজনা ভালোবাসেন তবে সেই গানবাজনা শোনা হালাল অথবা হারাম হবে দ্বিধায় ভোগেন তাদের মনের দ্বিধা দুর হবে।

* এই বইয়ে অনেক অনেক দেহ তত্ত্বের গান পাইবেন যা পড়লে এবং বুঝলে আধ্যাত্মিক সাধকগণের মনের ক্ষুধা নিবারণে সহায়ক হবে ইনশাল্লাহ।

* যারা আল্লাহ মহানের প্রকৃত অনুগত বান্দা হয়ে সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাতবাসী হতে চান বইটি তাদের উপকারে আসবে।

* যারা আল্লাহ মহানের নির্দেশিত সত্য জ্ঞান অর্জন করে খাঁটি সোনার মত মূল্যবান ভালো মানুষ হতে চান বইটি তাদের আলোকিত পথ দেখাবে।

* যারা নিজের নফস বা প্রবৃত্তিকে মুসলমান বানায়ে রূহ শক্তিকে জাগ্রত করে আল্লাহওয়ালা হতে চান বইটি তাদের পথ নির্দেশ দান করবে।

* মরণের পূর্বেই যারা মরে যেতে চান বইটি তাদের জন্য সাহায্যকারী হবে।

* যারা মিথ্যাকে বর্জন করে প্রকৃত সত্যকে গ্রহণ করতে চান বইটি তাদের জন্য।

* ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম (৩:১৯) অর্থাৎ নিঃসন্দেহে শান্তিই আল্লাহর নিকট একমাত্র জীবন বিধান, যারা এই নীতি অনুসরণ করতে চান বইটি তাদের সাহায্য করবে।

* লা-ইকরাহা ফিদ্দীনি (২:২৫৬) অর্থাৎ জীবন বিধানে কোন জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই, যারা এমন চিন্তা-চেতনা মনে লালন-পালন করেন বইটি তাদের জন্য উপকারী হবে।

* লাকুম দ্বীনুকুম অলিয়াদ্বীন (১০৯:৬) অর্থাৎ (হে মুহাম্মদ বলে দাও) তোমাদের জীবন বিধান তোমাদের, আমার জীবন বিধান আমার। যারা অন্য ধর্ম অনুসারীদের প্রতি উগ্রতা, হিংস্রতা প্রদর্শন করেন না বইটি তাদের জন্য।

* আবেগ নই, বিবেক; শুধুই যুক্তি নই, দলিল প্রমাণে লিখেছি; বিচার মানি, আম গাছ আমার এমন ব্যক্তিদের উপকার না হলেও, প্রকৃত সত্য প্রেমিকদের জন্য বইটি সাহায্যকারী হবে।

আল কোরআনের বাণী

১. ... তোমরা জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহ'র সমকক্ষ দাঁড় করাইও না।
সূরা বাকারা, আয়াত-২২

২. ... আমার (আল্লাহ'র) আয়াতের বিনিময়ে বিনিময় মূল গ্রহণ করিও না।
সূরা বাকারা, আয়াত-৪১

৩. ... আমি তোমাকে (ইবরাহীমকে) মানব জাতির নেতা করিতেছি। ...।
সূরা বাকারা, আয়াত-১২৪

৪. ... প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে আমি তাহার প্রার্থনায় সাড়া দিই। ....।
সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৬

৫. ... তোমরা সৎকাজ করো, আল্লাহ সৎকর্মকারীগণকে ভালোবাসেন।
সূরা বাকারা, আয়াত-১৯৫

৬. ... আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। সূরা বাকারা, আয়াত-২০৫

৭. তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিওনা, যে কেহ উহা (সাক্ষ্য) গোপন করে তার অন্তর অবশ্যই পাপী। সূরা বাকারা, আয়াত-২৮৩

৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। সূরা নিসা, আয়াত-৩৬

৯. কেহ কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করিলে উহাতে তাহার অংশ থাকিবে এবং কেহ মন্দ কাজের সুপারিশ করিলে উহাতে তাহার অংশ থাকিবে। সূরা নিসা, আয়াত-৮৫

১০. কেহ পাপ কাজ করিলে সে উহা নিজের ক্ষতির জন্যই করে। সূরা নিসা, আয়াত-১১১

১১. হে আমানু! তোমরা ওয়াদ পূর্ণ করিবে। সূরা মায়িদা, আয়াত-০১

১২. প্রচার করাই কেবল রাসুলের কাজ। সূরা মায়িদা, আয়াত-৯৯

১৩. ... আল্লাহ'র আদেশ কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না। সূরা আনআম, আয়াত-৩৪

১৪. আমার (রাসুলের) প্রতি যাহা ওহী হয় আমি (রাসুল) শুধু তাহারই অনুসরণ করি।
সূরা আনআম, আয়াত-৫০

১৫. তাঁহার (আল্লাহ'র) অজ্ঞাতসারে (গাছের) একটি পাতাও পড়ে না।
সূরা আনআম, আয়াত-৫৯

১৬. আল্লাহ তো জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।
সূরা আনআম, আয়াত-১৪৪

১৭. হে আমানু! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের দলভুক্ত হও।
সূরা তাওবা, আয়াত-১১৯

১৮. তিনি (আল্লাহ) প্রত্যেক গুণীজনকে তাহার প্রাপ্য মর্যাদা দান করিবেন।
সূরা হুদ, আয়াত-০৩

১৯. নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। সূরা রাদ, আয়াত-৩১

আল কোরআনের বাণী

২০. আল্লাহ আদেশ করেন, তাঁহার (আল্লাহর) আদেশ ঠেকানোর কেহ নাই।
সূরা রাদ, আয়াত-৪১

২১. মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় জালিম, অকৃতজ্ঞ। সূরা ইবরাহীম, আয়াত-৩৪

২২. সুতরাং তোমরা আল্লাহ'র কোনো সদৃশ স্থির করিও না। সূরা নাহল, আয়াত-৭৪

২৩. শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৫৩

২৪. মানুষ তো অতিশয় কৃপণ। সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-১০০

২৫. অপরাধীকারিগণকে তাহাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে না।
সূরা কাসাস, আয়াত-৭৮

২৬. যাহাদের জ্ঞান নাই আল্লাহ তাহাদের হৃদয়কে মোহর করিয়া দেন।
সূরা রূম, আয়াত-৫৯

২৭. যাহাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহ'র নিকট কাহারও সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হইবে না।....। সূরা আহযাব, আয়াত-২৩

২৮. সকল সুপারিশ আল্লাহ'রই ইখতিয়ারে। সূরা যুমার, আয়াত-৪৪

২৯. ... আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করিয়া দেন।
সূরা মুমিন, আয়াত-৩৫

৩০. কোরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু। তোমাদেরকে অবশ্যই এই (কোরআন) বিষয়ে প্রশ্ন করা হইবে। সূরা যুখরুফ, আয়াত-৪৩:৪৪

৩১. ... আমার প্রতি যাহা অহি করা হয় আমি কেবল তাহারই অনুসরণ করি। ...।
সূরা আহকাফ, আয়াত-০৯

৩২. ... সত্যের মোকাবেলায় অনুমানের কোনই মূল্য নাই। সূরা নাজম, আয়াত-২৮

৩৩. যাহারা অন্তরের কার্পণ্য হইতে মুক্ত তারাই সফলকাম। সূরা তাগাবুন, আয়াত-১৬

৩৪. ... কোরআন পাঠ করো ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে। সূরা মুযাম্মিল, আয়াত-০৪

৩৫. আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের ভালোবাসেন। আল ইমরান, আয়াত-১৪৬

৩৬. যাহারা পবিত্র হয় আল্লাহ তাহাদিগকে ভালোবাসেন। সূরা তওবা, আয়াত-১০৮

৩৭. আর তিনি (আল্লাহ) ক্ষমাশীল প্রেমময়। সূরা বুরুজ, আয়াত-১৪

৩৮. যাহাতে (কোরআনে) আছে সঠিক বিধান। সূরা বায়্যিনা, আয়াত-০৩

৩৯. দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে সামনে ও পিছনে মানুষের নিন্দা করে।
সূরা হুমাজা, আয়াত-০১

৪০. তোমাদের জীবন বিধান তোমাদের, আমার জীবন বিধান আমার।
সূরা কাফিরূন, আয়াত-০৬

আল্লাহু	আল্লাহু	আল্লাহু	আল্লাহু	আল্লাহু
বিশ্বাস	ভক্তি	প্রেম	জ্ঞান	সত্য

সালামুন আলা খন্দকার আকমাল পীর সাহেবের স্মরণীয় বাণী

(i) খোদার ধ্যানে যেই কর্ম হয় তাহা ঐশি অক্ষয় প্রেম। যেই পথে খোদার পরিচয় লাভ হয়, সেই পথ অনুসরণ কর।

(ii) কুল, গৌরব, যশমান থাকাকালীন সময়ে আল্লাহতে সমর্পণ করো।

(iii) যে প্রেমে বিবাদ সৃষ্টি হয় তাহা কখনও আল্লাহ প্রেম নয়। যাহার মনে আল্লাহ প্রেম আছে সে কখনও বিবাদ সৃষ্টি করে না।

(iv) সর্বদা সময়ের মূল্য দিতে থাক, তাহা হলে জীবনের মূল্য বাড়ে।

(v) ওয়াদা পালনে যত্নবান হলে রূহের শক্তি বর্ধিত হয়।

(vi) আল্লাহ প্রেমিক হতে চাইলে ধীরে ধীরে দুনিয়ার প্রেম কমাও, আল্লাহ প্রেমে নিমগ্ন হতে চাইলে দুনিয়ার বাঁধা বন্ধন স্বরূপ, বিশ্বাসী মন তৈরী কর, বিশ্বাস ব্যতীত কোন কর্ম সফল হয়না।

(vii) বহু তর্কে সময় অতিবাহিত হয় এবং মনের বিশ্বাস কমে যায়, বিশ্বাসই মনের বল, মনোবলই শক্তি এবং শক্তিতেই পরমের ছায়া।

(viii) ছোটদের প্রতি ভালবাসা, মুরব্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং জ্ঞানীদের প্রতি প্রাণ প্রিয়তায় সত্য সেবকের স্বরূপ। যে মনে প্রিয়তা নাই, ধর্ম তার শত্রু এবং সে মনও ধর্মের শত্রু।

(ix) যে সাধনায় তুমি জ্বালাময়, সে সাধনা, প্রেরণা অন্যকে দিওনা।

(x) অজ্ঞানী যাহা বুঝে তাহা দ্বারায় তাহাকে জ্ঞান আদেশ, উপদেশ দাও।

(xi) অসহায়ের প্রতি সহায় এবং অপরাধীর প্রতি ক্ষমার দৃষ্টি জ্ঞানীর কর্ম।

(xii) কাহারও মতের সঙ্গে কাহারও মতের মিল না হলে হিংসার সৃষ্টি হয়, হিংসা সৃষ্টি না করে, যার যেমন মত তেমনভাবেই থাকা ভালো।

(xiii) ভবপ্রেম জ্বালাময় এবং খোদা প্রেম জ্যোতির্ময়।

(xiv) কৃপণতা অসত্যেরই মিত্র এবং সত্য সুন্দরের শত্রু, কৃপণাত্মা আল্লাহর প্রেম হতে অনেক দূরে।

(xv) লালস-লিপসায়, মায়া-মহে আল্লাহ ত্যাগী হয়ো না।

(xvi) অজানাকে জানাই জ্ঞানীর ধর্ম আর অজানার স্বরূপ প্রতিষ্ঠায় জ্ঞানীর কর্ম।

আল্লাহু	আল্লাহু	আল্লাহু	আল্লাহু	আল্লাহু
বিশ্বাস	ভক্তি	প্রেম	জ্ঞান	সত্য

সালামুন আলা শাহ্ সুফি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (আকমাল পীর সাহেবের) সংক্ষিপ্ত জীবনী।

সালামুন আলা শাহ্ সুফি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (আকমাল পীর সাহেব) ১৩৪৪ সালের ১০ই মাঘ, কুষ্টিয়া জেলার, মিরপুর থানার, লক্ষ্মীধড়দিয়াড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম- সালামুন আলা শাহ্ সুফি খন্দকার আবুল হোসেন আল কাদরিয়া ও মাতার নাম- সালামুন আলা খন্দকার লতিফুন নেসা। তার পিতা কাদরিয়া তরিকার পীর সাহেব ছিলেন। তার অধিকাংশ ভক্ত ছিলো বগুড়া অঞ্চলের। আমার বাবা বছরে অন্তত একবার হলেও বগুড়া অঞ্চলে যেতেন। আমার দাদীমা আমার বাবাকে আকমাল পাগল, আমার পাগল ছেলে বলে ডাকতেন।

ছোটবেলা হতেই তিনি ভাবুক প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। অন্যান্য কিশোরদের মতো হইহুল্লোড়, মারামারি, গালাগালি, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করা তার স্বভাবের মধ্যে ছিলো না। তিনি খুব শান্তি প্রিয় শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তার শরীরের রং কালো এবং উচ্চতা আনুমানিক পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি হবে। তিনি বিবাহ শাদি করার ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলেন না। তৎকালীন সময় অনুযায়ী একটু বয়স বেশি হলেই তিনি বিবাহ করেন।

তিনি খুব গান পাগল মানুষ ছিলেন, তিনি স্বরচিত গান নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতেন। বাবা গানবাজনা পাগল হলেও ধর্ম বিমুখ পাগল ছিলেন না। তিনি ইসলাম ধর্মের নামাজ, রোজা, জিকির-আজকার খুব মনোযোগ সহকারে পালন করতেন।

তিনি প্রথম জীবনে কাপড়ের ব্যবসা করতেন, ভেড়ামারা শহরে তার কাপড়ের দোকান ছিলো। কাপড়ের ব্যবসা চলাকালীন সময়ে তিনি মাঝে মাঝে ঢাকা শহরে এসে কাপড় কিনে নিয়ে যেতেন। ঢাকা শহরে আসা যাওয়ার মধ্যে একজন মহান সাধুর সঙ্গে রাজধানী ঢাকা শহরের শাহবাগে তার পরিচয় হয়। তার নাম সালামুন আলা রসুল শাহ। তিনি সৌদি আরবের মদিনা শহরের অধিবাসী ছিলেন। মহান সাধু বাংলা ভাষাসহ প্রায় ১০/১৫টি ভাষায় কথা বলতে জানতেন। আমার পিতা, আমার দয়াল মুর্শিদ তার নিকট বায়আত গ্রহণ করে কাদরিয়া তরিকার অনুসারী হন। সালামুন আলা রসুল শাহ আহলে কোরআন ছিলেন। আমার পিতা তার গুরুর নিকট হতে আল কোরআন শরীফ এবং তরিকতের শিক্ষা লাভ ও খেলাফত প্রাপ্ত হন। খেলাফত প্রাপ্ত হওয়ার পরে বাবা আস্তে আস্তে দুনিয়ার লোভ-লালসা, ব্যবসা-বাণিজ্য হতে দিনকে দিন উদাসীন হতে লাগলেন। বিভিন্ন দরবার শরীফ, মাজার শরীফে

যেতেন এবং মাঝে মাঝে বাড়ীতে আসতেন না। বাবা তার কাপড়ের ব্যবসার প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেললেন। আমার বড়ো ভাইয়ের বয়স অল্প হওয়ায় তিনিও ব্যবসাকে ধরে রাখতে পারেননি।

আমাদের সংসারে অভাব হলো নিত্য সঙ্গী। পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের বড়ো ভাই কয়েক বছর সাংসারিক দায়িত্ব পালন করে হাল ছেড়ে দিলে পরবর্তী পর্যায়ে মেজ আওলাদ হিসাবে পারিবারিক দায়িত্ব আমার উপরে অর্পিত হয়।

খাজা শহীদুল ইসলাম তরিকতে পীর সাহেব হিসাবে আনুমানিক ১৯৭০ সালের দিক হতে প্রচারণা শুরু করেন। ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, বরিশাল, কিশোরগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ইত্যাদি জেলায় আনুমানিক প্রায় দুইশত ভক্ত-অনুসারী তৈরী করেন। নিজ বাড়িতে সুফি ভান্ডার শরীফ নামের দরবার শরীফ তৈরী করেন। তিনি আল কাদরিয়া খোন্দকারিয়া সুফি নামের তরিকার প্রবর্তন করেন। তিনিও গুরুর মতো আহলে কোরআন ছিলেন। আহলে কোরআন হওয়ার কারণে সমাজের প্রচলিত ইবাদতের সঙ্গে তার চিন্তা-ভাবনা ও ইবাদত কর্মের ভিন্নতা তৈরি হয়। তিনি তার সমস্ত ইবাদত বন্দেগী নিজ ঘরে ও দরবার শরীফে পালন করতেন।

দরবার শরীফ তৈরী করার পূর্বে তিনি খুব কঠিনভাবে ধ্যান সাধনা করতেন। বর্তমান মাজার শরীফের উত্তর পার্শ্বে জঙ্গলের মধ্যে একটি কাঁঠাল গাছের সঙ্গে বটগাছ ছিলো, সেই জঙ্গলের মধ্যে প্রতিদিন গভীর রাত হতে ফজর পর্যন্ত ধ্যান মগ্ন থাকতেন, কয়েক মাস ধরে চলতো তার ধ্যান মগ্নতা, তিনি সাধারণত শীতকালে এই ধ্যান সাধনা বেশি করতেন। শীতকালে ধ্যান মগ্ন অবস্থায় কোনো ধরনের গরম পোশাক পরিধান করতেন না, সাধারণত একটি পাতলা হাফ হাতা গেঞ্জি পরিধান করতেন। তিনি যখন রাত্রে ধ্যান করতেন তখন আমার মাতা ঘরে ঘুমাতেন না। তিনিও বিনিদ্রা রজনী পার করতেন। বাবার চা খাওয়ার নেশা খুব প্রবল ছিলো, তাই আমার মা-জননী চা বানিয়ে পিরিচ দিয়ে কাপ ঢেকে রেখে চলে আসতেন। তিনি ধ্যান ভগ্ন হলে কখনও কখনও চা খেতেন আবার কখনও কখনও খেতেন না। চা না খেলে মা আবার চা গরম করে অনুরূপভাবে রেখে চলে আসতেন। পরবর্তী পর্যায়ে পারিবারিক জমি বণ্ঠন হলে উক্ত জায়গাটি আমার ছোট চাচার ভাগে পড়ে। এরপর হতে আমার বাবার বন-জঙ্গলের ধ্যান মগ্নতার সমাপ্ত হলো।

এরপরে বাবা নিজ ঘরের বারান্দায় ছোট একটি কামরা তৈরী করে একা একা আবার কখনও কখনও আমার মা-জান শরীফকে সঙ্গে নিয়ে ইবাদত বন্দেগী পালন করতেন।

বাবা যখন প্রতি বছর পহেলা বৈশাখে বার্ষিক পবিত্রতম ওরোশ মোবারক কুদ্দুসুন উৎযাপন করা শুরু করলেন তখন হতে প্রতি বছরে চল্লিশ দিন অনশন পালন করতেন। ফাল্গুন মাসের ২০ তারিখ হতে চৈত্র মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত ভাত, রুটি, তরকারী খেতেন না। উক্ত চল্লিশ দিন রাতের বেলায় বারান্দায় চিল্লা রুমে ধ্যান মগ্ন থাকতেন এবং পানাহার হিসাবে সামান্য পরিমাণ চানাচুর, চা ও পানি পান করতেন। পহেলা বৈশাখে ওরোশ উৎযাপন করে ভারী খাবার পানাহার করতেন।

বাবা খুব কম কথা বলতেন, আস্তে আস্তে কথা বলতেন, বাবার কথার মাঝে উগ্রতা ছিলো না। তিনি কখনও নিজ শরীরের যত্ন করতেন না। আমার মা-জননী যেটুকু করে দিতেন তাই।

সংসারে খুব অভাব ছিলো, অভাব নিয়ে বাবা মায়ের মধ্যে কোনো প্রকারের মনোমালিন্য ছিলো না। কখনও কখনও দেখেছি মায়ের দুটি শাড়ী ছিলো না। একটি শাড়ী পরে গোসল করে বাবার শীতকালে ব্যবহার করা চাদর নিজের শরীরে জড়িয়ে ঘরের মধ্যে অবস্থান করতেন। শাড়ী রোদে শুকালে আবার সেটা পরিধান করতেন।

ঋণ করাটা বাবার একদম অপছন্দ ছিলো। বাবার চা এবং বিড়ি খাওয়ার নেশা ছিলো। টাকার অভাবে লবণ, পানি ও লেবুর পাতা দিয়ে মা পানি গরম করে দিতেন সেটা খেয়ে বাবা চায়ের নেশা মেটাতেন। বিড়ির অবশিষ্ট টুকরোগুলো অনেক জমা হলে সেগুলো ভেঙ্গে তামাক বের করে হাতে বিড়ি বানিয়ে খেতেন, এই কাজে আমি বাবাকে অনেক দিন সাহায্য করেছি।

একদিন বাবার পকেট হতে পঁচিশ পয়সা আমি চুরি করেছিলাম, বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে সত্য কথা স্বীকার করেছিলাম। বাবা আমাকে বললেন-অন্যের জিনিস না বলে নিলে সেটা চুরি করা হয়, চুরি করা মহাপাপ। আরও কখনও এমন কাজ করবে না, তোমার টাকা-পয়সার দরকার পড়লে আমার নিকট হতে চেয়ে নিবে। জীবনে আর দ্বিতীয়বার ঐ ভুল কাজ করিনি।

অন্যের বাড়ীতে খাওয়াটা আমার বাবা পছন্দ করতেন না। সেই অভ্যাসটা আমি এখন ধরে রাখার চেষ্টা করি, আমার একান্তই আপনজন ছাড়া আমি অন্যের বাড়িতে খাওয়ার চেষ্টা করিনা। আমার ছেলের মধ্যেও সেই অভ্যাস কিছুটা হলেও বিদ্যমান আছে।

সালামুন আলা খন্দকার শহীদুল ইসলাম এর জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা-

(১) ওরোশ উৎযাপনঃ প্রতি বছর বৈশাখ মাসের এক তারিখ হতে তিন তারিখ পর্যন্ত সুফি ভান্ডার শরীফে ওরোশ মোবারক কুদ্দুসুন পালন করা হয়। ওরোশ

মোবারক উৎযাপন করার সময়টা মূলত কাল বৈশাখীর সময়। বাবার জীবনদর্শায় দুই/তিনবার কাল বৈশাখী হানা দেয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরী হলেও অনুষ্ঠান উৎযাপনে বাঁধা তৈরী হয়নি। আকাশের পরিস্থিতি খারাপ দেখলে বাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু দু'আ কালাম পাঠ করতেন। বাবাজান শরীফ ওফাত বরণের পরেও আমরা দুই যুগ হলো ওরোশ মোবারক উৎযাপন করে আসছি। আল্লাহ মহানের দয়া প্রাপ্ত হচ্ছি, সেজন্য আল্লাহ মহানের দরবারে শুকরিয়া জানায়।

(২) কাশফ জ্ঞানঃ আমার বাবার অন্তরের চোখ বা তৃতীয় নয়ন খোলা ছিলো। দরবার শরীফে দুর-দুরান্ত হতে ভক্তবৃন্দ আসতেন। তাদের মনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন থাকতো। অনেকেই অনুমতি নিয়ে বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইতেন, বাবা তাদেরকে বলতেন-আল কোরআনের অমুক সূরার এত নম্বর আয়াত পড়ো। তাদের প্রশ্নের জবাব উক্ত আয়াতের মধ্যে পাওয়া যেত। পরবর্তী পর্যায়ে বাবা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কোরআন ভিত্তিক আলোচনা করতেন। যারা প্রশ্ন করতে ভয় পেতেন বা দ্বিধা করতেন তাদের মনের প্রশ্নের জবাবগুলো পেয়ে যেতেন। তাদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন, আমার এই বিষয়টা জানার ইচ্ছা ছিলো কিন্তু প্রশ্ন করতে ভয় পেয়েছি, বাবা সেটাই আলোচনা করেছেন।

বাবার জীবন-দশায় গ্রামে টেলিফোন, মোবাইল কিছুই ছিলো না কিন্তু বাবার মনের মধ্যে একটি মোবাইল ছিলো। তিনি মাঝে মাঝে মাকে বলতেন-আজকে চুয়াডাঙ্গা হতে ভক্তবৃন্দ আসবে, আবার কোনোদিন বলতেন আজকে ঢাকা হতে ভক্তবৃন্দ আসবে। বাবার এই অগ্রিম বাক্যগুলো প্রায় ৯৯% সঠিক হতো।

আমার বাবা তার জীবনে একটি কথা বহুবার ভক্তদের সামনে বলেছেন-বাবারে, আমি মনের মতো ভক্ত পাইনি, মনের মতো ভক্ত হতে হলে কেমন হতে হবে এমন প্রশ্ন কোনো ভক্ত কখনও করেননি। আমার বাবার মনের এই আক্ষেপ ১০০% সত্য, সেটা আমি এখন বাস্তবে উপলব্ধি করতে পারি।

(৩) সিধেল চোরঃ ১৯৯০ সালের দিকের ঘটনা, একদিন মঙ্গলবার রাতের বেলায় সিধেল চোর আমার চাচার বাড়িতে এবং আমাদের বাড়িতে চুরি করতে ঢোকে। চাচার বাড়ির মূল্যবান জিনিসগুলো চোর চুরি করলেও সিধ কেটে ঘরে ঢুকে আমাদের বাড়ি হতে কোনো জিনিস চুরি করেনি। বুধবারের দিন সকালে বাবা বললেন-তিনদিনের মধ্যে চোর ধরা পড়বে। ঐ চোর বৃহস্পতিবার রাত্রে আবার কাজিপুর গ্রামে চুরি করে। ভোর রাত্রে নদী পার হওয়ার সময় লোকজন দেখে ফেলে, চোর এক গোপন জায়গায় আত্মগোপন করলেও শুক্রবার দুপুরে চোর ধরা পড়ে এবং

গ্রামের বিচারকগণ চোরকে প্রচন্ড মারধোর করেন। পরবর্তী পর্যায়ে চোর গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। তিনি বর্তমানে অন্য গ্রামের বাসিন্দা।

(৪) প্যারালাইসিস রোগীর সুস্থতা: ঢাকার গোপিবাগে বাবার কিছু ভক্তবৃন্দ ছিলো। বাড়িওয়ালার মেয়ে শেলী নামের বাবার একজন ভক্ত মেয়ে দাওয়াত করে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাবা, আমি এবং বাবার আরেকজন ভক্তসহ মোট তিনজন আমরা তাদের বাড়িতে গেলাম। তারা আমাদের খুব ভালো মানের খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। খাবার খাওয়া শেষ হলে তিনি আমাদেরকে তার মায়ের রুমে নিয়ে গেলেন। তার মা শয্যাশায়ী বয়স্ক প্যারালাইসিস রোগী। ঢাকার হলি ফ্যামিলী হাসপাতালসহ নামীদামী জায়গায় চিকিৎসা গ্রহণ করে কোনো ভালো ফল আসেনি। বিছানায় প্রস্রাব, পায়খানা করেন। তিনি তার মাকে দেখিয়ে বললেন পীর বাবা আপনে বলেন-আমার মা সুস্থ হবে, হাটা চলাফেরা করতে পারবে। বাবা কথাটা বলতে ইচ্ছুক ছিলেন না তবে বাবার ঐ ভক্ত মেয়ে খুব নাছোড় বান্দা হয়ে খুব বিনয়ের সঙ্গে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। তার অত্যাধিক অনুরোধ এবং বিনয় প্রকাশে আমার বাবা বাধ্য হয়ে বললেন-একটি বাটিতে সরিষার তেল নিয়ে এসো, তিনি তেল এনে দিলেন, বাবা তেলের মধ্যে দু'আ পড়ে ফুঁ দিয়ে দিলেন; তারপর তেল মালিশ করতে বললেন, আল্লাহর রহমতে তিনি সুস্থ হলেন এবং নিজে নিজে বাথরুমে গিয়ে প্রস্রাব, পায়খানা করতে পারতেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাদের বাড়ীতে আরও অনেকবার বাবা গিয়েছেন আমিও গিয়েছি। মুরব্বীর সুস্থতা আমি নিজ চোখে দেখিছি।

(৫) তাবলীগ জামাতের আগমন: আমার বাবা প্রথম জীবনে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়লেও শেষ জীবনে সম্পুর্ণরূপে মসজিদ বিমুখ ছিলেন। তিনি তার সমস্ত ইবাদত দরবার শরীফে ও নিজ বাড়িতে পালন করতেন। তিনি নিজ বাড়িতে সালাত কায়েম করার পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে জিকির করতেন। গ্রামের লোকদের ধারণা ছিলো পীর সাহেব বেনামাজী লোক, তাকে হেদায়েতের দাওয়াত দেয়া উত্তম। সেজন্য গ্রামের মসজিদে তাবলীগ জামতের দল আসলে মসজিদ কমিটি আমার বাবাকে হিদায়াত করার জন্য পাঠাতেন। তাবলীগ জামাতের অনেক দলই আমাদের দরবার শরীফে বাবাকে হিদায়াতের দাওয়াত দিতে এসেছেন। বাবা আমাকে চা, বিস্কুট দিতে বলতেন, আমি মা-জননীকে বললে তিনি চা বানিয়ে দিতেন, আমি তাদের সকলকে চা, বিস্কুট খেতে দিতাম।

একবার তাবলীগ জামাতের এক শিক্ষিত আলেম বাবাকে খুব ধর্মের জ্ঞান দিতে লাগলেন, জামাতে নামাজ পড়ার সওয়াব, তাবলীগ জামাত করার সওয়াব, বিশ্ব ইজতেমায় যাওয়ার সওয়াব, সেটা গরীবের জন্য হজ তুল্য ইবাদত, ইসলাম সাম্যের ধর্ম, সেখানে ধনী, গরীব কোনো প্রকারের ভেদাভেদ নাই, তাবলীগ জামাতের সাথী ভাইয়েরা পাঁচ/সাতজন একত্রিত হয়ে এক প্লেটে সবাই খাদ্য খায় ইত্যাদি। বিষয়গুলো আমার বাবাকে বুঝাতে লাগলেন। আমির-আলেম সাহেবের কথা বলা শেষ হলে আমার বাবা বললেন-আমি কিছু বলতে পারি? আমির সাহেব বললেন, অবশ্যই, অবশ্যই, আমরা তো আপনার কথা শোনার জন্য এখানে এসেছি। বাবা বললেন-ইসলাম সাম্য, সম্প্রীতির ধর্ম সত্য কথা তবে এক প্লেটে পাঁচজন খাবার খেলেই সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়না, ধনী গরীব সবাই এক সাথে নামাজ পড়লেই সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়না। সাম্য ও সম্প্রীতি তৈরী করতে হলে দরকার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, ধনী গরীবের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য দুর করা। ধনী, গরীবের মধ্যে আর্থিক সাম্যতা না আসলে এক প্লেটে পঞ্চাশ জন খানা খেলেও সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবেনা। আপনারা তাবলীগ জামাতে এসে এক প্লেটে চার/পাঁচজন খানা খান, এটা এক ধরনের লোক দেখানো ফরমালিটি।

আমির সাহেব আপনি বুকে হাত দিয়ে আমাকে একটি সত্য কথা বলুন, আপনার বাড়ির বউ, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আপনি এক প্লেটে কয়দিন খেয়েছেন? ভালো মানের খাবার রান্না করে আপনার বাড়ির আশেপাশের গরীব মানুষগুলোকে সঙ্গে নিয়ে এক প্লেটে কয়দিন খেয়েছেন? সত্য কথা বলুন! তখন আমির সাহেব লজ্জিত হয়ে বললেন-পীর সাহেব আমি দুঃখিত, আমার জন্য দু'আ করবেন, এই কথা বলে তাবলীগ জামাতের লোকজন সদলবলে চলে গেলেন।

(৬) এক মাওলানা সাহেবের সঙ্গে বাহাসঃ কামালপুর নামে আমাদের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম আছে। সেখানে আমার বাবার দশ/বারোজন ভক্ত ছিলো। তারা বাবাকে সেখানে গিয়ে মাহফিল করার জন্য দাওয়াত দিলেন। সেটা সম্ভবত ১৯৯০/১৯৯১ সালের ঘটনা, দিনটা ছিলো শুক্রবার। বিকাল বেলায় বাবা, আমি, আজমল হক খাজু (বড় দুলাভাই) ও সামসুল ভাইসহ আমরা চারজন ২-৩ মাইল গ্রামের রাস্তা পায়ে হেঁটে গেলাম। মাগরিব নামাজের পরে ভক্তদের সঙ্গে ধর্মীয় আলোচনার পরে এশার নামাজের পরে শামিয়ানা টাঙ্গিয়ে উঠানো মাহফিল শুরু হলো। মাহফিলের শেষ পর্যায়ে মোনাজাত শুরু হলে ঐ গ্রামের মাওলানা সাহেব তার পনের/বিশজনের দলবল নিয়ে হাজির হলেন। মোনাজাত করার সময় আমার বাবার হাত নাভির

কাছাকাছি ছিলো। মোনাজাত শেষ হলে মাওলানার একজন অনুসারী বললেন-পীর সাহেব ধোনের (লিঙ্গের) সাথে মোনাজাত করলেন। তখন মাওলানা সাহেব বললেন-নাভির নিচে হাত রেখে মোনাজাত করার কোনো বিধান নাই। আপনার মোনাজাত করা হয়নি। আমার বাবা বললেন, আমার মোনাজাত করা ঠিক আছে, নাভির নিচে হাত থাকলে মোনাজাতের কোনো সমস্যা নাই। তখন মাওলানা সাহেব বললেন-মোনাজাতে হাত বুক পর্যন্ত তুলতে হবে নতুবা মোনাজাত হবে না। তখন আমার বাবা বললেন-আপনার কথার দলিল বলেন, মাওলানা সাহেব বললেন- আমার দলিল আমার বাড়িতে আছে। মাওলানা সাহেব এবার পাল্টা আমার বাবাকে বললেন-নাভির নিচে হাত রেখে মোনাজাত করা যাবে তার দলিল আপনে দেখান? আমার বাবা বললেন-দলিল আমার বাড়িতে আছে, তখন মাওলানা বললেন-আপনার বাড়ি থেকে দলিল আনেন, আমার বাবা বললেন-আপনার বাড়ি এই গ্রামে। আমার বাড়ি দুই/তিন মাইল দুরে, আগে আপনার দলিল আনেন।

মাওলানা বললেন-আমার অনেক বই-পুস্তক আছে, এখন দলিল বের করা সম্ভব নয়। পরবর্তী পর্যায়ে নামাজ পড়া, হাদিস মানেন কিনা ইত্যাদি বিষয় প্রশ্ন তুললেন, আমার বাবা সুকৌশলে জবাব দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিলেন। মাওলানা আমার বাবার সঙ্গে দুই/তিন ঘন্টা তর্ক-বিতর্ক করলেন অথচ যাদের বাড়িতে আমরা গিয়েছি তিনি একেবারে নিশ্চুপ ছিলেন। বিষয়টা আমাদেরকে খুব ব্যথিত করেছে।

কোনো রকমে রাত অতিবাহিত করে সকালে আমরা নিজ গ্রামের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম; তখন ঐ মাহফিলের দাওয়াতকারী ভক্ত আমার বাবাকে বললেন-পীর বাবা, আপনি গ্রামের রাস্তা দিয়ে না গিয়ে মাঠের ভিতর দিয়ে রাস্তা আছে ঐ রাস্তা দিয়ে চলে যান। তখন আমার বাবা বললেন-গ্রামের রাস্তা দিয়ে গেলে কোনো সমস্যা? তখন ঐ ভক্ত বললেন-যদি রাস্তার মধ্যে মাওলানা এসে আবার যদি কোনো ঝামেলা করে সেজন্য বলছি। আমার বাবা তখন বললেন-আমি চোর না, মাঠের ভিতরের রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যাবো। আমি গ্রামের রাস্তা দিয়েই হাঁটতে হাঁটতে যাবো। আমরা চারজন গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়িতে চলে আসলাম। দাওয়াতকারীর উচিত ছিলো আরও কিছু লোকজন সাথে করে নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত আমাদের পৌছায়ে দেয়ার, তবে তার ভিতরে সেই জ্ঞান, মানবতাবোধ ছিলো না।

বাড়িতে এসে মোনাজাতের দলিল আমার বাবার কাছে আমি জানতে চাইলাম। তখন বাবা হাদিস শরীফ বের করে আমাকে বললেন পড়ো। আমি পড়া শুরু করলাম। "যখন কোনো বান্দা দুই হাত তুলে আমার (আল্লাহর) কাছে প্রার্থনা করে আমি

আল্লাহ তাকে শূন্য হাতে ফিরায়ে দিতে লজ্জাবোধ করি।" মোনাজাতের হাদিসে কোনো জায়গায় বলা নাই যে, হাত বুক পর্যন্ত তুলতে হবে। ঐ ঘটনার এক/দুই বছর পরে মাওলানা সাহেব আমাদের দরবার শরীফের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে ছিলেন। তখন বাবা মাওলানাকে ডেকে বললেন-মোনাজাতের দলিল দেখে যান, তখন মাওলানা সাহেব বললেন, পীর সাহেব আমি খুব ব্যস্ত আছি। পরে এক সময় আসবো; তিনি আর কোনোদিনই আসেননি।

(৭) ওয়াজ মাহফিলঃ আমার বাবার নাম, খ্যাতি-যশ, ভক্তবৃন্দ বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হলো, আমাদের গ্রামে ২৫/৩০ জন ব্যক্তি বাবার নিকট মুরিদ হলো, বাবা প্রতিমাসে চাঁদের ১২ তারিখে বারো শরীফ, বার্ষিক পবিত্রতম ওরোশ মোবারক কুদ্দুসুন জাকজমকপূর্ণভাবে উৎযাপন করা শুরু করলেন, তখন দিনকে দিন এক শ্রেণীর তরিকত বিরোধী কিছু লোক আমার বাবার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিলেন। আমার বাবা ভন্ডপীর নাম দিয়ে ভেড়ামারা, কুষ্টিয়ার কিছু স্থানীয় পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হলো। আমার বাবার বিরুদ্ধবাদীরা যখন কিছুতেই আমার বাবার বিরুদ্ধে পেরে উঠলো না তখন তারা এক সময় ভেড়ামারা থানার এ.এস.পি অফিসে আমার বাবার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দিলো। এ.এস.পি সাহেব উভয় পক্ষকে অফিসে ডাকলেন, বাবার সঙ্গে আমিও সেদিন এ.এস.পি অফিসে গিয়েছিলাম। ঘটনাটি সম্ভবত ১৯৯১ সালের শুরুর দিকে হবে। দুইপক্ষের মুখে ঘটনা শুনে এ.এস.পি সাহেব আমার বাবার পক্ষেই রায় দিলেন।

এরপর হতে আমার বাবার বিরুদ্ধবাদীরা আমার বাবার উপরে আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে বাড়ি-ঘর, খানকা শরীফ ভেঙ্গে চুরমার করে চুল, দাড়ি কেটে গ্রাম থেকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র শুরু করলেন।

আমার বাবাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাম হতে উৎখাত করার জন্য ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার বাবার বিরুদ্ধে বিশাল এক ওয়াজ মাহফিল আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ওয়াজ মাহফিল শুরুর প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকে পোস্টারিং ও মাইকিং করা শুরু হলো। তারা মাইকিং করার সময় একটি কুটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা নিজ গ্রামে মাইকিং করার সময় বলতেন-আগামী ২০শে ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার লক্ষীধড়দিয়াড় গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বিশাল ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের গ্রাম হতে যখন দুরে যেতেন, তখন বলতেন- আগামী ২০ তারিখের ওয়াজ মাহফিলে আকমাল পীরের সাথে মাওলানা সাহেবের বাহাস হবে। আপনারা মাওলানা সাহেব বনাম পীর সাহেবের সাথে বাহাস দেখার জন্য দলে দলে

মাহফিলে শরীক হয়ে দোজাহানের অশেষ নেকী হাসিল করুন। বাহাস হবে শোনার পরে আমজনতার আগ্রহ আরও বেড়ে গেলো। কিছু কিছু লোক আমার বাবার কাছে বাহাসের বিষয় জানতে আসতেন, তখন আমার বাবা বলতেন- বাবারে আমি তো এই ব্যাপারে কিছুই জানিনা। ওয়াজ মাহফিল হবে আমি এইটুকু জানি, বাহাসের ব্যাপারে আমার সঙ্গে কারও কোনো ধরনের কথা হয়নি। বাবা বুঝতে পারলেন তাকে নিয়ে বিশাল একটি ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ি ছিলো আমাদের পাশ্ববর্তী গ্রামে; আমার বাবা ষড়যন্ত্রের বিষয়টি অবহিত করার জন্য তার বাড়িতে গেলেন। চেয়ারম্যান সাহেবকে আমার বাবা নাম ধরে ডেকে বললেন-আমার ব্যাপারো তুমি কিছু শুনেছো? চেয়ারম্যান সাহেব বললেন-শুনেছি ভাই, মাওলানা সাহেবের সাথে আপনার বাহাস হবে; আমার বাবা বললেন-তুমি যা শুনেছি তা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, আমার সাথে এই ব্যাপারে কেউ কোনো কথা বলেনি। তুমি চেয়ারম্যান, তোমাকে একটি কথা বলে রাখি তা হলো- আমি বাহাস করাকে মোটেই ভয় করিনা তবে আমার শর্ত আছে, শর্ত মানলে বাহাস করতে রাজি আছি। চেয়ারম্যান সাহেব শর্তগুলো জানতে চাইলেন, আমার বাবা বললেন-অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সমন্বয়ে বিচারক প্যানেল তৈরী করতে হবে, পুলিশ ও আনসার বাহিনী মোতায়েন করতে হবে যাতে কেউ কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা পরিবেশ তৈরি করতে না পারে; মাওলানা প্রশ্ন করবে আমি জবাব দিবো, আমি প্রশ্ন করবো মাওলানা জবাব দিবে, প্রশ্নোত্তর শেষ হলে মহান বিচারকমন্ডলী যেই রায় দিবে তা আমি মেনে নিবো। এই শর্তগুলোর উপরে বাহাস হলে আমার বাহাস করতে দ্বিমত নাই। এই কথা বলে আমার বাবা চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ী হতে চলে আসলেন।

২০শে ডিসেম্বর ওয়াজ মাহফিলের দিন আমার বাবা ভেড়ামারার বাজারে গেলেন, গ্রামে রব উঠে গেলো পীর সাহেব বাড়িতে নাই, ভয়ে গ্রাম হতে পলায়ন করেছেন। বাবা ভেড়ামারাতে একটি চা এর দোকানে বসে চা খেতে ছিলেন, এমন সময় এক দল যুবক এসে বাবাকে বললেন-পীর সাহেব সালাম, কেমন আছেন? আমার বাবা তাদের কথার কোনো জবাব দিলেন না। তখন তারা চলে যাওয়ার সময় বললেন- আজকে আপনার জন্য ১৪জন মাওলানা রেডি থাকবে, বাড়িতে থাকবেন, আমার বাবা তখন জবাব দিলেন-১৪জন নয়, পারলে আমার জন্য এক রেলগাড়ি ভর্তি করে মাওলানা নিয়ে এসো আমি থাকবো।

আমার বাবা বিকালের দিকে বাড়িতে ফিরে এলেন নির্ভিক চিত্তে। আমার বাবার এতো বড়ো বিপদ অথচ আমার বাবার ভিতরে কোনো ধরনের ভয়-ভীতির রেশ নাই। বাবা গ্রামের কারও কাছে সাহায্য কামনাও করেননি।

সন্ধ্যার পর হতে শুরু হলো ওয়াজ মাহফিল, প্রচুর পরিমাণে লোক সমাগম হয়েছে, পুরো স্কুল মাঠ কানায় কানায় ভরা, তারা সবাই পীর সাহেব বনাম মাওলানা সাহেবের বাহাস শুনতে এসেছেন। স্কুল মাঠ এবং আমার বাবার দরবার শরীফের দুরত্ব হবে আনুমানিক প্রায় ৫০০ গজ। আমাদের গ্রামে বাবার প্রায় ৩০ জন ভক্ত ছিলো সবাই সন্ধ্যাবেলায় আমাদের দরবার শরীফে এসে বসলেন, তারপরে দেখি কোদালিয়া পাড়া গ্রামের বেশ কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি, হিড়িমদিয়া গ্রামের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি, আমাদের গ্রামের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি চিনি, চা পাতা, মুড়ি, চানাচুর, বিস্কুট ইত্যাদি নিয়ে আমাদের দরবার শরীফে এসে হাজির হলেন। তাদের সংখ্যা আনুমানিক প্রায় ৭০ জন হবে। বাবার ভক্ত ও শুভাকাঙ্খি মিলিয়ে প্রায় ১০০ জন মানুষ দরবার শরীফ ও আশেপাশে অবস্থান নিলেন। তারা আমার বাবাকে বললেন- পীর সাহেব আপনার মরণ হওয়ার আগে আমাদের মরণ হবে, আপনে নিশ্চিন্তে থাকুন, আমরা আপনার সাথে আছি। আমার মা বড়ো পাতিল ভরে চা বানিয়ে দিলেন আমি সবাইকে চা, বিস্কুট, মুড়ি, চানাচুর পরিবেশন করলাম। অনেকগুলো বক্তা ওয়াজ মাহফিলে বয়ান করলেন, তাদের বয়ান ছিলো মূলত পীর, ফকির, মাজার, তরিকা বিরোধী। অর্ধরাত পর্যন্ত চললো ওয়াজ মাহফিল, বাহাস না দেখতে পেয়ে অনেকে হতাশ হয়ে চলেও গেলেন। বয়ান শেষ হওয়ার পরে শুরু হলো প্রশ্নোত্তর পর্ব। আমার এক চাচাত ভাই আলীয়া মাদ্রাসা হতে ফাজিল পাস আলেম ছিলেন। তিনি বাবাকে এসে বললেন-চাচা আমি প্রশ্ন দিতে চাই, বাবা বললেন মন চাইলে দাও, বাবার সাথে পরামর্শ করে প্রশ্ন দিলেন-নিন্দা, গীবত সম্পর্কে-দুর্ভোগ প্রত্যেকের যারা মানুষের সামনে ও পিছনে নিন্দা করে (১০৪:০১)। গীবত হচ্ছে মরা ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ তুল্য অপরাধ (সংক্ষিপ্ত) (৪৯:১২)। এই প্রশ্ন হাতে পাওয়ার পরে মাওলানা সাহেব বললেন- এই প্রশ্নের জবাব এই মুহুর্তে দেয়া সম্ভব নয়। আগামীকাল সকালে জবাব দেয়া হবে। এই কথা শুনে আমার চাচাত ভাই ওয়াজ মাহফিলে একটি খারাপ ভাষা ব্যবহার করেন, তখন পরিস্থিতি চরম উত্তপ্ত হয়ে উঠে। আল্লাহ মহানের দয়ায় আবার সেই পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে যায়। পরবর্তীতে গরু চোরের গুজব উঠায় ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠান পন্ড হয়ে যায়।

মহাবিপদের দিনে যারা আমার বাবাকে ভালোবেসে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করেছিলেন হে আল্লাহ মহান তাদের সকলকে ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ ও দয়া দান করে জান্নাতবাসী করুন।

(৮) নির্লোভ ও ত্যাগী মনঃ তিনি খুবই নির্লোভ প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। জাগতিক ধনসম্পদের প্রতি আমার বাবার বিন্দু পরিমাণও লোভ ছিলো না। বাবার মতো নির্লোভ প্রকৃতির ব্যক্তি আমার জীবনে এখনও দ্বিতীয়জন দেখিনি। আমার চোখে দেখা নির্লোভ প্রকৃতির ব্যক্তিগণের মধ্যে আমার বাবাই প্রথম এবং বাবাই শেষ। আমাদের পারিবারিক জমি যখন বণ্ঠন হলো তখন বিশাল লম্বা জমি মাঝ বরাবর দুটি সমানভাবে ভাগ করা হলো, আমার ছোট চাচা মাটির দেওয়াল দেয়া বিশাল চার চালা টিনের ঘরসহ সমান জমি পেলেন আর আমার বাবা পেলেন ঘরবাড়িবিহীন বিশাল গর্তওয়ালা জমি। বাবা খুশি মনে সেই ভাগ মেনে নিলেন। আমার মা মানতে চাইলেন না তবে আমার বাবা আমার মায়ের আপত্তি গ্রহণ করলেন না। পরবর্তী পর্যায়ে সেই গর্ত ভরাট করতে বাবাকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে। আবার গ্রামের ভক্তগণও বিনা টাকায় স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছেন।

অভাবজনিত কারণে আমার বাবা এক কাঠা জমি মাত্র পাঁচশত টাকা, এইভাবে পাঁচবারে পাঁচ কাঠা জমি আড়াই হাজার টাকায় মৌখিকভাবে দলিল ছাড়া ছোট চাচার নিকট বিক্রয় করলেন। টাকাগুলো বাবা পঞ্চাশ, একশত করে ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে মুরিদ-ভক্তগণের সহযোগিতায় আমার বাবা উক্ত জমি ক্রয় করতে চাইলেন, আমার চাচা বললেন-তিনি জমি বিক্রয় করবেন না, আমার বাবাকে আমার চাচা জমি রেজিষ্ট্রি করে দিতে বললেন, বাবা জমি রেজিষ্ট্রি করে দিলেন। জমি রেজিষ্ট্রি করে দেয়ার এক/দুই মাস পরেই আমার চাচা বললেন- জমি বিক্রয় করবো। দাম চাইলেন চল্লিশ হাজার টাকা, আমার বাবা বললেন-অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে, চাচা বললেন আমার টাকার দরকার, আপনি না নিলে অন্য জায়গায় জমি বেচে দিবো। পরবর্তীতে আমি অনেক অনুনয় বিনয় করে চাচার হাতে চৌত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে জমি পুণরায় বাবার নামে রেজিষ্ট্রি করা হলো। আমার চাচা বেশি দাম পাওয়ার জন্য আমার বাবার নিকট হতে জমি রেজিষ্ট্রি করে নিয়ে বিক্রয় করার প্রস্তাব দেন।

জমির উপরে নারকেল গাছসহ বেশ কিছু কাঠের গাছ ছিলো-আমার চাচা সেই গাছগুলো অন্য জায়গায় বিক্রয় করে টাকাগুলো নিয়ে নিলেন, আমার মা প্রতিবাদ করলেও আমার বাবা তার ছোট ভাইকে কিছুই বললেন না।

আমার বাবা গ্রামের বহু মানুষকে দশ টাকা হতে সর্বোচ্চ একশত টাকা পর্যন্ত ধার দিতেন। ধার দিলে সেই টাকা জীবনেও ফেরত চাইতেন না। স্বেচ্ছায় দিলে নিতেন অন্যথায় না। আমি মাঝে মাঝে বাবাকে বলতাম, ধারের টাকাগুলো ফেরত চাওয়ার জন্য, আমার বাবা বলতেন-আমি টাকা ধার দিয়ে মানুষগুলো চেনার চেষ্টা করি, না দিলে না দিক, আমার মানুষগুলো চেনা হলো।

(৯) মানবতাবোধঃ যখন আমাদের খুব অভাব ছিলো সেই সময়ের ঘটনা। সকাল, দুপুর আমাদের বাড়িতে রান্না হয়নি। আমরা সবাই চরম ক্ষুধার্ত। সন্ধ্যাবেলায় বাবা সম্ভবত তিন পোয়া আটা আনলেন। আমাদের সর্বমোট সাতজনের পরিবার। আমরা পাঁচ ভাইবোন আধা পেট করে খেলাম। খেতে বাকি ছিলো বাবা মা দুইজন। এমন সময় এক ক্ষুধার্ত মুচি আসলেন। বাবা মুচির মুখ দেখেই বুঝতে পারলেন মুচি খুব ক্ষুধার্ত। আমার বাবা নিজের ও সহধর্মিনীর রুটিগুলো মুচিকে খেতে দিয়ে নিজেরা পুরো দিন রাত অভুক্ত থাকলেন।

(১০) শত্রুর প্রতি ভালোবাসাঃ আমার বাড়ির আশেপাশে বাবার তরিকত বিরোধী কিছু আবু জেহেল প্রকৃতির লোক ছিলো। বাবার মুরিদ-অনুসারীগণ মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল আনতেন। আমার বাবা ভক্তদের সঙ্গে দরবার শরীফের বারান্দায় বসে খেতেন। সেই সময় আশেপাশের বিরোধী ব্যক্তিদেরও ডেকে হাতে ফলমূল, খাবার দিতেন। আমার বাবা ছিলেন হিংসা মুক্ত সাদা মনের ব্যক্তি।

(১১) খ্রিস্টান মিশনারীর লোকদের সঙ্গে সুসম্পর্কঃ আমার বাবা সম্পূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক মনের ব্যক্তি ছিলেন। খ্রিস্টান মিশনারীর কিছু খ্রিস্টান তারা মাসে অন্তত দুই/তিন বার বাবার দরবার শরীফে আসতেন। তাদেরকে আমি চা, বিস্কুট নাস্তা পরিবেশন করতাম। তারা আমার বাবার কাছে আল কোরআনের জ্ঞান অর্জন করতে আসতেন। বাবা কোরআনের জ্ঞানে এতো পন্ডিত ছিলেন যে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। বাবাকে খ্রিস্টানগণ যেকোন ধরনের প্রশ্ন করলে আল কোরআনের আলোকে জবাব দিতেন। আমার বাবা বাজারের প্রচিলত তাফসিরে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলতেন- আল কোরআনের তাফসির আল কোরআন শরীফ নিজেই, কোরআনের মধ্যেই আলোচনা আছে আবার সেই বিষয়ের ব্যাখ্যা আরেক জায়গায় দেয়া আছে, দরকার শুধুমাত্র মনোযোগ সহকারে পড়ার।

খ্রিস্টানদের সঙ্গে বাবার সখ্যতা থাকার কারণে বাবার তরিকার বিরোধীগণ বলতেন- পীর সাহেব মুসলমান না, এখন খ্রিস্টান হয়ে গেছেন।

হিন্দু ধর্ম সম্পর্কেও বাবার অগাধ পান্ডিত্য ছিলো। তিনি গীতা, মহাভারত, পুরান ইত্যাদি পড়তেন। আমার বাবার বই কেনা ও বই পড়ার খুব নেশা ছিলো। পেটে খাবার নাই অথচ তিনি বই কেনা ও পড়ায় ব্যস্ত।

তৌরাত, যবুর, ইঞ্জিল-বাইবেল কিতাবও বাবা পড়তেন। সকল আসমানী কিতাবের জ্ঞানসহ বহুবিধ ধর্ম সম্পর্কে আমার বাবার অগাধ পান্ডিত্য ছিলো।

আমাদের বাড়ি-ঘর খড়ের তৈরী জরাজীর্ণ থাকায় আমার বাবার বহু বই বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে।

(১২) বই লেখা ও প্রকাশ করা: আমার বাবা তার জীবনদশায় দুইটি বই প্রকাশ করেছিলেন তা হলো (১) শাহেন শাহে আজম ও (২) গঞ্জ সুফি গজলে হাসানা। বাবার অপ্রকাশিত ছয়টি বইয়ের নাম হলো-উপদেশ এ রাসুল (২) দর্শনই রূহের জ্যোতি (৩) আয়তাল কুরছি পরিচয় (৪) মনের আলো জ্ঞান (৫) আশেকি মনেই খোদা ও (৬) আশেক মনের প্রেমই খোদার রত্নাগার এই ছয়টি বইয়ের পান্ডুলিপি বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। বারো খন্ডের শহীদুল গীতির মধ্যে দশ খন্ডের শহীদুল গীতি হাতে পেয়েছি। সেই গানগুলো নিয়েই শহীদুল গীতি সমগ্র প্রকাশ করছি।

(১৩) সততা: আনুমানিক ১৯৯৭-৯৮ সালের দিকে ছাদওয়ালা দরবার শরীফ তৈরী করা হয়। দরবার শরীফ তৈরী করার সমস্ত টাকা মুরিদ-অনুসারীগণ দান করেছিলেন। তখন বাবার হাতে আনুমানিক দুই লক্ষ টাকা ছিলো।

তখন আমাদের অঞ্চলে মাঠের জমি খুবই সস্তা ছিলো। বিশ/পঁচিশ হাজার টাকা হলে মাঠে এক বিঘা জমি কেনা যেত। আমি একদিন বাবাকে পরামর্শ দিলাম। দরবার শরীফ তৈরী করার টাকা হতে মাঠে এক/দুই বিঘা জমি ক্রয় করার জন্য। আমার বাবা রাজি হলেন না। আমি অনেক অনুনয়-বিনয় করলাম কিছুতেই কাজ হলো না।

আমার বাবা আমাকে বললেন-শোন বাবা, মুরিদগণ আমাকে টাকা দিয়েছে দরবার শরীফ তৈরী করার জন্য জমি কেনার জন্য নয়। আমি যদি এখন এই টাকা অন্য কোনো কাজে খরচ করি অথবা জমা করি সেটা আমার জন্য চুরি ও বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। আমাকে যখন দান করা হয়েছে তখন এই টাকার মালিক আমি তবে দানকারীগণের নিয়ত আমি যেন দরবার শরীফ তৈরী করার কাজে খরচ করি। এখন যদি জমা করি বা জমি কিনি সেটা সুক্ষ্ম জ্ঞানে চিন্তা করলে আমার চুরি করা হবে। সুতরাং জমি কিনে বা জমা করে আমার চোর হওয়ার মোটেও ইচ্ছা নাই। আমার বাবার ওফাতের পরে আমি ব্যাংকে খোঁজ নিয়েছিলাম। সেখানে বাবার মাত্র পাঁচশত টাকা জমা ছিলো। সেই টাকা আমরা আর উঠাইনি।

বর্তমানে মাঠের সেই জমির দান আঠারো/বিশ লাখ টাকা বিঘা। আমার বাবা তার সততায় ছাড় দিলে আজকে আমাদের মাঠে এক/দুই বিঘা জমি থাকতো সত্য তবে বাবা আত্মিক শান্তি পেতেন না। সত্যিই আমার বাবার সততা অতুলনীয়।

(১৪) পারিবারিক জীবন: পারিবারিক জীবনে বাবা মায়ের সম্পর্ক খুবই মধুর ছিলো। বাবা মা'র মাঝে ঝগড়া, গালাগালি, রাগারাগি ছিলো না। আমার বাবার আগে মা কখনই ভাত, রুটি বা অন্য যে কোনো খাবার খেতেন না। আমার বাবা মা দুই জনে এক প্লেটে খেতেন। বাবার খাওয়া শেষ হলে ঐ প্লেট না ধুয়েই মা তাতে খাবার নিয়ে খেতেন। আমার বাবার প্রচন্ড ক্ষুধা লাগলেও পাতিল হতে ভাত, তরকারি নিয়ে বাবা কখনও খেতেন না। বাবা কখনও জগ হতে গ্লাসে পানি ঢেলে নিয়েও খেতেন না। মা ঢেলে দিলে তবেই খেতেন। বাবার বিছানার উপরে দস্তরখানায় সব রকম খাবার আমার মা-জননী রেডি করে রাখলে শুধু মাত্র হাত ধুয়ে আমার বাবা খাবার খেতেন।

আমার মায়ের প্রতি আমার বাবা এতোই খুশি ছিলেন যে, তাইতো তিনি ভক্তদের সামনে মাঝে মাঝে আমার মায়ের প্রশংসা করতে গিয়ে বলতেন-**বাবারে আমি কোনো ধার্মিক না, ধার্মিক হচ্ছে তোমাদের মা, সে আমাকে ধর্ম করার সুযোগ দিয়েছে বলেই আজ আমি এইটুকু হতে পেরেছি।** এই কথা কমপক্ষে বিশদিন আমার বাবা তার ভক্ত-মুরিদগণের সামনে বলেছেন।

(১৫) দৃষ্টি সংযত: আল কোরআনে সূরা নূর এর ত্রিশ নং আয়াতে আল্লাহ মহান মুমিন পুরুষদের দৃষ্টিকে সংযত এবং লজ্জা স্থানের হিফাজত করতে বলেছেন। মানুষ পোশাক দিয়ে লজ্জা স্থানের হিফাজত করলেও চোখের দৃষ্টিকে খুব একটা সংযত করেনা। আমার বাবা চোখের হিফাজত ১০০% করেছেন। রাস্তা দিয়ে হাটলে ডানে বামে তাকাতেন না, মাটির দিকে চোখ দিয়ে মিডিয়াম জোরে হাঁটতেন। বাবার পরিচিত জনেরা অনেক সময় সালাম দিলেও সেদিকে খুব একটা খেয়াল থাকতো না। বাবাকে সালাম দিয়েছে বুঝতে পারলে সালামের জবাব দিতেন নতুবা আপন খেয়ালে রাস্তা দিয়ে হেটে চলতেন। তিনি কখনও চায়ের দোকানের আড্ডায় বসতেন না। খুব কম কথা, কম হাসি, সর্বদা একটা ভাবনায় থাকতেন।

(১৬) আমার বাবার মন্দ দিক: আমার বাবা'ই আমার পীর সাহেব, তিনি আমার মুর্শিদ। সেই হিসাবে তার কোনো ভুল আমার কাছে নাই তবে সন্তান হিসাবে বললে বাবার দুই-তিনটি বিষয় আমার পছন্দ হয়নি; সেগুলো হলো-(১) তিনি প্রচুর পরিমাণে ধুমপান করতেন যা আমার ভালো লাগতো না (২) তিনি ভক্তদের সামনেই মাঝে মাঝে বলতেন, আমি মনের মতো ভক্ত পাইনি (৩) তিনি যখন বাড়ি হতে

বাজারের দিকে রওনা দিতেন তখন হঠাৎ করে ঝড়-বৃষ্টি দেখা দিলেও তিনি কোথাও দাঁড়াতেন না, ভিজতে ভিজতে চলে যেতেন তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে। বাজারের কাজ শেষ করে যখন আবার বাড়িতে রওনা দিতেন তখনও একই কাজ করতেন, বৃষ্টি হলে ভিজতে ভিজতে বাড়িতে এসে পোশাক পরিবর্তন করতেন।

তখনকার দিনে গ্রামের মাটির রাস্তায় পায়ে হেটে ছাড়া শহরে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিলো না। কিছু কিছু লোক সাইকেল ব্যবহার করতেন। তখনকার দিনে ভারী মালামাল পরিবহনের জন্য গরু, মহিষের গাড়ীর ব্যবহার ছিলো।

(১৭) শিশু সেবাঃ আমার বাবার মন ছিলো শিশুদের মতো। তাই তো তিনি মাঝে মাঝে শিশু সেবা করতেন। বাজার হতে চকলেট, খাগড়ায়, খোরমা-মুরালী কিনে এনে শিশুদের লাইন করে বসায়ে খাবার দিতেন তাতে তারা খুব খুশি হতেন। বাবাজান তাদেরকে মজা দিয়ে আবার তাদের নিকট হতে ফেরত চেয়ে একটু মজা দেখতেন তাদের।

(১৮) জীবনের পরিসমাপ্তিঃ সারাজীবন বাবা ধর্মীয় শত্রু ও আর্থিক অভাব-অনটনের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। মুরিদ-অনুসারীগণের সহযোগিতা ও সন্তানগণের আয়-রোজগার শুরু হওয়ার পরে আর্থিক সমস্যাগুলো দুর হয়ে গেলো। বাবার নাম, খ্যাতি-যশ দিনকে দিন বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হলো, গ্রামের বিরুদ্ধবাদী মানুষগুলোও এক সময় বাবার প্রতি অনেকটা নমনীয় হওয়া শুরু হলো, বাবার জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ শুরু হলো, এই সুন্দর সুখ বাবার জীবনে বেশিদিন স্থায়ী হলো না, আমার বাবা আনুমানিক দুই/তিন বছর খুব আর্থিক ও মানসিক শান্তিতে ছিলেন। দুনিয়াবী শান্তিপূর্ণ জীবনের মধ্যে ২০০১ সালের ৪ঠা জুলাই, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ সনের ২০শে আষাঢ়, ১২ই রবিউস সানী, রোজ বুধবার ৬৩ বছর বয়সে দুপুর বেলায় ঢাকা শহরের শাহবাগে মহান সাধু ওফাত বরণ করেন। আমার বাবার মুর্শিদ সালামুন আলা রসুল শাহ'র সঙ্গে যেখানে জীবনে প্রথম দেখা হয়েছিলো ঠিক সেই জায়গাতে বাবাজান শরীফ ওফাত বরণ করেন।

বাবাজান শরীফ তার ওফাতের প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে ডায়েরীতে লিখেছিলেন-"১২ই রবিউস সানী দুরের এবং কাছের সকল ভক্তগণকে দরবার শরীফে হাজির হওয়ার জন্য চূড়ান্তভাবে আহ্বান করা হলো।" দয়াল বাবাজান শরীফের শেষ আহ্বানে প্রায় সকল ভক্তগণ দরবার শরীফে হাজির হলেও দয়াল মুর্শিদ আর আমাদের মধ্যে সশরীরে হাজির থাকলেন না।

এই বইয়ে একটি গানের মধ্যে বাবা লিখেছেন- তার ওফাতের পরে তিনি আবার দিব্য দর্শন দিবেন। বাবার কথাটি একেবারেই সত্য। তিনি তার এক/দুইজন ভক্ত, প্রিয় ব্যক্তিদের দিব্য দর্শন দিয়েছেন।

আমার বাবার পূর্ব ঘোষণা ছিলো-তার দেহ মোবারক তিন দিন দরবার শরীফে রাখার পরে রওজা শরীফে সমাহিত করার, বাবার সেই অছিয়ত আমরা সকলে ভুলে গিয়েছিলাম, ১৩ই রবিউস সানী বৃহস্পতিবার দুপুরে বাবাজান শরীফকে তার পূর্বের তৈরীকৃত রওজা শরীফে সমাহিত করা হয়। আমাদের দয়াল মুর্শিদ বাবাজান শরীফ সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় পর্দার অন্তরালে চলে যান। চলে যাওয়ার আগের দিন তিনি তার ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে মাসিক ১২ শরীফ মাহফিল উৎযাপন করেন এবং মাহফিল শেষে সংগীত পরিবেশন করেন। ওফাতকালে তিনি তার সহধর্মীনি সালামুন আলা খন্দকার ফাতেমা বেগম, (২০২৩ সালে ওফাত বরণ করেছেন) পাঁচজন ছেলেমেয়ে-খন্দকার আলী হাসান, খন্দকার জান্নাতুল ফেরদৌস, ডা. খন্দকার নূরে আলম বারী, খন্দকার মাহমুদা খাতুন ও খন্দকার আলীমুল বাশার এবং অসংখ্য ভক্ত-মুরিদ, শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন।

আমার বাবাজান শরীফের ভক্ত-মুরিদগণের মধ্যে আমি পাগল সবুজ ফকির সুফি ভান্ডারীর নাম স্মরণ করছি। তিনি শহীদুল গীতি ইউটিউব চ্যানেল এর রূপকার। তিনি তার পীর-মুর্শিদের নাম, খ্যাতি-যশ দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টায় রত আছেন এবং সফলও হয়েছেন। আমার বাবাজান শরীফের কিছু প্রয়াত ভক্তগণকে আমি ভালোবাসার সাথে স্মরণ করছি তারা হলো-রোয়াজান নেছা সুফি ভান্ডারী, আব্দুল জলিল সুফি ভান্ডারী, খলিলুর রহমান সুফি ভান্ডারী, জলীল ব্যাপারী সুফি ভান্ডারী, অনি সুফি ভান্ডারী, সেলিনা রহমান সুফি ভান্ডারী, আবুল হোসেন সুফি ভান্ডারী, আজগার আলী সুফি ভান্ডারী ও ইসমাঈল হোসেন সুফি ভান্ডারী। আমি অধম আশারাখি তারা সকলে শান্তি প্রাপ্ত অবস্থায় আছেন।

জীবনী লেখক
ডা. খন্দকার নূরে আলম বারী রুহুল কুদ্দুস
গদীনশীন পীর সাহেব
সুফি ভান্ডার শরীফ

বই প্রসঙ্গে আলোচনা

আমার জন্মদাতা পিতা ও দয়াল মুর্শিদ **সালামুন আলা শাহ সুফি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (আকমাল পীর সাহেব)** গান পাগল সাধু ছিলেন। তিনি স্বরচিত গান নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে দরবার শরীফে বসে গাইতেন। মাঝে মাঝে বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও গান গাইতেন। আমার দয়াল মুর্শিদ তার ওফাতের পূর্বদিন রাতে ভক্ত-অনুসারীদেরকে অনেকগুলো গান গেয়ে শুনিয়েছেন। দয়াল মুর্শিদের ওফাতের প্রায় চব্বিশ বছর পরে তার লিখিত সমস্ত গানগুলোকে সংগ্রহ করে, সম্পাদনা করে "শহীদুল গীতি" নামে বই আকারে প্রকাশ করি। বর্তমানে "শহীদুল গীতি" নামে ইউটিউব চ্যানেল আছে।

ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় বিধান মতে গানবাজনা হারাম এমন কথা জীবনে অনেকবার শুনেছি এবং ভবিষ্যৎ জীবনে আরও অনেকবার শুনবো সেই ব্যাপারে আমি আশাবাদী, আবার কেউ কেউ বলেন-গান হালাল, বাদ্যযন্ত্র হারাম, শুধু দফ বাজিয়ে গান গাওয়া যাবে, ঢোল বাজানো যাবেনা, ইসলামী গান হালাল, বাজনা বাদ দিয়ে ইসলামী ও আধ্যাত্মিক গান গাওয়া যাবে ইত্যাদি মতামত শুনতে পায়।

আমাদের দেশে গানবাজনা নিয়ে শরীয়ত পন্থিদের মধ্যে মত ও দ্বিমত থাকলেও আধ্যাত্মিক পন্থি ও আধুনিক মনা ব্যক্তিদের মধ্যে সহমত রয়েছে।

আমার জানামতে পৃথিবীর সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে গানবাজনার প্রচলন আছে। ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি আরব দেশ, সেখানে গানবাজনা, সিনেমার প্রচলন আছে। কঠোর মোল্লা শাসিত দেশ ইরান, সেখানেও গানবাজনা, সিনেমার প্রচলন আছে। পৃথিবীর একমাত্র মুসলিম দেশ আফগানিস্তান, সেখানে গানবাজনা রাষ্ট্রীয়ভাবে ভালো চোখে দেখা হয়না। তবে সে দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ গানবাজনার পক্ষে রয়েছে। মোল্লা শাসিত আফগানিস্তানে বর্তমানে গানবাজনা ও সিনেমার প্রচলন না থাকলেও মোল্লা শাসনের পূর্বে সেখানে গানবাজনার প্রচলন ছিলো। কোনো রাষ্ট্রে, কোনো জাতির মধ্যে গানবাজনার প্রচলন থাকলে অথবা না থাকলে সেটা কখনও গানবাজনার বৈধতার অথবা অবৈধতার দলিল হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। যারা গানবাজনাকে হারাম বলে দাবি করেন তারা মূলত ইসলাম ধর্মের দোহাই দিয়ে গানবাজনা হারাম বলে অভিহিত করে থাকেন। তাহলে অবশ্যই দেখতে হবে ধর্মের দলিল আল কোরআন শরীফ ও হাদিস বিধানের মধ্যে গানবাজনা সম্পর্কে কি বলা আছে। আমি অধম গোনাহগার ব্যক্তি সমগ্র আল কোরআন শরীফের ভিতরে গানবাজনা হালাল অথবা গানবাজনা হারাম এমন একটি আয়াতও খুঁজে পাইনি।

সুতরাং গানবাজনা হালাল অথবা গানবাজনা হারাম এই ব্যাপারে আল কোরআন শরীফ তথা আল্লাহ মাহন একেবারেই নিরপেক্ষ ভুমিকাতে রয়েছেন। আল কোরআনের একটি সূরার নাম লুকমান। উক্ত সূরার ছয় নম্বর আয়াতে লাহওয়াল হাদিসি বলে একটি বাক্য রয়েছে। যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- অমূলক কথা, নিরর্থক কথা, বিভ্রান্তমূলক কথা ইত্যাদি।

লাহওয়াল এবং হাদিস শব্দের বিস্তারিত অর্থগুলো জানলে লাহওয়াল হাদিসি বাক্যের অর্থ বুঝতে আরও বেশি সুবিধা হবে। লাহওয়াল শব্দের অর্থ-আনন্দ, বিনোদন, বিচরণ, মজা, নিষ্পত্তি, উৎসব, খেলা, বিভ্রান্তি, নিরর্থক, অমূলক ইত্যাদি আর হাদিস শব্দের অর্থ হচ্ছে- প্রতিবেদন, বিবরণী, গল্প, কথা, শব্দ, বক্তব্য, সুতা, বাণী, দেরী, সাম্প্রতিক, উত্তপ্ত, আধুনিক ইত্যাদি। বাংলাদেশের যেসকল ধর্মীয় চিন্তাবিদগণ গানবাজনাকে হারাম বলে মনে করেন তাদের লেখা বই-পুস্তকে ও ইউটিউব চ্যানেল এর বয়ানে তারা লাহওয়াল হাদিসি বাক্যের অনুবাদে গানবাজনা শব্দ ব্যবহার করেন। কেউ কেউ বলতে পারেন, লাহওয়াল শব্দের অর্থের মধ্যে যেহেতু আনন্দ, বিনোদন, মজা, উৎসব ইত্যাদি অর্থ পাওয়া যায় সেহেতু ভাবার্থে লাহওয়াল শব্দের অর্থ গান গ্রহণ করা যেতে পারে। যারা এমনটি মনে করেন তাদেরকে আবার এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, হাদিস শব্দের অর্থ বাজনা বা বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ করবেন? ইসলামীক ফাউন্ডেশনসহ অন্যান্য অনেক প্রকাশনীর আল কোরআনের অনুবাদ আমি পড়েছি, কোনো প্রকাশনীর অনুবাদে লাহওয়াল হাদিসি বাক্যের অনুবাদে গানবাজনা আমার দৃষ্টি গোচর হয়নি। আরববাসীগণ গানকে গেনা বলেন।

পরম পবিত্র ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় ধর্মীয় গ্রন্থ হচ্ছে- আল হাদিস বিধান। তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ শরীফ এর হাদিস বিধানে বলা আছে-আল্লাহতায়ালা তার কিতাবে (আল কোরআন শরীফে) যা কিছু হালাল করেছেন তা হালাল, যা হারাম করেছেন তা হারাম আর যে বিষয়ে তিনি (আল্লাহ) নিরব থেকেছেন তা (মানুষের জন্য) ক্ষমা (করবেন)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমাকে গ্রহণ করো। অতএব আল কোরআন শরীফ মান্য করলে, আল কোরআন শরীফের আলোকে গানবাজনাকে হারাম বলার সুযোগ নাই। উল্লেখিত হাদিসখানা বিশ্বাস করলে তার জন্য গানবাজনা অবশ্যই হালাল হবে।

বই প্রসঙ্গে আলোচনা

আল কোরআন শরীফ ও আল হাদিস বিধান সম্পর্কে সার্বিক দালিলিল জ্ঞান না থাকলে নিরব থাকা উচিত, কোনো বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকলে সেই বিষয়ে অনুসরণ করতে পাক কোরআনে আল্লাহ্ মহান নিষেধ করেছেন (১৭:৩৬)। আল কোরআন শরীফে ফেতনা সৃষ্টি করা মানুষকে হত্যা করার চেয়েও বড়ো অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে (২:২১৭)। কেননা ফেতনা সৃষ্টি দ্বারা একাধিক লোক হত্যার শিকার হতে পারেন। যারা দলিলবিহীন কথা বলে ধর্ম জ্ঞানহীন সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে তোলেন, যারা ধর্মের নামে মিথ্যা বলেন, যারা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, যারা ধর্ম নিয়ে নিরপেক্ষতার পরিবর্তে সুবিধামত ব্যাখ্যা প্রদান করেন তাদের সম্পর্কে হাদিস বিধান-শেষ জামানার আলেম ওলামা এই আকাশের নিচে নিকৃষ্ট জীব। (মিশকাত ও বায়হাকী)। মিথ্যা কথা বলে বাড়াবাড়ি করা মোটেও উচিত নয়। "কথায় বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে" (আহমদ-৩৬৫৫)। 'সঠিক জ্ঞান অর্জন করা সর্বোত্তম ইবাদত' (বোখারী ও মুসলিম)। 'অজ্ঞতার চিকিৎসা হচ্ছে জ্ঞানীদের নিকট হতে (সত্য জ্ঞান) জেনে নেয়া' (আবু দাউদ-৩৩৬)।

আল কোরআন, তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ শরীফের আলোকে গানবাজনা হালাল আলোচনার পরে এবার আসা যাক হাদিস বিধান সম্পর্কে।

আমার জানামতে পৃথিবীতে প্রায় একশতখানার কাছাকাছি হাদিস গ্রন্থ আছে, তবে সকল হাদিস গ্রন্থ আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে যে সকল হাদিস গ্রন্থগুলো বহুলভাবে প্রচলিত আছে তার আলোকে আমি লিখার চেষ্টা করছি গানবাজনা হালাল অথবা গানবাজনা হারাম। গানবাজনা সম্পর্কে হাদিস বিধানের ভূমিকা স্ববিরোধী। গানবাজনার স্বপক্ষে অনেকগুলো হাদিস থাকলেও আবার গানবাজনার বিপক্ষে বেশ কিছু হাদিস পাওয়া যায়। গানবাজনার পক্ষে ও বিপক্ষের হাদিসগুলোর মধ্য হতে আমি প্রথমে গানবাজনা হারাম হওয়ার আল হাদিস ভিত্তিক দলিলগুলো উল্লেখ করছি।

(১) আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তির আগমন হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও গানবাজনাকে হালাল বলে মনে করবে।
বোখারী-৫৫৯০।

(২) আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক মদের নাম পাল্টিয়ে তা পান করবে। তাদের সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান গাইবে।...।
ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-৩০০।

(৩) আমার উম্মতের উপর এই আজাবগুলো আসবে-ভুগর্ভে বিলীন হওয়া, আকৃতি বিকৃতি হওয়া, পাথর বৃষ্টি হওয়া। তখন এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ'র রাসুল! এই আজাবগুলো কখন হবে? রাসুল (সা.) বললেন-যখন গায়িকা নারী ও বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন হবে এবং মদ্যপান শুরু হবে। (তিরমিজি)।

(৪) আল্লাহতায়ালা মদ, জুয়া, তবলা, সারেঙ্গী হারাম করেছেন।
(মিশকাত-৩৮৬)।

(৫) ... বাদ্যযন্ত্র, বাঁশী, ভূত, ক্রুশ এবং জাহেলী যুগের সর্ব প্রকার কুপ্রথা মিটানোর জন্য আমাকে হুকুম করা হয়েছে। (মিশকাত-৩১৮)।

(৬) গানবাজনা অন্তরে এইভাবে কপটতা সৃষ্টি করে যেমনভাবে পানির দ্বারা ক্ষেতে শস্য বৃদ্ধি পায়। (মিশকাত-৪১১)।

(৭) একটি হাদিসে কিয়ামতের পনেরটি আলামতের বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসুল (সা.) বলেন-যখন গায়িকা নারী ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন হবে, যখন মদ্যপান শুরু হবে...। (তিরমিজি)।

(৮) দুটি আওয়াজ ইহকালেও অভিশপ্ত, পরকালেও অভিশপ্ত। প্রথমটি হলো-গানের সাথে বাঁশী, সারেঙ্গীর আওয়াজ। দ্বিতীয়টি হলো দুঃখ-বিপদের সময় বিলাপ করে কান্না করার আওয়াজ। (বায়হাকী)।

(৯) একবার আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) রাস্তা দিয়ে চলার সময় বাঁশীর আওয়াজ শুনে কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেন এবং বারবার আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, হে নাফ এখনও আওয়াজ শোনা যায়? আমি বললাম জ্বী হ্যাঁ, এখনও শোনা যায়, কিছু দূর যাওয়ার পর আর শোনা যাচ্ছে না বলাতে হাত নামিয়ে নিলেন এবং রাস্তার দিকে ফিরে আসলেন। তারপর বললেন যে, একদা হুজুর (সা.) কে এই রকম করতে দেখিছি।
(আবু দাউদ-২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৭৪)।

বই প্রসঙ্গে আলোচনা

(১০) ঢোল, দফ, বাঁশী হারাম। (সুনানে কুবরা, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২২২)।

(১১) আমাকে আল্লাহপাক অবশ্যই ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং আদেশ করেছেন বাঁশী, তম্বুর, সোলী ও বর্বরতা যুগের কাজ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। (আহমদ, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৬৮)।

(১২) নবীজি (সা.) নিষেধ করেছেন গানবাজনা করা ও শ্রবণ করা এবং চোগলখুরী করা ও শ্রবণ করা থেকে। (জামে সগীর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৯০)।

(১৩) হুজুর (সা.) দফ বাজানো এবং বাঁশী বাজানো নিষেধ করেছেন। (কানজুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৫)।

উল্লেখিত তেরখানা হাদিস পাঠ করলে যে কেউ নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করবেন যে, হাদিস বিধান মোতাবেক গানবাজনা করা অবশ্যই হারাম এবং পাপের কাজ। যারা আল হাদিস বিশ্বাস করেন, মান্য করেন তারা অবশ্যই পাপের কাজ গানবাজনা হতে দুরে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, গানবাজনা সম্পর্কে হাদিস বিধান স্ববিরোধী অবস্থায় আছেন। গানবাজনার পক্ষে ও গানবাজনার বিপক্ষে দুই ধরনেরই দলিল পাওয়া যায়।

গানবাজনা হালাল হওয়ার পক্ষে যে হাদিসগুলো পাওয়া যায় সেগুলো-

(১) হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে অর্থাৎ জিলহজ মাসের ১০, ১১, ১২ তারিখে আবু আমার গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন তার নিকট দুটি বালিকা ছিলো, তারা দফ বাজিয়ে এবং নেচে নেচে গান করছিলো। নবী (সা.) তখন চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে ছিলেন। (পিতা) আবু বক্কর (রা.) এদেরকে (গায়িকাদেরকে) ধমক দিলেন, নবী (সা.) তখন মুখ থেকে চাদর সরিয়ে বললেন-হে আবু বক্কর এদেরকে (গান) গাইতে দাও, কেননা আজ ঈদের দিন ও মিনার দিনগুলোর অন্তর্ভুক্ত। (বোখারী-৯৩৫, ৩২৭৮), সোলেমানিয়া বুক হাউস, অনুবাদক-শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক সাহেব।

(২) আমার বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পরে নবী করীম (সা.) আমাদের ঘরে আসেন এবং আমার বিছানার উপরে বসেন, যেমন তুমি আমার কাছে বসে আছো। অত:পর তার আগমনে আমাদের কচি কচি মেয়েরা দুটি দফ (ঢাক) বাজাতে লাগলো এবং বদর যুদ্ধের শাহাদাত প্রাপ্ত আমার বাপ, চাচার

শোকগাঁথা গাইতে লাগলো, তাদের মধ্যে একজন বললো, আমাদের মাঝে এমন নবী আছেন যিনি আগামীকাল কি হবে বলতে পারেন।

এই কথা শ্রবণে নবী করীম (সা.) বললেন-একথা ছেড়ে দাও, পূর্বে যা বলতেছিলে তাই বলো। (বোখারী-৪৭৭৪, তিরমিজি)।

(৩) হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত তোমরা বিবাহকে ঘোষণা করে দাও এবং মসজিদে বিবাহ পড়াও এবং অনেকগুলো দফ বাজিয়ে ইহাকে (বিবাহকে) প্রচার করো। (তিরমিজি)।

(৪) হালাল ও হারাম বিবাহের পার্থক্য হলো গান ও দফ দ্বারা হয়। (তিরমিজি, নেসায়ী, মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ)।

(৫) হযরত আমের (রা.) হতে বর্ণিত-একদিন আমি বিবাহ উপলক্ষ্যে কোরায়জা বিন কাব এবং আবু মাসউদ আনসারীর বাসায় গিয়েছিলাম, তখন সেখানে প্রতিবেশীনী মেয়েরা রাগ-রাগীনির সাথে গানবাজনা করতে ছিলো এবং সেখানে বসে হযরত কায়াবেরের ছেলে কোরায়জা ও আবি মাসুদুল আনসারী শুনতে ছিলেন। আমি সেই দুই সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে বললাম, হে রাসুলের বদরী সাহাবীগণ, আপনাদের সামনে এটা কি হচ্ছে? তারা বললেন-'যদি ইচ্ছা হয় তো আমাদের সাথে বসে গান শুনতে পারো আর যদি আপনাদের পছন্দ না হয় তো চলে যেতে পারেন। নিশ্চয়ই হযরত রাসুল (সা.) আমাদেরকে গানবাজনা করতে বিবাহ উৎসবে অনুমতি দিয়েছেন। (নেসায়ী, তিরমিজি)।

(৬) হযরত আয়েশা (রা.) বলেন-এক সময় আমার স্বামী রাসুল (সা.) আমার ঘরে ঢুকলেন, তখন আমার সামনে দুটি যুবতী গায়িকা বোয়াস যুদ্ধের গান দফ বাজিয়ে এবং হাত তালি দিয়ে গাইতে ছিলো। রাসুল (সা.) অপর দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লেন। এই সময় হযরত আবু বক্কর (রা.) ঘরে ঢুকে আমাকে ধমক দিলেন এবং বললেন-শয়তানের বাজনা রাসুলের নিকট, তখন হযরত রাসুল (সা.) হযরত আবু বক্করকে লক্ষ্য করে বললেন-এদেরকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ এদেরকে দফ বাজিয় গান গাইতে দাও)। তারপর রাসুল (সা.) অন্য মনস্ক হলে আমার (মা আয়েশার) ইশারায় তারা (গায়িকাদ্বয়) বেরিয়ে গেলেন। (বোখারী, মুসলিম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯১)।

(৭) হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, নতুন বিবাহিতা একটি নারীকে (তার স্বামী) একজন আনসারের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলে নবী (সা.) বললেন- তোমাদের সঙ্গে কি গানবাজনা নাই? কারণ আনসারেরা (মদিনাবাসীগণ) গানবাজনা পছন্দ করে। (বোখারী, মিশকাত)।

(৮) হযরত আবু বোরায়দা (রা.) বর্ণনা করেন-মহানবী (সা.) কোনো একটি যুদ্ধ হতে ফিরে আসার সময় কালো রংয়ের একজন দাসী রাসুল (সা.) সামনে এসে বললো যে, ইয়া রাসুলুল্লাহ-আমি নজর মেনে ছিলাম যে, আপনাকে আল্লাহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনলে আমি আপনার সামনে দফ বাজিয়ে গান করবো। রাসুল (সা.) বললেন-যদি তুমি মান্নত-নজর করে থাকো তাহলে বাঁজাও নতুবা না। তারপর মেয়েটি দফ বাজিয়ে গান গাইতে লাগলো। তারপর হযরত আবু বক্কর (রা.) আসলো এবং মেয়েটি (দফ) বাজাতে লাগলো, তারপর হযরত আলী (রা.) এলেন এবং সে বাজাতে লাগলো, একটু পরেই হযরত উসমান (রা.) এলেন এবং মেয়েটি (দফ) বাজাতে লাগলো, যখন হযরত উমর (রা.) আসলেন তখন মেয়েটি দফটিকে পাছার নিচে রেখে বসে পড়লেন। সেই সময় হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন-উমর তোমাকে শয়তানও ভয় পায়।
(তিরমিজি, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠ-২০৯-২১০, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৫২৫, আবু দাউদ)।

(৯) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত মুহাম্মদ (সা.) একদা হযরত হাসান ইবনে সাবেতকে নিয়ে কোনো স্থানে গিয়েছিলেন এবং সেখানে নবীজীর সাহাবাগণ চুপ করে বসে আছেন এবং ওখানে একটি মেয়ে যার নাম শিরীন সে মেজমার নামক বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে ঐ সাহাবীগণের মাহফিলে ঘুরে ঘুরে গান গাইতে ছিলো। এমন সময় রাসুল (সা.) ঐ মাহফিলে এলেন এবং তিনি এই বিষয়ে কোন আদেশ অথবা নিষেধ কিছুই করলেন না। রাসুলুল্লাহ শিরিন নামের মেয়েটির কাছে এলে শিরিন জানতে চাইলো যে, হযরত নবী, গানবাজনা করার দরুন আমার কোনো ক্ষতি হবে কি? দয়াল নবী (সা.) হেসে বললেন-আল্লাহ'র ইচ্ছায় কোনো ক্ষতি হবে না। (দারকুতনী)।

(১০) হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত-রাসুল (সা.) এর নিকট একটি মেয়ে আসলে মহানবী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন-হে আয়েশা! তুমি কি এই মেয়েটিকে চিনো? হযরত আয়েশা চিনি না বলাতে মহানবী বললেন-এই মেয়েটি অমুক গায়িকা, তুমি কি এর গান শুনতে ভালোবাসো? হযরত আয়েশা (রা.) বললেন-ভালোবাসি, তারপর সে (মেয়েটি) গান গেয়ে শোনালো। (তাবরানী, নেসাই)।

(১১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত-হযরত আয়েশা (রা.) আনসারদের মধ্যে তার এক আত্মীয়কে বিবাহ দিলেন। মহানবী ঘরে প্রবেশ করেই প্রশ্ন করলেন-যুবতীটিকে তার স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছো, তিনি বললেন-হ্যাঁ পাঠিয়ে দিয়েছি। রাসুল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন-কোন গায়িকা কি তার সাথে পাঠিয়েছো? তিনি (হযরত আয়েশা) বললেন না। তারপর রাসুলুল্লাহ বললেন-আনসারগণ (মদিনাবাসীগণ) গান পছন্দ করে। সেই যুবতীটির সঙ্গে একজন গায়িকা তুমি পাঠালে না কেন? যে তার স্বামীর বাড়ী গিয়ে গান গাইতো। (ইবনে মাজাহ-পৃষ্ঠা-২৬৪)।

(১২) হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন-দয়াল নবী মদিনার কোনো গলি দিয়ে এক সময় যেতে ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, কিছু বালিকা হাতে তালি দিয়ে গাইতে ছিলো যে, বণি নাজজার গোত্রের বালিকা আমরা, মহানবী আমাদের প্রতিবেশী, তাইতো আমরা ভাগ্যবতী। তখন রাসুলুল্লাহ তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদের কতটুকু ভালোবাসি সেটা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। (বোখারী, মুসলিম ও ইবনে মাজাহ)।

(১৩) রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সামনে একজন হাবসী এক সময় দফ বাজিয়ে নাচতে ছিলো এবং গাইতে ছিলো যে, রসুলুন মোহাম্মদুন আবদুন সালেহুন। নবীজী প্রশ্ন করলেন-সে কি বলছে? সে বললো আমি বলছি-রসুলুন মোহাম্মদুন আবদুন সালেহুন। (মুসনাদে আহমদ)।

গানবাজনার পক্ষে এবং গানবাজনার বিপক্ষে অনেকগুলো হাদিস উল্লেখ করলাম। পক্ষে এবং বিপক্ষের হাদিসগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করলে মনে একটি প্রশ্ন আসা খুবই স্বাভাবিক। প্রশ্নটি হলো- আমাদের দয়াল নবী সালামুন আলা মুহাম্মদ কখনও কখনও গানবাজনার পক্ষে মতামত দিয়েছেন

আবার কখনও কখনও গানবাজনার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন; এটা কি সম্ভব হতে পারে? নবী প্রেমিক হিসাবে আমি অধম ১০০% বিশ্বাস রাখি তিনি অবশ্যই কোনো ধরনের স্ববিরোধী কথা বলেননি তবে বাস্তবে আমরা হাদিস দলিল মানতে গেলে পক্ষে-বিপক্ষে দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছি, যার শেষ পরিণাম মুসলিম মুসলিমে সংঘাতে লিপ্ত হওয়া। সংঘাত সৃষ্টি করার পরিণাম শুধুই ধ্বংস ছাড়া আর ভালো কিছু অর্জন হতে পারে না। দয়াল নবী সালামুন আলা মুহাম্মদ তার বিদায় হজ্বের ভাষণে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং মুসলমান হতে চাইলে, দয়াল নবীকে মান্য করতে চাইলে মারামারি , বাড়াবাড়ি পরিহার করে চলতে হবে। গানবাজনার পক্ষ বিপক্ষ নিয়ে বাহাস করতে গেলে দুই পক্ষেরই দলিল আছে; সেটা সত্য হোক অথবা মিথ্যা হোক। বাহাস হচ্ছে দলিল, যুক্তি ও তর্কের খেলা। খেলা মানেই জয় অথবা পরাজয় থাকবেই। গানবাজনার বিষয়ে আল্লাহ মহান যেহেতু নিরপেক্ষ অবস্থানে আছেন, সুতরাং আমাদের অবস্থান নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ন হওয়া উচিত। গানবাজনা সবার ভালো লাগবে এটা যেমন সত্য নয় তেমনিভাবে আবার সবার খারাপ লাগবে এটাও সত্য নয়। যার ভালো লাগবে সে বলবে, শুনবে, সম্ভব হলে গান লিখবে আর যার ভালো লাগবে না তিনি গানবাজনার অনুষ্ঠান থেকে দুরে সরে থাকবেন, অশান্তি সৃষ্টি করা ধার্মিকের কাজ হতে পারেনা। সহমত, দ্বিমত পূর্বে ছিলো, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তির পরিবারের মধ্যেই কম বেশি দ্বিমত আছে। সেই দ্বিমত নিয়ে কেউ নিত্যদিন মারামারি, গালাগালি করে না, শান্তির জন্য ছাড় দিতে হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধির দলিলে সালামুন আলা মুহাম্মদের জন্য অবমাননাকর বিষয় ছিলো, তবুও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দয়াল নবী (সা.) তা মেনে নেন।

গানবাজনা সম্পর্কে আল কোরআন শরীফে ও হাদিস বিধান নিয়ে আলোচনার পরে এবার বিভিন্ন মাযহাবের ইমাম ও আলেমদের মতামত, ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতামত, ফতোয়ার কিতাবে গানবাজানার পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত নিয়ে আলোচনা করবো। শুরুতেই আবার গানবাজনার বিপক্ষে বিভিন্ন মাযহাবের ইমামগণের মতামত তুলে ধরলাম।

বই প্রসঙ্গে আলোচনা

গানবাজনা হারাম সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার মতামত:-

একদিন হযরত আবু হানিফা সাহেব একটি বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাগান হতে ফিরে আসার পথে আরেক প্রসিদ্ধ ইমাম ইবনে আবী লায়লার সাথে সাক্ষাৎ হলো। দুইজনই পথে চলমান অবস্থায় কিছু গায়িকা দৃষ্টিগোচর হলো, তারা গান গাইতে ছিলো। গায়িকার দল ইমাম সাহেবদের দেখে গান গাওয়া বন্ধ করলো; তখন ইমাম আবু হানিফা সাহেব বললেন-তোমরা ভালো করেছো। বেশ কিছুদিন পর কাজী ইবনে আবী লায়লার কাছে একটি মামলা আসলো, ঐ মামলায় সাক্ষী দিতে ইমাম আবু হানিফা আসলেন, কাজি সাহেব ইমাম আবু হানিফার সাক্ষী গ্রহণ না করে বললেন, আপনি সেই দিন গায়িকাদের কাজকে ভালো বলেছেন, সুতরাং আপনার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবেনা। তখন আবু হানিফা বললেন, আমি তো তাদের প্রশংসা করেছি এই জন্য যে, তারা আমাদের দেখে গানবাজনা বন্ধ করে দিয়েছিলো, তাই বলেছিলাম তোমরা (গান বাজনা ছেড়ে দিয়ে) ভালো কাজ করেছো।

(হামাবী শরহে আশবাহ ওয়ান্নায়ের পৃষ্ঠা-৬৫০)।

গানবাজনা হারাম সম্পর্কে ইমাম মালেকের মতামত:-

ইমাম মালেক সাহেবের এক শিষ্যের নাম ছিলো আব্দুর রহমান বিন কাসেম। তিনি বলেন- ইমাম মালেক সুর করে কোরআন শরীফ পড়াকে মাকরূহ মনে করতেন। কোনও দাসি যদি গায়িকা হতো তিনি সেই দাসী ক্রয় করাকেও মাকরূহ মনে করতেন, বিবাহ অনুষ্ঠানে দফ বাজানো তিনি মাকরূহ বলতেন। (আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, ১১/৬৩)।

গানবাজনা হারাম সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর মতামত:-

ইমাম শাফেয়ী সাহেব বলেন-যে ব্যক্তি নিজের দাসীর গান অন্যদেরকে শোনাবে সে ফাসেক, দায়য়ুস। (এগাছাতুল্লাহফান, ১/২২৯)।

গানবাজনা হারাম সম্পর্কে ইমাম হাম্বলীর মতামত:-

ইমাম সাহেব পাশের এলাকা থেকে ঢোলের আওয়াজ পেলেন। তিনি সেখানে গিয়ে তাদেরকে নিষেধ করলেন। (আল আমর, পৃষ্ঠা-১১৬)।

গানবাজনা অন্তরে মুনাফেকী সৃষ্টি করে, আমি সেটাকে হারাম মনে করি।

(ইসলাম ও মাওসীক্বী, পৃষ্ঠা-৩১৮)।

বই প্রসঙ্গে আলোচনা

গানবাজনা হারাম সম্পর্কে মালেকী মাযহাবের আলেমগণের মতামত:-

(i) আল্লামা ইমাম কুরতবী বলেন-বর্তমানে কিছু পীর-ফকির, সুফি একটি পদ্ধতি করে নিয়েছে যে, বাদ্যযন্ত্র, শাবাবা, সারেঙ্গী, বাজনা ও সেতারার সাথে গান শোনে থাকে, যা সম্পূর্ণরূপে হারাম। (তাফসীরে কুরতরী ৪/৫৪)।

(ii) আল্লামা ইবনে রুশদ মালেকী বলেন-গানবাজনা দ্বারা অন্তরে স্বাদ গ্রহণ করা নাজায়েজ। শুধুমাত্র বিবাহ অনুষ্ঠানে দফ বাজানো যা তাল, তরঙ্গবিহীন হয় তার ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা আছে। (মাওয়াহেবুল জলীল, ৬/১৫৩)।

গানবাজনা হারাম সম্পর্কে শাফেয়ী মাজহাবের আলেমগণের মতামত:-

(i) ইমাম নব্বী বলেন-বাঁশী জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার করা জায়েজ হবে না। কারণ তা ফাসেক ব্যক্তির স্বভাব। (মাজমুআতুল হাফীদ-১৯৭)।

(ii) আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী বলেন-কোনো দাসী বা আজাদ নারীর গান শ্রবণ করা হারাম, যদি পর্দার আড়ালে হয় তাও হারাম। (কফফুর রুআ)।

গানবাজনা হারাম সম্পর্কে হাম্বলী মাজহাবের আলেমগণের মতামত:-

(i) আল্লামা ইবনুল জাওমী বলেন-আজকাল যে গানবাজনা চলছে তা ইমাম আহমদ হাম্বলীর নিকট হারাম। (তালবীসে ইবলিশ, পৃষ্ঠা-২৯৭)।

(ii) ... যার সাথে বাদ্য-বাজনা নেই তা মাকরূহ আর যদি বাজনা সহকারে হয় তাহলে তা হারাম। (আল ইনসাফ, ১২/৫১)।

গানবাজনা হারাম সম্পর্কে ফতোয়ার কিতাব ও বিভিন্ন আলেমগণের মতামত:-

(i) টাকা কামানোর জন্য খেলাধুলা বা গান গাওয়া হারাম।
(ফতহুল ক্বাদীর, ৩/৩৬)।

(ii) সর্ব প্রথম বিলাপকারী ও সর্ব প্রথম গায়ক হচ্ছে অভিশপ্ত শয়তান।
(ইহয়াউহুল উলুম, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৫১)।

(iii) আল্লাহপাক গায়ক ও যার জন্য গান গাওয়া হয় তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (রুহুল মাআনী, ২১/৬৮)।

(iv) গানবাজনা বাতিল কাজ আর সমস্ত বাতিল জাহান্নামে যাবে।
(কুরতবী, ১৪ খন্ড, পৃষ্ঠা-৫২)।

(v) ... **মহিলাদের ব্যাপারে আরো বেশি সাবধান। তাদের গানবাজনা হতে দুরে থাকো। কেননা গানবাজনা জেনার দিকে আহ্বানকারী।**

(তালবীসে ইবলিশ, ৩০৪)।

(vi) ... শয়তান যদি কাউকে ছেড়ে দিতো তাহলে এই গায়িকা মেয়েদের ছেড়ে দিতো। (ইমাম বায়হাকী, ১০/২২৩)।

(vii) আমি গানবাজনাকে ঘৃণা করি এবং রিজিককে ভালোবাসি।
(মুছান্নাফে আঃ রাজ্জাক, ১১/৬)।

(viii) হযরত ইবরাহীম নাখায়ী বলেন-আমরা গলিতে গলিতে বাচ্চাদের হাত থেকে দফ তালাশ করে ভেঙ্গে ফেলতাম। (আমর বিল মারুফ, ১৪৮)।

(ix) বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ এবং বাঁশির আওয়াজও শ্রবণ করা হারাম।
(ফতোয়ায়ে বাজজাজিয়ো)।

(x) দফ, বাঁশী ইত্যাদি শ্রবণ করা হারাম। (ফতোয়ায়ে শামী)।

(xi) গানবাজনা করা ও শ্রবণ করা, দফ বাজানো এবং সকল প্রকারের বাদ্যযন্ত্রই হারাম। যে ব্যক্তি গানবাজনা হালাল মনে করবে সে কাফের হয়ে যাবে।
(ফতোয়ায়ে বায়হাকী)।

(xii) হযরত উমর যখন দফের আওয়াজ শুনতেন তখন লোক পাঠাতেন। যদি কোনও বিবাহের অলীমা'তে দফ বাজানো হতো তাহলে চুপ করে থাকতেন আর অন্য কারণে দফ বাজানো হলে দোররা মারতেন। (ফতহুল ক্বাদির, ৬/৩৬)।

গানবাজনার বিরুদ্ধে মানব রচিত বিভিন্ন কিতাবের মতামত পেলাম। তাদের মতামতগুলোর সাথে আল কোরআন শরীফের কোন কোন আয়াতের সাদৃশ্য রয়েছে এমন তথ্য থাকলে ভালো হতো কিন্তু সেগুলো পায়নি এটা আমাদের জন্য চরম দুর্ভাগ্য। তবে আমি বেশি আলোচনা, সমালোচনায় যেতে আগ্রহী নয়, পক্ষে, বিপক্ষে উভয় দলিল দিলাম, প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন বিবেক দ্বারা সত্য মিথ্যা বুঝে নিলেই ভালো হবে।

গানবাজনা সম্পর্কে আল কোরআন শরীফ সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ অবস্থানে আছেন। হাদিস বিধান স্ববিরোধী অবস্থানে আছেন। হাদিস বিধানের পরে মানব রচিত বিভিন্ন কিতাবের গানবাজনার স্বপক্ষে অনেক দলিল প্রমাণ উল্লেখ পাওয়া যায়।

গানবাজনা হালাল সম্পর্কে আলেমগণের মতামত:-

(i) তাবুকের যুদ্ধ হতে নবী ঘরে ফিরে এলেন, তখন মদিনার মেয়েরা দফ বাজিয়ে আরবী কবিতা পাঠ করলেন ও হাত তালি দিলেন।

(ইমাম বায়হাকী, কিতাব-দালায়েলুন নবুওয়াত)।

(ii) ইমাম বোখারী, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ হাম্বল, ইমাম শাবা এবং অনেক মোহাদ্দেসের গুরু, হাদিস এর গুরু হাফেজ হযরত ইব্রাহিম ইবনে সায়াদ 'উদ' নামক বাদ্যযন্ত্রের সহিত গান 'শুনেছেন, যখন তিনি বাগদাদে এলেন তখন হাদিস শোনার জন্য খলিফা হারুন উর-রশীদ অনুরোধ জানালেন। তখন তিনি 'উদ' আনতে বললেন। খলিফা বললেন গন্ধযুক্ত 'উদ' নামক কাঠ জ্বালানোর জন্য কি আনবো? তিনি বললেন-তার যুক্ত 'উদ' নামক বাদ্যযন্ত্র চাই। খলিফা আনলেন এবং তিনি 'উদ' বাঁজিয়ে গান গাইলেন। তিনি আরও বললেন যে, যাদের অন্তরের উপরে আল্লাহ সিল-মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন কেবল তারা হারাম জানবে। এই কথা শুনে খলিফা প্রশ্ন করলেন যে, সঙ্গীত বিষয়ে ইমাম মালেক হতে কোন প্রকার বক্তব্য শুনেছেন কি? তিনি বললেন-আল্লাহ'র কসম! আমি এইটুকু জানি যে, বনি ইয়ার বাহার এক দাওয়াতে অনেক লোক একত্রিত হয়েছিলো। সেখানে হযরত ইমাম মালেকের হাতে চারকোণ বিশিষ্ট একটি দফ ছিলো। তিনিও ইহা বাজাইতে ছিলেন এবং গাইতে ছিলেন।

('মীরজানুল এয়েতেদাল' উসুলে হাদিস-প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৮)।

(iii) হযরত মুয়াবিয়া ও হযরত উমর ইবনুল আস বলেছেন যে, সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের নিকট 'উদ' নামক বাদ্যযন্ত্রসহ উভয়ে গান শুনেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর এমনকি নিজের দাসীদের গান শুনতেন এবং দাসীগণ একপ্রকার তার দিয়ে বাঁধানো বাদ্যযন্ত্র দিয়ে গান করতেন। ইহা হযরত আলীর খিলাফতকালের কথা। (কিতাব-আলএসতিয়াবে, লেখক-ইমাম আব্দুল বার)।

(iv) গানবাজনার খারাপ নিয়ত থাকলে উহা হারাম হবে আর ভালো নিয়তে গানবাজনা করলে উহা হালাল হবে। (ফেকা শাস্ত্রের কিতাব, খাজনা)।

(v) গানবাজনা শোনার মধ্যে কোনও পাপ নেই।

(কিতাব ইসতিয়াব, লেখক-মাওলানা আবদুর রব)।

(vi) ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাওরী বলেন-সঙ্গীত নির্দোষ। ছোট বড় কোনো গোনাহ এর মধ্যে নেই। (কিতাব তাজকেরা)।

(vii) ইমাম হাম্বলীর গানবাজনা শুনে এমন হাল হতো যে, তিনি একটানা দালানের ছাদের উপরে নাচতেন।

(কিতাব-যোদারেজুন নবুয়ত, লেখক-মাওলানা আব্দুল হক মোহাম্মদ দেহলবী)।

(viii) **হযরত দাউদ তাই নিজে সঙ্গীতের মাহফিলে হাজির হয়ে অতি বিভোর হয়ে** গানবাজনা শ্রবণ করতেন। (কিতাব-দাউদ তাই, (দাউদ তাই ছিলেন, ইমাম আবু হানিফার শ্রেষ্ঠ শিষ্য, ফেকাহ শাস্ত্রের আলেম)।

(ix) অবশ্যই কোন প্রকার বাদ্যযন্ত্র হারাম হতে পারেনা। দর্শক ও বাদকদের খারাপ উদ্দেশ্যের জন্য হারাম হয়ে যায়। (কিতাব-শামী, ৫ম খন্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা)।

(x) বিবাহ, বিদেশ হতে ঘরে আসার সময় এবং আল্লাহ'র নৈকট্য লাভের আশায় সঙ্গীত অবশ্যই জায়েজ। (কিতাব-বাহারোরায় লেখক-ইমাম সারখাসি)।

(xi) ইমাম আবু ইউসুফকে দফ বাজানো সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া বিবাহ উৎসবে নিজেদের সন্তানদের জন্য দফ বাজানোকে আপনি কি মাকরূহ মনে করেন? ইমাম আবু ইউসুফ সাহেব বললেন-না, আমি এটাকে (দফ বাজানোকে) কখনও মাকরূহ মনে করিনা। (ফতোয়ায়ে আলমগীরি, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২২১)।

(xii) ঈদের দিন দফ বাজানোতে কোনই ক্ষতি নাই।
(কিতাব-খাজানাতোল মুফতীন)।

(xiii) **হযরত সামসাদ উলুবের দায়নুরী বলেন-সঙ্গীতের ভিতরে যে রহস্য লুকিয়ে** থাকে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি কেবল মহানবী ও মাওলা আলীর এবং আমাদের মাননীয় অলীয়ে কামেলগণ যে সঙ্গীত শ্রবণ করেছেন উহারই সুন্নত পালন করছি। (কিতাব-সিয়ারুল আকতাব, পৃষ্ঠা-৫৩)।

(xiv) সঙ্গীত হৃদয়কে ভুমিকম্পের মতো কাঁপায়ে তোলে এবং আপন রবের রহস্যের রূপ ধরা দিতে থাকে, কারণ সঙ্গীত হৃদয়কে কোমলতার দিকে এত দ্রুত এগিয়ে নেয় যে, আমার, আমার এবং আমি, আমি'র স্বকীয়তা হারিয়ে যেতে থাকে।
(কিতাব-সিয়ারুল আকতাব, পৃষ্ঠা-৫৭)।

(xv) হযরত শেখ আবু আহমদ বলেন-সঙ্গীতের মাঝে এমন গোপনীয় রহস্য লুকিয়ে থাকে যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। সাধারণ মানুষ সঙ্গীতকে হালকাভাবেই গ্রহণ করে থাকে। সাধারণ লোকজন সঙ্গীতের গভীরে প্রায়ই যেতে পারে না। যার দরুন সঙ্গীত শ্রবণ করে একজনকে কাঁদতে দেখা যায় আবার একজনকে হাসতে দেখা যায়। সঙ্গীতের নেয়ামত এমনই একটি বড়ো নেয়ামত যে, সমাজদারের কাছে

এর চেয়ে প্রিয় নেয়ামত আর কি হতে পারে? (কিতাব-সিয়ারুল আকতাব, পৃষ্ঠা-৬৭)।

"শহীদুল গীতি" বইয়ের ভুমিকা লিখতে গিয়ে গানবাজনার পক্ষে, বিপক্ষে অনেক রকম মতামত পাওয়া গেলো। সমাজের অধিকাংশ মানুষই নিজ নিজ দল, মতের অনুসারী। নিজ নিজ দল, মতের অনুসারী হতে গিয়ে এক চোখা নীতি অবলম্বন করে ফেলেন, নিরপেক্ষ নীতি হারিয়ে ফেলেন; যার ফলাফল স্বরূপ গানবাজনাকে যারা হালাল বলে মনে করেন তারা শুধুমাত্র তার পক্ষের দলিলগুলোই আমজনতাকে বলতে থাকেন আবার গানবাজানকে যারা হারাম বলে মনে করেন তারাও গানবাজনার বিপক্ষের দলিলগুলোই আমজনতার সামনে বয়ান করেন। এর ফলে প্রকৃত সত্য চলে যায় আড়ালে; এক চোখা নীতির মানুষগুলো নিজে ধোঁকা খাওয়ার পাশাপাশি আমজনতাকেও ধোঁকা দিয়ে ফেলেন।

হাদিস গ্রন্থগুলোর মধ্যে নবীর নামে গানবাজার পক্ষে বিপক্ষে যেমন দলিল পাওয়া যাচ্ছে আবার দয়াল নবীর স্ত্রী মা আয়েশার নামে গানবাজনার পক্ষে দলিল পাওয়া যায় (বোখারী-৯৩৫ ও ৩২৭৮), আবার মা আয়েশার নামে গানবাজনার বিপক্ষে দলিলও আছে, তিনি গায়ককে শয়তান বলে অভিহিত করেন। (বায়হাকী-১০/২২৪)। আবার অনুরূপভাবে মাযহাবের ইমামগণের নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন কিতাবে একই ইমামের গানবাজনার পক্ষেও দলিল আছে আবার বিপক্ষেও দলিল আছে; তাহলে কি মাযহাবের ইমামগণও কি স্ববিরোধী বয়ান দিয়েছিলেন? আমি আশারাখি তারাও কেউই এমনটি করেননি; মূলত নিজ নিজ দলমতের অনুসারীগণই তাদের নাম নিজ নিজ কিতাবে ব্যবহার করে গানবাজনা হালাল, গানবাজনা হারাম পক্ষে বিপক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন।

ফতোয়ার কিতাবে গানবাজনার পক্ষে যেমন দলিল পাওয়া যায় আবার গানবজানার বিপক্ষেও দলিল পাওয়া; আমজনতা বিশ্বাস রাখবে কোথায়?

আমাদের সমাজে এখনও কিছু অবুঝ প্রকৃতির জ্ঞানী মানুষ আছেন, এই শ্রেণীর মানুষগুলো কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্তও থাকবেন তাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাদের পরিপক্ক জ্ঞানের খুবই অভাব, তবুও তারা নিজেদেরকে ধর্মের অনেক বড়ো জ্ঞানী বলে মনে করেন। সেইজন্য মাঝে মাঝে ঠুসঠাস ধুসধাস কিছু ধর্মীয় বয়ান মেরে দেন। এই ঠুসঠাস ধুসধাস ধর্মীয় বয়ান মারা কিছু ব্যক্তি আছেন তারা বলেন-গান

শোনা যাবে তবে কোনও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা চলবে না; আবার কেউ কেউ বলেন- গানবাজনায় শুধুমাত্র দফ নামক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে, এর বাইরে কোনও যন্ত্র ব্যবহার করলে সেই গান শোনা হারাম হয়ে যাবে। যারা এমন ধরনের ফতোয়া দেন তাদের অনেককেই দফ শব্দের বাংলা অর্থ কি, দফ কোন ভাষার শব্দ, দফের আকার আকৃতি কেমন জিজ্ঞাসা করলে অনেকেই বলার ক্ষমতা রাখেন না অথচ ফতোয়া দেওয়ার ওস্তাদ সেজে বসে থাকেন।

যারা দফ যন্ত্র ছাড়া গানবাজনার জন্য অন্য ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বিরুদ্ধে তারা মূলত বোকার স্বর্গে বসবাস করেন। দয়াল নবীর যুগে দফ, উদ, তবলা, মেজমার, সারেঙ্গী, বাঁশি, তম্বুর, সোলী ও ঢোল নামক বাদ্যযন্ত্র ছিলো, এর বাইরে অন্য তেমন বাদ্য যন্ত্র ছিলো না তাই ব্যবহারবিধিও ছিলোনা। এখনকার যুগে যেই বাদ্যযন্ত্রগুলো গানবাজনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে তখনকার যুগে এই আমলের বাদ্যযন্ত্রগুলো থাকলে শিল্পীগণ অবশ্যই ব্যবহার করতেন তাতে কোনও সন্দেহ নাই।

সালামুন আলা মুহাম্মদের যুগে যা ব্যবহার করা হয়েছে এর বাইরে যাওয়া যাবেনা। এর বাইরে গেলে তা হারাম হয়ে যাবে, যারা এমনটি ভাবেন তাদেরকে বলছি- দয়াল নবীর যুগে খেজুর পাতার মসজিদের ফ্লোর ছিলো ধুলাবালির, কুপি বাতি ব্যবহার করা হতো, কোন ধরনের ফ্যান ব্যবহার করা হতো না, মুখে আযান দেওয়া হতো, অজুর জন্য ট্যাপ কলের ব্যবস্থা ছিলোনা। তখনকার মসজিদ আর এই যুগের মসজিদের সঙ্গে তুলনা করুন। এরপরও যারা বুঝতে অক্ষম তাদেরকে আপন তকদিরের উপরে দোষ দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তদবীর পরিবর্তনের চেষ্টা করা অথবা চেষ্টা না করা প্রত্যেকেরই আপন আপন বিবেকের স্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল।

বোখারী শরীফ হাদিস গ্রন্থের মধ্যে একটি হাদিস দেখতে পাওয়া যায়, জ্ঞানী ব্যক্তিগণের নিকট হাদিসটির অবশ্যই গ্রহণ যোগ্যতা আছে। হাদিসটি হলো-যে ব্যক্তি আমার নামে অর্থাৎ সালামুন আলা মুহাম্মদের নামে মিথ্যা কথা অর্থাৎ মিথ্যা হাদিস বলবে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম করে নেয় (হাদিস নং-১২১৪)। এই হাদিসটি আল কোরআনের সাথেও মিল রয়েছে (৪১:১-২)।

গানবাজনার পক্ষে ও বিপক্ষে উল্লেখিত হাদিসগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বোখারী শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ, তিরমিজি শরীফ, মিশকাত শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, মুসনাদে আহম্মদ শরীফের মধ্যে গানবাজনার পক্ষে এবং গানবাজনার

বিপক্ষে দুই ধরনের হাদিস রয়েছে। এটা কিভাবে সম্ভব হলো? নিশ্চয়ই হাদিস গ্রন্থের সংগ্রাহকগণ গানবাজনার পক্ষে ও গানবাজনার বিপক্ষে দুই ধরনের হাদিস লিপিবদ্ধ করেননি। যদি তারা ইচ্ছাকৃতভাবে দুই ধরনের পক্ষে ও বিপক্ষের হাদিস লিপিবদ্ধ করে থাকেন তবে অবশ্যই পক্ষের এবং বিপক্ষের যেকোন একটি হাদিস মিথ্যা হতে বাধ্য, দুটোই সত্য হওয়া মোটেও সম্ভব নয়। বোখারী শরীফের হাদিস অনুসারে যে বা যারা নবীর নামে মিথ্যা হাদিস লিখবে তাদের স্থান জাহান্নাম হতে বাধ্য। আমার মনের দৃঢ় বিশ্বাস কোনও হাদিস সংকলনকারীগণ একই হাদিস গ্রন্থের মধ্যে গানবাজনার পক্ষে এবং গানবাজনার বিপক্ষে হাদিস লিখেননি। পক্ষে এবং বিপক্ষের হাদিসগুলোর মধ্যে শুভংকরের ফাঁকি রয়েছে। আশারাখি সত্য অনুসন্ধানী প্রকৃত সত্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বুঝতে সক্ষম হয়েছেন।

ছোটবেলায় আবাহনী ও মোহামেডানের ফুটবল খেলা টেলিভিশনের পর্দায় দেখতাম। সেসময় ক্রিকেট খেলা জনপ্রিয়তা পায়নি। ছোটবেলায় ফুটবল খেলার উপরে একটি গান শোনা যেত, জয় আবাহনী জয় মোহামেডান, কেউ কাউকে ছাড়েনা সমান সমান। গানবাজনার পক্ষ বিপক্ষ নিয়ে বাহাস হলে আবাহনী মোহামেডানের ফুটবল খেলার মত অবস্থা তৈরী হবে। কেউ কাউকে ছাড়বে না সমানে সমানে লড়াই চলবে; এই লড়াইয়ের শেষ পরিণাম হবে শান্তিকে ধ্বংশ করা। আমাদের সকলকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, দেহের জোরে গুন্ডা, মাস্তান, সন্ত্রাসী হওয়া যায় আর জ্ঞানের জোরে আলেম হওয়া সম্ভব। সুতরাং আমাদের দলিলের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। দলিল আবার পঁচা দলিল হলে চলবে না; খাঁটি দলিল হতে হবে। পঁচা দলিল সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করতে হবে তবে সেটা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা যাবে না। আমজনতাকে মান্য করার শিক্ষাও দেওয়া যাবেনা; তবে কেউ যদি পঁচা দলিল নিয়ে বাহাস করতে আসে তখন সেখানে পঁচা দলিল দিয়েই জবাব দিতে হবে। তবে বাহাস করাকে আমি মন থেকে অপছন্দ করি। গানবাজনা সম্পর্কে বহু সংখ্যক গুণীদের পক্ষে, বিপক্ষে মতামত উল্লেখ করলেও আমার ব্যক্তিগত অভিমত এখনও উল্লেখ করিনি। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে- আমি আল্লাহ মহানকে বিশ্বাস করি, আল্লাহ'র রাসুল সালামুন আলা মুহাম্মদকে বিশ্বাস করি, আমার দয়াল নবীর উপরে নাজিলকৃত আসমানী কিতাব আল কোরআন শরীফকে বিশ্বাস করি, আল কোরআন শরীফে যেহেতু আল্লাহ মহান গানবাজনা হারাম বলে ঘোষণা দেননি সেইহেতু আমিও

হারাম বলার পক্ষপাতী নয়। আমি হারাম বললে খোদার উপর খোদগিরী করা হবে, সেটা হবে আমার জন্য মহাপাপ। আল কোরআন শরীফের পরে হাদিস গ্রন্থ, মাযহাবের ইমামগণের মতামত, ফতোয়ার কিতাবের মতামত, বিভিন্ন জ্ঞানীগণের মতামত মানতে গেলে আবাহনী, মোহামেডানের মত অবস্থা তৈরি হবে। স্ববিরোধী দলিল দিয়ে বিতর্ক করে জয় লাভ করা সম্ভব হলেও বিবেককে ফাঁকি দেওয়া হবে, যার বিবেকের ধর্ম ঠিক নয় তার কোনো ধর্মই ঠিক নয়। আমজনতার হাত তালি পাওয়ার আশায় বিবেককে ধোঁকা দেওয়ার চেয়ে সত্য বলে পরাজিত হওয়াও উত্তম কাজ। মিথ্যা এবং ধোঁকা দিয়ে জয়লাভ করে সাময়িক বাহবা, আনন্দ পেলেও দীর্ঘদিন আত্মিক কষ্ট ভোগ করতে হয়, গুন্ডা মানুষগুলো আত্মিক কষ্ট বুঝতে না পারলেও প্রকৃত জ্ঞানীগণ তা অবশ্যই অনুভব করতে পারেন। আল কোরআনের ভাষায় মানসিক কষ্টকে হুতামা বলা হয়েছে; (১০৪:৫-৭)।

গানবাজনা হালাল বললেও সকল ধরনের গানবাজনা হালাল নহে। গানের ভাষা অশ্লীল হলে সেই গান অবশ্যই হারাম, শিল্পীর শারীরিক অঙ্গভঙ্গি যৌন আবেদনময়ী হলে ভালো ভাষার গান হলেও সেই গান দেখা ও শোনা সঙ্গত নয়। সাধারণত সিনেমার গানের মধ্যেই যৌন আবেদনময়ী ভাব বেশি দেখা যায়। আধ্যাত্মিক গান, মারেফতি গান, বাউল গানের মধ্যে ধর্ম বিরোধী বা শিরকপূর্ণ ভাষা না থাকলে সেই গানগুলো অবশ্যই মহামূল্যবান গান। ঐ ধরনের গানের মধ্যে বহু জ্ঞানের কথা লুকায়িত থাকে। জ্ঞানপূর্ণ গান শুনলে জ্ঞান অর্জন করা সহজ হয়। গানবাজনাকে যারা ঘৃণা করেন তারা গানবাজনা শুনবেন না। তাদের প্রতি অতি বিনয়ের সঙ্গে আমার অনুরোধ রইলো, শান্তিমূলক কাজ করুন, ইসলাম তথা শান্তি কায়েমে ভূমিকা রাখুন।

মাঝে মাঝে খবরের কাগজে, টেলিভিশনের খবরে দেখি-বাংলাদেশে বাউল শিল্পীদের চুল কেটে দেয়া হচ্ছে, এইগুলো খুবই দুঃখজনক, অমানবিক ও জুলুমপনা কাজ। অন্যের উপরে যারা জুলুম করে তারা জালিম ব্যক্তি, জালিম ব্যক্তিগণ পরকালে কখনও সফল হবেন না, তাদের স্থান হবে জাহান্নামে।

(২:২৫৪, ২৫৮, ৭:৪৪, ৪৯:১১)।

গ্রাম-গঞ্জে একটি কথা প্রচলিত আছে, শক্তের ভক্ত নরমের যম। আপনারা নরমের যম না হয়ে শক্তের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করুন। কোরআন হাদিস মোতাবেক গানবাজনা হারামের অকাট্য দলিল-প্রমাণ থাকলে-বেতার, টেলিভিশন সেন্টার, বি.এফ.ডি.সি, সিনেমা হল, রেকর্ডিং সেন্টার, শিল্পকলা একাডেমি, ইউটিউব,

বই প্রসঙ্গে আলোচনা

ফেসবুক ইত্যাদি জায়গায় সবচেয়ে বেশি বেশি গানবাজনা হচ্ছে সেগুলো বন্ধ করার চেষ্টা করুন। এইগুলো বন্ধ করতে পারলে নিরীহ বাউল শিল্পীদের গানবাজনা এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। আইন নিজের হাতে তুলে না নিয়ে কেউ অপরাধ করলে তাকে আইনের হাতে তুলে দেন। ধনী, গরিব, রিক্সাওয়ালা, বাউল শিল্পী, ফকির, মিসকিন প্রত্যেকের কম বেশি মান-সম্মান আছে। কারও শরীরে আঘাত করে সম্মানের হানি করবেন না। সকল আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণকে আল্লাহ মহান হেদায়েত দান করুন।

যারা এক চোখা নীতি নিয়ে চলেন তারা শুধুমাত্র গানবাজনার মধ্যে অশ্লীল কথা, গানবাজনার মধ্যে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি দেখতে পান, কিন্তু আজকাল অনেক ওয়াজ মাহফিলের মধ্যে বক্তা অনেক ধরনের যৌন সুড়সুড়ানি কথা বলেন, সত্য মিথ্যার মিলন ঘটিয়ে বহু ধরনের কিচ্ছা কাহিনী বলেন, অভিনেতাদের মতো কেউ কেউ আবার শারীরিক অঙ্গভঙ্গিও করেন, সুফি, পীর, দরবেশগণের সীমাহীন গীবত করেন, হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্টানদের নিন্দা করে হিংসা ছড়ানো, সম্প্রীতি নষ্টের বহু ধরনের বয়ান করেন এইগুলো কতটুকু হালাল ওয়াজ? ইউটিউবয়ে এমন ধরনের সীমাহীন ওয়াজ দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় দশ বছর আগে চৌদ্দ-ই ফেরুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের দিন হাজারীবাগ, বউ বাজার, মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ওয়াজ মাহফিল শুনেছিলাম, মাওলানা সাহেব প্রশ্ন রাখেন-আজ কি দিবস? কেউ কোনো জবাব না দিলে মাওলানা সাহেব নিজেই জবাব দিলেন-"আজ হচ্ছে কুত্তা ও কুত্তি দিবস। আপনারা দেখছেন না, রাস্তা-ঘাটে কুত্তা ও কুত্তি কিভাবে চলাফেরা করছে"? উপস্থিত শ্রোতাগণ তখন বিশাল অট্টহাসি দিয়ে দিলেন।

এই ধরনের বয়ানে সাময়িক যৌন সুড়সুড়ানিমূলক আনন্দ পাওয়া ছাড়া আর ধর্মের কি শিক্ষা পাওয়া যেতে পারে? হালাল ওয়াজ মাহফিল কিভাবে করতে হবে সেটা পাক কোরআনে আল্লাহ মহান খুব সুন্দরভাবে বলে দিয়েছেন; (১৬:১২৫, ১০৪:১)।

ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় লিখতে লিখতে অনেক কথায় লিখে ফেললাম; বেশি কথায় বেশি ভুল, বোবার কোনও শত্রু নাই, জ্বী হুজুর কারীগণকে সবাই ভালোবাসে, উচিত কথায় আপনজন বেজার হয়ে যায়, সেজন্য অপ্রিয় সত্য কথা কখনও কখনও চেপে যাওয়াটাই সঙ্গত, তাতে করে অশান্তি সৃষ্টি হয়না, শান্তি বজায় থাকে।

বই প্রসঙ্গে আলোচনা

গ্রামের এক মোড়লের কাছে এক বাদী বিচার নিয়ে আসলেন, মোড়ল শুনে বললেন, তুমি ঠিক আছো। বাদী চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে আবার বিবাদী এসে বিচার দিলো, মোড়ল সাহেব সব ঘটনা শুনে বললেন, তুমি ঠিক আছো, মোড়ল সাহেবের দজ্জাল বউ চিৎকার করে বললো, তুমি কেমন বিচারক, বাদী বিবাদী সবাইকে বলো ঠিক আছো, মোড়ল সাহেব তখন তার দজ্জাল বউকে বললো- তুমিও ঠিক আছো। তিনজনে ঠিক থাকলে ভুল পথে কে আছে প্রশ্ন থেকে যায়। শান্তি বজায় রাখার জন্য কখনও কখনও বোকা সেজে অথবা বকা খেয়ে জয়লাভ করতে হয়, হয়তবা মোড়ল সাহেব সেই নীতিতেই ছিলেন।

যারা বাউল গান, আধ্যাত্মিক গান লিখেন, তাদের অনেক গানের ভিতরে দালিলিক প্রমাণের বিষয়ে বিতর্ক থাকে। আমি অধম সেগুলো অবসানের চেষ্টা করেছি। অনেকগুলো গানের নিচে আল কোরআন বিধানের দলিল উল্লেখ করেছি। আমার পিতার গান নিয়ে যে কারও মনে প্রশ্নের উদয় হলে দালিলিক প্রমাণগুলো দেখে বুঝে নিতে সক্ষম হবেন ইনশাল্লাহ।

আজ হতে প্রায় বিশ বছর আগে **শহীদুল** গীতি বইটি প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করি, তবে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আর প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এই প্রকাশ না করতে পারাটা আমার দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে ভালোই হয়েছে বলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি।

পরবর্তী পর্যায়ে ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে আবার উদ্যোগ গ্রহণ করি তবে অর্থনৈতিক সমস্যায় খুব ধীরভাবে কাজ চলতে থাকে। বইটি প্রকাশ করতে ছোট আকারের সহযোগিতা হাতে গোনা কয়েকজন আমাকে করেছেন। দুইজন ব্যক্তি খন্দকার শাহীন সুফি ভান্ডারী ও খন্দকার তানভীর সুফি ভান্ডারীর অকৃপণ আর্থিক সহযোগিতায় বইটি আলোর মুখ দেখেছে। তাদের কাছে আমি চিরো কৃতজ্ঞ।

বইটি প্রকাশ করতে কম বেশি যারাই সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে ইহকাল ও পরকালে দয়া দান করে জান্নাতবাসী করুন হে আল্লাহ মহান আপনার পাক দরবারে আমার মুর্শিদ মহানের উসিলায় প্রার্থনা রাখলাম।

গানবাজনার পক্ষ, বিপক্ষ নিয়ে লিখার মাঝে আমার ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে সেটা আমি অস্বীকার করিনা। সঙ্গত ভুল ধরিয়ে দিলে তার কাছে অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকবো।

বই প্রসঙ্গে আলোচনা

শহীদুল গীতি নামের গানগুলোর ভাব ভাষার মধ্যে যদি কোন ভুল গুণীদের চোখে ধরা পড়ে, সুপরামর্শ দিলে সংশোধনের জন্য সচেষ্ট থাকবো।

আমার বাবার কিছু কিছু গান অনেকের কাছে দলিলবিহীন মনে হতে পারে, সেজন্য আমি গানের নিচে দলিল প্রমাণ দিয়ে দিয়েছি। পাক কোরআনে আল্লাহ মহান বলেন- "যদি তোমরা না জানো তবে জ্ঞানীগণকে প্রশ্ন করে দলিল-প্রমাণ সহকারে জানো। সূরা নাহল-১৬:৪৩, ৪৪। আমি সুন্দরভাবে দলিল-প্রমাণ দিয়েছি।

বইটি প্রকাশ করতে যারাই আমাকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। হে আল্লাহ মহান বইটি প্রকাশ করতে যারা দাতা মনে সহযোগিতা করলেন তাদের সকলকে ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ দান করুন এবং তাদেরকে আপনার দয়ার আশ্রয়ে আশ্রিত রাখবেন।

বিনীত সম্পাদক

ডা. খন্দকার নূরে আলম বারী রুহুল কুদ্দুস
গদীনশীন পীর সাহেব, সুফি ভান্ডার শরীফ
গ্রাম-লক্ষীধড়দিয়াড়, ডাকঘর- ধুবইল, থানা-মিরপুর, জেলা-কুষ্টিয়া
মোবাইল-০১৭১৭১৭৬২৬১

সূচীপত্র

প্রথম খন্ড শুরু

শহীদুল গীতি-১

আল্লাহ মহানের সর্ব রেজেক রুপে গাই অশিম অশিম স্মরণ শুকরিয়া
আল্লাহ মহানের সর্ব সুন্দর নামে গাই অশিম অশিম স্মরণ শুকরিয়া ॥

আল্লাহ'র শুকরিয়া গাই সত্য বিশ্বাসে
জীবনের শুরু হতে জীবনের শেষে
আওয়াল আখেরে গাই সত্য বেশে
জাহের বাতেনে তোমার দয়ায় থাকিয়া ॥

ইহকাল আর সামনে পরকালে
আঁকা হোক স্মরণ শুকরিয়া আরশমন্ডলে
হে আল্লাহ ক্ষমা করো দয়া দাও সর্বহালে
আমরা তোমার শ্রেষ্ঠ মানুষ প্রিয় প্রিয়া ॥

তুমি এক আল্লাহ অংশি তোমার নাই
সবার অংশে তুমি আছো সর্ব ঠাঁই
সর্ব সৃষ্টিতে তোমার শক্তি সত্যময়
আছো সবার প্রতিপালক সাজিয়া ॥

হে দয়াল আল্লাহ ওগো দয়াময়
তোমার সর্ব নাম শক্তিতে ভক্তি জানায়
আমাদের স্মরণ শুকরিয়া হোক আল্লাহ'ময়
খাজা শহীদুলের এই প্রার্থনা লও মানিয়া ॥

শহীদুল গীতি-২

আমার ছালাম সত্যবাদি মহাপুরুষ নবী রাসুলগণে
ছালাম জানায় অলি আল্লাহ পীর বুজুর্গান আরেফিনে ॥

সালাম বিশ্বাসি নর-নারীগণ
সালাম ফেরেস্তা দরদী সুজন
সালাম জানায় নিজ মুর্শিদ আপন
সালাম মাতাপিতা গুরু জনে ॥

বেহেস্তিগণে জানায় সালাম
সালাম আল্লাহ'র সাথে যার কথা কালাম
যারা সাধু পুরুষ জ্ঞানি সুনাম
সালাম জানায় তাদের ভক্তি যতনে ॥

বাবা রসুল শাহ'র দেহ আত্মায়
ভক্তি সালাম খাজা শহীদুল জানায়
সর্ব জ্ঞানির চরণ গোড়ায়
সালাম পাক পাঞ্জাতন সর্বক্ষণে ॥

শহীদুল গীতি-৩

মুর্শিদ নামে প্রেমের বৈঠা শক্ত করে ধর
বয়ে যাও ধীরে ধীরে বুঝে ডোবার জোয়ার ॥

মায়া সাগর প্রেমের বৈঠা
করো রতির অমর আঁটা
বুঝে চলো পিছল ঘাটা
গুরু বিশ্বাসে দাও সাঁতার ॥

বিষয় ভাবনা মনে মূলে
লক্ষ্য রাখো অমর কুলে
যদি মিলে ভাগ্য ফলে
কিঞ্চিত ঝলক তার ॥

জ্ঞান শোভার এই প্রেম তরনী
বিশ্বাসের গুণ যাও টানি
খাজা শহীদুল কইছে বাণী
সাধনে হও খুব হুঁশিয়ার ॥

শহীদুল গীতি-৪

কোনদিন আমায় যেতে হবে ছেড়ে সুখের এ ঘর বাড়ী
আশা না ফুরায় বেলা ডুবে যায় ছাড়ে না মন ছল চাতুরী ॥

করলাম কি এই ভবে এসে
নিকাশ দেব কি যেয়ে শেষে
সেই ভাবনা ভাবছি বসে
বদ কর্মে হয় বোঝা ভারী ॥

বুঝে না মোর মন খেয়ালি
খেয়াল বসে সব হারা হলি
হতে হবে দোজখের বলি
বাইতে হবে পাপের তরি ॥

খাজা শহীদুল ভবে এসে
দিন কাটালি লোভ-লালসে
না চলিলী আল্লাহ'র বসে
হবে কি ফল শেষে জারি ॥

শহীদুল গীতি-৫

আমি আল্লাহ্ বিশ্বাসি ভাববোরে কোন মানুষকে?
দেখি অসৎ কর্মে শ্রেষ্ঠ হয়ে আবার ডাকে আল্লাহকে ॥

চৌর্যবৃত্তি মানুষ করে
আল্লাহ নাম গায় জোরেজোরে
মনে হয় দেখলে তারে
ডাকে ভালো মানুষ আল্লাহ'কে ॥

আছে বহু ধর্ম ব্যবসাকারী
ধর্ম নছিয়ত করে জারী
কোরআন কালাম সুরে পড়ি
শোনায় আম মানুষকে ॥

এমন মজার আল্লাহ্ বিশ্বাসি
তাদের অন্তরে রুপ সন্ত্রাসী
করে অসৎ কর্ম রাশি রাশি
খাজা শহীদুল ভাবনা আঁকে ॥

আল কোরআনে দেখুন-২: ১৭৪-১৭৫

শহীদুল গীতি-৬

এই দেশে কি কোনও শান্তি নাই?
দেখি সকল মানুষ অশান্তিতে সর্ব ঠাই ॥

টাকা জমি বাড়ি গাড়ি
স্বার্থের ঝগড়া মারামারি
প্রতিবেশির আড়াআড়ি
অত্যাচারে কষ্ট পায় ॥

বাড়াবাড়ি ধর্ম মাঝে
আলেম আলেমে হিংসা সাজে
কারও মিল নাই ধর্ম কাজে
ধর্ম কালাম স্বার্থে গায় ॥

পীর ফকির দরবেশ যারা
নাই কারও সাথে মিলের ধারা
তাদের মাঝেও হিংসা ভরা
অহংকারের সাধনায় ॥

রাজনীতির দলে দলে
হয় মারামারি সর্বকালে
সবাই অশান্তির কবলে
মানব শান্তির গান শোনায় ॥

যত জাতির মানব আকার
সবাই অশান্তির স্বীকার
খাজা শহীদুল দেখে বারবার
মনে ব্যথা সর্বদায় ॥

শহীদুল গীতি-৭

মুয়াজ্জিন আজান দেয় চড়ে মসজিদ মিনারে
নামাজীগণ ছুটে আসে মসজিদ ঘরের ভিতরে ॥

মায়না করা ইমাম রেখে
তার পিছনে সেজদা আঁকে
মায়না ছাড়া যাবে চলে
ইমামতি আর করবে না'রে ॥

ইমাম বেতন না পেলে
চাকরি ছেড়ে যাবে চলে
ব্যবসার স্বার্থে ইমাম হলে
আল্লাহ্ প্রেম নাই অন্তরে ॥

ধর্মের নামে ব্যবসা করে
রাখে ধর্ম পোষাক অঙ্গভরে
মনে হয় ভালো লোকরে
লোভ-লালসায় অন্তর ভরে ॥

খাজা শহীদুল ডেকে বলে
আল্লাহ খুশি কোরআন মানলে
ধর্ম বুঝো সত্য হালে
সত্য কায়েম রাখো অন্তরে ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১৭৪-১৭৫, ৩৬:২১

শহীদুল গীতি-৮

মন্দ কথার মুখে পড়ছো খোদার বাণী পাক কোরআন
শালাশালি গালাগালি হিংসা নিন্দায় রেখে মন ॥

মারামারির গালি মুখে
মিথ্যা বলো মনের সুখে
সুরে কোরআন পড়ো মুখে
করো ভালো মানুষ ভাব প্রমাণ ॥

বাপে বেটায় ভাইয়ে ভাইয়ে
করো মারামারি রুখে যেয়ে
চলো অত্যাচারীর স্বভাব নিয়ে
হও পোষাকি মুসলমান ॥

সুদ ঘুষ আর রাজনীতি করে
সমাজ সর্দার গায়ের জোরে
পড়ো কোরআন সুরে সুরে
তছবী টিপায় হও বলবান ॥

ধোঁকা মিথ্যার ঘোর আচারে
নামাজ রোজায় মন আঁধারে
মরা মন দেহ ভিতরে
খাজা শহীদুল কয় বচন।

শহীদুল গীতি-৯

হিংসা নিন্দায় ধর্ম ক্ষয় হয় মন
ধার্মিকের নাই মনে হিংসা মনে দয়া সর্বক্ষণ ॥

হিংসায় ভরা ধর্ম যাহার
নিশ্চয় ভাগ্যে দোজখ তাহার
ধর্ম তপজপ হবে ছারখার
দুঃখ দশায় হবে মরণ ॥

দেখো বিশ্বজগত জুড়ে
ধর্মে হিংসা সর্বস্তরে
কয় ধর্ম বুলি জোরে জোরে
মিথ্যা ধোঁকায় হয় মগন ॥

সত্য মিথ্যায় দেয় ফতোয়া
অজ্ঞ অবুঝ তাই বুঝিয়া
হিংসার দোঁড়ে দৌড় মারিয়া
শান্তি ধ্বংশে হয় মুজাহিদ্বীন ॥

খাজা শহীদুল ডেকে বলে
হিংসা নিন্দা যাও ভুলে
ধর্ম করো জ্ঞান আকলে
বিবেক মরলে সব অকারণ ॥

শহীদুল গীতি-১০

বাকীর ধর্ম ফাঁকি হবে সর্বকালে
বাকী ধর্মের প্রচার চলছে দলে বলে ॥

ধর্ম করে ফল মিলে না
তবুও ধর্ম বুঝতে চায় না
ভড়ক ভঙ্গীর তছবি গুনা
চোখে পানি নাই ভান কান্না হালে ॥

ভান কান্না ভাবাকারে
চোখে পানি নাহি ঝরে
কেমন ফাঁকি দেয় আল্লাহ'রে
বুঝো বাকী ধর্মের ফাঁকি মূলে ॥

মন বাঁকী ধর্মের আচার ছাড়ো
তাজা ধর্মে হও মনে দড়ো
সত্য স্বভাব মনে গড়ো
খাজা শহীদুল কয় সকলে ॥

শহীদুল গীতি-১১

মন এক গুরু আর দ্বিতীয় নাই
এই বিশ্বাসে অটুট হবে'রে বিজয় ॥

আল্লাহ'র বিধান মান্য করো
এক গুরুকে কষে ধরো
সেই হবে বিশ্বাসে দড়ো
সর্বকাজে হবে জয় ॥

এক আল্লাহ এক রাসুল
এক গুরু বুঝো মুলামুল
দ্বিতীয় করলে কবুল
সাজায় ভুগবে সে জনায় ॥

এক গুরু ভজে শহীদুল
দ্বিতীয়'কে ভাবে সে ভুল
রসুল শাহ'র চরণই মুল
নিরিখ লক্ষ্যে রয় সদায় ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪৮:১০

শহীদুল গীতি-১২

তোরা কে যাবি আয় নবীর আশেক পাঠশালায়
কাগজ কলম লাগে না সেথায় পড়া হয় ইশারায় ॥

এক মন আর এক মনে
ভেদ পড়ায় সে গোপনে
উভয়ে উভয়ে জানে
মুখে কোন কথা নাই ॥

আশেক প্রেমের পড়াশোনা
আশেক বিনে কেউ বুঝেনা
অলি আল্লাহ'র মূল কারখানা
এমন পড়ায় গঠন হয় ॥

ছিনায় ছিনায় হরফ আঁকা
দয়াল নবীর তরিক পাকা
খাজা শহীদুল একা একা
পাঠশালাতে পাঠে রয় ॥

শহীদুল গীতি-১৩

মন আমি কি করলাম এই ভবের হাটে
হেলায় হেলায় দিন ফুরালো নাম পাড়ালাম লম্পটে
কু-রসে কু-কাজে মজে
মানব জনম হলো বাজে
অহংকার দাপটের মৌজে
ডুবলো বেলা পশ্চিম ঘাটে ॥

এমন সুন্দর মানব জনম
আর পাবো না ওরে ওমন
কি করবি মন ভাবো এখন
হলো পাপ ভরা চিত্রপটে ॥

মুর্শিদ হাতে হাত রাখিয়া
মন্দ কাজে রই মাতিয়া
এমনি মত্ত নাদান হইয়া
ঘুরছে শহীদুল খোলা মাঠে ॥

শহীদুল গীতি-১৪

সুজন সাধু সত্যবাদীর মান্য রইলো না
রাঙ্গা রাঙ্গা অলি বেশে বিকাচ্ছে পিতলদানা ॥

রাঙ্গা বাঙ্গা যুক্তি করে
সুজন সাধুর বেশ ধরে
অজ্ঞ অবুঝ মানুষেরে
কু-শিক্ষায় করে সেয়ানা ॥

দস্তা মেকির ঝুলি ভরে
বিকায় দেখো সোনার দরে
অন্ধ বোঁবা খরিদ করে
শ্রী-হীন বোকার নাচনা ॥

রাঙ্গা অজাত বাঙ্গা কুজাত
সাধু পোষাক মুখে কয় বাত
দস্তা মেকির বাক্য বেশাত
খাজা শহীদুল করে ভাবনা ॥

শহীদুল গীতি-১৫

চেতন হও হে মায়া মুগ্ধ মানবগণ
মায়ামোহে দিন ফুরালো বেলা শেষের এলো লগন ॥

মাছ থাকে খালে বিলে
ঠিক পায়'না জল শুকালে
মানব আয়ু এমনি চলে
চেতন জ্ঞানে বুঝো এখন ॥

শ্বাস চলে ঘড়ি ঘড়ি
তার ভরসায় বাহাদুরী
ধনদৌলত মায়াপুরি
হবে শ্বাস ফুরালে অকারণ ॥

ছুড়ে ফেলো মোহমায়া
জাগাও আত্মায় চেতন কায়া
খাজা শহীদুল ভাবনা পাইয়া
জলে ভরছে দুই নয়ন ॥

শহীদুল গীতি-১৬

মন আরবি পড়া শিখে করছো ধর্মতে বাড়াবাড়ী ॥
অর্থ বুঝো না পড়ো শুধু বড়ো লেবাছ অঙ্গে ধরী ॥

নামাজ পড়ানো চাকরী করো
পেটের দায়ে কালাম পড়ো
জোর আওয়াজে কালাম বলো
লম্বা পায়ে চলন দড়বড়ী ॥

পরের খেয়ে কাটালে কাল
বুঝলে নাকো হারাম হালাল
সদায় হাড় হাড্ডির কাঙ্গাল
লোভে করো ধর্ম জারী ॥

ইমাম সেজে নামাজ পড়াও
বাড়াবাড়ী ভাব ধর্মে দেখাও
কোরআন আয়াত দরে বিকাও
খাজা শহীদুল ধর্ম ব্যবসাকারী ॥

আল কোরআনে দেখুন-২: ১৭৪, ৩৬: ২১

শহীদুল গীতি-১৭

অল্প মূল্যে আল্লাহ'র আয়াত আর বেচোনা
আয়াত বেচা নিষেধ আছে কোরআন খুলে দেখো না ॥

আয়াত বেচা পয়সা খেলে
নিজ পেটে আগুন পুরলে
সত্য কথা কোরআন বলে
বুঝেও কেন বুঝো না ? ॥

আয়াত বেচে খায় যে জনা
তারদিকে আল্লাহ্ তাকায় না
তারে পাক করবে না
দিবে কঠোর আযাব-যন্ত্রণা ॥

সারা জনম পড়লে কোরআন
বুঝলে না তার ভেদ তত্ত্ব জ্ঞান
খাজা শহীদুল হলো হয়রান
দেখে ধর্ম রুপের ছলনা ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১৭৪-১৭৫

শহীদুল গীতি-১৮

ধর্ম বেচা ব্যবসা ছাড়ো মন আমার
সারা জনম ধর্ম বেচে হলে শয়তান ধোঁকাদার ॥

করো বাড়াবাড়ী ধর্ম মাঝে
চাকরী করো ধর্ম কাজে
আল্লাহ নাম গাও স্বার্থ বুঝে
শুধু খেয়ে করো ভুড়ির বাহার ॥

এই মানুষের মৃত্যু হলে
খুশির নাচনা হেলে দুলে
খাবো গোস্তরান দন্ত বলে
মন কল্পনায় খুশিদার ॥

পেটের লোভে খাজা শহীদুল
সদায় থাকে মত্ত মশগুল
ফয়তায় কোরআন পড়ে হুলুস্থুল
টানে গোস্ত গন্ধ নাকে তার ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১৭৪, ৩৫:২২, ৩৬: ৬৯-৭০

শহীদুল গীতি-১৯

আল কোরআন পড়ে টাকা নিও না
কোরআন পড়ে টাকা নেওয়া কোরআনে আছে মানা ॥

কোরআন পড়ে টাকা নিলে
ধর্ম বেচা তারেই বলে
কেন বুঝো না লোভী দিলে
দরে বিকাও আয়াতখানা ॥

এই মানুষের মরণ হলে
খতম পড়ো কোরআন খুলে
মুর্দার নামে বখশাইতে
পাক কোরআনে আছে মানা ॥

আল্লাহর আয়াত-কালাম গেয়ে
বাড়ি বাড়ি বেড়াও খেয়ে
টাকার লোভে যাও দৌড়িয়ে
শহীদুল বলে সত্য বচনখানা ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১৭৪-১৭৫, ৩৫: ২২, ৩৬: ৬৯-৭০

শহীদুল গীতি-২০

হে আল্লাহ! ধোঁকা ধর্মের যাঁতাকলে গমের মত পিষায় হই
ধর্ম করে স্বাদ মিলে না অশান্তি হয় অন্তরময় ॥

টানা হেচড়া ধরাধরি
বিরক্তিকর বাড়াবাড়ী
গায়ের জোরে ধর্ম জারী
জবরদস্তি হয় ধর্মময় ॥

লেবাসী ধার্মিক নছিয়ত করে
হিংসা নিন্দা অন্তরে ভরে
সত্য মিথ্যা কথার জোরে
সেই ধর্ম কর্তা হয় ॥

হে আল্লাহ আরজ করি
সত্য ধর্ম করো জারি
মিথ্যা করো ঝুরি ঝুরি
খাজা শহীদুল কয় তোমায় ॥

শহীদুল গীতি-২১

শালাশালী গালাগালী সদায় করো মহাপাপ
ঐ মুখেই কালাম পড়ে কপালে দাও সেজদার ছাপ ॥

খারাপ কথার গালি মুখে
চড়া মেজাজ রাঙ্গা চোখে
বউ বেটির উপর রুখে রুখে
ঐ মুখেই করো কালাম জপ ॥

দিবা রাতি সংসার মাঝে
অশান্তির তোফান বাজে
বউ বেটিরা ভয়ে থাকে
ধর্ম ফতোয়ার কার্যকলাপ ॥

হে আল্লাহ এমন ধর্ম খেলা
দেখি দুই চোখে নিরালা
কি বলবো তার উত্তর পালা
খাজা শহীদুল পায় মনে তাপ ॥

শহীদুল গীতি-২২

মন আল্লাহ নাম গেয়ে করো কু-আচারী
কু-আচারে গড়লে কত কোঠা জমি বাড়ী গাড়ী ॥

কু-আচারে মন রাখিয়া
আল্লাহ নাম গাও দিন ভরিয়া
তছবি জপো লোক দেখাইয়া
কও ধর্ম বুলি কাড়ি কাড়ি ॥

ধোঁকা আচার মনে পুরে
করো ইবাদত জনম ভরে
লোভ-লালসা অহংকারে
করো দাপটে বাহাদুরী ॥

পড়লে কত কোরআন বিধান
মানো না তার কণা প্রমাণ
দেখলে মনে হয় ভালোজন
অন্তরে বদ আড়া আড়ি ॥

খাজা শহিদুল মনে'রে বুঝায়
আর কতো হবি মিথ্যাময়?
তছবী জপো স্বর্গের আশায়
মন্দ মিথ্যা মনে পুরি ॥

আল কোরআনে দেখুন-৬১:২-৩

শহীদুল গীতি-২৩

মানবের সাধনা হলো আল্লাহ আর রাসুলুল্লাহ
সাধনে দিব্য জ্ঞানে ধ্যানে থাকো নিরালা ॥

সত্য ইনছান হয় যেজনা
আল্লাহ রাসুল তার সাধনা
মিথ্যা ধোঁকা সে বুঝে না
সাধু রূপে হয় উজালা ॥

পীর ফকির সাধুর বেশে
জ্বীন ভূত সাধন করছে
ঠগের-ধোঁকা দেয় মানুষে
ধার্মিক রূপে করে খেলা ॥

আসল ধর্ম তারা করে না
অঙ্গে সাধু পোষাকখানা
অন্তরে রয় পেটের ভাবনা
শুধু ভান তামাসার মেলা ॥

আবার তারা মুরিদ করে
ঝাঁড় ফুঁক শিখায় যত্ন করে
এমনি মতো সর্বস্তরে
খাজা শহীদুল দেখে নিরালা ॥

শহীদুল গীতি-২৪

আল্লাহ'র গুণ গৌরব প্রশংসায় যে গান লেখা হয়
আশেক জ্ঞানির আত্মার খোরাক হয় অর্থ সুরেময় ॥

আল্লাহ'র শুদ্ধ আশেক যারা
আল্লাহ'র গুণ গায় গানে তারা
হয় ভাব দর্শনে মাতোয়ারা
মহানন্দ হয় আত্মাময় ॥

আল্লাহ ভাবের ভাবুক যারা
রাখে আল্লাহ গান অন্তরে ভরা
আছে গুপ্ত ব্যক্ত গানে পুরা
ভাবুক মনে ভাব যোগায় ॥

ধর্মে যারা শুকনো নিরস
কেঠো স্বভাব মুখে বিরস
মনে নাই আল্লাহ প্রেমরস
খাজা শহীদুল হক বাক্য কয় ॥

শহীদুল গীতি-২৫

কোরআন বুঝে কর্ম যে করে না সেই তো দ্বীন কানা
তার পড়াশোনা সব অকারণ কাজে লাগবে না ॥

সাধন ভজন উপাসনা
আত্ম তত্ত্ব তার ঠিকানা
বুঝে করো উপাসনা
হবে সুফল নগদ পাওনা

বাঁকি তত্ত্ব যার উপাসনা
অন্ধ ধার্মিক সেই দ্বীন কানা
ইবাদত তার ভানের কান্না
করে প্রতারণায় আত্ম ফানা ॥

তত্ত্ব বুঝো দেহো আত্মার
কোথায় কখন কোন রূপাকার
বর্তমানের করো বিচার
খাজা শহীদুল কয় ভুলো না ॥

আল কোরআনে দেখুন-৬১:২-৩

শহীদুল গীতি-২৬

দেল আয়নায় লাগায়ে পারা দেখো সেই রুপ প্রেম নয়নে
আছে সেই রুপ জগতেময় আলো করে দোজাহানে ॥

প্রেম নয়নে রুপ জ্যোতির্ময়
প্রেম ছাড়া সে দুরে'তে রয়
বিশ্বাস ভক্তি প্রেমের মূল হয়
ডুবে দেখো রুপ সন্ধানে ॥

সেই রুপেতে পাগল যারা
ঘর ছাড়া হয়েছে তারা
দেল আয়নায় রুপ পড়ে ধরা
ঝিলিক চমকায় জ্ঞান নয়নে ॥

ঘরে ঘরে রুপের বাতি
জ্বলছে সদা দিবা রাতি
সেই রুপ সবার সঙ্গের সাথী
খাজা শহীদুলের মন বুঝ না মানে ॥

[বাবাজান শরীফের স্বকণ্ঠে গাওয়া সর্বশেষ গান]

শহীদুল গীতি-২৭

এই দেশে সত্য বলা বড়ো দায়
সত্য কথায় সাজায় ঝোলে মিথ্যাবাদী আদরময় ॥

সৎ সত্য যে কর্ম করে
অসৎ দেয় আঘাত তারে
এমনি মত সর্বস্তরে
সত্য পিষাই সব সময় ॥

অসৎ লোকের আদর বেশি
সত্যবাদী হচ্ছে দোষী
এই সমাজের উল্টো রশি
মিথ্যা টানের কশন হয় ॥

আল্লাহ বিশ্বাসি আছে যারা
দেখে শুনে জ্যান্ত মরা
সত্য বিশ্বাস আত্মাভরা
খাজা শহীদুল থাকে কান্নাময় ॥

শহীদুল গীতি-২৮

আল্লাহ আছেন আরশে আল্লাহ নূরেময়
শুদ্ধ মানুষ হলে তার অন্তরে আরশ রয় ॥

আল্লাহ'র নূর ঝলক ভরে
পলকে মানুষ গড়ে
আরশ করে তার ভিতরে
হয় আল্লাহ বিরাজময় ॥

হলে মানব রুপের বিচার
দর্শন হয় আল্লাহ আকার
আশেক জ্ঞানি করে দিদার
আত্মা আরশ নূর শোভায় ॥

সেই নূরের নাই খাদ্য পানি
সেই নূরে মানব রুহানী
রসুল শাহে'র জ্ঞান বচনী
খাজা শহীদুল বলে তাই ॥

শহীদুল গীতি-২৯

পীর-মুর্শিদকে রাসুল মানো মনের অতি গোপনে
না বলো ভেদ কারো কাছে রাখো গোপন মন কোণে ॥

যেই মুর্শিদ হয় সেই রাসুল
আছে কোরআনে ভেদের এই মূল
জ্ঞানি ভিন্ন কেউ পাবে না উল
বিচার করে বুঝো জ্ঞানে ॥

রাসুল আল্লাহ'র দয়ার ফসল
পীর-মুর্শিদ তারা সকল
তাদের মাঝে রুহানী রাসুল
বেলায়েতের মূল দর্শনে ॥

খাজা শহীদুল কয় বাণী
আমি মুর্শিদকে রাসুল মানি
মিথ্যা নয় এই সত্য বাণী
রাখি ভক্তি প্রেম তার স্মরণে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪:৫৯, ১৫০-১৫১, ১০:৪৭

শহীদুল গীতি-৩০

হে আল্লাহ বর্তমানে তোমার ধর্ম করা আমার জন্য হলো দায়
ফতোয়ার তোফান দিবানিশি জোর আওয়াজে হেকে যায় ॥

মোল্লাগণ বলে নামাজ পড়লে
মিলবে বেহেস্ত তার কপালে
সালাত কায়েম কোরআন বলে
কোন কথায় মন রাখা যায়? ॥

পীর ফকির দরবেশ বলে
যিকির ভালো সর্বকালে
নামাজ ছাড়া নরক তলে
মোল্লাগণ বলে তাই ॥

পীর ফকির দরবেশ দেখলে
কিছু মোল্লাগণ রাগে জ্বলে
তাদের দেখে কোরআনীক বলে
ধর্ম ব্যবসায়ী চলে যায় ॥

এমনি খেলা ধর্ম মাঝে
খাজা শহীদুলের দায় ঠেকেছে
দিশাহারা তার ধর্ম কাজে
বুঝ দাও আল্লাহ তোমার দয়ায় ॥

শহীদুল গীতি-৩১

বর্তমানে কলি কাল তোর গুণের কথা কয়
মিথ্যাবাদীর বড়ো দাদা ধোঁকাবাজির চাষের মই ॥

বর্তমানে মানুষ আচার
কথায় বড়ো সাধু প্রচার
নাই কর্ম হিসাব বিচার
ধোঁকাবাজির ফুটা খৈই ॥

কলি তুমি অনাচার কাল
হারামকে করছো হালাল
মানব অন্তর ধোঁকারই জাল
তুমি সত্য হত্যায় মিথ্যা সই ॥

কলি যুগের বর্ণ চোরা
মিথ্যা রুপে ধর্মে খাড়া
তারা ধর্ম করেও সত্যহারা
কলির কর্মে অবাক হই ॥

কলি ভাব কয় খাজা শহীদুল
মানব অন্তর কু-আচার মূল
মিথ্যায় কলি মিথ্যা হয় কুল
তাই মিথ্যাচারে মানুষ রই ॥

শহীদুল গীতি-৩২

হে আল্লাহ দাও আমারে তোমার অসীম করুণা
তুমি আমার তাজা অন্তর রুহু রুপে রববানা ॥

আমার অন্তরে রুপে তুমি
জঙ্গল মসজিদ খুঁজি আমি
ধোঁকায় পড়ে করি বোকামি
পেলাম রুহু রুপে তোমার চিনা ॥

আল্লাহ'র ঘর মানুষ জানি
আল্লাহ'র ঘর মসজিদ শুনি
দলিল পড়ে সত্য মানি
সত্যই আমার সাধনা ॥

দেহ আত্মা গঠন তোমার
রুহু রুপে আকার সাকার
এই কথা বলে অন্তর আমার
ভাবতে গেলে মিথ্যা না ॥

তিনশো ষাট তোমার ঘুরা
তার সাথে চৌষট্টি জোড়া
তিপান্নতে চলন ইশারা
খাজা শহীদুল বলে ভেবে দেখো না ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪

শহীদুল গীতি-৩৩

বাবা আমার বুকের মাঝে প্রেম ফুলের বিছানা
আমার মুর্শিদ করবে শয়ন এই তো আমার বাসনা ॥

সত্য কথার মালা গেঁথে
দেবো গলে রুহু সুরাতে
মিরাজ মিলন হবে তাতে
আমার জীবন মূলের সাধনা ॥

ধুইবো চরণ চোখের জলে
মিলবো প্রেমে গলে গলে
কইবো কথা হেসে খেলে
করবো আদর প্রেমে ভজনা ॥

দেখলে বাবার সুরাত আকার
দুরে থাকে পাপের আঁধার
খাজা শহীদুল ভক্ত বাবার
আশা পুরাও হে রব্বানা ॥

শহীদুল গীতি-৩৪

প্রেমের অন্তর না হলে সে আল্লাহ চিনতে পারবে না
প্রেমহীন উপাসনায় আল্লাহ ভাগ্যে মিলবে না ॥

আল্লাহ থাকে প্রেমিক অন্তরে
প্রেমিক মহত বিশ্বাস করে
প্রেমিক জ্ঞানির নয়ন ভরে
আল্লাহ রুপের সু-দেখোনা ॥

শুকনো নিরস উপাসনা
হিংসা নিন্দার মূল কারখানা
শুকনো শুঁঠি কাঠ একখানা
তাদের করে আল্লাহ ঘৃণা ॥

রসুল শাহ কয় খাজা শহীদুল
প্রেম সাধনায় থাকো মশগুল
প্রেম হলো ইবাদতের মূল
প্রেমিক আত্মায় দেখাশোনা ॥

শহীদুল গীতি-৩৫

যদি সালাতে আল্লাহ'র দর্শন পেতে হয় বাসনা
সত্য শুদ্ধ মুর্শিদ প্রেমের করো ভজনা ॥

হুজুরী মন তৈয়ার করো
প্রেম সালাতে নয়ন ভরো
প্রেমের এক নাম সালাত ধরো
জ্ঞানি ছাড়া ভেদ কেউ বুঝে না ॥

মুর্শিদ প্রেমে বিনয় আঁকো
হুজুরী কাল্‌ব সামনে রাখো
মন বিলিনে সেজদায় থাকো
রুপ হতে রুপ নগদ দেখো'না ॥

হুজুরী কাল্‌ব যে চিনেছে
সালাত কায়েম তার হয়েছে
তার সেজদা আল্লাহ'য় পৌঁছে
খাজা শহীদুল বুঝলো'না ॥

শহীদুল গীতি-৩৬

ইসলাম ধর্মের নামে চলে সভা জলসা মাহফিল কত
মাইক ফাঁটা আওয়াজ দিয়ে ধর্ম সভা গাই অবিরত ॥

সপ্তাহ মাস বছর ধরে
কি-লাভ হলো জলসা করে ?
কু-আচার চলছে বেড়ে
ধর্ম করেও অশান্তি শত ॥

চোখে দেখা সত্য কথা
ধর্ম মাঝেও হিংসাপাতা
নছিয়ত ফতোয়ার কথা
মানছেনা কেউ ধর্মে অতো ॥

রসুল শাহ কয় খাজা শহীদুল
আত্মা চিনা ধর্মে হয় মূল
বুঝো কথার ভেদ তত্ত্ব উল
আত্মা চিন্তায় থাকো অবিরত ॥

শহীদুল গীতি-৩৭

আমার মনের মাঝে থেকে আল্লাহ যেই আদেশ করে
সেই আদেশে চলি আমি দ্বিল কোরআন বলি তারে ॥

সাধনে দ্বিল হলে চেতন
তাতেই আল্লাহ'র জ্যোতিবরণ
দ্বিলের কোণে আওয়াজ গোপন
বাণি ভবিষ্যৎ প্রচার করে ॥

দ্বিল কোরআন জেগে গেলে
দিব্য নয়ন যায় তার খুলে
দেখে আল্লাহ রাসুল আকার মিলে
নিজ দেহের অন্তর পুরে ॥

খাজা শহীদুল বলছে বচন
বুঝো ভেদ হে সাধু মন
এই আসল ইসলাম ধর্ম
দ্বীন কায়েম কয় যারে ॥

শহীদুল গীতি-৩৮

শুদ্ধ মানুষ হওয়ার আশে করো সাধনা
মানব আকার আছে বলে তারে শুদ্ধ মানব ভেবো না ॥

নিজকে নিজে যাচাই করো
মানব রুপ বিচারে ধরো
শুদ্ধ মানব বাছাই করো
করো নিজ কর্মে বিবেচনা ॥

দেহ আত্মার রুপাকারে
আছে ভালো মন্দ দুই রুপ ধরে
আমরা মানব বলি যারে
ভালো মন্দকে শুদ্ধ মানুষ বলে না ॥

শুদ্ধ মানব হতে হলে
মন্দ ভাগ দাও মুছে ফেলে
শুদ্ধ মানুষকে মানুষ বলে
খাজা শহীদুল মিছে কয় না ॥

শহীদুল গীতি-৩৯

মানুষ মানুষে ভক্তিভাবে ভালোবাসা করো গঠন
বসবাসে স্বর্গ হবে শান্তি-সুখের ধন্য জীবন ॥

যত জাতির মানুষ আকার
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একই সবার
সবাই সৃষ্টি একই স্রষ্টার
খাদ্য পানি স্রষ্টার সৃজন ॥

আল্লাহ ঈশ্বর গড ভগবান
সর্ব সৃষ্টির স্রষ্টারই নাম
রাম রহিম গড ভগবান
এক মুখে কয় মানবগণ ॥

যত জাতির আকার মানুষ
ভালোবাসাকেই করো আত্মহুশ
স্রষ্টা নাম গাও যার যেমন খোশ
ভাবো একাত্মা সব মানবগণ ॥

স্রষ্টা মানুষ সৃষ্টি করে
জ্ঞান বল দিলো মানুষে'রে
থাকো সকল মানুষ প্রেম ভরে
খাজা শহীদুলের বিনয় বচন ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪৯:১৩

শহীদুল গীতি-৪০

আশিম যিকির রাখি আল্লাহ তোমার দরবারে
যিকিরে আল্লাহ তুমি ভালোবাসো আমারে ॥

তোমার যিকির করলে আমি
আমায় স্মরণ করো তুমি
কোরআনে তোমার বাণী
আমি বিশ্বাস রাখি অন্তরে ॥

যিকির সত্য বিশ্বাস করি
শান্তি দাও আত্মা ভরি
রুহে করো আল্লাহ জারি
বন্ধু হও দয়া করে ॥

ইহকাল আর পরকালে
অশিম যিকির শহীদুলে
দয়া জ্ঞান দাও সর্বকালে
শহীদুল থাকে স্মরণ-যিকিরে ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১৫২, ২৯:৪৫

শহীদুল গীতি-৪১

করো যিকির লাইলাহা ইল্লাল্লাহ
লাইলাহা নফীতে রয় এসবাতে হয় ইল্লাল্লাহ ॥

ইল্লাল্লাহ'র গুণ আকারে
সকল সৃষ্টি আকার ধরে
ফানা বাকা হিসাব করে
জ্ঞানে দেখো রুপ ইল্লাল্লাহ ॥

উর্দ্ধ দম ইল্লাল্লাহ ধরো
নিম্নে দম লাইলাহা ছাড়ো
মুর্শিদ ধরে শিক্ষা করো
ধর্ম মুলে এক আল্লাহ ॥

মুহাম্মদ আল্লাহ নূরে
মুহাম্মদী নূর বিশ্ব জুড়ে
কয় শহীদুল ভেদ ইশারে
মানুষে মিশে নূরুল্লাহ ॥

শহীদুল গীতি-৪২

দেহো খাঁচায় রুহু পাখি যখন যাবে উড়ে
মানবে না সে কারো মানা যাবে দেহো ছেড়ে ॥

দেহো মাঝে রুহু পাখি
গোপনে লুকিয়ে থাকি
কত লিলা করে পাখি
চিনা দেয় না আমারে ॥

হারাম হালাল মিশাল করে
খাওয়ালাম মন পাখিরে
যত্ন-আদর ফেলে দুরে
পাখি ফাঁকি দিয়ে যাবে'রে ॥

ভাবে খাজা শহীদুল বসে
পাখি দেহো মাঝে যায় আসে
তার আকার রং হলো না দিশে
পাখি রুপ দেখলাম না'রে ॥

শহীদুল গীতি-৪৩

আমার মন তুমি সহজ সোজা হলে না
পড়লে কত কোরআন কালাম পালন তুমি করলে না ॥

মন তোরে বুঝাতে আমার
হলো পাকা চুল বুড়ো আকার
বুঝলি না তাও সত্য আচার
দিন বেশি নাই শেষ ঠিকানা ॥

হলি দন্ত পড়ে ভগ্ন দশা
হারা হলি হুশ দিশা
সই হলি না রতি মাশা
নরম বাগে এলি না ॥

খাজা শহীদুল মনেরে কয়
তোর দোষে পড়লাম সাজায়
কি বলবো তোরে করি হায় হায়
শেষ সময়ে জাগছে ভাবনা ॥

প্রথম খন্ড শেষ

শহীদুল গীতি-৪৪

গাউসুল আযম বড়ো পীর আব্দুল কাদের জিলানী
ওলির ওলি সর্দার ওলি আশেকের নয়ন মনি ॥

শুদ্ধ ধর্মের শুদ্ধ আকার
দেখালে মানবে সবার
কামেলের সুপথ আচার
জ্ঞানে'তে করলে জ্ঞানি ॥

মারেফাতের বীজ রওশনি
বেলায়েতের গুপ্ত ধনি
আল্লাহ্ জ্ঞানের পরশমনি
সুফি তত্ত্বের মূল গুনি ॥

সালাম নবী রাসুলগণে
সালাম ওলি আল্লাহ স্মরণে
তাদের সবার জ্ঞান চরণে
খাজা শহীদুল হয় ধ্যানি ॥

দ্বিতীয় খন্ড শুরু

শহীদুল গীতি-৪৫

সুরা হুদে কয় খোদার আরশ পানির পরে রয়
পানি ছিল (মন) কিসের ভরে পানির জনম কিসে হয়?

পানিতে যার আরশ আসন
ভার শূন্য না ভারি সেজন ?
ভারি হলে সেই নিরাঞ্জন
পানিতে ভর কেমনে রয় ? ॥

যদি বলো ভারি নয়কো সেজন
ভারি জগত হয় কেমনে সৃজন?
যার অঙ্গে জগতের ধারণ
(বলো মন) ভার শূন্য সে কেমনে হয় ? ॥

যদি বলো সে অতি ভারি
কেমনে ভাসে আরশ তারি?
শহীদুল বলে বুঝতে নারি
দো ধারাতে খাবি খায় ॥

শহীদুল গীতি-৪৬

আমার ব্যথা কি কেউ জানবে'না ওগো দয়াময়
বিষে ব্যথায় ভরা এই মন তুমি বিনে আর কারে জানায় ॥

অজানা রুপের ঝলক ইশারা
আমার দেহো মন করেছে জরা
তুমি হও মোর জ্ঞানের পারা
দেখি ঐরুপ আকার সজ্জায় ॥

কওয়া যায় না বিষের জ্বালা
শুধু তুমিই জানো প্রাণ জ্বালা
তাইতো জ্বালা আনন্দমালা
গলায় পরে ঘুরছি সদায় ॥

হৃদয় পুড়ে ব্যথার আগুন
মনে বলে যেন পুষ্প চন্দন
আহা! কি রুপ সেই সুধার্শন
শুধা রুপে বিষ উজালায় ॥

যত জ্বালাও জ্বলবো আমি
জ্বালার রুপ হইও তুমি
শহীদুল বলে নাহি ভ্রমি
শত ব্যথায় হও তুমি সহায় ॥

শহীদুল গীতি-৪৭

ঐ চরণের দাস হতাম যদি নীরবধি বইতাম সুখে
সেই ভাগ্য নাই পাবো কোথায় কে তরাবে এই নিরাশে ॥

নয়ন জলে বক্ষ ধোঁয়া
কেউ তাকায় না করে দয়া
কারও কি নাই মনে মায়া ?
এই অধিনের পাশে আশে ॥

যে চরণের ভিখারী আমি
ঐ চরণ কি পাবো না স্বামী?
না পেলে তোমার দুর্নামি
হবে দয়াল ভব বাসে ॥

ধনরত্ন সব দুনিয়াদারী
সঙ্গের সাথী কিরূপ জারি
শহীদুল তোমার চরণদারি
থেকো সহায় আশ-নিরাশে ॥

শহীদুল গীতি-৪৮

আমি কারবা জন্যে এলাম ভবেরে আমার দিশা হলো না
যে গড়েছে দেহো জীবন তাঁর সনে কৈয় দেখা হয় না ॥

প্রাণনিধি অমূল্য ধন
কোন রুপে হবে তোমার সাধন
দয়া করে দাও চক্ষু দান
প্রাণে ধৈর্য্য আর মানে না ॥

একদিন ছিলাম তোমারই সঙ্গে
কেন ভুললে সেরুপ রঙ্গে
দয়া করে এরুপ সঙ্গে
রাখো তুমি মৌন সৌজনা ॥

সঙ্গ ত্যাগি করে একা
খুঁজে তো আর পাই না দেখা
মনে কি পড়েনা সখা
এই অধমের রুপ-রুহানা ॥

এই দুঃখ আর বলবো কারে
তুমি বিনা কে শুনতে পারে
শহীদুল বলে নয়ন ভরে
দেখতে তোমায় হয় বাসনা ॥

শহীদুল গীতি-৪৯

রুপ দেখাও গো দয়াল মুর্শিদ তুমি আমারে
তোমার দয়ায় দেখি আমি সারা জগৎ ঘুরে ঘুরে ॥

তোমার রুপে দিবো নয়ন
তুমি হইও সহায় স্বজন
আমি তোমার হয়ে মনেরই মন
দেখবো ঐরুপ উঁকি মেরে ॥

কৃপা ভারি দয়াল তুমি
তোমার চরণ পুঁজিবো আমি
ভবো কারাগার এড়াইও তুমি
রাখিও তোমার মনে পুরে ॥

অন্তিমে রাখিও স্মরণ
ভুলি না যেন ঐরূপ চরণ
তুমি আমি এক রূপ বরণ
হলে শহীদুল যাবে তরে ॥

শহীদুল গীতি-৫০

দয়াল দাতা মাওলা শান তোমার আশেকে দাও রহমতের তোফান
ঐ তোফানে নয়ন মেলে দেখি তোমার শক্তি শান ॥

(তোমার) হুকুমতে অজুদ আজল
না কতো কি হলো সকল
হৃদ মাঝারে ঐরূপ সম্বল
করো আশেকে বলিয়ান ॥

যে রূপ ছিলাম তোমারই ঠাঁই
তেমন রাখো ঐ ঠিকানাই
ঐ দমেতে দম মিল নাই
দমে দমে হও আহ্বান ॥

কালব রুহ আমার এই মন
ঐ মনেই নাও তোমার আসন
কুনুতে কালাম তুমি গোপন
আদি অন্তে তোমার শান ॥

দয়ার আবে ধোয়াও নয়ন
তোমার সুরে বাঁধো এই মন
শহীদুল বলে অঙ্গ ভূবন
আজল যোগে হও জৌতির্মান ॥

শহীদুল গীতি-৫১

লাখো ছালাম জানাই আপনারে দয়াল নবী ইয়াছিন
তোমারই কালাম দ্বীন ইনছানে তরিকতে আমেলিন ॥

হযরত মঈন উদ্দিন জিন্দানী
হযরত কালামে জিন্দানী আর খান্দানী
কামেলে কামেল খাজা উসমান হারুনী
তোমার কালামে হল কামেলিন ॥

ঐ কালামে আজমেরী শান
চেরাগে চিস্তিয়া হিন্দেল সুলতান
ওলি কামেলে হয়ে বলিয়ান
করে বিশ্ব উজালা মঈন উদ্দীন ॥

হযরত আপনার পাক চরণে
শহীদুলের রূপ রাখেন স্মরণে
(যত) আম্বিয়া আওলিয়া বুজুর্গানে
নয়ন পুতলীতে রাখিও নাজরীণ ॥

শহীদুল গীতি-৫২

মনের মানুষ মনে থাকে তারে খুঁজে দেখো মন
গুরু মনের ভক্ত হলে দেখতে পাবি সেই রূপ তখন ॥

আত্মা আর ঐ পরমত্মায়
যোগাযোগ রয়েছে সদায়
দুয়ে'তে এক ভিন্ন না হয়
দেখো সেই রূপ মন নয়ন ॥

আত্মা রূপ যে পরমত্মায়
আত্মা তারে দেখতে না পায়
দিব্য নয়ন যাহারই হয়
ঝলক দেয় তার আত্মায় তখন ॥

করো মন আত্মার যতন
পরমত্মায় হবে মিলন
খাজা শহীদুল বলে ও-আমার মন
নাইকো তোমার ভজন সাধন ॥

শহীদুল গীতি-৫৩

ইয়া আরেফিন মঈনুদ্দীন কামেলে কলন্দর
হককে মাহবুব রাহেতে আশেকান কালব ও নজর ॥

তোম হ্যায় রহমতে দোজহা
তোম হ্যায় শাফিয়ে আছেমা
তোম হ্যায় ওলি কুল ওলেমা
এসকো মে জুল জালাল আঁখমে নূর নজর ॥

তোম হ্যায় আলম কি নুরে চেরাগ
খাজা নামমে হোতা হ্যায় দিল চেরাগ
তোম হ্যায় খোদাকা পিয়ারী এস্ক রাগ
তোম হ্যায় কাবা যে সালেকিন আহলে নজর ॥

হযরত শহীদুল নে তোম রাখ নেঘায়ে পেয়ার
দিল মিলাকার হো পেয়ারে ইয়ার
দোনামে দিলকা খোশবু নজরে ইয়ার
মাই হু তেরে ইয়াদে ইয়ার নজরে নজর ॥

শহীদুল গীতি-৫৪

মন আগে করো গে গুরুর দাস্যপনা
নিদান কালের বন্ধু গুরু ভজো তারে মন রওশনা ॥

মন আত্মারূপে গুরুর চরণ
দমে দমে আছে সেজন
বিশ্বাস ভক্তিতে থাকলে স্মরণ
গুরু আত্মারূপ দেখবী মনা ॥

গুরু জ্ঞান যার নাই'কো ঐক্য
কয় ভক্তি ভাবে মিথ্যা বাক্য
তার হবেনা সেরূপ লক্ষ্য
ঘোর বিপাকে তার আওনা যাওনা ॥

গুরু জ্ঞান যার মনে উদয়
ভাঙ্গা তরি পার হয়ে যায়
যম জ্বালাতে নাই কোন ভয়
হাস্য সুধায় সে সুলোচনা ॥

বলছে শহীদুল বিনয় সুরে
তরী আত্মা রূপ নাই অন্তরে
কেমনে যাবো ভবো পারে
আসবে যমের পরোয়ানা ॥

শহীদুল গীতি-৫৫

সত্য পথে চলরে সদায় সত্য পথে চল
সত্য পথে না চলিলে হবে মানব জনম বিফল ॥

সত্য বলা সত্য কর্ম
এই তো মানুষের ধর্ম
অসত্য রূপ হয় অধর্ম
সর্বকালেই তার অমঙ্গল ॥

সত্য রূপ যার নাই সাধনা
নয়কো সেজন জ্ঞানি জনা
সদায় দেয় সে কুমন্ত্রণা
অসত্য রূপ তার সম্বল ॥

সত্যহারা বন্দেগীদার
অসত্য রূপ ভাব সত্য তার
সেজে আছে জ্ঞানীর সর্দার
বর্ত্তরূপে নাই আমল ॥

দেখ সারা জগৎ জুড়ে
অসত্য রূপ হা হা করে
মহাসত্যের ধাক্কা জোরে
হবে অসত্য রূপ রসাতল ॥

সত্য স্বরূপ জ্যোতি আকার
মৃত্যুঞ্জয়ী রূপ সত্য তার
খাজা শহীদুল বলে করো বিচার
(নইলে) ধোঁকায় যাবে মূল সম্বল ॥

শহীদুল গীতি-৫৬

আর কত দিন থাকবো আমি দয়াল বন্ধুর আশে
দয়াল বন্ধুর দয়ার আশে রই নিরাশে ॥

ঐ নয়নের একবার চাওয়া
সারা জনম তার গীত গাওয়া
ইহার নাইকো বৈধ দাওয়া
শুধু রূপে-রূপে রূপ পরশে ॥

ঐ যাতনায় পড়লো যে জন
কাঁদতে গেলো তার সারা জনম
(যেমন) প্রেমিক প্রেমিকা বিরহ মন
দেখলে দুঃখ বেশি আসে ॥

বলা যায় না এই যাতনা
আশেক বিনে সব বাহ্যপনা
(যেমন) হৃদ মরমে দুই দেওয়ানা
বললে কথা হারায় দিশে ॥

বলে শহীদুল জ্বালার জ্বালা
না বলো মন হও নিতালা
তবেই যাবে সর্বজ্বালা
শ্যামন শোমন সু-আশ্বাসে ॥

শহীদুল গীতি-৫৭

আমার প্রাণ পাপিয়া পড়বে সদায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু
এই কলেমায় পাক হবে নফসে আম্মারা মোর মুহুমুহু ॥

আশেক জনের আশেক আজল
আশেকে হয় জ্যোতি উজ্জ্বল
আশেক প্রেমে স্বরূপ খেয়াল
হক জেকের হক ইল্লাল্লাহু ॥

এই জেকেরে দ্বেলে রওশন
(হবে) নুরুন আলা নূর জৌলুশ খাস্তন
মুর্দ্দা কালেব হবে চেতন
(দেখবী) নূর ঝলমল নূরের রুহু ॥

হলে একিন এই কলেমায়
দোজখ হারাম হবে নিশ্চয়
শহীদুল বলে পাক কলেমায়
ডুবাও একবার অজুদ রুহু ॥

শহীদুল গীতি-৫৮

বুঝো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ
বুঝে পালন করো সদা করো না অবহেলা ॥

যে কলে এই কলেমা বলে
দেখ সে কল কেমনে চলে
তেল কয়লা ফুরায়ে গেলে
বলে না কল আল্লাহ আল্লা ॥

যে জনা এই কল বানালো
সেই চালক সেই কল চালালো
আবার মুখের কলেমা হলো
সেই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ॥

কল কলেমার রূপটি কেমন?
দেখো কলেমায় ডুবায়ে মন
রূপ দেখে কলেমার সাধন
করলে হবে নূর উজালা ॥

কল না চিনে কলেমা পড়া
যেমন আয়না পারা ছাড়া
দেখা যায় না রূপ চেহারা
আয়না রূপে দুই পাশ খোলা ॥

ভাবে শহীদুল কলেমাতুল্লাহ
মুর্শিদ নাম স্মরণে হিল্লা
তন ভুবনে তত্ত্ব নিরালা
ঐ রূপ আশে আছে খেয়ালা ॥

শহীদুল গীতি-৫৯

দেহের মাঝে কে কথা বলে'রে আমি বুঝতে পারলাম না
হাসা কাঁদা সুখে দুখে কে করে কার ভাবা গুনা ॥

এক আত্মা গণনা হয়
তিন নফসে মিলে সে রয়
এক আত্মায় পরম সদায়
ভাবলে মনে ঘোর রবে না ॥

রুহু জাতে পরমত্মাময়
মরণ নাই তার জিন্দা সদায়
দেহের মাঝে কে কথা কয়
বুঝলে যাবে ভাব দোটানা ॥

পরমে জীব হলে বিলীন
(হয়) জীব পরমে স্বরূপ একিন
জীব কলের আর থাকে না চিন
পরম আত্মার হয় লেনাদেনা ॥

রূহ নফসে একের জনম
এক তিনে নিরাকার মন
শহীদুল খুঁজে পরম স্বজন
নিরাকারে ভাব নিশানা ॥

শহীদুল গীতি-৬০

তোর জন্যে প্রাণ সদায় কাঁদে দয়াল দয়াময়
কিঞ্চিৎ দয়া দাও গো দয়াল নইলে আমার প্রাণ যায় ॥

আর কাঁদিতে নাহি পারি
কে দেয় ভরসা তোমারই
ধন-রত্ন এই সুখ সংসারী
ঐ রূপ তুলনায় কিছু নয় ॥

স্বর্ণ খাটেও শয্যা হয় না
জাগে মনে রূপ কল্পনা
দয়া করে মুর্শিদ পানা
হৃদ মাঝে হও সদা উদয় ॥

তোমারই ঐ চরণ আশে
ভাবছি সদা বসে বসে
শহীদুল বলে আশ নিরাশে
রেখো দয়াল তুমি আমায় ॥

শহীদুল গীতি-৬১

মন যদি হতে চাও মক্কাবাসী
ছাড়ো হিংসা নিন্দা রূপ-রূপসী ॥

আদি মক্কা এই মানুষে
গুরু ভজনে করো দিশে
দেহ আত্মায় আছে মিশে
(দেখ) ঐ মক্কা রূপ দিবানিশি ॥

দেল স্বরূপে দেল মক্কা নাম
খোদ খোদা দেয় তাতে বারাম
কুদরতিময় মক্কা চুনকাম
হাকছে আযান এক পরশি ॥

দেল মক্কা আগে জানো মন
ঐ দেলে খোদ খোদার আসন
দেখ কালাম কুলুবিল মোমেনীন
আরশুল্লাহে ভেদ আতশী ॥

মানব দেল যার জিয়ারত হয়
হজ্জ্বে মকবুল তার হয়ে যায়
শহীদুল বলে গুণা পড়ায়
দিন ফুরায় মন দিবানিশি ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪

শহীদুল গীতি-৬২

পাপীর পাপ ক্ষমা দিতে তুমি আল্লাহ দয়াবান
পাপ করায়ে পাপী জনারে ক্ষমা দিয়ে হও মহান ॥

পাপ ঘোরে দাও সাজা যারে
আবার দয়ায় ক্ষমা করো তারে
এমনি ভাবে ঘোর সংসারে
তুমি পাপীর পাপ তারন ॥

পাপ না করায়ে স্বামী
ভালোবাসতেও পারতে তুমি
(তবে) হতাম না আর যাতনাগামী
তুমি আমি এই দুইজন ॥

ইয়াতিম খাজা শহিদুল কাঁদে
ফেলো না দয়াল পাপের ফাঁদে
পাপ দেখিলেই ডরে কাঁদে
আমার এই দেহ জীবন ॥

শহীদুল গীতি-৬৩

দেখী মরার দেশে আজব কারখানা
মরায় মরায় কথা বলে মরায় মরাকে খাওয়ায় খানা ॥

মরায় করে দোকানদারী
মরায় খরিদ্দার মহাজনতারী
মরায় করে কোর্ট-কাচারী
আইন কানুন কেউ মানে না ॥

মরার বসত চালে চালে
বেড়াই মরা হেসে খেলে
ঘর নাই দুয়ার খুলে
মরায় মরায় হয় মিলনা ॥

শুকনা উঠান পানি তাতে নাই
ঘরের ধারী স্রোতে ভাসায়
ঐ পানিতে মরা সাঁতরায়
খাজা শহিদুলের দেখা চিনা ॥

শহীদুল গীতি-৬৪

গাইলে মুর্শিদি গীত গাইয়ো
প্রাণ রুহু-আত্মা----রে ॥

মুর্শিদ আমার প্রাণোনীধি
আত্মারই আপন
তারে আমি ভালোবাসি ধ্যানেরই স্বপন
মুর্শিদ নাম স্মরণে আমার যায় আত্মার ব্যাধিরে ॥

মুর্শিদ আমার আত্মার আলো অন্তরে গোপন
দুই অন্তরে কতো কথা করি আলাপন
কেউ বুঝে না এই তত্ত্ব বচন
মুর্শিদ বন্ধু বিনা-রে ॥

ইহকাল আর পরকালে মুর্শিদ আমার রুহু
তাই মুর্শিদ বিনে একা থাকতে প্রাণে লাগে উহু
আমি চিনেছি মুর্শিদ ঐ রুপ
রুহু-আত্মা সইপা-রে ॥

দয়াল মুর্শিদ যখন দুরে থেকে কাঁদায় আমারে
চোখের পানি ধ্যানে রাখি মুর্শিদ অঙ্গ জুড়ে
খাজা শহিদুলের রুহু-আত্মা
মুর্শিদ প্রেমে জরারে ॥

শহীদুল গীতি-৬৫

মনের মাঝে আছে আল্লাহ এই বিশ্বাস আমার মনে
আমি খুঁজবো না আর মসজিদ গির্জায় মন্দিরের মধ্যেখানে ॥

যারে সেজদা দিই কপাল ঘষে
আত্মা রুপে সে দেহে বসে
দিই কার সেজদা কার পিছে এসে
করো তত্ব অংক সুক্ষ্ম জ্ঞানে ॥

আল্লাহ নাম গোপন করে
আত্মা নামে দেহো ভিতরে
বান্দা বহন করে দেহরে
গুপ্ত থাকে ঘোর গোপনে ॥

মন রুহু-আত্মা যাহারে কয়
তিনি আল্লাহ ভুল তাতে নয়
অনন্ত রুপ ধরে লিলায়
খাজা শহিদুল ভাবেগো মনে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪

শহীদুল গীতি-৬৬

মুরশিদের চরণে বিকাও মন
যদি হতে চাও মানব রতন ॥

মুরশিদ রূপে আছে সেরূপ
মুরশিদ চিনলে দেখবি স্বরূপ
দিব্য জ্ঞানে রূপ অপরূপ
মুরশিদ রূপে দেয় কিরণ ॥

নিজের মনটি রেখে হাতে
মুরশিদ ভজলে কি ফল তাতে?
আসমান জমিন দুর-দুরান্তে
সাক্ষাৎ হয় তার নাই মিলন ॥

জাত মুর্শিদ সে আর্শি মতি
আহাদ রূপে তার বসতি
মুর্শিদ মুরাদ শিষ্য রতি
ফুল সুগন্ধে হয় মিলন ॥

মুর্শিদ রূপ যার মন যুগলে
সদায় সেজন উর্দ্ধে চলে
খাজা শহীদুল পড়লো মহাগোলে
না চিনে মুর্শিদ রতন ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৮:১৭

শহীদুল গীতি-৬৭

মানব খাঁচায় রূপের পাখি রূপে আসে রূপে যায়
দিবা নিশি পূর্ণ শশী বহু রূপ ধরে খাঁচায় ॥

পাখি আসন নেয় না খাঁচায়
শূন্য রূপ তার যাওয়া আসায়
জাহের বাতেন পাখির রূপময়
পাখি চলে পাখির কথায় ॥

বিশ্বজগৎ দেখে পাখি
হস্ত পদ নাই তার আঁখি
যে হয়েছে অনুরাগী
পাখি তারে ধরা দেয় ॥

বিশ্বজোড়া পাখির বাসা
আত্মা রূপে যাওয়া আসা
খাজা শহীদুল হলো বুদ্ধিনাশা
পাখি ধরা তার কার্য্য নয় ॥

শহীদুল গীতি-৬৮

ধ্যান যোগে দ্বীলের সালাত কায়েম করো মন যতনে
নূর মসজিদের সালাত আকার চোখের তৃপ্তি সদায় আনে ॥

সালাত আকার মনোলোভা
ধ্যানে রাখো মুর্শিদ কাবা
জ্যোতি-নূরানী দেখতে পাবা
সালাত আকার আসবে সামনে ॥

নাম আছে যার আকার আছে তার
জ্ঞান চিন্তাতে করো বিচার
আহাম্মদী রূপ সালাত আকার
বিশ্বাস আনো দর্শন জ্ঞানে ॥

মুর্শিদ জানকে ডাকো বাবাজান
সালাত রূপের চিনো আসন
জেনে বুঝে হও সালাতে মগন
খাজা শহীদুল মুর্শিদ জ্ঞানে ॥

শহীদুল গীতি-৬৯

মন শুধুই নামাজ পড়ে পাবি না আল্লাহ
দেহো মাঝে আত্মা রূপে তিনিই আল্লাহ হক ইলাহ ॥

না চিনিলে আত্মার বরণ
তপ জপ হবে সব অকারণ
সকল হিসাব করো বর্তমান
দেহের মাঝে কালবে আল্লাহ ॥

দেহ ঘরের গোপন দলে
আল্লাহ আছেন অতি নিরলে
দেহ চলে তার হুকুম বলে
করো আরাধনা হক লিল্লাহ ॥

মহাশক্তি তোর নিজের কাছে
সজুদ করো কারবা পিছে?
খাজা শহীদুল মিছে মিছে
দুরে খোঁজে হক আল্লাহ ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪

শহীদুল গীতি-৭০

দয়াল আমি কি তোমার কেহ নই?
আমারে করেছো সৃজন এই কথা তো মিথ্যা নয় ॥

তোমার কত সখের সৃজন আমি
আমায় ফেলে আজ কোথায় তুমি?
খুঁজে ফিরি দিবা যামি
চোখের দেখা মিলে কৈয় ॥

আমার দেহো আত্মা জুড়ে
তোমার সৃজনি ছাপ আছে পড়ে
দেখছো দিবা নিশি ভরে
তবু কেনো আমি একা রয় ॥

আমার এই রুহু-আত্মায়
তোমার দয়ার স্মরণ রাখো সদায়
খাজা শহীদুল বলে তোমার দয়ায়
আমি যেন দয়াল তোমার হই ॥

শহীদুল গীতি-৭১

কোরআন পড়ে কেউ অলি আল্লাহ আবার কেহ হয় শয়তান
শয়তানের ধোঁকায় পড়ে হারাইওনা পাক ঈমান ॥

হিংসা নিন্দা যার মনে ভরা
আছে মন্দ মিথ্যায় অহংকারে খাড়া
এরাই হলো শয়তান চেহারা
মানুষ আকারের মাঝে প্রমাণ ॥

আল্লাহ বিশ্বাসি মানুষ যারা
তাদের সত্য কথায় মিষ্টি ভরা
ওয়াদা পালন করে তারা
তারা ধৈর্য্য জ্ঞানে হয় বলবান ॥

কোরআন আমল করে যারা
আল্লাহ বিশ্বাসি মানুষ তারা
তাগুতি স্বভাব শুধুই পড়া
খাজা শহীদুল দেখে বর্তমান ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১২১, ৬১:২-৩

শহীদুল গীতি-৭২

মাফ করো গোনাহ ওহে রব্বানা তুরাই তরাও এই পাপিরে
পাপ আর পূণ্য ভয় ভরসা সুপে দিলাম সব তোমারে ॥

দুখির ঘরে তুমি দুখি
সুখির ঘরে তুমি সুখি
পাপ পূণ্য দুই রূপে থাকি
উদ্ধার করো পাপি জনারে ॥

জীবন দাতা তুমি আমার
জগতেময় প্রমাণ যে তার
আমি পাপি তুমি কে আমার?
কেন রাখলে ফেলে পাপাধারে? ॥

ভালো মন্দ দুই রূপেতে
গঠলেন মানুষ নিজ সুরাতে
পাপে নারাজ খুশি পুণ্যতে
বলেছো কালাম মাঝারে ॥

বলে অধম খাজা শহীদুল
পদে পদে আছে মোর ভুল
তুমি বেহেস্ত দোজখের মূল
আমার মূল হও অন্তর জুড়ে ॥

শহীদুল গীতি-৭৩

মানুষের মন জুড়েছে মিথ্যা ভেজালে
দিবা রাতি (মানুষ) ঝগড়ায় বসত চালে চালে ॥

মিথ্যা বলা মিথ্যায় চলা
মিথ্যাই দেখি মনের মালা
মিথ্যারী হাট-বাজার খোলা
(চলে) মিথ্যার দাপট গোলেমালে ॥

আজকালের যুগ যামানায়
মিথ্যার মূল্য দিচ্ছে সবাই
সত্য বললে তারে তাড়ায়
বলে বোকা মানুষ কু-কপালে ॥

হায়রে মিথ্যার ধোঁকা আচার
যেন বিশ্ব দোজখ আকার
খাজা শহীদুল হলো মিথ্যার স্বীকার
তবুও সত্য বেড়ায় বলে ॥

শহীদুল গীতি-৭৪

বর্তমানে সত্য বলার মানুষ মিলে না
হাতে গুণা মানুষ আছে সত্য বলে কয়েকজনা ॥

সত্য কথা বলছে যারা
যম যাতনায় ভুগছে তারা
মিথ্যায় বেশি সত্যহারা
ধার্মিক রুপের সেয়ানা ॥

সত্য বলার মানুষ যারা
যন্ত্রণার ভোগ ভোগছে তারা
মিথ্যার দাপট জৌলুস ভরা
অজ্ঞানে সব লেনাদেনা ॥

মিথ্যায় আছে অশান্তির মূল
মিথ্যায় বিশ্বে সব গণ্ডগোল
খাজা শহীদুল ভাবনায় ব্যাকুল
দেখে মিথ্যায় মিথ্যার সব ঘটনা ॥

শহীদুল গীতি-৭৫

মাতা পিতা নাই যেই দেশে সেই দেশে বসত আমার
আমি আল্লাহর গুণাকারে দোলন শান্তি নারী নর ॥

বাতাস পানির এক মিলে
ছিলাম শুন্য আকার দলে
নর নারীর প্রেমানলে
আমি হলাম মূল কর্ণধার ॥

আল্লাহ নূরের গুণে আমি
প্রেম সোহাগো তুমি আমি
দুই'য়ের মাঝে স্বর্গ নামি
নর নারীর প্রেমাকার ॥

নূর আকারে শুদ্ধ প্রেমে
নারী রুপে এলাম নেমে
মৈথুন মন্তে থেমে থেমে
হলাম নারী গর্ভে সুখাকার ॥

নারী গর্ভে বসত করে
প্রসব হলাম এই সংসারে
সন্তানের রুপটি ধরে
খাজা শহীদুল ভাবে বার ॥

শহীদুল গীতি-৭৬

নিজ মুর্শিদ বিনা অন্য কারও না করো ভজন
মুর্শিদ-গুরু পারের সখা আত্মারই সুজন ॥

গুরু রেখে যে গোপাল ভজে
সেই জন নরকে মজে
ভালোভাবে লও ভেদ বুঝে
নইলে ভুলেতে হবে মরণ ॥

এক গুরু দ্বিতীয় নাই
এই বিশ্বাসে চলো সবাই
হবে জনম মর্যাদাময়
পাবে আখেরে শুদ্ধ শোধন ॥

দুই গুরু যেজন ধরে
মহাপাপি সে এই সংসারে
মানবকুল তার যাবে দুরে
খাজা শহীদুল কয় বচন ॥

শহীদুল গীতি-৭৭

পীর-মুর্শিদের মুখের কথা ভুলে থেকো না
বাক্য ধরে কর্ম করো দুঃখ রবে না ॥

মুর্শিদ কথার করো যতন
তার মাঝে লুকানো রতন
বুঝে কথা হলে পালন
ভেদের নগদ কি পাওনা? ॥

মুর্শিদ বাক্য যেজনে দড়ো
হবে সর্ব কাজে সেই বড়ো
মনের ভ্রান্ত স্বভাব ছাড়ো
মানো মুর্শিদ বাক্য সুজনা ॥

গুরু বিশ্বাসি খাজা শহীদুল
গুরু বাক্য তার আত্মা মূল
সর্বকাজে সে পায় বড়ো বল
জীবনের মূল শান্তনা ॥

শহীদুল গীতি-৭৮

আশেকের মিরাজ ভেদ গোপনে গোপন
নিজ রুপে মিরাজ করে নিজেকে করে দর্শন ॥

আশেকে মিরাজ করে
নিজ আকার দর্পনে ধরে
একই রুপ দুই আকারে
করে প্রেমে আলাপন ॥

মুর্শিদের দয়াগুণে
নিজ সুরাত পায় নয়নে
গুপ্ত ব্যক্ত ক্ষণে ক্ষণে
ঝলক দিয়ে ভরে মন ॥

রসুল শাহ কয় গুপ্ত বাণী
খাজা শহীদুল বুঝো এক্ষনি
নিজ সুরাতে নূর-নুরানি
দেখো দুই আকার এক বরণ ॥

শহীদুল গীতি-৭৯

বুঝলী নারে সুন্দর মানুষ পরিচয়
মানুষ নামে চলো ফিরো মানুষের ভেদ বুঝো নাই ॥

এই দেহের যে আকার হয়
তারে মানব দেহ কয়
দেহ মাঝে মানুষ রুপ রয়
দম-নিঃশ্বাসে আসে যায় ॥

সর্ব কাজে চিন্তা যোগায়
দেহো মাঝে সদা সে রয়
সুখে দুঃখে কত কথা কয়
চিনো মানুষ রুপ কোথায় ॥

রসুল শাহে'র চরণ গুণে
খাজা শহীদুল মানুষ চিনে
মানুষেই মুল মহাজনে
জ্ঞান চক্ষে হয় দিব্যময় ॥

শহীদুল গীতি-৮০

আকার মানুষে মিশে আছে আল্লাহ দয়াময়
দম-নিঃশ্বাসে আসা যাওয়া মানুষ রুপে কথা কয় ॥

আল্লাহ'র রুহ হতে আল্লাহ
মানব দেহে রুহ দীলা
মানব রুহ হল আল্লাহ
মানব দেহের অন্তরময় ॥

আল্লাহ'র রুহু মানুষ পেলো
বুঝো কোন জন মানুষ হলো
মানুষে আল্লাহ মিশে গেলো
নিজ শক্তির মহিমায় ॥

নিজ আকারে মানুষ গড়ে
রুহু দিলো মানব ঘরে
আল্লাহ মানুষ ভেদ বিচারে
খাজা শহীদুল বুঝতে রয় ॥

আল কোরআনে দেখুন-৩৮:৭১-৭৪

শহীদুল গীতি-৮১

রুপ নগরের রুপ সাধনা যার বাসনা হয়
জেনে বুঝে সাধন করো হবে আত্মারুপে ময় ॥

থরে থরে চাম কুঠরী
তার মাঝে অমর পুরী
শুদ্ধ বিন্দু বালক নূরী
পলক পরিমান স্থিতিলয় ॥

সুখ ত্রিকোন শান্তিপুরে
মনি আসন তার ভিতরে
আশেকের মৌ সুন্দরে
মতির জ্যোতি বালকময় ॥

শুখ নালার শুভ ধারায়
চিনে যাও অমরী রাহায়
মুর্শিদ নাম রাখো সহায়
খাজা শহীদুল বাক্য কয় ॥

শহীদুল গীতি-৮২

মন আগে বুঝো কোরআনের মূল্যমান
আয়াত কোরআন সত্য শুদ্ধ দ্বিল কোরআনের সমর্থন ॥

রাসুল দ্বিলের বাণী কোরআন
অহি কোরআন হলো যার নাম
দ্বিল কোরআনের দেয় সমর্থন
সুরা আয়াতের পাক কোরআন ॥

কোরআন হলো অহি কেতাব
দেহ আত্মার সৃজন হিসাব
আল্লাহ'র কালাম নামে খেতাব
মানব জ্ঞানির অতি আপন ॥

দেহ রুহুর সৃজন খবর
সাক্ষ্য জ্ঞান হয় কোরআন তাহার
আত্মা-রুহুর অংক আকার
খাজা শহীদুল কয় বচন ॥

আল কোরআনের দেখুন-৬৯:৪০, ৮১:১৯

শহীদুল গীতি-৮৩

আমার অন্তরে আল্লাহ বাহিরে আল্লাহ আনন্দের আর সীমা নাই
আমি চিনেছি আল্লাহ দেখেছি আল্লাহ আমার সর্ব আল্লাহময় ॥

আল্লাহ তুমি মহাদয়াল
আপন ভেবে দিলে খেয়াল
অন্তর চক্ষে তুমি চিনাল
দেখি তোমার ছবি অন্তরময় ॥

অনেক দিনের সাধ সাধনা
পূরণ হলো সেই বাসনা
তুমি দয়াল হে রব্বানা
তোমায় দেখছি সর্ব ঠাঁই ॥

অনেক আশা অন্তর জুড়ে
দেখবো তোমায় নয়ন ভরে
দেখা দিলে তাই আমারে
খাজা শহিদুল তো সুখিময় ॥

শহীদুল গীতি-৮৪

দেহো মাঝে জীব পরম বসত আছে
আলো আঁধার পর্দা ঘেরা দুই রুপের মাঝে ॥

জীব আত্মা অন্ধকারে
পরমে জ্যোতি ধরে
পরম চিনে জীবাকারে
চিনেনা পরম রেখে কাছে ॥

আঁধার পর্দা দুরে গেলে
কাছে পরম জ্যোতি মিলে
নিজকে চিনা একেই বলে
এক পলকের দুরে আছে ॥

ভজো মুর্শিদ শুদ্ধ মনে
নিজকে নিজ ধ্যানে জ্ঞানে
খাজা শহীদুল দয়া পানে
সরল মনে চেয়ে আছে ॥

শহীদুল গীতি-৮৫

মানব দেহে আল্লাহ'র বসত ঘর
আকার মাঝে আছে নিরাকার এই মূল তার পরিচয় ॥

আকার মানুষ গঠন করে
নিজ রুপ দিলো তার ভিতরে
মানব অন্তরে নিরাকারে
আকার মানুষ তার পরিচয় ॥

এই নিরাকার শব্দ অর্থ
জ্ঞান বিচারে বুঝো তত্ত্ব
বুঝো আল্লাহ রুপে বর্ত
আকার মাঝে আসে যায় ॥

আকার চিন্তা যে ভুলেছে
অন্ধ ধার্মিক সে হয়েছে
সত্যের প্রমাণ আকারে আছে
আল্লাহ নিরাকারে আকারময় ॥

নিরাকারে আছে আকার
দ্বিলের চোখে দর্শন হয় তার
খাজা শহীদুল বলে বারবার
বিশ্বাস রাখো আকার সাঁই ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪, ৫৭:০৩

শহীদুল গীতি-৮৬

হে আল্লাহ আমি দেখতে পায়
ধোকা ধর্মে দেশ জুড়েছে অশান্তি সর্ব ঠাঁই ॥

হিংসাকীনা অন্তর ভরে
সুদ ঘুষ ফাহশা করে
তারাই সর্দ্দার ধর্ম ঘরে
জোর আওয়াজে কালাম গাই ॥

অনাচারে দেশ ভরা
কু-কথায় সব মাতোয়ারা
পোশাকের ভাব তারাই সেরা
প্রেম বিশ্বাসের নাই বালাই ॥

আল্লাহ'র কাছে আরজ আমার
ধ্বংস করুন মিথ্যা আচার
বাড়ুক সত্য ধর্মের প্রচার
খাজা শহীদুল এই প্রার্থনায় ॥

শহীদুল গীতি-৮৭

আল্লাহ আল্লাহ জিকির করো হে মানবগণ ॥
জিকিরে আল্লাহ খুশি অন্তর দৃষ্টির গুপ্ত ধন ॥

আল্লাহ বিশ্বাসি আশেক যারা
জিকিরে রয় মত্ত তারা
চেতন মনের পাক পেয়ারা
পায় আপনাতে রুপ চেতন ॥

আত্মার জ্যোতি সত্য জিকির
মনে শান্তি জিকিরকারির
হয় আল্লাহ পেয়ারা শান্তিসুখের
আল্লাহ'র বন্ধু কামেল জন ॥

কামেল অলি আল্লাহ বিশ্বাসি
জিকিরে পায় আল্লাহ খুশি
জিকির বিশ্বাসির শক্ত রশি
খাজা শহীদুল রয় জিকিরে মগন ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১৫২, ২৯:৪৫

শহীদুল গীতি-৮৮

দিবা জ্যোতির চেরাগ জ্বলে আমার এই দেহ মাঝে
তেল জ্বালানী লাগে নাকো দিবা জ্যোতির রুপ সাজে ॥

যাহারই হয় রুপ সাধনা
যাগাও আত্মায় সে বাসনা
সাধনে আত্মা যাবে চিনা
আপনে নগদ রোজে ॥

প্রেম বিশ্বাসির শুদ্ধ সেই দেশ
হিংসা নিন্দার নাই কোনো লেশ
সরল শুদ্ধ মানুষের বেশ
সত্য প্রেমে রয় মজে ॥

আপনে যার লক্ষ্য আপন
সেই শুদ্ধ সাধক সুজন
মুর্শিদ দয়া তার গুণজন
খাজা শহীদুল তাই বুঝে ॥

শহীদুল গীতি-৮৯

নবীর তরিক মান্য করে হও মুসলমান
দিয়ে দেহো আত্মা ধনদৌলাত পাক করো মন ঈমান ॥

নিজকে নিজে করতে শাসন
পীর-মুর্শিদের ধরো দামন
বিশ্বাস করো মনের মতন
ইবাদতে রইবে ঈমান ॥

বায়আত হলে পীরের হাতে
হয় আল্লাহ খুশি সাথে সাথে
শক্তি নবীর তরিকতে
করো ভ্রান্ত ভ্রমের অবসান ॥

যেই আকার মুর্শিদ রূপ হয়
সেই তো রাসুল দয়াময়
মুর্শিদ রাসুলে আল্লাহ খুশি
শহীদুল কয় এই কোরআন বচন ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪৮:১০, ১০:৪৭, ১৮:১৭, ৪:৫৯

শহীদুল গীতি-৯০

ভক্তি আদব প্রেমের মাঝে মুর্শিদ থাকে
জ্ঞানি ভক্ত প্রেম ভক্তি আদব মনে রাখে ॥

মুর্শিদ প্রেমিক পায় রাসুলুল্লাহ
জানো মুর্শিদ অতি নিরালা
মুর্শিদ রাসুল একই মেলা
প্রেমিক জন মনে আঁকে ॥

কোরআনে ভেদ আছে খোলা
যেই মুর্শিদ সেই রাসুলুল্লাহ
প্রেমিক ভক্ত বিশ্বাসে পাকা
সন্দেহ নাই তার মনে ॥

ভাবে মুর্শিদ খাজা শহীদুল
মুর্শিদই হয় সত্য রাসুল
জ্ঞানির জ্ঞানে এই তত্ত্বমূল
মান্য হলে সুখে থাকে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪:৫৯, ১০:৪৭, ১৮:১৭

শহীদুল গীতি-৯১

ওগো আমার সাধু সুজন ভক্ত বন্ধুগণ
সময় থাকতে সাধন সাধো শুদ্ধ লক্ষ্যে রাখো মন ॥

দেখো চিনা রুপের রতন
ঝলকে রুপ সর্বক্ষণ
মন বিশ্বাসে করো যতন
খুলে যাবে দিব্য নয়ন ॥

দিবা নিশি দাও সজুদ যারে
আছে সে এই দেহ ঘরে
আল্লাহ'র ঘর বলো যারে
আমি আকার তার নিদর্শন ॥

মন পুরের মন শহরে
মনিরাজ মন জোয়ারে
জ্ঞানির তা নজরে পড়ে
খাজা শহীদুল কয় বচন ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪

শহীদুল গীতি-৯২

আনযালাল্লাহু ফাউলা- ইকা হুমুজ জোয়া-লিমূন
আল্লাহর বিধান না মানিলে হবে জালিম কে মানি ॥

কোন সূরা কোন আয়াত পড়ে
পড়বে নামাজ পাঁচ বারে
জ্ঞানীগণ ভাবের ঘরে
চিন্তা করে দিন গুণি॥

কোরআনের চৌদ্দ জায়গায়
সেজদার আয়াত চিহ্নিত রয়
এছাড়া আর সেজদা নাই
আয়াত সেজদা দেখি গুনি ॥

আয়াত সেজদা নাই যেই সূরায়
তাই পড়ে হয় নামাজ আদায়
কোরআন মানছে কোন কায়দায়?
খাজা শহীদুল কয় বাণি ॥

আল কোরআনে দেখুন-৫:৪৫

শহীদুল গীতি-৯৩

প্রকাশ আকার আল্লাহ্ মহান এই মানুষে
অজহুল্লাহ প্রকাশ আল্লাহ কোরআনে কয় করো দিশে ॥

কোরআনে বলেন আল্লাহ
আমি প্রকাশ বুঝো নিরালা
কোন আকারে প্রকাশ আল্লাহ
যে জানো সে বুঝাও এসে ॥

আল কোরআনে আল্লাহ্ বলে
আল্লাহ'র বসত মানব কালবে
মানব অন্তরে আছে মিলে
দেহো আকার উপর বেশে ॥

রসুল শাহে'র পাক চরণে
ভক্তি রাখি সর্বক্ষণে
তাঁর মহান দয়ার গুণে
খাজা শহীদুল পায় দিশে ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১৩৮, ১১৫, ৫৭:০৩, ০৮:২৪

শহীদুল গীতি-৯৪

গুরুরূপে দয়াল রাসুল দেখা দিলে আমারে
আহা! এমন দয়াল আর হবে না এই ভব সংসারে ॥

মহামানুষ রাসুল আলা
মুর্শিদ রূপে খেলছে খেলা
বদল হয়েছে আকার মেলা
এখন গুরু সত্য রূপ ধরে ॥

রূপ পালটিয়ে মহামানুষ
যুগে যুগে রাসুল পুরুষ
প্রেম জ্ঞানে সত্য সুরশ
জ্ঞান বিলাচ্ছে মানুষ আকারে ॥

মুর্শিদ গুরু নামটি ধরে
রাসুল আছে দেহো ভিতরে
এমনিভাবে সর্বস্তরে
খাজা শহীদুল কয় চলে ফিরে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪:৫৯, ১০:৪৭, ১৮:১৭

শহীদুল গীতি-৯৫

শোনো তোমরা জমিন আসমান
গাও আল্লাহ'র প্রশংসারী গান ॥

গুল্মরাজি বৃক্ষলতা
শস্য শ্যামল সবুজপাতা
গাও আল্লাহ'র গৌরব শান ॥

পশু পাখি যত প্রাণী
প্রশংসা গাও দিন রজনী
আল্লাহ নামের যিকির ধ্বনি
আল্লাহ সবার স্রষ্টা বলবান ॥

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা
মেঘ বিদ্যুৎ ঝলকপারা
অগুনিত সৃষ্টি তোমরা
গাও সবে আল্লাহ'র গুণগান ॥

মানব দানব পুরুষ নারী
আল্লাহ যিকির করো আত্মাভরি
আল্লাহু গাও সাধু ফকিরী
খাজা শহীদুল বলে এই বচন ॥

শহীদুল গীতি-৯৬

আছে গুপ্ত ভেদে মুর্শিদ বাবা গোপনে
আকারে কথা বলে ধরা দেয় না কখখনে ॥

এমন মজার জ্ঞানের আকার
সুজন সাধুর সাধ্য কারবার
ধ্যানে আঁকে রুপের আকার
গোপন দিব্য নয়নে ॥

নিজ রুপে আকার আঁকে
নয়ন ভরে চেয়ে থাকে
এমন মজার জ্ঞানালোকে
ভাগ্যবান তো থাকে ধ্যানে ॥

খাজা শহীদুল অতি ভোলা
বুঝলো না এই ভেদের খেলা
সংসার গোলে মাতোয়ালা
ভুল হলো মূল সাধনে ॥

শহীদুল গীতি-৯৭

আমার মুর্শিদ বাবা দয়াল রাসুল বড়ো দয়াবান
দয়ায় বেচা দয়ায় কেনা দয়াতে তার এলেম জ্ঞান ॥

যে বুঝেছে বাবার দয়া
সে ভুলেছে সংসার মায়া
ধরেছে মুর্শিদ কায়া
সত্যতে সে সুপত্তন ॥

মুর্শিদ আকার রাসুলুল্লাহ
বুঝো রুহানী ভেদের খেলা
যার ঘুচেছে চোখের খোলা
রাসুল তার রূপ দর্শন ॥

বেলায়েতে রুপ রূহানী
গুপ্ত ভেদের গুপ্ত বাণী
রসুল শাহে'র ভেদ বচনী
খাজা শহীদুল কয় এখন ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪:৫৯, ১০:৪৭, ১৮:১৭

শহীদুল গীতি-৯৮

মুর্শিদ বাবার প্রেমে আয় কে মন মজাবী
প্রেমে হয় বেচাকেনা প্রেমই স্বর্গ মূল চাবী ॥

নাইকো সেথা টাকা কড়ি
প্রেমই সর্ব কোঠাবাড়ী
শক্ত শোভার গঠন তারি
সুরাতে হয় প্রেম মজুরী ॥

প্রেমের দেহো প্রেমের রুহু
প্রেম বেলায়েত হুবহু
আহা! কি শান্তিময় মুহুরমুহ
যে চাইবি সেই পাবি ॥

খাজা শহীদুল প্রেম চরণে
ডুবে আছে সর্বক্ষণে
নিখাদ প্রেম এই জীবনে
অঙ্গভরা প্রেমের ছবি ॥

শহীদুল গীতি-৯৯

আশেকগণের বন্ধু তুমি বেলায়েতের ভুবনে
দয়াল হয়ে করো দয়া ধন্য হই এই জীবনে ॥

আশেকগণে ডাকে তোমায়
দেখা দাও হে দয়াময়
দেখার আশে আমরা সদায়
রয়েছি যিকির ধ্যানে ॥

বেলায়েতের মূল রুহানি
তোমার খাস রাজত্ব খানি
সেথা নাই পাপের ধ্বনি
পূণ্য ভরা সবখানে ॥

মুর্শিদ বাবা দয়াল দরদী
দাও দয়া শুদ্ধ নিরবধি
খাজা শহীদুল আশেক হাদী
কাঁদছে সদা গোপনে ॥

শহীদুল গীতি-১০০

দয়ার বন্যা দাও হে আল্লাহ দেহো রুহে সর্ব ঠাঁই
দেহো রুহু সবই তুমি আমি আকার পরিচয় ॥

হও আমার ডাকে সাড়া তুমি
হই তোমার ডাকে সাড়া আমি
দয়ায় হও দয়াল স্বামি
হবে দেহো রুহু শান্তিময় ॥

দিবা নিশি ডাকি তোমায়
দুটি চোখে দেখা না পাই
মন ভরে না এমনি ডাকায়
আমার দর্শনে হও আকারময় ॥

আমার দেহের মন আকারে
থাকো করুণার আকার ধরে
দেখবো রুপ সর্বস্তরে
চায় আলাপন বিনিময় ॥

পেলে নয়নে দিব্য জ্যোতি
আকার প্রেমে রইবো মাতি
খাজা শহীদুলের ভাব মিনতি
মহাসুখে হই বিভোরময় ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১৫২, ৮:২৪

শহীদুল গীতি-১০১

মুর্শিদের গুপ্ত ভেদে মন মজলি না
উপর চটকা মারলি শুধু গভীর ডুবাই ডুবলী না ॥

ভেদের জ্যোতি ভেদে আছে
বেড়ায় ঘুরে হাতের কাছে
অবহেলায় ভাবছো মিছে
শুদ্ধ সাধন করলি না ॥

ধর্ম তত্ব নাহি জেনে
ধর্ম সাজে এই ভুবনে
মুল হারালি দিনে দিনে
হুশের ঘরে ঠিক রইলি না ॥

কিছু সময় আছে তোমার
ধরো মুর্শিদ কষে এবার
রসুল শাহ কয় শহীদুল তোমার
মনের ভ্রান্ত ভুলে যাও না ॥

শহীদুল গীতি-১০২

ওগো আমার আত্মীয় ভক্ত বন্ধুগণ
আমার মরণ হলে তোমরা করো না কাঁন্দন ॥

তিন দিন রেখে দিবে
চেয়ে চেয়ে তোমরা দেখবে
ভালো মন্দ লোকে বলবে
জ্ঞানী ভক্তের মন চেতন ॥

উত্তর দক্ষিণ কবর খুঁড়ে
শোয়াইও তার ভিতরে
আল হামদুলিল্লাহ বারে বারে
জপনায় থেকে মন মগন ॥

আল্লাহ জীবন মৃত্যু দাতা
গাইও তারই পবিত্রতা
আপন কর্মে পাক শুদ্ধতা
জল-পানিতে না করো ধোওন ॥

খাজা শহীদুলের মুরিদ যারা
রেখো অন্তরে ভক্তি ভরা
বিশ্বাসে হয়ো না হারা
পাবে জিন্দা রুপের রুপ দর্শন ॥

শহীদুল গীতি-১০৩

ওরে আমার মন সুজনা কাঁচা প্রেম আর করো না
কাঁচা প্রেম ভাঙ্গে গড়ে গন্ডগোলের কারখানা ॥

কাঁচা প্রেমের এমন রীতি
কপটচারী-ধোঁকার নীতি
গোলেমালে শুধুই ক্ষতি
মনের ক্ষুধা মিটে না ॥

হতে চাও আল্লাহ প্রেমিক জন
করো সত্য প্রেমের শুদ্ধ সাধন
পাকা প্রেমে প্রেমিক হও মন
হবে আল্লাহ রাজি তৎক্ষনা ॥

ভজো গুরুর চরণ দুটি
শুদ্ধ হও গো প্রেমে খাঁটি
ছাড়ো মন দোটানা খুটিনাটী
করো এক বিশ্বাসে লেনাদেনা ॥

কাচা প্রেমে মজে শহীদুল
হারা হলো তার একুল ওকুল
ভাঙ্গা গড়া তার সার মুলামুল
পাকা প্রেমে সে প্রেমিক হলো না ॥

শহীদুল গীতি-১০৪

আর কতো রুপে দেখবো তোমায় হে আল্লাহ দয়াময়
আমার কাছে আমি রুপে আছো সত্য মিথ্যা নয় ॥

দশ দুয়ারী দেহের মাঝে
কত রুপে সর্ব কাজে
দেখি নিরবে চক্ষু বুঝে
কুদরত সীমা নাহি পায় ॥

সপ্ততলার উর্ধ্ব দ্বারে
নূরের-জ্যোতি চমক মারে
ঐ ঝলকে নয়ন ভরে
দিব্যতে হয় দেখাময় ॥

অষ্টম কোঠার শুদ্ধ দ্বারে
বেড়াও সেথা বিরাজ করে
কালের বলে জানি যারে
বিশ্বাসির নিকটে রয় ॥

বিনয় পুরে খাজা শহীদুল
আমার ভিতর আল্লাহ'র ফুল
দেখি আমি সর্ব উজ্জ্বল
আমার দেহো রুহ উজ্জ্বলময় ॥

শহীদুল গীতি-১০৫

হাকীকাতের মুর্শিদ বাবা মারেফাতে মাওলানা
তরিকতের কারামাতে বাবার লিলা দেখো না ॥

বেলায়েত দমে আল্লাহ
হাকিকতে প্রকাশ খেলা
মারেফাতে প্রেমের লিলা
মিরাজে রুপ দেখো না ॥

হকিকতে খাস কাবা
তরিকতে পীর বাবা
মুর্শিদী রুহুতে পাবা
বাবা মারেফাতে দেওয়ানা ॥

মুর্শিদ গুরু রাসুলুল্লাহ
সর্বরুপের মাঝেই আল্লাহ
খাজা শহীদুল ভাবে জ্ঞান নিরালা
মুর্শিদেরই রুপ খানা ॥

আল কোরআনের দেখুন-১০:৪৭, ১৮:১৭, ৫:৫৯

শহীদুল গীতি-১০৬

আমার মুর্শিদ বাবা দয়াল গুরু মাওলানা
তোমার চরণ বুকে লয়ে চোখের জলে বেদনা ॥

আশেক ভরা বুক অন্তরে
বিছানা পাতা যত্ন ভরে
শয়ন করো শান্তিপুরে
দিওনা আর যাতনা ॥

আমার মনের ভক্তিমালা
প্রেম সোহাগে দেবো গলা
নয়ন জলে বলবো জ্বালা
দিবো দুঃখ কথার বেদনা ॥

ধনরত্ন জীবন যৌবন
সব সুপেছি তোমার চরণ
বাবা মুর্শিদ হও আপন
খাজা শহীদুলকে ভুলো না ॥

শহীদুল গীতি-১০৭

আমার দয়াল মুর্শিদ বন্ধু দয়াময়
তারই শিক্ষায় যিকির করি আল্লাহু মন আত্মায় ॥

কত কৌশল যিকির মাঝে
দেখায় মুর্শিদ ভাজে ভাজে
যিকির শান্তি মনের মাঝে
যে শান্তি আর বলা না যায় ॥

যিকিরের জাহের বাতেন
বুঝায় আমার মুর্শিদ চেতন
পাই যিকির নুতন নুতন
চেতন আত্মার দর্শনময় ॥

রসুল শাহ কয় খাজা শহীদুল
যিকির আল্লাহ'র মিরাজে মূল
জ্ঞানিগণ যিকিরে মশগুল
তাদের ধ্যানে জ্ঞানে যিকিরময় ॥

আল কোরআনে দেখুন-২৯:৪৫, ২০:১৪

শহীদুল গীতি-১০৮

তোমরা কেউ আমাকে কবি বলো না
কবি নয়কো সাধক আমি আল্লাহ'র দর্শন বাসনা ॥

ভজি মুর্শিদ সুখ তনে
রাখি রুহানী রুপ সাধনে
এলমে লাদুন্নির জ্ঞানে
আল্লাহ যা বলে তাই করি বর্ণনা ॥

অলি আল্লাহ ফকির দরবেশ
এই সব আমার আত্মারই বেশ
আরেফ সুফী কুতুবের দেশ
এই আমার মূল ঠিকানা ॥

দেহো আকার খাজা শহীদুল
ভিতরে রুপ আল্লাহ'র রাসুল
অন্তর চোখে রুপ ঝলমল
কইতে মুর্শিদ করছে মানা ॥

শহীদুল গীতি-১০৯

আল্লাহ বিশ্বাসি হতে চাইলে মুর্শিদ বিশ্বাস করো মন
মরলেও শুভ সত্য সুপথ মুর্শিদের বরণ ॥

ভক্তি আদব মনে রাখো
নরম মন ভজনে আঁকো
রুহানী দর্শনে থাকো
বিশ্বাসে করো আকার সাধন ॥

কথা কাজ এক মিলে চলো
মন বিশ্বাসে হও অটলো
গোলেমালের ধর্ম ভুলো
খুব হুঁশিয়ার সারাক্ষণ ॥

খাজা শহীদুল কয় কাতরে
বুঝো চিকন ধর্ম জ্ঞানাকারে
গুরু ভক্তজন বুঝতে পারে
ভক্তি মত্ত রয় সারাক্ষণ ॥

শহীদুল গীতি-১১০

হায়! হায়! হায়! মানব জনম আর তো পাবো না
হেলায় হেলায় কু-আচারে মানব রুপতো রইলো না ॥

অত্যাচার আর অনাচারে
অমানুষ রুপ মানব আকারে
দুঃখ দশার ঘোর আঁধারে
ডুবলো মানব জনমখানা ॥

মানব আকার পাপে জরা
মানব জনম ঘৃণ্য ভরা
চিন্তাতে আতঙ্ক ধারা
হায়! হায়! কেউ কিছু বলে না ॥

মন্দ পাপের চিন্তা ভাবনা
ভাবা চিন্তায় কুল মিলে না
শহীদুলের মন সেয়ানা
আপন হিসাব নাই আপনা ॥

শহীদুল গীতি-১১১

হে আল্লাহ আমি যেন তোমার আপন হই
আমি নিজ অন্তরে তোমার দয়ায় আরজ কৈয় ॥

আমার দেহ আত্মার গঠন
তুমি করেছো তোমার মতন
এই চিন্তা মনে সারাক্ষণ
কচ্ছি কথা তোমার দয়ায় ॥

দেহ আত্মার সৃষ্টি আকার
তার মাঝে রুপ তুমি আমার
পাকা বিশ্বাস মনে এবার
আপন রুপে করো সই ॥

খাজা শহীদুল সৃষ্টি তোমার
দয়ায় হও চোখে আকার
প্রশংসা গাই আল্লাহ তোমার
আশেকে মত্ত রয় ॥

শহীদুল গীতি-১১২

আমারে কে বাসলো ভালো
ভালোবেসে যত্নহালে অন্তর চোখ আমায় দিলো ॥

আগে ছিলাম অন্ধজীবে
বিচার অংক ছিলো না বুঝে
এখন দেখি পরম নিজে
অন্তর মাঝে জ্ঞান আলো ॥

অদৃশ্যকে দেখি দৃশ্যমান
অন্তরে ভেদ অতি গোপন
পরমভাবে অতি আপন
লাগে মহাশান্তি মন ভালো ॥

খাজা শহীদুল বুঝে এখন
মুর্শিদের দয়া বর্ষণ
পরশমনি মুর্শিদ রতন
ভেদে ভেদে ভেদ রইলো ॥

দ্বিতীয় খণ্ড শেষ

শহীদুল গীতি-১১৩

আমার মাঝে রাম রহিম বুলি বলে কোন জনা
পড়ে পড়ে অন্তর কানা আসল কথা বুঝলো না ॥

কোন তত্ব হয় কোন হরফে
বুঝলো না তা নগদ রুপে
রইলো অজানার অন্ধকুপে
হলো ভড়ক বাজির সেয়ানা ॥

আলিফ হা মীম দালে
আহাম্মদী আকার মিলে
মিম হরফকে ছেড়ে দিলে
আহাদ আকার হয় পড়াশুনা ॥

সত্য জ্ঞানে কাঁচা যারা
অঙ্গে ভড়ক তার আলখেল্লা
সদায় ধর্মে গোলের পালা
খাজা শহীদুল করে ভাবনা।

তৃতীয় খন্ড শুরু

শহীদুল গীতি-১১৪

সর্বকালে সর্বযুগে আল্লাহ আমায় ভালোবাসো
সর্ব পাপ মুছে দয়ায় দেহো মাঝে তুমি এসো ॥

তোমার দয়ার সৃষ্টি আমি
তাই মিনতি মানো তুমি
দয়ার স্বাদ বুঝাও স্বামী
আপন রুপে ভালোবাসো ॥

দ্বিলের চোখে দেখার আশায়
নিজের মাঝে খুঁজি তোমায়
আমার মাঝে পাবো তোমায়
এই আশা মোর মন সুবাসো ॥

খাজা শহীদুল কয় মিনতি
তোমায় দেখার ধর্ম্ম দাও নীতি
জ্ঞান বিশ্বাস দাও আত্মা পতি
দাও দর্শন দয়ার আশ্বাসে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪

শহীদুল গীতি-১১৫

মূল শ্রেষ্ঠ এই মানুষ রতন
মনের প্রেমে মানুষ ভজো মানুষকে করো যতন ॥

মানবের কালবে আল্লাহ
কোরআনে ভেদ আছে খোলা
এই কথার স্মরণ রাখো নিরালা
মানুষেই আল্লাহ'র আসন ॥

মানুষে অচিন বেশে
মিশে আছে এই মানুষে
নিরাকারে তার আকার দিশে
মানব তার ভেদের কেতন ॥

মানব আকার সাধন ভজন
সুজন সাধুর শুদ্ধ সাধন
ফকির শহীদুল ভাবছে এখন
দেখে মানুষে আল্লাহ'র চলন ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪

শহীদুল গীতি-১১৬

আকারে গড়ে মানুষ আল্লাহ হলো নিরাকার
নিরাকারের ধোঁকায় পড়ে ভুল হলো মূল আকার ॥

আল্লাহ নিরাকার হলে
সৃষ্টি আকার কেমনে দিলে ?
ভাবতে জনম যায় বিফলে
বুঝি না কেমন আকার নিরাকার ॥

আল্লাহ নাম আছে যখন
নিশ্চিত আকার আছে তখন ?
নাম না থাকলে আকার কেমন?
হতো না তার ভেদ বিচার ॥

খাজা শহীদুল আকার খুঁজে
আকার চিন্তায় আছে মজে
আল্লাহ'র দয়া মনের বুঝে
চোখের তৃপ্তি চায় আকার ॥

আল কোরআনে দেখুন-৫৭:০৩

শহীদুল গীতি-১১৭

সময় নাই হও শুদ্ধ মানুষ বিশ্বাসি
বিকাও মুর্শিদে জাত কুলমান দিবানিশি ॥

নিজ আত্মার আকার চিনা
বিশ্বাসির মূল উপাসনা
ধোঁকা ফাকা সে বুঝে না
সদা গুরু চরণ বিশ্বাসি ॥

পীর-মুর্শিদ যার প্রিয়জনা
কালের ছোবল সে পাবে না
হবে মহানন্দে তার চলন চলনা
পাবে আত্মায় আনন্দ রাশি রাশি ॥

রসুল শাহ আর খাজা শহীদুল
এক রুপে রয় মত্ত মশগুল
সুরশ হাস্যে মনে মকবুল
আছে আনন্দে দিবানিশি ॥

শহীদুল গীতি-১১৮

মন তুমি সরল সহজ সোজা হলে না
না জেনে বিধান পড়লে কোরআন কর্মে পালন করলে না ॥

মন তোরে বোঝাতে আমার
পাকা চুল হলো বুড়ো আকার
বুঝলি না তাও সত্য আচার
যাবি কবে কবর বাড়ীর আস্তানা ॥

হলি দন্ত পড়ে ভগ্ন দশা
হারা হলি হুঁশ দিশা
সই হলি না রতি মায়া
নরম বাগে এলি না ॥

খাজা শহীদুল মনে'রে কয়
তোর দোষে পেলাম সাজায়
কি বলবো তোর করি হায় হায়
অবুঝপানা গেলো না ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১২১

শহীদুল গীতি-১১৯

দৌড়া দৌড়ি চিল্লা চিল্লি ইসলাম ধর্ম নয়
ইসলাম হল আত্মার সাধন নিরবতার চিন্তাময় ॥

সমাজ ধর্মের দৌড়াদৌড়ি
চিল্লা চিল্লি বাড়াবাড়ী
ডাকা হাকা ধরাধরি
প্রাণ শূন্য ধর্ম হয় ॥

আদব ভক্তি প্রেম জাগাও
তরিকতে আত্মা লাগাও
সহজ সত্য মনকে বানাও
হবে শুদ্ধ ইসলাম জগতময় ॥

দেখলাম সারা জীবন ভরে
সভা মাহফিল জলসা করে
তবু অনাচার চলছে বেড়ে
হিসাব জ্ঞানে কেউ না রয় ॥

পড়ো পড়ো প্রচার সদায়
কায়েম কর্ম বুঝতে না চাই
মানব জীবন অনাচারময়
খাজা শহীদুল সত্য কয় ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:২৫৬, ৪:১৭১, ২৯:৪৫

শহীদুল গীতি-১২০

সত্য ধর্মের সত্য আকার জানতে চাই আমার মনা
ধর্ম বেচে ভাত কাপড় মিটাচ্ছে পেটের ভাবনা ॥

নামাজ পড়ায় ইমাম যারা
বেতনভুক্ত চাকরি করা
বেতন ছাড়া রয়না তারা
হলো ইসলাম ধর্মের উপাসনা ॥

বেতন দেয়া বন্ধ করলে
ইমাম সাহেব যাবে চলে
বিচার করো হে অন্তর দ্বিলে
বুঝো সত্য ধর্মের নিশানা? ॥

ধর্ম তত্ত্বের ভেদ নাই জানা
পড়াশোনায় চলছে মনা
ফতোয়ার ভাব বড় সেয়ানা
খাজা শহীদুল ভাবে ভাবনা ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১৭৪-১৭৫, ৩৬:২১

শহীদুল গীতি-১২১

সত্যের নাই ভীতি ভয় কোনোখানে
বানাও দেহো আত্মা সত্য সদা আচরণে ॥

সত্য ভিন্ন নাই কোনো উপায়
সত্যই সর্বমূল চাবি হয়
হবে মিথ্যা চূর্ন সত্যের ধাক্কায়
আছে সত্য সর্বক্ষনে ॥

সত্য হারা জীবন হলে
যাবে এক ধাক্কায় রসাতলে
সত্যের জয় চিরো কালে
হবে মিথ্যা ধ্বংস এক চুবনে ॥

মহা সত্যের মহা ধাক্কায়
মিথ্যা চূর্ন হবে সর্বদায়
সত্য সাধক জাগে সদায়
খাজা শহীদুল কয় লিখনে ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:৪২, ৩৩:৭০

শহীদুল গীতি-১২২

হে গৌরবময় আল্লাহ তুমি আমার দয়াময়
তুমি চিরো সত্য সুন্দর অক্ষয় অমর চিরো বিজয় ॥

প্রশংসা গাই সর্বস্তরে
নিরোগ অন্তর দাও আমারে
মহাশক্তি দাও জীবন ভরে
করো প্রতিপালন দয়ায় দয়ায় ॥

ঘোর সংকট এই ভবো বাসে
হও সহায় আশ নিরাশে
রহমত দাও সু-সুবাসে
জীবন মূলে হও প্রেমময় ॥

তোমার আরশে প্রার্থনা গাই
অশান্তি দিও না আমায়
মহাসুখ দাও দেহো আত্মায়
খাজা শহীদুলকে সব সময় ॥

আল কোরআনে দেখুন-৯১:৯, ৮৮:১৪

শহীদুল গীতি-১২৩

আত্ম তত্ত্ব না বুঝে যে সেই তো দ্বীন কানা
তার পড়াশোনা সব অকারণ কাজে লাগবে না ॥

সাধন ভজন উপাসনা
আত্ম তত্ত্ব তার ঠিকানা
বুঝে করো উপাসনা
হবে সুফল নগদ পাওনা ॥

বাকি তত্ত্ব যার উপাসনা
অন্ধ ধার্মিক সেই দ্বীন কানা
যেমন প্রার্থনায় ভানের কান্না
করে নিজকে নিজে প্রতারণা ॥

তত্ত্ব বুঝে দেহো আত্মার
কোথায় কখন কোন রুপাকার
বর্তমানের করো বিচার
খাজা শহীদুল কয় ভুল না ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৭:৭২

শহীদুল গীতি-১২৪

মানুষ গুরুর মন সাগরে ডুব দেরে মন যতনে
ডুবলে পাবি মানিক রতন মনেরী কোণে ॥

রাখো বিশ্বাস মানুষ গুরু
আত্মা হবে কল্প তরু
মুখে বলো জয় গুরু গুরু
নগদ রুপ পাবি ধ্যানে ॥

আশেক প্রেমে অন্তর ভরে
ডুবন্ত হও গুরু অন্তরে
পাপ জ্বালা সব যাবে দুরে
পাবি শান্তি-সুখ এই জীবনে ॥

মানুষ গুরু যার বিশ্বাসে
সে জয় অন্তরে বেড়ায় হেসে
খাজা শহীদুল গুরু দিশে
মনে রাখে মন যতনে ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৮:১৭

শহীদুল গীতি-১২৫

মুর্শিদের পাকা প্রেমে হও আশেকান
পাকা প্রেমের আশেক হলে শুদ্ধ হবে পাক ঈমান ॥

ভক্তি আদব মনে রাখো
সত্য প্রেম হৃদয়ে আঁকো
তবেই আত্মা হবে পাকো
হবে বিশ্বাসে বলবান ॥

কাঁচা প্রেমের প্রেমিক যারা
ঈমান দুর্বল মনে মরা
কাঁচা প্রেমে ধোঁকা পুরা
তাজা নয়কো জীবন মান ॥

মাখো পাকা প্রেম দেহ আত্মায়
দর্শনে চোখ হবে পুণ্যময়
খাজা শহীদুল বুঝে তাই কয়
পাকা প্রেমে হও মত্তবান ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪৮:১০, ১৮:১৭

শহীদুল গীতি-১২৬

লোভী মন কোরআন পড়ে টাকা নিও না
কোরআন পড়ে টাকা নেওয়া কোরআনে আছে মানা ॥

কোরআন পড়ে টাকা নিলে
ধর্ম বেচা তারেই বলে
কেন বুঝো না মন আকলে
দরে বিকাও আয়াতখানা ॥

এই মানুষের মৃত্যু হলে
খতম পড়ো কোরআন খুলে
মুর্দার নামে বকশাইলে
আছে মানা দেখো না ॥

আল্লাহ'র আয়াত কালাম গেয়ে
বাড়ী বাড়ী বেড়াও খেয়ে
টাকার লোভে যাও দৌড়িয়ে
খাজা শহীদুল ভাবে ভাবনা ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১৭৪-১৭৫, ৩৬:৬৯-৭০, ৩৫:২২

শহীদুল গীতি-১২৭

ধর্ম বেচা ব্যবসা ছাড়ো মন আমার
সারা জনম ধর্ম বেচে হলে শয়তান ধোঁকাদার ॥

করো বাড়াবাড়ি ধর্ম মাঝে
চাকরী করো ধর্ম কাজে
আল্লাহ নাম গাও স্বার্থ বুঝে
শুধু খেয়ে করো ভুড়ির বাহার ॥

এই মানুষের মৃত্যু হলে
নাচো খুশির নাচনা হেলে দুলে
খাবো গোস্তরান দন্ত বলে
মন কল্পনায় খুশিদার ॥

পেটের লোভে খাজা শহীদুল
সদায় থাকে মত্ত মশগুল
ফয়তায় কোরআন পড়ে হুলুস্থুল
টানে গোস্ত গন্ধ নাকে তার ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১৭৪, ৩৫:২২, ৩৬:৬৯-৭০

শহীদুল গীতি-১২৮

মন স্বার্থের গান আর গাইও না ধর্ম লেবাছ পড়ে
আছে মিথ্যা ধোঁকা লোভ-লালসা গোপন মনের অন্তরে ॥

মন মায়না করা টাকা নিয়ে
দাঁড়াও ইমাম রুপে আগে গিয়ে
মায়না ছাড়া আল্লাহ'র ভয়ে
ইমামতি আর করবি নারে ॥

ইমাম বেতন না পেলে
চাকরী ছেড়ে যাবে চলে
(মন) ব্যবসার স্বার্থে ইমাম হলে
ধর্ম ভাব নাই অন্তরে ॥

খাজা শহীদুল লোভ-লালসায়
রাখে ধর্ম পোশাক অঙ্গ সজ্জায়
মনের ময়লা থাকছে সদায়
অন্তর ভরা কু-আচারে ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১৭৪, ৩৬:২১, ৫৩:৬২, ৯৬:১৯

শহীদুল গীতি-১২৯

খুঁত মন্দ থাকলে আত্মায়
পাবিনা তারে সাধন বেলায় ॥

সু'মন বানাও যত্ন করে
পাবে ধরা এই সংসারে
ত্রিতাপ জ্বালা যাবে দুরে
হবে নগদ পাওনাময় ॥

স্বার চন্দন সব বনে রয় না
গজমতি সব হাতির হয় না
ব্যাঙাচির লেজ কুমির হয় না
হয়ো না ভ্রম চিন্তাময় ॥

খুঁত মন্দ যাও ধুয়ে মুছে
বন্ধু পাবে হাতের কাছে
খাজা শহীদুল কয় না মিছে
পাপ রেখো না আম্মারায় ॥

আল কোরআনে দেখুন-৯১:৯, ৮৭:১৪, ১২:৫৩

শহীদুল গীতি-১৩০

জিকির গাই হক লাইলাহা ইল্লাল্লাহ
আমার বিশ্বাস দমে দমে তুমি আল্লাহ ॥

তোমার যত সেবা যতন
বুঝি না তা হে মহাত্মন
তুমি আমার আত্মা আপন
রাখি এই বিশ্বাস সারাবেলা ॥

ভজন তারিফ যত তোমার
সেই জ্ঞান দয়া দাও আমার
অন্তর চোখে দাও আকার
দেখি রুহ্ মন নিরালা ॥

রসুল শাহ কয় শহীদুল এবার
মারেফাতে দাও নয়ন তোমার
দেখো তার মাঝে রুপের আকার
আওয়াজে কয় হক ইলাহ ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৩:২৮, ৩৩:২১, ২৯:৪৫

শহীদুল গীতি-১৩১

মুর্শিদ ভজো বিশ্বাস বলে সর্বদায়
ভুলোনা ভুলোনা মুর্শিদ জীবনে কোন সময় ॥

এক মনে শুদ্ধ দেলে
ভজো মুর্শিদ বিশ্বাস বলে
বিশ্বাস শক্তি ধর্ম মূলে
বিশ্বাস ভিন্ন ধর্ম নাই ॥

তেলে জলে মিলাইলে
রং বদল হয় তেল আর জলে
মিলন হয় না কোনো কালে
তেমন হয়ো না কোনো সময় ॥

তরিক রাসুল মুর্শিদ ভজা
মুর্শিদ ভজলে হয় আত্মা তাজা
সেই হয় রুহানী জ্ঞানের রাজা
খাজা শহীদুল ভেবে কয় ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪:৫৯, ১৫০-১৫১, ১৮:১৭

শহীদুল গীতি-১৩২

স্মরণ করো ও-ভাই মুসলমান
ধর্মে কোন ওয়াদায় এনেছো ঈমান ॥

প্রথম বিশ্বাস আল্লাহ'তে
দুয়োম বিশ্বাস ফেরেস্তাতে
তিনে আল্লাহ'র কেতাবেতে
চারমে রাসুল হক মহান ॥

কেয়ামত দ্বীনের পরে
ভালো কর্ম তার উপরে
মন্দ কর্মের ফল পরে
মরার পরে যে জীবন ॥

এই সব শর্তে এনে ঈমান
আমরা হয়েছি মুসলমান
করো কর্ম কোরআন মতন
খাজা শহীদুল কয় বচন ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪:১৩৬, ২:১৭৭

শহীদুল গীতি-১৩৩

কে দিলো এই মানুষে এতো গুপ্ত ভেদাকার
রহস্যময় দেহো আত্মা পাই না তাহার ভেদ বিচার ॥

দেহো মাঝে কে বাস করে?
অজানা গুপ্ত শহরে
চিন্তা হাতড়াই বারেবারে
মনের ঘোর অন্ধকারে ॥

গুপ্তে গুপ্ত এমন গোপন
বুঝা যায় না ভেদের চলন
হাতের কাছে রয় সর্বক্ষণ
চিনা যায় না তার আকার ॥

এই দেহের ভিতর বাহিরে
সন্ধানে বেড়ালাম ঘুরে
খাজা শহীদুল ভাবনায় পড়ে
ঘুচলো না মন ঘোর আঁধার ॥

শহীদুল গীতি-১৩৪

মুর্শিদ চরণ যার বিশ্বাসে রয়
সে হবে শুদ্ধ মানুষ সর্বকালে জিন্দাময় ॥

মুর্শিদের রুহানী বরণ
ধ্যান আকলে করো স্মরণ
ভক্তিতে সোহাগ যতন
ভাব রাখো নিজ আত্মায় ॥

মুর্শিদ রুপ যার নয়ন ভরা
দিব্য নয়ন পেলো তারা
হয় মহানন্দে মাতোয়ারা
নগদ রুপে বিভোরময় ॥

রসুল শাহের চরণ মূলে
খাজা শহীদুল ভক্তি টানে
শুদ্ধ রাস্তা চরণ মূলে
মত্ত মনে নত রয় ॥

শহীদুল গীতি-১৩৫

মাতাপিতার খুশি চুমা আছে আমার গালে মুখে
শিশুকালে ছিলাম আমি মাতাপিতার চোখে চোখে ॥

যত রকম ভালো খাবার
সোহাগে খাওয়ায় তো আমার
সারা অঙ্গে আদর একাকার
সোহাগ চুমায় দিচ্ছে মেখে ॥

মাতাপিতার দয়ার গুণে
আল্লাহ'র আলম দুই নয়নে
জমিনে আর আসমানে
সৃষ্টি আকার দেখছি চোখে ॥

প্রার্থনা গায় হে আল্লাহময়
দয়া শান্তি দাও মাতাপিতায়
খাজা শহীদুল এই দুআ'ই
তোমার আরশে রাখে ॥

শহীদুল গীতি-১৩৬

করো ভক্তি গুরুজির চরণ
ভক্তি দিলে মুক্তি মিলে বাস্তব বর্তমান ॥

গুরুমূল দোজাহানে
বুঝো ভক্তগণ ধ্যানে জ্ঞানে
ত্যাগি হও ত্বরা মনে
করো গুরু মনে মন মিলন ॥

গুরুর আশেক ভক্ত হলে
দিব্য চক্ষু তারই মিলে
রাখে বিশ্বাস অন্তর মূলে
হয় দিব্য জ্ঞানি বলবান ॥

ভাব গুরু সামান্য নয়
মানব আকার তার পরিচয়
গুরু বিশ্বাসির ঘরে সদায়
খাজা ফাতেমা কয় বচন ॥

শহীদুল গীতি-১৩৭

মুখে মুখে আল্লাহ ডাকলে সাড়া মিলে না
বিশ্বাস ভক্তি না থাকলে আল্লাহ পাবে না ॥

বিশ্বাস নাই তোমার মনে
ডাকো আল্লাহ'কে রাতে দিনে
আল্লাহ'র সাড়া কি পেলে কানে
মনে ভেবে দেখো না ॥

বিশ্বাসি মন আছে যাহার
আল্লাহ আছে সঙ্গে তাহার
আল কোরআনে সত্য প্রচার
কেন কোরআন বুঝো না ॥

ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ
জ্ঞান বিচারে বুঝো নিরালা
কর্নে দেয় আওয়াজ আল্লাহ
খাজা শহীদুলে হক জানা ॥

শহীদুল গীতি-১৩৮

মুর্শিদকে ডাকো আমার জান
গুরুকে ডাকো জানের জান বাবাজান ॥

গুরুজানে প্রাণ সপিয়া
ধন মান দিলাম বিকাইয়া
আল্লাহ'র দয়া পাইতে চাইয়া
ডাকি পীরকে পীর মহান ॥

যেদিন আমি মুরিদ হলাম
আল্লাহ'র দয়া তখন পেলাম
অন্তর দিয়ে ভেদ বুঝিলাম
ডেকে ভরাই মন গুরুজন ॥

রসুল শাহ আর খাজা শহীদুল
দুই দেহো একই জান মুল
গুরু হলো শান্তি সুকুশ
ডাকি মুর্শিদ আপনজন ॥

শহীদুল গীতি-১৩৯

হে ভক্তগণ গুরু বাক্য মনে মানো মূল
তোমাদের মহান গুরু কইছে খাজা শহীদুল ॥

কালাম আমল যাহা দিলাম
মান্যতে হও যত্নবান
অন্যে দিলে কোনো কালাম
তাতে নাহি হও মশগুল ॥

নিজ গুরুর কালাম রেখে
যে অন্য জনের কালাম দেখে
তার তপজপ যাবে ভেঙ্গে
হবে আহাজারি জীবন মুল ॥

নিজ গুরুকে দৃঢ় মানো
গুরু আদেশ পালনে আনো
খাজা শহীদুল কয় বচনো
মানো হে মুরিদ-ভক্ত কুল ॥

শহীদুল গীতি-১৪০

মুর্শিদের চরণ ধোয়াও মনের প্রেমে
করো আদবে আত্মা নরম থেকো না মন্দের প্রেমে ॥

জ্ঞানি মনি মহা রতন
মুর্শিদের অন্তর ভুবন
ভক্তিতে করলে যতন
পাবে জ্যোতি আকার নরমে ॥

মুর্শিদ সে তো সামান্য নয়
রাসুল নূরে তার পরিচয়
চিনো মুর্শিদ মন সাধনায়
বিশ্বাস আদব ভক্তি প্রেমে ॥

খাজা শহীদুল মুর্শিদ চিনে
জ্ঞানের আলো তার জ্ঞানে
ভজে চরণ ধনে মানে
রাখে আত্মা মুর্শিদ রহমে ॥

শহীদুল গীতি-১৪১

দেহো মাঝে আত্মা পুষলাম জনম অবধি
রং আকার তার চিনা দেয় না আত্মা বিধি ॥

হিসাব অংক খুঁজে না পাই
দেহো মাঝে কার ক্ষুধা পায়
কে বসেই খাদ্য খায়
বসে দেহো ঘরে নীরবধি ॥

যত ভালো সুখাদ্য খাওয়ার
খাইতে বড়ো লোভাচার
চিনা দেয় না কিরুপ তাহার
ভাবনায় পড়ে দুঃখে কাঁদি ॥

সুকাম আর যত কুকাম
করে মুখে দুর্নাম সুনাম
আমা'তে পায় এই সব প্রমাণ
খাজা শহীদুল তো ভাবনাবাদী ॥

শহীদুল গীতি-১৪২

আল্লাহ ভালো কর্ম তারে কয়
কোরআন মতো কর্ম করে কর্ম আকার চোখে রয় ॥

আল্লাহ'র কথা মনে ধরে
যে কর্ম করে আকার খাড়া করে
সেই শুদ্ধ বান্দা সর্বস্তরে
কামেল জ্ঞানি হবে ময় ॥

ঈমান এনে কোরআন কথায়
করো ইবাদত মানব রচনায়
সত্য ধর্ম থাকে পিছায়
তপজপে স্বাদ সুগন্ধ নাই ॥

আল্লাহ রাসুলের বাণী কোরআন
মান্য করো হে ভাই মুসলমান
খাজা শহীদুল বলে সত্য বচন
করো ঈমান শর্ত পালন জয় ॥

আল কোরআনে দেখুন-৬৯:৪০, ৪৩, ৪: ১৩৬, ২:১৭৭

শহীদুল গীতি-১৪৩

দম-নিঃশ্বাসের সঙ্গে আছে কতো গুপ্ত রূপাকার
দমে আসে দমে যায় কতো রূপ আকার সাকার ॥

এক নিঃশ্বাসের অনেক ধারা
ইশারায় ভাগ অংক করা
তার মাঝে একের ধারা
পরম পতির চলন ধার ॥

দেহো আত্মা দমের মিলন
জীব পরম দুই ভাগে মিলন
আলো আঁধার দুই রূপে দম
দেহো ভুবনে চলন তার ॥

শুদ্ধ দমের সাধক যারা
জীব পরমে বুঝে ধারা
খাজা শহীদুল ভাবনায় মরা
চিন্তায় বইছে কম্প জ্বর ॥

শহীদুল গীতি-১৪৪

হে আল্লাহ তুমি মেনে নাও মোর প্রার্থনা
ধোঁকা ধর্ম বিনাশ করো দাও সত্য ধর্মের অর্চনা ॥

বিশ্বাসি মানুষ গড়ো
জোর ঈমানে করো দড়ো
সত্য ধর্মের সুবাস ছাড়ো
চূর্ন করো মিথ্যা ধোঁকা প্রবঞ্চনা ॥

সত্যের বিজয় আলো জ্বালো
করো সত্য বলে ইবাদত আলো
আমার জোর আরোজ বলো
মেনে নাও হে রব্বানা ॥

কেঁদে বলে খাজা শহীদুল
করো ঈমানদার সংখ্যা বহুল
মিথ্যাচার হোক হুলুসস্থুল
সত্যবাদীর কোরআন প্রচারনা ॥

শহীদুল গীতি-১৪৫

মন বাসনায় তুই গেলিরে মারা
ঈমানহারা ধার্মিক হয়ে লোভ- লালসে হলি সারা ॥

টাকা কড়ি জনবলে
দাপটে বেড়ালি চলে
ন্যায় অন্যায় বিচার ভুলে
হলি অত্যাচারের মূল সেরা ॥

টাকা পয়সা অনেক হলে
বড় লোক তাকে বলে
টাকার জোরে আল্লাহ ভুলে
হলি অহংকারে আত্মহারা ॥

গরিব দুখি আছে যারা
ভয়ে সালাম জানায় তারা
মানবতা নাই মনে পুরা
খাজা শহীদুল দেখছে ধারা ॥

শহীদুল গীতি-১৪৬

যেই ভক্তের কুলে মানে নাই'রে কোনো ভয়
সেই হবে শুদ্ধ মানুষ সকল জনম সুন্দরময় ॥

মন অনুরাগ মনে পুরে
ভজো মুর্শিদ বিশ্বাস ভরে
ধন মান সব ত্যাজ্য করে
রুপ নিহারে মত্তরয় ॥

ত্যাগি ভক্ত হয় যেই জনা
সদা সামনে তার বেহেস্তখানা
নতুন নতুন নগদ পাওনা
মুর্শিদে যে বিলিন হয় ॥

রসুল শাহ্ কয় খাজা শহীদুল
তুমি শুদ্ধ মানবের কুল
তোমার প্রতি খুশি রাসুল
আছে আল্লাহ'র দয়া সব সময় ॥

শহীদুল গীতি-১৪৭

আমার আল্লাহু আল্লাহু আমার আল্লাহু
হও আমার আত্মা বন্ধু মুহুরমুহু ॥

আল্লাহ'কে ডাকলে আমি
ডাকে সাড়া দিও তুমি
করি মুনাজাত হে স্বামি
দয়াল বন্ধু আল্লাহু আল্লাহু ॥

তোমার দান এই জীবন আমার
দাও পুর্ণতা দেহো আত্মার
তুমি অসীম দয়ার সাগর
দয়াল প্রিয় আল্লাহু আল্লাহু ॥

আল্লাহ'কে ডাকে খাজা শহীদুল
আত্মাতে দাও আওয়াজ উল
আমার দয়াল আল্লাহ সম্বল
ডাকি দয়াল আল্লাহ আল্লাহু ॥

শহীদুল গীতি-১৪৮

মানবের প্রাণ রগের চেয়েও কাছে আল্লাহ মহান
নিজ বাণীতে বলছে আল্লাহ খুলে দেখো পাক কোরআন ॥

বিশ্বাসির কাছে আল্লাহ
তবে কারে ডাকো চিল্লা চিল্লা
কাছে রেখে ডাক হাক হল্লা
ধোঁকায় পড়ে হয় হয়রান ॥

নাহনু আয়াত খোলা
কোরআনে বলছে আল্লাহ
কেন পড়ো না আয়াতমালা
হও ডাকে হাকে বলবান ॥

হক বাণী কয় খাজা শহীদুল
চোর পিঠলেও কয় আল্লাহ রাসুল
চোর কি হলো ধার্মিকের কুল
এখন ধর্মে এই প্রমাণ ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪, ৫০:১৬, ৫১:২১

শহীদুল গীতি-১৪৯

চিনো বুঝো মধ্যম সালাত মাখলুকাতে
চিনে আল্লাহ বিশ্বাসি মধ্যম সালাত এই জগতে ॥

মারেফাতে মধ্যম সালাত
আল্লাহ'র সামনে হয় প্রণিপাত
জ্ঞানে বুঝো মধ্যম সালাত
কায়েম করো জ্ঞান তত্ত্বতে ॥

মধ্যম সালাত যাহারে কয়
আহম্মদি কদে সে রয়
মিমে মিমে সজুদ পর্দায়
হেফাজত হয় জ্ঞানেতে ॥

আল্লাহ'র সামনে খাড়া হয়ে
যাও মধ্যম সালাত হেফাজত লয়ে
কোরআন বাণী যাচ্ছে কয়ে
খাজা শহীদুল প্রণিপাতে ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:২৩৮, ৯৬:১৪, ৫৩:৬২

শহীদুল গীতি-১৫০

মুর্শিদ ধরে সালাত শিখো মন যতনে
হবে সালাতে বন্ধুর দিদার বাতুনে ॥

শিখো সালাতুল ওছুলিয়াত
আর আচ্ছামাও কাচ্ছালাত
দেখো চিনো এই সব সালাত
কায়েম করো গোপনে ॥

সালাতে দায়েম চিন
সালাতুল ওস্তা মান
সালাত তত্ত্বে হও জপবান
বুঝো সালাত কুন ফাইয়া কুনে ॥

সালাতুল মাকুছ বুঝে
যাও সালাতুল মিরাজে
আল্লাহ চিনবো রোজে রোজে
খাজা শহীদুল কয় এখানে ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৮:১৭, ৭০:২৩, ২:২৩৮

শহীদুল গীতি-১৫১

মন তুমি ফেকা শিখে হলে বোকা শরিয়তে
পূর্ণ মিল নাই কোরআন ফেকার শাস্ত্র মতে ॥

কিছু হাদিস কিছু কোরআন
আছে কিছু যুক্তি প্রমাণ
ফেকা শাস্ত্র ইহারই নাম
চলছে ফেকা সর্বত্রে ॥

আল্লাহ'র নাজিল কোরআন মতে
যারা নির্দেশ দেয় না ধর্ম করতে
তারাই কাফের দুনিয়াতে
লেখে কোরআন বাণী আয়াতে ॥

চার মাযহাবে ফেকার ধারা
মিল অমিলে চলছে তারা
বুঝো জ্ঞান বিচারে ত্বরা
খাজা শহীদুল হায় হায় পথে ॥

আল কোরআনে দেখুন-১২:৪০, ৫:৪৪

শহীদুল গীতি-১৫২

বানাও সবল আত্মা দেহো ভিতরে
মিথ্যা ছেড়ে সত্য মেনে সত্য কও সর্বস্তরে ॥

দেহো আত্মার সর্বস্তরে
সত্য দাও মালা করে
সত্য বিনা কেউ বুঝো নারে
এই দুনিয়ার সংসারে ॥

করো সত্য উপায় ভাই সকলে
প্রেম ঢেলে দাও সমাজ মুলে
আসুক স্বর্গ ধরা তলে
হোক মানব শান্তি চিরতরে ॥

সকল কর্মে সত্য জাগাও
মিথ্যার দলে সত্য পৌঁছাও
মানুষ মানুষে প্রেম জাগাও
খাজা শহিদুল কয় সর্বস্তরে ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:৪২

শহীদুল গীতি-১৫৩

বিজয়ী বেশে গাও সত্যের শুদ্ধ জয়
হও আল্লাহ'তে অটুট বিশ্বাসি শুদ্ধময় ॥

হও বিশ্বাসি শুদ্ধ মুমিন
সত্য ধর্মের হও আবেদিন
বিশ্বাসে হও দৃঢ় কামেলিন
গাও আল্লাহ সত্যময় ॥

সত্য রঙ্গে আত্মা রাঙ্গাও
তাজা ধর্ম ইসলাম জাগাও
ইবাদতে বিশ্বাসে যাও
রাখো সামনে আল্লাহ দয়াময় ॥

দর্শন বিশ্বাস সত্য ইসলাম
হও সত্যতে মহা বলিয়ান
বিশ্বাসে গাও সত্য নাম
খাজা শহীদুল গাই সত্য জয় ॥

শহীদুল গীতি-১৫৪

দুই দিনের এক ছেলে দেখো করছে ফকিরি
সাধু গুরু ফকির দরবেশ অলি খেতাব নাম তারি ॥

ছেলের নাই পিতামাতা
কয় বারো বছরের আগাম কথা
ছেলের নাই পদ মাথা
কথা কইতে মুখ হয় তারি ॥

ছেলের আয়ু তিন দিনের হয়
ছয় মাসে মরে জন্মায়
খাদ্য-খানা কিছু তার নাই
ডাকলে ছেলে যায় মরি ॥

পরনে নাই তাই নেংটা ছেলে
কোচার বাহার পকেট ঝোলে
খাজা শহীদুল ভেদ না জানলে
সে পাবে না ফকিরি ॥

শহীদুল গীতি-১৫৫

আমি কখন যেনো চলে যাবো কবরে
তবুও আমার বাড়ী আমার গাড়ী ভাবছি অন্তরে ॥

কবরে কে সঙ্গে যাবে?
ভাবছো না মন ত্বরা ভাবে
শুধু আমার আমার রবে
লোভ-লালসে মন ভরে ॥

শিশুকাল গেছে দোলনায় ঝুলে
যৌবন কাটালাম সুখ মাতালে
ছিলো বহু অনাচার তার মূলে
দর্প দাপট অহংকারে ॥

হুবড়ে পড়ে রাস্তায় হাটি
তবুও মনে লোভের ঘাঁটি
পরবো কখন কাফন পটি
খাজা শহীদুল ভাবে না'রে ॥

শহীদুল গীতি-১৫৬

বেলায়েতের দলিল দেখে করো ফকিরি
ফকিরির শুদ্ধ দলিল বেলায়েত দর্শন তারি ॥

বেলায়েতের হক বিচারে
তত্ত্ব করো আত্মা তারে
সেথা বেশি কম ধরা পড়ে
লয় নিক্তি মাপে ওজন করি ॥

হলো যার বেলায়েত জারী
পেলো শুদ্ধ আত্মার সে ফকিরি
হিসাব অংক পাকা তারি
সে ঘৃণা করে ধোঁকাদারী ॥

আচলা গুদড়ী ছেড়া তেনা
এই সব বেশ ফকিরি না
ফকির হলো সত্যের সেনা
খাজা শহীদুল রয় ভাবে মরি ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:২৭৩

শহীদুল গীতি-১৫৭

চার হরফে শব্দ গঠন হলো ফকিরি
হয়ে অনুমান ছেড়ে বর্তমান করো না বাকচাতুরী ॥

ফকির মানুষ তাহারে কয়
আল্লাহ'র সাথে তার পরিচয়
হয় ফায়েজ রাসুল তার আত্মাময়
সে বুঝে না ধোঁকাদারী ॥

বুঝো জ্ঞানে ফকিরি কর
বেলায়েতে তত্ত্ব পড়
বিশ্বাস রাখো মনে দৃঢ়
হয়ো'না ভানে ভাবে ফকিরি ॥

ফে'তে করো ফাকা কুশিদম
ক্বাফ'তে ফেল কেনায়েত কদম
ইয়াতে এড়ি ইয়ারী মন
খাজা শহীদুল কয় রেয়াজত রেজারী ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:২৭৩

শহীদুল গীতি-১৫৮

রুপের বাতি নিভে আছে মানবের মনে
বিনা তেলে জ্বলে বাতি আত্মার শুদ্ধ সাধনে ॥

অজান দেশে অন্ধপুরে
রুপ থাকে তার ভিতরে
অনুরাগ আদর ভরে
লক্ষ্য নজর দাও সেখানে ॥

যার জন্য ব্যাকুল এই মন
সাথেই থাকে সে সারাক্ষণ
দলে মিশে রুপ অনুক্ষণ
ধরা দেয় না সাধন বিনে ॥

রুপ বাতি যে জানতে চাও
শুদ্ধভাব মনে জাগাও
জ্ঞান লক্ষ্য চোখে তাকাও
খাজা শহীদুল কয় বচনে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪, ২৪: ৩৫

শহীদুল গীতি-১৫৯

জেনে শুনে বইছি আমি পাপের তরি
লোভ-লালসে দিবানিশি কত পাপ কামায় করি ॥

লোভেরা এমন আমার
অন্তরে নাই পাপের ডর
মোহ-মায়ায় কই আমার আমার
পরকালকে নাহি ডরি ॥

হলো দন্ত পড়ে মুখ বেআড়া
চলি পথে হুবড়ে পড়া
তবু লোভের তাড়াহুড়া
যাবো কখন দুনিয়া ছাড়ী॥

কর্ম ফলের বিচার ভুলে
হারা হলাম সত্য কুলে
হায় হায় ভাবনা চোখের জলে
খাজা শহীদুল কয় লাজে মরি ॥

শহীদুল গীতি-১৬০

ভক্তি প্রেমে গুরু থাকে অভক্তিতে থাকে না
ভক্তি রাখো গুরু জনে গুরু ভক্তি ভুলো না ॥

আউয়াল আখের সর্বকালে
গুরু সম্বল কর্ম ফলে
গুরু বিনা কেউ পারের কুলে
মন তোমায় নিবে না ॥

গুরু পরম পরশ মনি
হয় ভক্ত জনের চক্ষু দানি
অনুরাগি ভক্ত যিনি
গুরু রঙ্গে রাঙ্গা আপনা ॥

গুরু আশেকি মন হলে
গুরু বিশ্বাসে সদায় চলে
পায় আল্লাহ রাসুল নিকট কুলে
খাজা শহীদুল গুরু ভুলে না ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৭:৭১, ১৮:১৭

শহীদুল গীতি-১৬১

ছেড়ে দে মন পাপের খেলা
দিনে দিনে আয়ু ফুরালো ডুবলো মোর আপন বেলা ॥

মত্ত রয়ে মায়ার বসে
দিন গেলো তোর রঙ্গরসে
কালের সমন সামনে হাসে
যাবি কখন একলা ॥

স্ত্রী পুত্র আছে যারা
কেউ যাবে না সঙ্গে তারা
ভাই বন্ধু সুজন যারা
কেউ যাবে না হিসাব বেলা ॥

লোভ-লালসার পাপ আচার
সময় থাকতে ভুলো এবার
আয়ু ফুরালে হবে অন্ধকার
কয় খাজা শহীদুল্লাহ।

শহীদুল গীতি-১৬২

মন তুমি ভিক্ষুকের মতো শিখলে কলেমা'র গাওয়ায়
না চিনে সুরাত পড়ো লাইলাহা ইল্লাল্লাহ সদায় ॥

ভিক্ষার স্থলে ভিক্ষুকগণে
পড়ে কলেমা রাতে দিনে
তবু কাঙ্গাল সর্বক্ষণে
ভাত জোটেনা দুবেলায় ॥

কলেমা নাম আছে যখন
নিশ্চিত সুরাত আছে তখন
হও রূপ দেখে কলেমার মিলন
হবে কলেমার শুদ্ধ গাই ॥

খাজা শহীদুল বলে মন'রে
জপলে কলেমা জীবন ভরে
কলেমার রূপ নাই অন্তরে
হলো জপা ভিক্ষুকেরই প্রায় ॥

শহীদুল গীতি-১৬৩

না বুঝিয়া প্রেমের খেলা খেলিস না'রে মন
সত্য প্রেমের শুদ্ধ সাধক সেই বুঝে প্রেমের চলন ॥

যার আত্মায় হয় প্রেম সাধনা
সে মহা ধনি জ্ঞান সুজনা
প্রেম ছাড়া সে বুঝতে চায় না
প্রেম বাতাসে রাখে মন ॥

প্রেমিক ছিল মজনু লাইলা
দুই আত্মায় এক প্রেম খেয়ালা
শত ব্যথ্যায় প্রেম মাতোয়ালা
দুই জনার এক প্রেম মরণ ॥

শুদ্ধ প্রেমের প্রেমিক যারা হয়
ব্যথার মাঝেও প্রেম গড়ে যায়
তাপ জ্বালা নাই মরণের ভয়
প্রেমের সোহাগ দেহো জীবন ॥

খাজা শহীদুল প্রেম ভক্ত মন
প্রেম কথায় তার নাচন কুদন
অন্তর নয় তার প্রেম রাগ চন্দন
নকল প্রেম তার অঙ্গ ভুষণ ॥

শহীদুল গীতি-১৬৪

ইসলাম ধর্মের নামে চলছে জলসা মাহফিল কত
মাইক ফাঁটা আওয়াজ দিয়ে ধর্ম কথা কয় অবিরত ॥

সপ্তাহ মাস বছর ধরে
কি লাভ হলো জলসা করে ?
কু-আচার চলছে বেড়ে
ধর্ম করেও অশান্তি শত ॥

চোখে দেখা সত্য কথা
ধর্মের মাঝেও হিংসা পাতা
নছিয়ত ফতোয়ার কথা
মানছে না কেউ ধর্মে অত ॥

রসুল শাহ কয় খাজা শহীদুল
আত্মা চিনা ধর্মে হয় মুল
বুঝো কথার ভেদ তত্ত্ব উল
থাকো আত্ম চিন্তায় অবিরত ॥

শহীদুল গীতি-১৬৫

আমার দয়াল বন্ধু আছে যেখানে
দেখবো তারে কোন সাধনে কেমনে ॥

পাতি স্বরি কোমল মুলে
রুপ জ্যোতি ঝলক খেলে
হলে আশেক কোমল দলে
রতির জ্যোতি রয় ক্ষণে ॥

মহল মতি পর্দা আড়ে
তীক্ষ্ম তোফান বয় জোরে
সেই তোফানের উর্ধ্ব আড়ে
আছে আমার দয়াল গোপনে ॥

এতো কাছে সেরুপ আপন
পেলাম না তার রুপ দর্শন
খাজা শহীদুলের অন্ধ নয়ন
ভুল হলো তার মুল সাধনে ॥

শহীদুল গীতি-১৬৬

না জানলে মারেফাত সে আল্লাহ চিনবে না
মারেফাত হয় ধর্ম মূল চতুর জ্ঞানির আছে জানা ॥

শিখো তরিকত হকিকত
আর বুঝো তত্ত্ব জ্ঞান মারেফাত
হয়ে মুর্শিদের অনুগত
মারেফাতে হও সেয়ানা ॥

ভাব আত্মা যার মুর্শিদ সম্বল
তার মাঝে রয় আল্লাহ রাসুল
ওয়াহেদানিয়াত শেষ সম্বল
ইবাদতের শেষ ঠিকানা ॥

মারেফাত জ্ঞান না থাকিলে
হবে তলা ফাসা তপ বিফলে
আল্লাহ রাখবে ধোঁকার গোলে
রসুল শাহ'র বাণী শহীদুল কয় ॥

আল কোরআনে দেখুন-৫:৪৮

শহীদুল গীতি-১৬৭

আউয়ালের আদি তত্ত্ব করো নিরুপন
আল্লাহ একা আউয়ালে আপন ॥

আল্লাহ মহান শক্তি বলে
সর্ব সৃষ্টির আকার দিলে
আল্লাহ'র ভেদ মানুষে মিলে
খুঁজলে দেহো আত্মা বরণ ॥

আপন আপন ধড় মঞ্জিলে
খুঁজো অতীব যত্ন হালে
নানান রঙ্গের ঘর উজলে
দিব্য দেখায় হও মগন ॥

আকার দর্শন নিয়েত কর
মুর্শিদ আমল কষে ধর
মন আর্শিতে প্রেম পারাপুর
খাজা শহীদুল কয় বচন ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪,৫১:২১, ৫০:১৬

শহীদুল গীতি-১৬৮

আল হামদুলিল্লাহ আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ
চিরস্থায়ী প্রশংসা বিশ্ব শক্তি হে আল্লাহ ॥

গুপ্ত ব্যক্ত আদি অন্তে
অশিম শোকর লও দিগন্তে
অশিম যিকির গ্রহণান্তে
দয়াময় হও হে আল্লাহ ॥

অশিম অশিম পবিত্রতা
জানায় তোমায় হে বিধাতা
হোক তোমার আসন মনে পাতা
গাই অশিম যিকির হে আল্লাহ ॥

সর্ব স্থানে আর সর্ব সময়
দয়া দানো হে দয়াময়
খাজা শহীদুল তোমার দয়ায়
চলতে চায় হে মহান আল্লাহ ॥

শহীদুল গীতি-১৬৯

সহজ মানুষ ভজন শিখরে মন এই ভবে
মানুষ ভজলে মন-অন্তরে দিব্য চক্ষু উদয় হবে ॥

মানুষ রুপে গুরু দয়াময়
জীব মানবে সাধন শিখায়
বিশ্বাসির বিশ্বাসে সদায়
এই তত্ত্ব জ্ঞান জেগে রবে ॥

মানুষ গুরুর যত্ন করে
চিনো আল্লাহ ভেদ বিচারে
প্রেম আদবে ভক্তি ভরে
মানো গুরু সু-স্বভাবে ॥

মানুষ গুরু না ভজিলে
জনম যাবে ফল বিফলে
গুরু সামান্য নয় জগত মূলে
খাজা শহীদুল গুরু ভাবে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪৮:১০, ৪:৫৯, ১৮:১৭

শহীদুল গীতি-১৭০

আল্লাহ প্রেমের আশেক হও মন তাড়াতাড়ি
ছাড়ো বিষয় বাসনা টাকা কড়ি ॥

আশেক হলে মাশুক পাবে
হবে মহাশান্তি মহা ভাবে
মানব জনম সফল হবে
রুহু হবে জিন্দা নূরী ॥

বেলা দেখো ফুরায়ে যায়
অবহেলা না করো তাই
মন বানাও আল্লাহ আল্লায়
হবে খুশিতে মত্ত আচারী ॥

আশেক আর মাশুক আশায়
খাজা শহীদুল রয় নিরালায়
আল্লাহ আল্লাহ আত্মাতে গাই
আশেকে গাই আল্লাহ বারী ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪

শহীদুল গীতি-১৭১

আল্লাহ তোমায় চিনবো আমি কেমনে?
নিজের কাছে বন জঙ্গলে খুঁজি মনের সন্ধানে ॥

আমার মাঝে খুঁজে ফিরি
চিনা দাও হে দয়াল বারী
ভিতর বাহির নড়ানড়ি
পাই না দেখা চোখ দর্শনে ॥

আল্লাহ আল্লাহ আওয়াজ সুরে
ডাকতে থাকি মন যিকিরে
আওয়াজ করে কে দেহো ভিতরে
দেখা দেয় না মন নয়নে ॥

যেদিকে তাকাই আমি
তোমার শক্তি দিবা জামি
না দেখে ডাকি আমি
খাজা শহীদুল অন্ধ মনে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪

শহীদুল গীতি-১৭২

মুর্শিদ গো আমি অভাগা অধম
দয়া করো দয়াল মুর্শিদ কদমে কদম ॥

রোজ হাশরের মহাদিনে
তরাইও মুর্শিদ দয়াগুণে
মহাতোফান মহাক্ষণে
দিবো তোমার দোহাই দমে দম ॥

মহামহান তুমি মান্যময়
দিও চরণ সেই অসময়
ভুল আছে এই অভাগা'য়
আমার সঙ্গে দাও দয়া দম ॥

খাজা শহীদুল অতি বিনয় করে
ডাকে মুর্শিদ জান তোমারে
তরাইও দয়াল মহাবিচারে
আমি তো অতি নরাধম ॥

শহীদুল গীতি-১৭৩

ভবো বন্ধন এড়াইতে হলামরে হয়রান
বিচার বিষে ভাবনা ঘেরা সর্বক্ষণ ॥

বিষয় মোহে মন বেয়াড়া
পাপের জালে আছি ঘেরা
চিন্তায় হলো মন জরা জরা
কখন আসবে মৃত্যু সমন ॥

ভ্রান্ত মায়ার বাজে কাজে
আয়ু গেলো দাপট সাজে
হলাম বুড়ো দুর্বল কাজে
চোখে রোজ হাশর স্বপন ॥

খাজা শহীদুল ভাবছে বসে
এলোমেলো সব ভয় তরাশে
কি হবে তার শেষ নিকাশে
ভাবনায় কাঁপে আপন মন ॥

শহীদুল গীতি-১৭৪

আমি সালাম ভক্তি জানায় সব নবী রাসুলগণে
জানায় সালাম ভক্তি অলি আল্লাহ'র স্মরণে ॥

নবী রাসুলগণের ফসল
অলি-আল্লাহ'গণ তার ফলাফল
তাদের চরণে মন ভক্তি ফুল
আমার জীবন মরণে ॥

হে দয়াল নবী রাসুলগণ
আমায় দয়া দিতে হও মগন
দয়ার দয়াল অলিগণ
দয়ায় ভাসাও সর্বক্ষণে ॥

দয়ার দয়াল নবী রাসুলগণ
খাজা শহীদুলকে দয়া যতন
সকল আউলিয়া পীর বুজুর্গান
স্মরণ রাখে ধ্যানে জ্ঞানে ॥

শহীদুল গীতি-১৭৫

আছেন আল্লাহ সত্য আমার রুহ্-অন্তরে
এই বিশ্বাস আল্লাহ আমায় দিলেন আত্মান্তরে ॥

আমার সাথে থেকে আল্লাহ
আমার কর্ম দেখেন নিরালা
আমার কথা শোনেন আল্লাহ
আবার দয়া দেন সর্বস্তরে ॥

মুখের কথা আল্লাহ বলায়
কর্নে শ্রবণ আল্লাহ শোনায়
আল্লাহ'র আদেশে হাত কর্ম হয়
পায়ে চলায় দুর দুরান্তরে ॥

আমার অন্তরে গোপন হয়ে
সকল কর্ম লয় করায়ে
বাস্তব দেখছি কর্মময়ে
খাজা শহীদুল অংক করে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪, ৫১:২১, ৫০:১৬

শহীদুল গীতি-১৭৬

কলির ঘোর আচারে পড়ে একি দয়াময়
ঘোর কলির মিথ্যা দাপট চলছে জগৎময় ॥

কলি হলো অনাচার কাল
মিথ্যা ধোঁকার মহা ভেজাল
বিচার ভুলে হারাম হালাল
যিনাকারী হয় মত্তময় ॥

ঘোর কলিতে জনম লয়ে
সত্য হারা গেলাম হয়ে
অন্তর আহাজারি ময়ে
তরাশে হই ভাবনাময় ॥

অনাচার আর অবিচারে
কলির দাপট চলছে বেড়ে
দয়া মায়া গেছে উড়ে
খাজা শহীদুল চিন্তাতে রয় ॥

শহীদুল গীতি-১৭৭

করো হক সত্য ধর্ম আচার
হবে জিন্দা জীবন জ্যোতি আকার ॥

জিন্দা ইসলাম যার বাসনা
সে করো সত্যের উপাসনা
হবে ধন্য জীবনখানা
নূর-জ্যোতিময় একাকার ॥

মনে রেখে অনাচার ভরা
অঙ্গে ধার্মিক লেবাছ পরা
এই ধার্মিক সত্য হারা
মনে করো সুবিচার? ॥

ধর্ম হলো তাজা জ্যোতি
সত্য আশেকের দর্শন নীতি
হক ঈমানে চলন গতি
খাজা শহীদুল কয় বারবার ॥

শহীদুল গীতি-১৭৮

এখন ভেবে মন করবি কি আর
বুড়ো ধাপে দাঁড়িয়ে তুমি আহাজারিতে হাহাকার ॥

সময় গেলো গোলেমালে
ভাবছো বসে পাকা চুলে
মুখের দন্ত গেলো চলে
দেখছো চোখে ঘোর আঁধার ॥

ন্যায় অন্যায় বিচার ভুলে
চলেছো দাপট বলে
সে দাপট কারে দিলে?
ভাবো এখন মন আমার ॥

ভাবলি না আল্লাহ রাসুল
বুড়ো কালে ভয়ে মশগুল
জড়ো মনে ভাবে শহীদুল
সামনে বড়ো ঘোর আঁধার ॥

শহীদুল গীতি-১৭৯

দেহো ধর্ম আত্মা ধর্ম সহজ বুঝে হও মগন
দেহের হিসাব না বুঝিলে জ্ঞানে তুমি রুগ্ন ॥

নিজ দেহের অংক কর
হও গুণ বিয়োগ ভাগে দড়
তাতে খাস ইবাদত হবে বড়
সরল পথের সু-চিনন ॥

আত্মার অংক আপন ঘরে
সেথা জগত রুহানী থরে থরে
আছে বেলায়েত জ্যোতি ধরে
আল্লাহ'র গুণ শক্তি স্মরন ॥

আল্লাহ চিনতে যার বাসনা
করো সহজ পথ সাধনা
বুঝো নিজ ঘরে ইবাদতখানা
খাজা শহীদুল কয় বচন ॥

আল কোরআনে দেখুন-৩০:৩০, ৯১:৯, ৮৭:১৪

শহীদুল গীতি-১৮০

নফসে আম্মারা দমন ছাড়া তার আল্লাহ দর্শন হবে না
আল্লাহ চিনতে আম্মারা শক্র সত্য সুপথ পাবে না ॥

শুনা কথায় নাচো আল্লাহ বলে
আল্লাহ কোথায় তারে কি দেখিলে?
নিশ্চিন্তায় শুনে ঘুমালে
দর্শন আশা করলে না ॥

ধোঁকায় পড়ে নিরাকারে
অন্ধ বিশ্বাস অন্তর ভরে
শোনা ফাপড় বড়ো করে
বাস্তব বিশ্বাস আনলে না?

বর্তমান ছেড়ে অনুমান
শুনা কথায় মনের প্রমাণ
নাই জ্ঞান নয়নের দর্শন
খাজা শহীদুল করে ভাবনা ॥

আল কোরআনে দেখুন-৫৭:৩, ৮:২৪, ১২:৫৩

শহীদুল গীতি-১৮১

টাকা তুমি বড়ো বীর বাহাদুর
তোমায় পেতে বিশ্ব পাগল টাকা প্রাণের সুমধুর ॥

প্রাতে সন্ধ্যায় দিন রজনী
টাকার জন্য পাগলিনী
তুমি টাকা এমন গুণি
সব মানব গাই তোমার সুর ॥

টাকা যারে দিলে ধরা
দাপট বল তার বুকে ভরা
হয় আনন্দে আত্মহারা
মুচকি হাসি মনে ভরপুর ॥

টাকা ধরার বুদ্ধি লয়ে
চলে মানুষ রাস্তা বেয়ে
শত গন্ডগোল তোমায় লয়ে
কারো কাছে হও অনেক দুর ॥

টাকা তুমি যার হও সহায়
তোমার গুণে সে মানি হয়
সবাই পাগল টাকার চিন্তায়
খাজা শহীদুল ভাবনাপুর ॥

শহীদুল গীতি-১৮২

নবীর তরিক মান্য করে হও মুসলমান
দিয়ে দেহো আত্মা ধনদৌলত পাক করো মন ঈমান ॥

নিজকে নিজে করতে শাসন
ধরো পীর মুর্শিদের দামন
বিশ্বাস করো মনে যতন
ইবাদতে রইবে ঈমান ॥

মুরিদ হলে পীরের হাতে
হয় আল্লাহ খুশি সাথে সাথে
বুঝো শক্তি নবীর তরিকতে
করো ভ্রান্ত ভ্রম অবসান ॥

মুর্শিদময়ে দ্বিন দয়াময়
মুক্তির পথ মানবে বিলায়
মুর্শিদ চরণ প্রাণ প্রিয়তায়
খাজা শহীদুল কয় বচন ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৮:১৭, ৪৮:১০

শহীদুল গীতি-১৮৩

মন তুমি বাঁকির ধর্ম আর করো না
ইসলাম হলো তাজা ধর্ম নগদে লেনাদেনা ॥

ধর্ম ধোঁকায় যে পড়েছে
নগদ রুপ সে ভুলে গেছে
বাকিতে চূবানি খাচ্ছে
নাই বিশ্বাস শান্তি শান্তনা ॥

আমল হক যার বিশ্বাসে
তাজা ইসলাম সেই পোষে
নগদ রুপ তার চোখে আসে
নয়ন তাজা রুপের দেখ'না ॥

মন অন্ধ বিশ্বাস দুরে তাড়ো
অন্তরে হও বিশ্বাস দড়ো
ভান ভঙ্গির স্বভাব ছাড়ো
খাজা শহীদুল করে আনাগোনা ॥

শহীদুল গীতি-১৮৪

মানো আল্লাহ'কে আল্লাহ মেনে সব দিয়ে দাও
আল্লাহ'র দান দেহো আত্মা এইখানে বুঝে লও ॥

জেনে বুঝে দেখে শুনে
আল্লাহ'কে রাখো চিনে
আছে স্বীয় তন ভুবনে
কোলের কাছে হাত বাড়াও ॥

দেহ আত্মা মান সম্মান
ধনদৌলত বড় মিয়া নাম
এই সকল আল্লাহ'রই দান
চিন্তা জ্ঞানে বুঝে নাও ॥

পীর-মুর্শিদের স্মরণ করে
লও জ্ঞান কৌশল শিক্ষা করে
খাজা শহীদুল কয় হুশ ভরে
ধর্ম অংকে পাকা হও ॥

তৃতীয় খন্ড শেষ

শহীদুল গীতি-১৮৫

হে আল্লাহ আমায় করো তোমার প্রেমে মত্ত মাতাল
তোমার দয়ায় সকলি হয় আমি তোমার দয়ার কাঙ্গাল ॥

তুমি জ্ঞান দিলে আমার দ্বিলে
পাবো তোমায় ধ্যান নিরলে
গাইবো আল্লাহু আশেক বলে
দেহো আত্মা হবে উজ্জ্বল ॥

দয়াল তুমি করুণাময়
নাই সীমা তোমার দয়ায়
তুমি সব পারো দয়ার ইচ্ছায়
হে বরকতময় মহান দয়াল ॥

তোমার সু-প্রেম আমার আত্মায়
দাও বুনে হক করুণায়
থাকি আল্লাহ প্রেম পাওয়ার আশায়
খাজা শহীদুল করুণার কাঙ্গাল ॥

চতুর্থ খন্ড শুরু

শহীদুল গীতি-১৮৬

হে আল্লাহ তুমি চিরো সত্য সুমহান মান্য মানে
আমি চিরো প্রশংসা গাই তোমার স্মরণে ॥

আমার যত পাপ ত্রুটি
ধুঁয়ে মুছে করো খাঁটি
দয়ার পোশাক দাও পরিপাটি
দেহো আত্মার ভুবনে ॥

দেহো আত্মা সবই তোমার
তুমিই তাতে শক্তি আধার
আমার বলতে কি আছে আমার ?
তুমি অন্তর্যামি আমার মনে ॥

বিনয় বিনীত খাজা শহীদুল
প্রার্থনা গাই অবিরল
হও সর্বকালে দয়ার সম্বল
রেখো দয়ার স্মরণে ॥

শহীদুল গীতি-১৮৭

আমি আল্লাহ প্রেমের শরাব খেয়েছি
আল্লাহ'র পথে ফুটা ফুলের সুগন্ধ মেখেছি ॥

আল্লাহ'র পথে স্বর্গপুরে
আমার মুর্শিদ বসত করে
হাতছানি দেয় আমায় বারে
আমি মুর্শিদ পানে ছুটছি ॥

চাই আল্লাহ তোমার হয়ে
প্রেম পিয়ালায় শরাব খেয়ে
শরাব খেয়ে মত্ত হয়ে
নিরব প্রেমে তোমায় ডাকছি ॥

প্রেম শরাবের জ্যোতি নূরে
রাখো আমায় সদায় ঘিরে
তোমার আরশে সর্বস্তরে
খাজা শহীদুল হবে প্রেম শরাবী ॥

শহীদুল গীতি-১৮৮

এলো আল্লাহ'র পথ বেয়ে আমার মুর্শিদ দয়ালজি
সেই পথে গোলাপ গন্ধ সদায় রয়েছে সাজি ॥

ফুল সুগন্ধ সরোবরে
কয় পাক আল্লাহু বারে বারে
তুমি আমি আশেক ভরে
আছে নয়ন কোণে রূপ সাজি ॥

এনেছি ঈমান আল্লাহ'র পথে
দিই ভক্তি চুমা আদব তাতে
মুর্শিদ মুর্শিদ সন্ধ্যা প্রাতে
রূপ নজরে ডাকতে রাজি ॥

আমার ভয় নাই চলার পথে
মুর্শিদ গন্ধ সর্ব গা'তে
খাজা শহীদুল দিবা রাতে
মুর্শিদ প্রেমে মত্ত মর্জি ॥

শহীদুল গীতি-১৮৯

ভক্তি আদব সঙ্গে রাখো মন যতনে
ভক্তি দিলে মুক্তি মিলে বলে সাধু সুজনে ॥

ভক্তি আদব যার পাকা
মহাভাব তার আত্মায় আঁকা
হবে সর্ব কাজে জয় মাখা
মুর্শিদের দয়ার গুণে ॥

প্রেমিক নয় যে পীর সুরাতে
সে পাবে না দয়া দয়াল হতে
বুঝো কথার ভেদ শুদ্ধ মতে
হিসাব গুণো মনে মনে ॥

পীর সুরাতে আশেক যারা
দয়ার পোশাক পরলো তারা
হলো ভবো পারের ভাবনা হারা
খাজা শহীদুল তাই জানে ॥

শহীদুল গীতি-১৯০

মনের ওজন এক না হলে প্রেম করো না
প্রেম হলো সুপবিত্র আবার প্রেমে আছে গোনা ॥

সংসার সজ্জার প্রেম হলে
তাতে ভাংগা গড়া চিরকালে
সংসার প্রেমে কষ্ট মিলে
সুখ দুখের চলন চলনা ॥

শুদ্ধ মুরশিদ প্রেম হলে
রয় মহাশান্তি চিরো কালে
তরতাজা প্রেম সর্বহালে
ঝড় তোফানেও ভাঙ্গে না ॥

মুর্শিদ প্রেমে প্রেমিক যারা
সর্বকালেই জিন্দা তারা
তারা বুঝে না চাতুরীর ধারা
খাজা শহীদুল কয় বচনখানা॥

শহীদুল গীতি-১৯১

আশেকের গোপন ভেদ গোপনে গোপন
নিজ রুপের জ্যোতি-আলোকে নিজেকে করে দর্শন ॥

আশেকে মিলন করে
নিজ সুরাত দর্পনে ধরে
একই রুপ দুই আকারে
করে প্রেমে আলাপন ॥

মুর্শিদের দয়া গুণে
হয় বেলায়েত রুপ নয়নে
গুপ্ত ব্যক্ত ক্ষণে ক্ষণে
ঝলক দিয়ে ভরে মন ॥

রসুল শাহ কয় গুপ্ত বাণী
খাজা শহীদুল বুঝো এক্ষনি
নিজ সুরাতে নূর নূরানী
দুই আকারে এক বরন ॥

শহীদুল গীতি-১৯২

ওরে আমার মন আমি কি বলবো তোরে
বুঝলি না বুঝ অবুঝ হলি এই সংসারে ॥

দেহো মাঝে বসত আত্মার
দেখতে পায় না তাহার আকার
ভাবনা ঘোরে মন অন্তর
রইলি লোভ-লালসের ঘোর আঁধারে ॥

চিনতে পারলে বসতখানা
আকার চিনে কসতাম কসনা
ঘুচাতাম লালস বেহায়াপনা
সাজা দিতাম ভালো করে ॥

দেহো চলন চলাচলে
দেহো অঙ্গ হুকুম বলে
তোর দোষে মন গোলেমালে
খাজা শহীদুল ভাবনা ঘোরে ॥

শহীদুল গীতি-১৯৩

দয়াল আমার মুর্শিদ দয়াময়
দয়া করো হে দরদী পারের বন্ধু মহানময় ॥

মুরিদের পারের সহায়
মুর্শিদ বিনা আর কেহ নাই
হও মুর্শিদ পারের সহায়
কাঁদছি বসে পার ঘাটায় ॥

রোজ হাসরের বিচার দিনে
তোমার ছবি দিও নয়নে
এই প্রার্থনা তোমার চরণে
রাখি মুর্শিদ দয়াময় ॥

খাজা শহীদুল ভয় তরাশে
রাখো দয়া তোমার ভক্ত দাসে
মুর্শিদ বিনা এই বিদেশে
আমার যে আর কেহ নাই ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৮:১৭, ১৭:৭১

শহীদুল গীতি-১৯৪

কামেল গুরুর মুখের আদেশ-রূহু তারে কয়
ভক্তের জন্য ফরজ আদেশ জানিবে নিশ্চয় ॥

মহাজ্ঞানি রুপে আল্লাহ
জ্ঞান কথা বলেছেন আল্লাহ
দিব্য জ্ঞানির কালবে আল্লাহ
যাহা বলেন তাহাই হয় ॥

এই মানুষের সুরাত যেমন
হয় কথার রুপও তেমন
আকারে নিরাকার কথন
কথা রুপ হয় বিশ্বময় ॥

দেহো মাঝে যে আত্মা আছে
কথার সাজ সেজে রয়েছে
কথা ফুরালে সবই মিছে
দেহো যায় কবরখানায় ॥

সু-কথায় আছে আল্লাহ
জ্ঞানির জ্ঞানে বিশ্বাস মাখা
রসুল শাহ কয় শহীদুল্লাহ
তোমার আমার আলাপ হয় ॥

শহীদুল গীতি-১৯৫

আমার ঘরের মাঝে আছে আল্লাহ'র ঘরখানা
বিশ্বাস রাখে জ্ঞানবানে অজ্ঞানে তা বুঝে না ॥

এই দেহের আশেক ঘরে
সেথা আল্লাহ প্রেমাকারে
জ্ঞান ভাবুক চিনতে পারে
করে প্রেম আশেকে লেনাদেনা ॥

প্রেমের বিশ্বাস সাধন কর
স্মরণ ধ্যানে অংক ধর
তাজা আত্মায় হবে খবর
হবে নগদ জ্ঞানে বেচাকেনা ॥

রসুল শাহে'র হক বচনে
খাজা শহীদুল ঈমান আনে
নিজ দেহের রুহু ভুবনে
সন্ধানে করে রুপ সাধনা ॥

শহীদুল গীতি-১৯৬

কামেল বিশ্বাসির সঙ্গে দিদার দেন আল্লাহ্ দয়াময়
বিশ্বাসির মনই আল্লাহর ঘর সত্য বচন মিথ্যা নয় ॥

হলো যেই জন আল্লাহ্ বিশ্বাসি
কাটলো তাহার পাপের রাশি
জ্ঞান মুকট হয় আত্মার হাসি
মন চেতন তার আনন্দময় ॥

রাসুলুল্লাহ'র জ্ঞান মোজেজায়
শুদ্ধ বিশ্বাসির আত্মা সেথায়
রুহু পাক রয় জ্যোতির্ময়
দিদার রূহানী বিভোরময় ॥

শুদ্ধ বিশ্বাসি মানুষ হলে
দিদার তার কাছে কোলে
রসুল শাহে'র দয়া বলে
খাজা শহীদুল তত্ত্ব কয় ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪

শহীদুল গীতি-১৯৭

হজ্জ করো মন হকিকতের তাজা মক্কায়
সত্য রুপে আল্লাহ মজুদ আছে দিব্যময় ॥

মানুষ মক্কার দেল সাগরে
প্রকৃতিময় শুদ্ধপুরে
চিকন নজর যার অন্তরে
হজ্জ করে সে জিন্দা কাবা'য় ॥

মানব মক্কা খাস আল্লাহ'র ঘর
বিশ্বাস হলে হবে দিদার
দুরে যাবে মনের আঁধার
হবে হজ্জ ঈমানদার পুণ্যময় ॥

হজ্জেও আছে সাধন ভজন
মানুষে তার ভেদের গোপন
আদি ঈমাম মিমে চেতন
খাজা শহীদুল দেখে কয় ॥

শহীদুল গীতি-১৯৮

মুর্শিদ দয়ায় যে পেয়েছে দিব্য আঁখি
ধর্ম তত্ত্বে সে বুঝে না ধোঁকা ফাঁকি ॥

রুহানীতে হয় দিব্যময়
শোনা বিশ্বাস মনে না লয়
লেনাদেনা তার দর্শনে হয়
সেই রূপ লয় অন্তরে আঁকি ॥

রূপ দেখার ধর্ম ইয়াকিন
বিশ্বাস জ্ঞানির আত্মায় প্রমাণ
বিশ্বাসি মন হয় বলবান
ধর্ম তত্ত্বে বুঝে না মেকি ॥

মুর্শিদ মান্য জীবন যাহার
সত্য শুদ্ধতার আত্মা আচার
মুর্শিদ ছাড়া সে বুঝে না আর
খাজা শহীদুল কয় না ফাঁকি ॥

শহীদুল গীতি-১৯৯

এই দুনিয়া রুপসি যাদুকর বুড়ি
বুড়ি রুপের মায়ামোহে হলাম মত্তদারী ॥

দুনিয়া কুৎশিত বুড়ি আকার
শোভা আকর্ষণ বেশি তাহার
লোভে মানুষ হয় লোভাচার
যায় আল্লাহ রাসুল ভুলে ছাড়ী ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, অহংকার
এই সকল দুনিয়া আচার
লোভে মানুষ হয় অনাচার
দেহো আত্মায় পাপের বেড়ী ॥

এই দুনিয়ার মায়া ভুলে
চিনো আল্লাহ রাসুল মূলে
নইলে ঠেকা বিচার কালে
খাজা শহীদুল ভাবনায় পড়ি ॥

শহীদুল গীতি-২০০

সোহাগ দলের লোভ জোয়ারে মরণা শখের মরা
জোয়ারের জোর তোফানে হলো কতো সাধু সাধন হারা ॥

আব হায়াতে জ্যোতি জোয়ার
সুজন সাধুর সাধ্য সাঁতার
লক্ষ্য রাখে মুর্শিদ আকার
তাইতো বাঁচে ঝরার মরা ॥

সুজন সাধু সরল যারা
হয় মুর্শিদ স্মরণ নজর ভরা
জোয়ার ধাক্কায় যায় না মারা
হয় অটুট জিন্দা তারা ॥

মুর্শিদ স্মরণ যার চোখে নাই
মারা যাবে জোয়ার ধাক্কায়
হবে পুঁজি ঘাটতি হিসাব বেলায়
খাজা শহীদুল নয় মুর্শিদ হারা ॥

শহীদুল গীতি-২০১

মন তুমি নিজের বিচার নিজে ধর
কতো ভালো কতো মন্দ বিচার অংকে দুই ভাগ কর ॥

কতো করলে পাপ অনাচার
কতো হলো সৎকর্ম তোমার
সাজাও অংক দুই ভাগে তার
কম বেশি ভাগ হলো কার? ॥

পাপের অংক হলে বেশি
করো পূণ্য কাজ রাশি রাশি
পুণ্য অংক বাড়াও বেশি
তখন পাপ হবে অল্পতর ॥

বুদ্ধি থাকলে মগজ মাথায়
করে নিজ কর্মে বিচার সদায়
খাজা শহীদুল বিচার সাজায়
হিসাব অংকে অতি দড় ॥

শহীদুল গীতি-২০২

আকারে করে সৃজন আল্লাহ হলেন নিরাকার
করি ভাবনা কেমনে চিনবো নিরাকারে রুপাকার ॥

নিজ সুরাতে সৃষ্টি করে
দম রুহ দেয় তার ভিতরে
তিনি নিরাকার কি প্রকারে
মনে ধন্দ ঘোর আঁধার ॥

আকার নাই যার এই সংসারে
সৃজন কর্ম কেমনে করে
এই ভাবনা জনম ভরে
ভাবনায় হলো ভাবনা স্বার ॥

খাজা শহীদুল মনে ভাবে
আল্লাহ আকার দেখবো কবে
সেই চিন্তা অন্তরে ভেবে
হলো কম্পজ্বর ভাব আমার ॥

শহীদুল গীতি-২০৩

আদমকে যে গন্ধম খাওয়ায় সেজন আল্লাহ'র কোন জনা হয় ?
জ্যোর্তিময় নূরে আল্লাহ লেখা আছে কালামাল্লাহ'য় ॥

আদম গঠন হয় কোন নূরে
কোন নূরে শয়তান হয়রে
কোন নূরে গন্ধম গড়ে
পাপ পূণ্য কোন নূরে রয় ॥

আদম রূপ হলো কোন জন
কেমনে হলো হাওয়ার গঠন
যে জানো সে বলো সাধুজন
গন্ধম পাপ ছিলো কোথায় ॥

রসুল শাহে'র চরণ ধরে
খাজা শহীদুল বিনয় করে
এত রূপ কে ধরতে পারে?
বলো দয়াল তোমার দয়ায় ॥

শহীদুল গীতি-২০৪

আমার দয়াল রাসুল দয়া করো আমারে
তোমার ছবি চোখে দাও শান্তি পায় এই অন্তরে ॥

আল্লাহ'র দোস্ত রাসুল তুমি
চায় সত্য চরণ পুঁজিতে আমি
সত্য সুপথ দেখাও তুমি
এসো মুর্শিদ রুপ ধরে ॥

সত্য পথে চলতে পারি
এই বাসনা সদা আমারি
দয়াল রাসুল দয়া করি
সত্য দাও মন-অন্তরে ॥

শহীদুল ফকির কেঁদে বলে
চরণ সু-রুপ চোখে দিলে
সর্ব দুঃখ যাবে চলে
সত্য আমায় রবে ঘিরে ॥

শহীদুল গীতি-২০৫

করো মারেফাতে পাক সালাতের উপাসনা
সল্লিয়ুন না চিনিলে সালাত কায়েম হবে না ॥

মারেফাত যে বিশ্বাস করে
ভাগ্যবান সে এই সংসারে
নিজ রুহানীর স্তরে স্তরে
জ্যোতি সালাত হয় দেখো না ॥

রুহু রুহানীর আশেক ভরে
সালাত আকার ঝলক মারে
চিনাল দিয়ে চিনো ত্বরা করে
মনের ভ্রান্ত ভাব রবে না ॥

লবণ জন্মায় যেই পানিতে
গলে যায় আবার তাতে
এমনি ভেদ মারেফাতে
খাজা শহীদুল ভাবে ভাবনা ॥

আল কোরআনে দেখুন-৫:৪৮

শহীদুল গীতি-২০৬

সালামুন আলা মুহাম্মদের সত্য ভক্ত হযরত আলী
উড়ালে সত্যের নিশান আল্লাহু আল্লাহু আকবর বলি ॥

প্রথম ভক্ত খাদিজা বিবি
হলো বিশ্বাস এনে রাসুল সেবি
প্রথম বিশ্বাসির পেল দাবি
আল্লাহ প্রেমে দিলো আত্মবলি ॥

দ্বিতীয় ভক্ত হযরত আলী
জ্ঞান দীক্ষায় হলো তাজা অলী
হলো জয় সত্য তার মুখের বুলি
হলো মারেফাতের বাদশা আলী ॥

সত্যের মহত আলী মহান
ইসলাম ধর্মের সত্য নিশান
তেজস্বী তেজ সত্যের তোফান
খাজা শহীদুল কয় বচন বুলি ॥

শহীদুল গীতি-২০৭

দরিয়ার মতো হও উদার দানশীল দাতা
দেখাও সূর্যের মতো অতি মহান উদারতা ॥

দানশীলতা আত্মা যাহার
বলিষ্ঠ তেজ আত্মায় তাহার
হয় মাটির মতো মন নরম তাহার
যেন শিশু মনের কোমলতা ॥

দাতা আত্মা যার হয়েছে
আল্লাহ'র দয়া সে পেয়েছে
সে থাকবে অতি আল্লাহ'র কাছে
কইবে শুদ্ধ সত্য কথা ॥

কৃপন আত্মা হয় যে জনা
আল্লাহ তারে ভালোবাসে না
তার ইবাদত কৃপন পণা
খাজা শহীদুলের নাই কৃপণতা ॥

শহীদুল গীতি-২০৮

এক মনে গাও সবাই লাইলাহা ইল্লাল্লাহ
নিরাকারে আকার আছে জ্ঞানে বুঝো নিরালা ॥

লাইলাহা নফী করে
ইল্লাল্লাহকে রাখো অন্তরে
বিশ্বাস আনো আত্মাপুরে
ভাবো আত্মা গাই আল্লাহ ॥

এমনি মতো বিশ্বাস এনে
যিকির করো নিরজনে
পাবে আল্লাহ্ আকার বিশ্বাস গুণে
দেখবে আত্মায় উজালা ॥

খাজা শহীদুল অন্তর পুরে
নফী এসবাত যিকির করে
পাকা বিশ্বাস অন্তর ভরে
গাই লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ॥

শহীদুল গীতি-২০৯

আমার দেহো রুহের মালিক হলো আল্লাহ'জি
শেষ বিচারে সর্ব দয়ায় হইও রাজি ॥

সাধন ভজন নাইকো আমার
দয়াল দয়া জীবনের স্বার
তোমার দয়ায় ইবাদত আমার
এই ভরসা মনের পুঁজি ॥

সর্বকালে রহমত চাই
এই আশা মনে সদায়
হে আল্লাহ তুমি দয়াময়
হও দয়ায় দয়ায় দয়ালজি ॥

মিনিট ঘন্টা সপ্তাহ দিনে
মাস বৎসর সর্বক্ষণে
শুভ রেখো জগত জীবনে
খাজা শহীদুল কয় আরজি ॥

শহীদুল গীতি-২১০

মারেফাতে মত্ত থাকো আল্লাহ'জির ধ্যানে
থাকে আল্লাহ'জি মারেফাতে অতি গোপনে ॥

মারেফাতে মানুষ গঠন
আল্লাহ'র কুদরত অতি গোপন
গোপন খুঁজে চিনো আপন
মুর্শিদের আদেশ শুনে ॥

মারেফাতে আল্লাহ খুশি
সুক্ষ জ্ঞান পাই সে রাশি
নিজকে নিজে চিনে বেশি
আত্ম শান্তি এই জীবনে ॥

ওগো মানবগণ বন্ধু ভাই
ধর্মের জীবন মারেফাত হয়
খাজা শহীদুল এই তত্ত্ব কয়
বুঝো সুবিচার চিন্তা জ্ঞানে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৫:৪৮

শহীদুল গীতি-২১১

প্রাণ রগের চেয়েও কাছে আছেন আমার আল্লাহ
পাক বাণীতে বলেছেন তিনি হলেন হক ইলাহ ॥

আত্মা রুপে আত্মায় মিশে
আছে বিশ্বাসির মন আরশে
আত্মা চিনে করো দিশে
পাবে আত্মারূপে হক ইলাহ ॥

নিরাকার নাই আকার সাকার
প্রকাশে তার নিজ আকার
হয় দিব্য জ্ঞানির জ্ঞানে বিচার
তত্ত্ব জ্ঞানি খোঁজে নিরালা ॥

মানবরুপে মানবত্মায়
চিনো গোপনে কোন জনা রয়
তাই সেরা সৃষ্টি এই মানুষ হয়
খাজা শহীদুল ভাবে তত্ত্বতলা ॥

আল কোরআনে দেখুন-৫০:১৬

শহীদুল গীতি-২১২

কলেমার সুরাত দেখে বলো লাইলাহা ইল্লাল্লাহ
কলেমা'র অর্থ হলো সুরাতে এক আল্লাহ ॥

কলেমা'র সুরাত না চিনে
পড়ো কলেমা রাতে দিনে
কলেমার আকার অতি গোপনে
দেখে দিব্য জ্ঞানি কলেমাতুল্লাহ ॥

না চিনে কলেমা আকার
কলেমা পড়া বিফল তাহার
যেমন ভিক্ষায় কলেমা বারবার
পড়ে ভিক্ষুক লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ॥

লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে
বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে
উন্নতি নাই ভিক্ষুকেরে
সত্য কয় খাজা শহীদুল্লাহ ॥

শহীদুল গীতি-২১৩

ওগো দয়াল দয়াময় আমায় আমি চিনতে পারছি না
অজানা এক রুপের ঝলক আমার মাঝে আনাগোনা ॥

হাসে কাঁদে কথা বলে
রয় সুখে দুখে সর্বহালে
ভাল মন্দ দুই মিশালে
কর্ম করে সেই জনা ॥

এমনি মজার আজব কারবার
দেহো মাঝে বসত হয় তার
চিন্তা যাগে মনে বার বার
আমারে সে চিনা দেয় না ॥

চিনতে পারলে অচিনাকে
ধন্য হতাম মহাসুখে
কে চিনাবে আমায় তাকে
খাজা শহীদুল করছে ভাবনা ॥

শহীদুল গীতি-২১৪

মন সত্য সরল সহজ সোজা হও এই ভবে
সত্য সরল না হলে তার মানব জনম বিফল হবে ॥

সহজে হও অতি সরল
মুছে ফেলো মনের গরল
মুখে বলো মুর্শিদ রাসুল
আত্মা ভরো জ্ঞানে সবে ॥

সুপথ সত্য যার বাসনা
পীর-মুর্শিদ করে ভজনা
ভবো পারের ভয় রবে না
হেসে খেলে পারে যাবে ॥

মানব জনম যাহারে কয়
সত্য সরল তার পরিচয়
ভাব ভক্তি বলে সে রয়
খাজা শহীদুল মুর্শিদ ভাবে ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৭:৭১

শহীদুল গীতি-২১৫

মন মানব জনম আর হবে না
মানব জনম শ্রেষ্ঠ জনম বুঝেও কেনো বুঝো না ॥

লোভ-লালসার অনাচারে
মত্ত রইলে এই সংসারে
সামনে মরণ ডাকছে তোরে
মনে কি তোর ভাবনা হয় না ? ॥

মায়া মত্তের গহ্বরে
আয়ু হারালী খুশি ভরে
মেজাজ চড়া সর্বস্তরে
বিচার জ্ঞান আর রইলো না ॥

মানব আকার দেখছে সবাই
ভিতর সত্ত্বা মানব না রয়
নিশ্চিত রবে পশুর দর্জ্জায়
খাজা শহীদুলের ভাবা গুণা ॥

শহীদুল গীতি-২১৬

মন নামাজের রুপ দেখে করো রুকু সেজদা তাড়াতাড়ি
নামাজে হয় আল্লাহ'র দেখা রাসুলের এই বাক্য জারী ॥

নামাজ পড়ো দিবারাতে
দেখা কি হলো আল্লাহ'তে?
মন নামাজি কও সত্যতে?
চোখে দেখে কি নামাজ পড়ি ? ॥

নামাজ হলো চোখের পুতুল
নামাজে হয় চক্ষু শীতল
হলো কি নামাজ শীতল পুতুল
সত্য বলো মন তাড়াতাড়ি ? ॥

রসুল শাহ কয় খাজা শহীদুল
লোক দেখানো নামাজ হয় ভুল
তাতে পাবি না আল্লাহ রাসুল
করবি বিচারকালে আহাজারি ॥

আল কোরআনে দেখুন-১০৭:৪-৬, ৭:৫৫, ১৭:১১০

শহীদুল গীতি-২১৭

সুরাতে আছে আল্লাহ এই ভুবনে
অজ্ঞানি বুঝে না তা দিব্য জ্ঞানি তাই মানে ॥

দিব্য জ্ঞানি চোখে দেখে
জ্ঞান নয়নে দর্শন আঁকে
মন বিশ্বাসে অটুট থাকে
নয়ন রাখে সুরাত ধ্যানে ॥

আল্লাহ দর্শন যার বাসনা
দয়াল মুর্শিদ করো ভজনা
পাবে চোখে নগদ পাওনা
দয়াল মুর্শিদের দয়া গুণে ॥

রসুল শাহে'র পাক চরণে
খাজা শহীদুল রয় ভজনে
তত্ত্ব তলার বিচার জ্ঞানে
বুঝে লয় গোপন মনে ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৮:১৭, ৫০:১৬

শহীদুল গীতি-২১৮

মিরাজের শোভা সুন্দর গুপ্ত ভেদ মন বুঝলি না
মিরাজ কথা মুখের বুলি অন্তর চোখে তার দর্শনা ॥

মহাপ্রেমের মিরাজ মেলা
দুয়ে'তে এক মিলন আলা
রুহানীর ভেদ নিরালা
দিব্য জ্ঞানির কাছে দেখাশুনা ॥

যত আয়াত হল কোরান
তত বার কি মিরাজ প্রমাণ?
জ্ঞানি বোঝে ভেদের বচন
অজ্ঞ অন্ধ তা বুঝে না ॥

মহাপ্রেমের ভুবন মিরাজ
বেলায়েতে গোপন আওয়াজ
আলাপনে দর্শন এক সাজ
খাজা শহীদুল দেখলো না ॥

শহীদুল গীতি-২১৯

গুরু আর আমারে কাঁদাইও না
তোমার রুপের ঝলক আমায় করলো দেওয়ানা ॥

তোমার রুপের ঝলক আলো
আমার মন যে ঝলোমলো
সে আলো কোথায় লুকালো ?
খুঁজে দেখা মিলছে না ॥

দেহ আত্মা ধন সম্পদ নাও
ঐ রূপ আমার নয়নে দাও
আর আমারে নাহী কাঁদাও
দয়া করে হে দয়ালপানা ॥

কেঁদে বেড়ায় খাজা শহীদুল
চায় নয়নে রুপেরই উল
দয়া রুপে হও দয়ামূল
চোখের জল যে আর মানে না ॥

শহীদুল গীতি-২২০

মন তুমি হলে না আল্লাহ বিশ্বাসি মুসলমান
কোরআন পড়ে টাকা নিয়ে হলে তুমি বেঈমান ॥

মন সরল সহজ মানুষ পেয়ে
আরবি আয়াত শোনাও গেয়ে
নানা রকম ফতোয়া দিয়ে
ধোঁকাতে তুমি করলে হয়রান ॥

মন নিজে পড়োনা পড়াও নামাজ
সামনে থাকো ইমামের সাজ
কখন পড়ো তোমার নামাজ
সত্য জবাব দাও এখন ॥

মন গোলেমালে দাও ধর্ম বিধান
শুদ্ধ জ্ঞান নাই হাদিস কোরআন
সুরে ভাজে হও বলবান
খাজা শহীদুল তো অজ্ঞ মন ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১৭৪-১৭৫, ৩৬:২১

শহীদুল গীতি-২২১

আল্লাহ'কে খুশি করতে যে নিজেকে বিকায়
আল্লাহ'র দয়া এই জীবনে নগদ পেয়ে যায় ॥

অনেক মানুষ আল্লাহ'র পথে
বিকায় নিজেকে মুর্শিদের হাতে
আল্লাহ খুশি হয় সাথে সাথে
নগদ শান্তি হয় নিজ আত্মায় ॥

বায়আত-মুরিদ যে হয়ে যায়
আল্লাহ'র খুশি তার কপাল পায়
স্বর্গ-জান্নাত তার পাওনা হয়
আল্লাহ'জির মহাদয়ায় ॥

আল্লাহ'র দয়া সেই জান্নাত
দয়া মানে তার মুহাব্বাত
মুহাব্বাতের একনাম বেহেস্ত
খাজা শহীদুল তাই বুঝায় ॥

শহীদুল গীতি-২২২

আমি ভেবে হলাম দিশেহারা
দেখছি সত্য মিথ্যার স্বভাব ধারা ॥

যে সময় চলে বর্তমান
দেখি মিথ্যার দাপট বলবান
মিথ্যা মিথ্যারে বলে ভাইজান
ভালো কাজ করো সবে তোমরা ॥

দেখি মিথ্যা ছলনা করে
দেখায় সত্য ভাব সর্বস্তরে
আসলে সে সত্য নয়রে
মিথ্যার ছলচাতুরী ধারা ॥

দেখি হারামকে হালাল করে
ভক্ষণ হচ্ছে যুগ যুগ ধরে
মিথ্যার কৌশল বুঝো জ্ঞান চতুরে
খাজা শহীদুল তো ভাবনায় মরা ॥

শহীদুল গীতি-২২৩

আগে তত্ত্ব জ্ঞানে ত্বরা বুঝো নিজ পরিচয়
কোথায় ছিলে কোথায় আছো আবার ফিরে যাবে কোথায় ? ॥

তোমার মাঝে কোন জনা রয় ?
চিনো জানো তার পরিচয়
সুখে দুখের হাসি কান্নায়
চলা বলার কে বল যোগায় ? ॥

নিজ পরিচয় জানে যারা
তত্ত্ব জ্ঞানের সাধক তারা
তাদের ধ্যানে থাকে জ্ঞানের পারা
শুদ্ধ অংকে হয় নির্ণয় ॥

আত্মার তত্ত্ব না জানিলে
তার সাধন ভজন যায় বিফলে
তত্ত্ব কয় খাজা শহীদুলে
বুঝো সাধক বন্ধু ভাই ॥

শহীদুল গীতি-২২৪

মনি পদ্মের মিম মানিক্য সরবরে
সেথা অটলরুপে অচিন মানুষ বাস করে ॥

সেই মানুষকে চিনতে হলে
দাও শরম পোষাক দুরে ফেলে
অনুরাগ যাগাও মন কোমলে
দিবে রুপের ঝলক নয়ন ভরে ॥

হলে জ্ঞান চেতনে দেখা দেখি
কামেল ইনছান দিব্য আঁখি
আল্লাহ'র দয়ায় আশেক রাখি
নয়নে রুপ অংকন করে ॥

মিমে মিমে আদ্য আদি
বুঝে তত্ত্ব আশেক হাদি
মনি মতির শুদ্ধ শুধী
খাজা শহীদুল ভাব চতুরে ॥

শহীদুল গীতি-২২৫

আশেকে আত্মা ভরে যিকির করো মন
যিকিরে আল্লাহ খুশি আত্মার শান্তি সর্বক্ষণ ॥

করো যিকির আশেক ভাবে
আল্লাহ'কে কাছে পাবে
মুধুময় যিকির হবে
আল্লাহ'জি করবে স্মরণ ॥

সাধন সেরা হলো যিকির
কোরআনে ভেদ আছে জাহির
যিকির আত্মার তাজ বিশ্বাসির
হও যিকিরে ফানা বরণ ॥

মরণের আগে মরো
যিকিরে দ্বিল ফানা করো
যিকিরেই সন্ধান তারো
কোরআন আয়াত পাক বচন ॥

বিশ্বাসির যিকির সেরা
এক আল্লাহ যিকির খাড়া
বুঝো ভেদ মুমিন ত্বরা
খাজা শহীদুল কয় বচন ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১৫২, ২৯:৪৫

শহীদুল গীতি-২২৬

মুর্শিদের গুপ্ত ভেদে মন মজালি না
উপর চটকা মারলি শুধু গভীর ডোবায় ডুবলী না ॥

ভেদের জ্যোতি ভেদে আছে
বেড়ায় ঘুরে হাতের কাছে
অবহেলায় ভাবছো মিছে
শুদ্ধ সাধন সাধলি না ॥

ধর্ম তত্ত্ব নাহি জেনে
ধর্ম সাজে এই ভুবনে
মুল হারালি দিনে দিনে
হুশের ঘরে ঠিক রইলি না ॥

কিছু সময় আছে তোমার
মানো মুর্শিদ কশে এবার
রসুল শাহ কয় শহীদুল তোর
মনের ভ্রান্ত ভুলে যা না ॥

শহীদুল গীতি-২২৭

এই মানব জনম আর কি হবে এই ভবে ?
হসনে হারা মানব জনম নিষেধ করি বারে বারে ॥

কুকর্ম আর কু-আচার ভুলে
জ্ঞান সাধক হও জগত মূলে
চিনো আত্মা মানুষ সকলে
মহাশান্তি তো ভবে হবে ॥

সৃষ্টির সেরা মানুষ জগতে
তার তুল্য নাই আল্লাহ'র মতে
বুঝো ত্বরা জ্ঞান লাভে'তে
অবেহলা না করে সবে ॥

অবুঝ হয়ে করলে কু-আচার
বুঝে করো ত্বরা সুবিচার
মানবই মুল জগতে স্বার
ফকির শহীদুল কয় ভেবে ॥

শহীদুল গীতি-২২৮

ভবে বুঝো আল্লাহ্ রহমানের দয়ার মান
হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ দেহো আত্মা আল্লাহ'র দান ॥

আত্মার বাহক দেহো অঙ্গতে
আল্লাহ'র দয়া রহমত তাতে
কম দয়া থাকলে কোন অঙ্গতে
সেই অঙ্গ হয় দুর্বল তখন ॥

বুঝো আল্লাহ'র মহা দয়া
করো শুকরিয়া নত হইয়া
মন খুলে প্রশংসা গাইয়া
মুখে বলো আল্লাহ মহান ॥

খাজা শহীদুল প্রশংসা গায়
আল্লাহ'র দয়া এই দেহো আত্মায়
দয়ায় রেখো চিরদিন আমায়
দয়া করো হে রহমান ॥

শহীদুল গীতি-২২৯

মুর্শিদ গোপনে আর কাঁদবো কত ?
অনেক আশা মনে আমার ব্যথায় হচ্ছে হত ॥

বেঁধে গলায় প্রেমের রশি
টানছো দয়াল দুরে বসি
প্রেম জ্বালায় কাঁদি হাঁসি
আত্মায় ব্যথা শত শত ॥

আল্লাহ তুমি দয়ার খনি
এই বিশ্বাসে তোমায় মানি
তোমার প্রেমে কাঙ্গালিনী
ঝরে নয়ন অবিরত ॥

দয়াল বাবা শাহ রসুল
তুমি আমার সর্বতে মূল
ভিক্ষা চাহে খাজা শহীদুল
চরণ শুধা দাও অমৃত ॥

শহীদুল গীতি-২৩০

জানো মন আহাদ আর আহাম্মদ পরিচয়
আহাদে মিম যোগ হয়ে আকারে আহাম্মদ হয় ॥

আহাদে আসা অন্ধকারে
ছিলেন একা একেস্বরে
মিম হরফ ঝলকে পড়ে
আকার মিম আহাদে রয় ॥

মিমে আহাদ যুক্ত হয়ে
যায় রূপ আহাম্মদ প্রকাশ হয়ে
আহাদ গেলেন মিমে লুকিয়ে
প্রকাশ্যে তো মুহাম্মদ হয় ॥

মহামানুষ মুহাম্মদ অতি
তাতে আহাদে'র হলো বসতি
খাজা শহীদুল ভাবনায় নীতি
আল্লাহ আহাদ তার লীলাখেলায়॥

শহীদুল গীতি-২৩১

মানুষের জীবন চলার পথ হলো কোরআন
জীবন চলাও কোরআন পথে হবে আল্লাহ দয়াবান ॥

ভবিষ্যত অতীত বর্তমান
পূর্ণ আয়াত সারা কোরআন
বিশ্বাসির সুসংবাদ মহান
গড়ো কোরআন মতো এই জীবন ॥

কোরআন বাণি ভক্তি মনে
তার উপরে যে ঈমান আনে
পালন করে কোরআন জ্ঞানে
সেই তো খাঁটি মুসলমান ॥

এক কোরআন যে বিশ্বাস করে
সেই মুক্তি পাবে এই সংসারে
হবে বিশ্বাসি নাম আরশ পরে
খাজা শহীদুল কয় সে পুণ্যবান ॥

আল কোরআনে দেখুন-৫:৪৪, ১২:৪০

শহীদুল গীতি-২৩২

হে আল্লাহ তোমার আরশ মুমিন-বিশ্বাসির অন্তরে
বাস্তব সত্য জ্ঞানের কথা জ্ঞানির জ্ঞান বিচারে ॥

এই মানুষের অন্তর মূলে
তোমার প্রতি বিশ্বাস এলে
তারেই মুমিন মানুষ বলে
বুঝতে পারলাম জ্ঞান বিচারে ॥

বিশ্বাসি মানব আত্মায়
তোমার আরশ পাতে দয়ায়
সেই মানুষকে কি ভাবা যায়?
জ্ঞান দাও দয়াল শুদ্ধ করে ॥

মহা অশিম তুমি মহাময়
তোমার ভেদ বুঝা বড়ো দায়
তুমি যারে বুঝাও দয়ায়
খাজা শহীদুল চিন্তার ঘোরে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪, ৫১:২১, ৫০:১৬

শহীদুল গীতি-২৩৩

আমার গৌরব করার আর তো কিছু নাই
মুর্শিদ রুপে বিশ্বাস করলাম সদা সর্বদায় ॥

দেহো আত্মা কুল গৌরবমান
মুর্শিদ পানে সব শুপে দিলাম
মুর্শিদ রং এর রং মিলালাম
আমার কুল তো মুর্শিদ পরিচয় ॥

ভেবে দেখলাম এই জীবনে
আর কিছু নাই মুর্শিদ বিনে
রোজ হাসরে শেষের দিনে
থাকতে চায় মুর্শিদ দয়ায় ॥

মুর্শিদ ছাড়া আর কিছু নাই
শুধু জানি মুর্শিদ তোমায়
তোমার দয়ায় রাখো আমায়
খাজা শহীদুল আরজ কয় ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৮:১৭, ১৭: ৭১

শহীদুল গীতি-২৩৪

মানুষের হাতের গড়া সেটা তো আল্লাহ'জীর ঘর নয়
আল্লাহ'জির ঘর তাজা সুন্দর ডাকলে সে ঘর কথা কয় ॥

মানব দেহের ঘর আরশে
গোপনে আল্লাহ আছে মিশে
জ্ঞান বিচারে করো দিশে
আল্লাহ'র ঘর তো দালান নয় ? ॥

আল কালবু বায়তুল্লাহ
আল্লাহ'র ঘর দ্বিল বুঝো নিরালা
বলেছেন বাণী পাক রাসুলুল্লাহ
আল্লাহ'র ঘর এই মানুষ হয় ॥

মানুষকে যে ভালোবাসতে থাকে
সে ভালোবাসে হক আল্লাহ'কে
বুঝো গভীর তত্ত্ব আত্মায় এঁকে
খাজা শহীদুল ভেদ তত্ত্ব কয় ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪, ৫১:২১, ৫০:১৬

শহীদুল গীতি-২৩৫

রাসুলের গুপ্ত তালিম শিখো যতনে
গুপ্তের মাঝে আছে ব্যক্ত সেই ব্যক্তও গোপনে ॥

ছিনার ভেদ রাখো ছিনায়
না বিলাও যেথা সেথায়
রাসুল হতে ছিনায় ছিনায়
ভেদ পাচ্ছে আশেকগণে ॥

গোপন ঢাকনায় ভেদে মাখা
ঐ গোপনে আকার রাখা
জ্ঞানি আশেকের চোখে দেখা
দিব্য জ্ঞানের উল নয়নে ॥

মুর্শিদ হতে খাজা শহীদুল
এলো ছিনার ভেদ তত্ত্ব উল
জ্যোতিতে জ্যোতি পূর্ণ মূল
আদি আসল এই বর্তমানে ॥

শহীদুল গীতি-২৩৬

আগে নূরের তত্ত্ব জেনে করো সাধন ভজন
নূরে আল্লাহ নূরে নবী নূর ছেতারায় পঞ্চজন ॥

আল্লাহ ছিলো নিরাকারে
নূর ঝরে তার কেমন করে?
নূর ছিলো কোন অংশ পরে?
নূরের সৃজন হয় কখন? ॥

নূর নবীজির আকার ছিলো
সেই আকারে নূর ঝরিলো
নিরাকারে কি আকার ছিলো ?
করো তত্ত্ব ভেদ নিরুপণ ॥

নূর তত্ত্ব ভেদ নাহি জেনে
যেয়ো না আন্দাজ সাধনে
রসুল শাহে'র দয়াগুণে
খাজা শহীদুল কয় বচন ॥

শহীদুল গীতি-২৩৭

যদি অমর দেশে যেতে হয় বাসনা
দমের ঘরে অংক করো দমে করো সাধনা ॥

আশেক পুরির অমর দেশে
মুর্শিদ রুপ আছে বসে
শুদ্ধ ভক্তি প্রেম বিশ্বাসে
করো অমরী পুরের ভজনা ॥

শুদ্ধ সুন্দর ত্রিকোণ আকার
গোলাপ গন্ধ মাস্তুলে তার
সেথা নাই পাপের আচার
শুদ্ধ সরল সাধুর সাধনা ॥

যে কাম কে নিস্কামি করে
সুজন সাধু বলে তারে
খাজা শহীদুল তীক্ষ্ম ধারে
অমরে রয় মরে না ॥

শহীদুল গীতি-২৩৮

এই মানুষের মাঝে আছে আল্লাহ'র ঘর
মানব দেহের ভিতর করো জ্ঞান বিচার ॥

তাজা ঘরে বসত করে
আকারে রয় নিরাকারে
আওয়াজ করে ডাকলে পারে
নগদ নগদ হয় কারবার ॥

নগদে হয় যার লেনাদেনা
আল্লাহ'র বন্ধু সেই জনা
অন্য ঘর বিশ্বাস লয় না
বুঝো দেহো মাঝে সত্য ঘর ॥

যার খুলেছে জ্ঞানের আঁখি
সে বুঝতে চায় না ফাঁকি বুঝি
নিরাকার আকারে রাখি
খাজা শহীদুল তো বুঝনদার ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪

শহীদুল গীতি-২৩৯

তোমরা সবে আদব দাও অলি আল্লাহ'র স্বরণে
অলি আল্লাহ খাশ ঈমানদার সত্য ধর্মের ভুবনে ॥

নাইকো ভিতি অলির উপর
সদায় তারা সুখ সরোবর
আল্লাহ'র বাণী তার সুখবর
বুঝে দেখো ভাই মানবগণে ॥

অলি'কে যে খারাপ বলে
আল্লাহ রাগি সর্বহালে
এই কথা আল্লাহ বলে
আল্লাহ'র বন্ধু গোপনে ॥

সত্যের চিহ্ন অলি আল্লাহ
রুহানী আপন রাসুলুল্লাহ
রসুল শাহে'র সত্য বলা
খাজা শহীদুল কয় যতনে ॥

আল কোরআনে দেখুন-১০:৬২

শহীদুল গীতি-২৪০

পীরের দীদার মুহাববাত মুরিদানের ফরজ কাজ
দাও নিজ পীরকে বড়ো সম্মান আদব ভক্তির বানাও তাজ ॥

তরিকার আইন মতে
খেয়াল রাখো পীর সুরাতে
পাবে বেলায়েত জ্যোতি তাতে
মন চেতনে হবে আওয়াজ ॥

ধৌতকারির হাতে মরা
গড়ো এমন জীবন ধারা
পীরের সুরাত হয়ো না হারা
ভক্তি আদব মনের সাজ ॥

ভালোবাসা দাও নিজ পীরকে
ভালোবাসা হবে আল্লাহ'কে
বুঝো কথার ভেদ তত্ত্ব অংকে
খাজা শহীদুল দেয় আওয়াজ ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪৮:১০, ১৮:১৭, ১৭: ৭১

শহীদুল গীতি-২৪১

অলি আল্লাহ'র সঙ্গ করলে আল্লাহ'কে যায় চিনা
অলি হলো আল্লাহ'র বন্ধু বিশ্বাস রাখো মন ভুলো না ॥

অলির সঙ্গ যেই জন করে
ভালোবাসে আল্লাহ তারে
লাখো ইবাদত ক্ষণেক ভরে
অজ্ঞানী তা মানে না ॥

মানুষই হয় অলি আল্লাহ
বুঝো আল্লাহ মানুষ তত্ত্ব নিরালা
খুলে যাবে আত্মার তালা
নগদ আত্মায় করো চিনা ॥

রসুল শাহ কয় খাজা শহীদুল
মুর্শিদে হয় অলি আল্লাহ উল
ভেদ বুঝিলে নাই তার ভুল
যাও অলির সঙ্গ মিলনে ॥

আল কোরআনে দেখুন-১০:৬২

শহীদুল গীতি-২৪২

করো মন মনির বিচার অতি যতনে
মনি আছে মনে মিশে অতি গোপনে ॥

বায়ু ভরে মনি চলে
উদয় মানব শিরামুলে
দলে মিশে দ্বীদলে খেলে
অতি গোপন নিরজনে ॥

আল্লাহ'র সন্ধান যার বাসনা
মনি অংকে সে হয় সেয়ানা
গুরু পাবে আল্লাহ'র ঠিকানা
আত্ম তত্ত্বের মূল দর্শনে ॥

আহার নিন্দ্রা নাই যে মনি
সেই রূপেই বিশ্ব ধ্বনি
শহীদুল কয় লও চিনি
মুর্শিদ তালিম মন যতনে ॥

শহীদুল গীতি-২৪৩

বিশ্বাস রাখো তোমরা অতি মন যতনে
নিশ্চিত নির্ভুল দেহো মাঝে সুরাত আল্লাহ বাতুনে ॥

দেহো আত্মা কার সৃজন
বিচার করো ত্বরা এখন
করো ভ্রম ভুলের চির পতন
ভুবন ভরাও নগদ জ্ঞানে ॥

দেহো আত্মা আল্লাহ'র সৃজন
তার মাঝে খোদ মহাজন
এই বিশ্বাসে রাখো স্মরণ
ধোঁকা ভোলে আর ভুলিসনে ॥

রসুল শাহে'র সত্য বচন
খাজা শহীদুল করে বর্ণন
সত্য শুদ্ধে হও বলবান
চিনো আল্লাহ এখানে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪

শহীদুল গীতি-২৪৪

আল্লাহ্ পাওয়ার বাসনা যার মনে'তে উদয় হয়
বিশ্বাসে চিনো রাসুল হবে উল আল্লাহ'কে চিনায় ॥

আল্লাহ আহাদ একক একাকার
আহাম্মদ রুপ পরিচয় আঁকা
সাধনে রুপ যাবে দেখা
দ্বিল চক্ষুতে হয় দর্শনময় ॥

আহাদ আহাম্মদ আকার
মুহাম্মদী নূর প্রকাশে তার
নূর মুহাম্মদ রাসুল আবার
জ্ঞানির জ্ঞানে দিব্যময় ॥

রসুল শাহ কয় রুপ আহম্মদ
তাতেই আছে আদী কদ
খাজা শহীদুল হসনে প্রমাদ
আহাম্মদীতে আল্লাহ জ্যোর্তিময় ॥

শহীদুল গীতি-২৪৫

মুর্শিদের সুচরণে নত করো মন-প্রাণ
মুর্শিদ বিনা পারের বন্ধু নাইরে কোনো জন ॥

মুর্শিদ হাতে বাইয়াত হলে
হয় আল্লাহ খুশি সর্বহালে
আল্লাহ'র দয়া তার কপালে
বায়আত আদেশ আল্লাহ'র বচন ॥

এই মানুষের বায়আত কালে
যায় আল্লাহ'র খাতায় নাম চলে
মোকাম মঞ্জিল চোখে মিলে
হয় আল্লাহ খুশি সর্বক্ষণ ॥

বায়আত হতে কয় আল্লাহ'গণি
খুলে দেখো কোরআন খানী
খাজা শহীদুল বলে বাণী
মিথ্যা নয় কো এই বচন ॥

আল কোরআনে দেখুন- ৫:৩৫, ৪৮:১০, ১৭:৭১

শহীদুল গীতি-২৪৬

আল্লাহ তোমার মারেফাতকে বড্ডো ভালোবাসি
মারেফাতে থাকো তুমি আকার গুপ্তে দিবানিশি ॥

নিগূঢ় তত্ত্ব মারেফাতে
হক দর্শন হকিকাতে
তারের আওয়াজ তরিকতে
ওয়াহেদানিয়াতে হয় আর্শি ॥

হকিকতে অন্তর দর্শন
মারেফাতে হয় আলাপন
ওয়াহেদানিয়াতে হয় গো মিলন
এই দিদার তো আনন্দ-খুশি ॥

রসুল শাহ কয় খাজা শহীদুল
গুপ্ত সাধন হয় ধর্মতে মুল
মারেফাত ভিন্ন নাই তো কুল
বুঝো সত্য কথা দিবা নিশি ॥

শহীদুল গীতি-২৪৭

হে আল্লাহ আমি কি তোমার হতে পারবো না?
দিবা নিশি তোমায় ডাকি সারা কেন দিচ্ছো না ॥

ডাকে যখন না দাও সাড়া
নিরাশে রয় তখন খাড়া
আমি ভয়ে আত্মা হারা
যাগে মনে ভয় বেদনা ॥

হে আল্লাহ আরজ করি
ডাকে সাড়া দাও আত্মা ভরি
হবো মহানন্দে সুখ সুরী
পাবো অন্তর শান্তির সুখ পাওনা ॥

মুর্শিদ শহীদুল প্রার্থণায় গাই
ডাকে সাড়া দিও সর্ব ঠাঁই
এই বাসনা পুরাও দয়ায়
অপূর্ণ সাধ আর রেখো না ॥

শহীদুল গীতি-২৪৮

মসজিদ গির্জা মন্দির ঘরে আল্লাহ থাকে না
মানব ঘরে খোঁজো তারে ভ্রান্ত ভুলে থেকো না ॥

মানব মনের মসজিদ গির্জায়
সেই মন্দিরে আল্লাহ'জি রয়
খোঁজো নিরব ধ্যান সাধনায়
শ্বাস প্রশ্বাসে আওনা যাওনা ॥

মানব দেহের রুহু ঘরে
ভাবো সেথায় কে বাস করে ?
রুহু আল্লাহ ফুৎকার ভরে
গড়ে মানবে বসতখানা ॥

আল্লাহ চেনার বাসনা হলে
নিজ আত্মা চিনো নিরলে
নইলে যাবে গোলেমালে
খাজা শহীদুল কয় ভুলো না ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪, ৫০:১৬

শহীদুল গীতি-২৪৯

আমার দেহো মাঝে কারবা বসত হয়
সুখে দুখে সর্বভাবে আমার মাঝে তাজা রয় ॥

তাজা শক্তি আত্মায় পুরে
বিচারে চিনলাম না তারে
এমন ঘোর অন্ধকারে
আমার মন রইলো ধাঁধাঁয় ॥

কে বা কাঁদে কে বা হাসে
কথা কয় কে দেহে বসে
কে বা খায় অন্তরবাসে
আমার মন রইলো ধোঁকায় ॥

আমার মাঝে কে বা ঘুমায়
ঘুম ঘোরে কে স্বপ্ন দেখায়?
ভুগছি মনের ধোঁকা ধাঁধাঁয়
খাজা শহীদুল তো ভাবনাময় ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪

শহীদুল গীতি-২৫০

ওগো আমার মানব জাতি বন্ধু ভাই
হালাল রোজগারে ব্রতি হও সদা সর্বদায় ॥

হালাল রোজগার খাদ্য খেলে
হালাল রক্ত শরীর মুলে
সব অনাচার যাবে চলে
হবে মানুষ এক প্রেমের ভাই ॥

হারাম রুজি খাওয়া হলে
হবে হারাম রক্ত দেহ দলে
বুঝো মানব ভাই সকলে
হবে অনাচার মানবময় ॥

হারাম উপার্জন খাদা খেয়ে
শান্তির গান বেড়ালে গেয়ে
শান্তি হবে না কোনো সময়ে
খাজা শহীদুল সত্য কয় ॥

শহীদুল গীতি-২৫১

দে রে মন সব দিয়েছে মুর্শিদ বাবার চরণে
মুর্শিদ বিনা আর কিছু নাই আমার জগত ভুবনে ॥

ধন মান সব দেওয়ার আশে
এসেছি মুর্শিদের দেশে
হুশ জ্ঞানে করো দিশে
হও দাতা শুদ্ধ সু-মনে ॥

আমার আমার মনে রেখে
বাবা মুর্শিদ বলো মুখে
মেকি ভাব মনে পুরে
মত্ত থাকো ধনে মানে ॥

নিজকে নিজে করতে শাসন
ধরেছো মুর্শিদের চরণ
ফকির শহীদুল বুঝো এখন
থাকো মুর্শিদ প্রেমের স্মরণে ॥

শহীদুল গীতি-২৫২

ধর্মে প্রেম না থাকলে সেই ধর্ম হয় বাহ্যপনা
প্রেমে হয় বিশ্বাসির ধর্ম কোরআন খুলে দেখো না ॥

নিরস ধর্ম যেই জন করে
বিশ্বাস হারা তার অন্তরে
বিচার জ্ঞান নাই ধর্ম পরে
শুনা পড়ার ভাব বর্ণনা ॥

কামেল জ্ঞানির সঙ্গো করো
মুর্শিদ কথা বিশ্বাসে ধরো
তালিম-দীক্ষা মনে ভরো
করো প্রেমে লেনাদেনা ॥

খাজা শহীদুল কয় কাতরে
মুর্শিদ বিশ্বাস রাখো অন্তরে
শিখো অমরি প্রেম যত্ন করে
হবে শুদ্ধ ধর্মে রাসুল জানা ॥

শহীদুল গীতি-২৫৩

বিশ্বাস করে রাসুলুল্লাহ্ প্রেম করো তার সাথে
সেই হবে শুদ্ধ প্রেমিক চিনবে আল্লাহ্ জগতে ॥

মোরাকাবার শুদ্ধ ধ্যানে
রাসুল সুরাত লও চিনে
মোশাহেদায় নয়ন কোনে
দর্শন রাখো সুরাতে ॥

সামনে দেখো রাসুলুল্লাহ
প্রেমে মিলাও মন নিরালা
করো আশেকে জ্ঞানের খেলা
আঁকো রুপ নিজ আত্মাতে ॥

নত নরম আত্মা হয় যার
পায় অতি কাছে রাসুল আকার
রাখে মুর্শিদ ভরসা স্বার
খাজা শহীদুল রয় চিন্তাতে ॥

শহীদুল গীতি-২৫৪

মরে না অলি আল্লাহ লেখা আছে কোরআনে
তাই ওলির প্রতি শ্রদ্ধা রাখো মানব বন্ধু ভাইগণে ॥

অলির প্রতি শ্রদ্ধা রাখলে
আল্লাহ'র দয়া ভাগ্যে মিলে
অলি জিন্দা সর্বকালে
আদব দাও অলিগণে ॥

অলি মানুষ ঈমানওয়ালা
সত্য তাদের আত্মার মালা
অন্তরে গায় আল্লাহ আল্লাহ
দর্শন পায় জ্ঞান নয়নে ॥

সকল অলির পাক চরণে
অসিম সালাম সর্বক্ষণে
খাজা শহীদুল সরল মনে
শ্রদ্ধা রাখে মন যতনে ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১৫৪, ১০:৬২, ৩:১৬৯

চতুর্থ খন্ড শেষ

শহীদুল গীতি-২৫৫

এখন আমি কি আর আমার আছি
গুরু প্রেমে সব বিকিয়ে গুরু মনে মন দিয়েছি ॥

আমি যেই দিন মুরিদ হলাম
আমার ধন মান গুরুকে দিলাম
গুরু মনে মন মিলালাম
দুই'য়ে মিলে এক হয়েছি ॥

গুরু ভক্ত এক মন হলে
রূহানী তার খবর মিলে
গুরু ভক্তের শুদ্ধ হালে
দূরের দর্শন কাছে বুঝি ॥

রসুল শাহ কয় খাজা শহীদল
এক আত্মা দুই নামে উল
দেখতে দেহো দুই আকার মূল
এক আত্মা দুই জনের পুঁজি ॥

পঞ্চম খণ্ড শুরু

শহীদুল গীতি-২৫৬

হে আল্লাহ তোমার আরশ দরবারে
আমি অসিম স্মরণ গাই বারে বারে ॥

আছো আমার দেহো আত্মা ঘিরে
চিনতে পারি না ধাঁধাঁর ঘোরে
চিনার আশা জনম ভরে
চিনা দাও এই ঘোর সংসারে ॥

আমার ইবাদতে মূল বাসনা
তোমার সুরাত চোখে চিনা
এই বাসনা তোমার জানা
আমার সাথী হও সর্বস্তরে ॥

নয়ন ভরে দেখবো তোমায়
আলাপনে হবো মত্তময়
খাজা শহীদুল এই প্রার্থনায়
দিবানিশি জানায় তোমারে ॥

শহীদুল গীতি-২৫৭

হে দয়াল পাক নবী পাক সালাম পাক সালাম
হে দয়াল রাসুল পাক রুহে পাক সালাম ॥

পাপি অঙ্গের পাপাচারে
দুনিয়া গিয়াছে ভরে
জ্ঞান দাও মানব অন্তরে
মিটে যাক সব দুর্নাম ॥

মহাপাপের পাপ আঁধারে
রাসুল নাম গাই জোরে জোরে
তবু পাপাচার চলছে বেড়ে
দুরে থাক সব পাপের কাম ॥

অহংকার আর অনাচার ক্ষণে
শান্তি নাই মানব মনে
এসো রাসুল দয়াল গুণে
খাজা শহীদুলের আরজ কালাম ॥

শহীদুল গীতি-২৫৮

হে দয়াল বন্ধু আমার আল্লাহ্ দরদী
তোমার প্রেম দরিয়ায় সাঁতার করাও দেহ্ আত্মা নিরবধি ॥

মহাপ্রেমের পাক দরিয়ায়
সুধা স্বর্গ রহমত বোঝায়
স্বর্গ প্রেমে ডুবাও আমায়
হও আমাতে প্রেমময় নিধি ॥

প্রেম স্বর্গ মেখে দেহ্ আত্মায়
অন্তর চোখে দেখবো তোমায়
প্রেম সুরসের মহামায়ায়
গাইবো আমি শেষ অবধি ॥

প্রেম সোহাগের সরবরে
রাখো আল্লাহ্ ডুবন্ত করে
সোহাগ স্বর্গের আশেক ভরে
খাজা শহীদুল হবে সুখ সুধী ॥

শহীদুল গীতি-২৫৯

সুরস প্রেমে আত্মা মজাও সরল পথে
যেই পথে নাই বাধা-বিঘ্ন শুধু সহজ প্রেম মত্ততে ॥

সহজ সরল পথ যারে কয়
বিশ্বাসির প্রেম হয় পিছলময়
হেতু শূন্য হেতু বোঝায়
স্বর্গপুরী সুভাব তত্ত্বে ॥

আল্লাহ দয়ায় রাজি হলে
প্রেম সরল পথ দেয় খুলে
ভাবুক জ্ঞানি হেসে খেলে
জ্ঞানে হাটে সরল পথে ॥

সরল পথের তত্ত্ব খবর
মুর্শিদ অংকে জের জবর
তত্ত্ব তলার সরল সরবর
খাজা শহীদুলের চিন্তাতে ॥

শহীদুল গীতি-২৬০

প্রেমিক জনায় আল্লাহ'র দয়া পায়
প্রেমেতে প্রেম এক হলে দয়া উদয় হয় ॥

প্রেমের অর্থ প্রার্থনা হয়
চাওয়া পাওয়ার সুগন্ধময়
শুদ্ধ প্রেমের পাক পরিচয়
আল্লাহ'তে চাওয়া পাওয়ায় ॥

করো দ্বৈতবাদের প্রেমাসনা
হবে প্রেমে একাত্ব পাওনা
দিবে আল্লাহ প্রেমের দেখনা
প্রেমেই হবেন দয়াল দয়াময় ॥

আল্লাহ'তায়ালার সুরাত দয়ায়
যেই জন প্রেমিক না হয়
সেই তো নরাধম এই ধরায়
খাজা শহীদুল বুঝে তাই ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪:৫৯, ১৫০-১৫১, ৬৪, ৩:১৩২

শহীদুল গীতি-২৬১

অনন্ত অসিম তুমি দয়াল আল্লাহ
বিশ্ব মাঝে বহু রুপে চলো ইলাহ ॥

তুমি সৃজনকে পালন করো
মহাশক্তি অতি মহান বড়ো
হক বিচারে তুমি দৃঢ়
আবার ধ্বংস শক্তি তুমি আল্লাহ ॥

গুপ্ত ব্যক্ত আদি অন্তে
তুমি তোমার সব সিদ্ধান্তে
মহান বড়ো বিশ্ব প্রান্তে
তুমি হক সত্য আল্লাহ ॥

তোমার শক্তির কোনো জুড়ি নাই
জাত ছেপাতে হও বিশ্বময়
খাজা শহীদুল করে বিনয়
দয়া দিও তুমি হে আল্লাহ ॥

শহীদুল গীতি-২৬২

নিজ রুহের পরিচয় জেনে ধর্ম বুঝো বর্তমান
ইসলাম হলো তাজা ধর্ম নগদে নগদ প্রমাণ ॥

নিজ রুহের নাই পরিচয়
অন্ধের মতো ডাকো আল্লাহ'য়
অতি কাছে সে মহান রয়
কেনো শোরগোলে হও হয়রান ? ॥

দেহো রুহুর সন্ধানি হলে
সহজে তার পরিচয় মিলে
ডাকা লাগে না শোরগোলে
গোপন ডাকে শুনতে পান ॥

চিল্লাচিল্লির শোরগোলে
পড়ে আছে খাজা শহীদুলে
হাতের কাছে আল্লাহ ফেলে
শোরগোলে তে রয় মগন ॥

আল কোরআনে দেখুন-৭:৫৫, ১৭:১১০

শহীদুল গীতি-২৬৩

হে আল্লাহ তুমি আমার অশিম দয়াময়
সত্য ধর্মের সুস্বাদ দাও আমার আত্মায় ॥

বর্তমানে ধর্ম করে
স্বাদ মিলছে না মন-অন্তরে
তবুও যাচ্ছি ধর্ম করে
সন্দেহে'র মনে সদায় ॥

নামাজ সেজদার ধর্ম করে
মিথ্যা আচার যাচ্ছে বেড়ে
নামাজ পড়েও কু-আচারে
থাকতে হচ্ছে সব সময় ॥

তোমার কাছে আরজ করি
সত্য ধর্ম দাও আত্মায় জারি
মিথ্যাকে করো ঝুরি ঝুরি
খাজা শহীদুল আরজ কয় ॥

শহীদুল গীতি-২৬৪

হে আল্লাহ আমি তোমায় প্রার্থনা জানায়
বর্তমান সমাজ ধর্ম করতে আমার ইচ্ছা নাই ॥

সমাজ ধর্ম বর্তমানে
পালন হচ্ছে নিজ স্বার্থ টানে
কূটকৌশল মন গোপনে
দড়বড়ি ভাব ভান কান্নায় ॥

উপদেশ বাণী শোনায় কোরআন
কোরআন নাই পালন বিধান
লেবাছ- পোষাক ভড়ক বলবান
মন কাঁদে না থাকি ভান কান্নায় ॥

তোমায় দেখা হয় যেই নামাজে
সেই নামাজ দাও রোজে রোজে
রেখো না আমায় ধোঁকার কাজে
খাজা শহীদুল আরজ কয় ॥

শহীদুল গীতি-২৬৫

সালাত রুপের ছবি যে চোখে দেখেছে
তার রুপের ছবি কালবে আঁকা রয়েছে ॥

হুজুরী কালব হয়েছে যার
সালাত কায়েমে পায় সে দিদার
অন্য জনের সিজদা স্বার
সালাত তো সামান্য নয় ॥

দেল হুজুরী অর্থ বুঝে
সাজাও আত্মা বিশ্বাস সাজে
আশেকে যাও ত্বরা মজে
পাবে দিদার অতি কাছে ॥

ভুলে ভানে ছল বিশ্বাসে
সালাত নাই ভাগ্য দেশে
সময় থাকতে করো দিশে
খাজা শহীদুল বুঝে বলছে ॥

শহীদুল গীতি-২৬৬

হে আল্লাহ আমায় জ্ঞান দিয়ে করো মহাজ্ঞানি
জ্ঞানী রূপে মৃত্যু দিও এই আরজ লও মানি ॥

জ্ঞানি হওয়ার বড়ো আশা
তার সাথে দাও বিশ্বাসের বাসা
সত্য দিও শুদ্ধ খাসা
দিও প্রেম আল্লাহ গণি ॥

প্রেম সরবর দাও আত্মায়
তার সাথে দাও শান্তি সহায়
দাতা করো চেতনা আত্মায়
দয়া দিও জীবনখানি ॥

দিও রেজেক অসিম করে
খোলা হাত দিও দানের তরে
খাজা শহীদুল আরজ করে
আরজ আরজি লও মানি ॥

শহীদুল গীতি-২৬৭

মন নামাজে সিজদা করে আল্লাহ মিললো না
মান আরাফা রাসুল বাণী বুঝেও কেনো বুঝলে না ॥

নিজ বুনিয়াদ যে চিনেছে
আল্লাহ'কে সেই পেয়েছে
রাসুল বাণী নয়'কো মিছে
এই বাণীতে মগ্ন হও না ? ॥

নামাজে তে মিরাজ হবে
রাসুল বাণী আছে কেতাবে
মন সেই মিরাজ হলো কবে ?
মিরাজ হলে মন্দ হতে না ॥

হলে নামাজে মিরাজ দিদার
অপকর্ম হয় না তার আর
মস্তানায় হয় মস্তি তাহার
খাজা শহীদুল বুঝতে চাই না ॥

শহীদুল গীতি-২৬৮

আল কোরআনে দৃঢ় বিশ্বাসি হও ভাই মানবগণ
মহামূল্যবান কোরআন বাণী আল্লাহ'র খাশ বচন ॥

রাসুল মুখের পাক বাণী
আল্লাহ'র এই কোরআনখানি
মানব কর্মের আদেশ বাণী
আছে আয়াতে কথা লেখন ॥

রাসুল সত্যের রুহু পাকে
জিবরাঈল দেয় কোরআন এঁকে
সেই বাণী পাক রাসুল মুখে
ওইরুপে হয় বচন কথন ॥

খাজা শহীদুল বলে কাতর ভরে
ধরো কোরআন মজবুত করে
পালন করো দ্বিল-অন্তরে
কোরআনকে করো যতন ॥

শহীদুল গীতি-২৬৯

সাধুর শুদ্ধ বেশে করো সাধুর সাধনা
সাধু হলো সত্য সেবক ছলচাতুরী বুঝো না ॥

অমরী ভজন পুরে
তত্ত্ব তলার মন গভীরে
পবন রাতকে উর্দ্ধ আড়ে
অধরে অধর দেখো না ॥

শোভাময় সত্য আচার
তাছাওফে ভরো অন্তর
এলমে লাদুন্নী আত্মা আকার
এই রুহের মৃত্যু হবে না ॥

থাকো জেনে বুঝে দৃঢ়ভাবে
জমরুদ পর্দার সু-স্বভাবে
খাজা শহীদুল আওয়াজ ভাবে
করো সত্যতে সু-সাধনা ॥

শহীদুল গীতি-২৭০

আমি দয়াল বিনা আর তো বাঁচিনা
দয়া দাও আত্মা ভরি হে দয়াল আলমপানা ॥

ঘোর সংসারে অনাচারে
অশান্তির তোফানে পড়ে
দয়াল ডাকছি বারে বারে
দয়া দিতে ভুলো না ॥

দয়াল নাম দয়া মধুময়
দয়া বিনে নাই কোনো উপায়
দয়াল দয়াতে ভাসাও আমায়
উদ্ধার করো হে রব্বনা ॥

দয়াল ডাক শোনো আমার
ডাকে সাড়া দাও বার বার
খাজা শহীদুল তোমার দয়ার
আশায় আছে হে দয়ালপানা ॥

শহীদুল গীতি-২৭১

হে আল্লাহ নামাজ পড়ে আমার শান্তি লাগে না
তোমার সামনে সিজদা দিতে আদেশ দিয়েছো হে রব্বানা ॥

তোমার বাণী পাক কোরআনে
সজুদ দিতে বললে সামনে
সজুদ বেলায় নাই দর্শনে
জীবন আমার ভাবা গুণা ॥

না পেলে সামনে তোমায়
সিজদা দিয়ে শান্তি না পায়
পিছন সিজদা আদেশে নাই
এই সিজদায় কি বাড়বে গোনা ? ॥

সিজদা করে পিছন ফিরে
তোমার আদেশ কি যাচ্ছে মরে ?
এই চিন্তায় থাকি ভয়ে-ডরে
খাজা শহীদুল করে ভাবনা ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪১:৩৭, ৯৬:১৯, ৫০:৬১-৬২

শহীদুল গীতি-২৭২

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আযান কোরআন খুঁজে পেলাম না
পাঁচ সময় নামাজের ভাগ কোরআনে তো মিলে না ॥

সূর্য হেলার পর হতে
অন্ধকার পর্যন্ত রাতে
কায়েম করো সালাতে
আছে কোরআনুল ফজর বেনা ॥

কোরআনে তিন ওয়াক্ত বলে
হাদিসের পাঁচ অংশ মুলে
তিন আর পাঁচের অংক জালে
অবুঝ মন তো বুঝ মানে না ॥

দিবসের দুই প্রান্ত ভাগে
এশার সালাত কোরআন লেখে
বুঝো বুদ্ধিমান বুদ্ধি যোগে
খাজা শহীদুল তো চিন্তা মনা ॥

আল কোরআনে দেখুন-১১:১১৪, ১৭:৭৮

শহীদুল গীতি-২৭৩

মন ধোঁকা ভুলে জনম গেলো ধর্ম হলো না
কি করবি শেষ বিচারে বলো এখন বোকা মনা ॥

কোরআন মতো ধর্ম পালন
করলি না ও-ধোঁকা মন
নানান রঙ্গের ফতোয়া মতন
হলে ভেজাল ধর্মের পাকায়ানা ॥

নামাজ পড়ার যতো বেনা
কোরআন খুঁজে মিল পড়ে না
অমিল ধর্মে মন ভরে না
হলে শোরগোলের সেয়ানা ॥

মন এখন আছে সময়
সত্য সুপথ বুঝো ত্বরায়
নইলে শেষে করবি হায় হায়
খাজা শহীদুল ভাবে ভাবনা ॥

শহীদুল গীতি-২৭৪

বলো জয় সত্যের জয় মানো মানবগনে
সত্য বিনা মুক্তি নাই মানব জীবনে ॥

বিশ্ব মানবের বাগানে
সত্য জাগাও সর্বক্ষণে
যাবে অনাচার হুতাশনে
আসবে শান্তি মানব মনে ॥

বচন সত্য হোক মানো আচার
বিশ্বাস হোক আত্মাতে স্বার
আল্লাহ প্রেমের জ্যোতি আকার
জ্বলুক মানব জীবনে ॥

খাজা শহীদুল বিনয় সুরে
কয় বিশ্ব মানব ভাই বন্ধুরে
বলো সত্য বাক্য সর্বস্তরে
বিশ্বাস মালা পরো মনে ॥

শহীদুল গীতি-২৭৫

ওগো ফকির দরবেশ পীর ওলিগণ
দয়াল নবীর পরে হলো তোমাদের আসন ॥

নিজ স্বার্থ দাও বিসর্জনে
সত্য গড়ো মানুষ মনে
ত্যাগি হও গো সর্বক্ষণে
সত্যের জয়ে হও মগন ॥

দেখো ধর্ম নামে সবাই ব্যাকুল
বিশ্বাস নাইকো ধর্মতে মুল
বুঝেও কেনো তোমরা সকল ?
নিরব থাকো বন্ধুগণ ? ॥

সত্যের কামেল হক জ্যোতি
মানব আত্মায় দাও পাতি
হোক মানুষ সত্যে ব্রতি
খাজা শহীদুল কয় কথন ॥

শহীদুল গীতি-২৭৬

আমার আল্লাহ'জি বলেছেন পাক কোরআনে
হেদায়েত করেন আল্লাহ নিজ দয়া গুনে ॥

আল্লাহ যাকে নেন সুপথে
সেই পথ প্রাপ্ত হয় ভবেতে
রাখেন যাকে পথ ভ্রষ্ঠতে
সে ওলি মুর্শিদ পাবিনে ॥

পাক কোরআনের বাণী বুঝো
মুর্শিদ চরণ ভক্তিতে ভজো
অলিয়াম মুর্শিদ বুঝো
লেখা আছে ভেদ কোরআনে॥

খাজা শহীদুল কইছে ভেবে
ভজো অলিয়াম মুর্শিদ নিরবে
থাকো মন নরম ভক্তি ভাবে
হেদায়েত পাবে দয়া গুণে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৫:৩৫, ১৮:১৭, ৪৮:১০

শহীদুল গীতি-২৭৭

ছোবাহানাল্লাহ আল হামদুলিল্লাহ
লাইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ ॥

একিনের হক সংগ্রামে
খোঁজো অমরী আত্মা ধামে
অন্তর চক্ষুর বর্তমানে
হক সত্য হক ইলাহ ॥

হক আত্মায় হক আল্লাহ
বসত করে অতি নিরালা
গোপন ভেদে গোপন খেলা
আশেক অন্তরে গাই আল্লাহ ॥

আশেক তত্ত্ব যে বুঝেছে
সে ভবো মায়া সব ছেড়েছে
তার বসত হয় আল্লাহ'র কাছে
জপে আল্লাহু খাজা শহীদুল্লাহ ॥

শহীদুল গীতি-২৭৮

দয়াল মুর্শিদ আমি তোমার চরণ দাস হতে চাই
তোমার পাক চরণ আমার মনে গাথা সদায় ॥

ইহ পরকাল দুই সময়ে
আমি যেনো থাকি তোমার হয়ে
এই বাসনা মনে লয়ে
কাঁদছি মুর্শিদ নিরালায় ॥

তোমার চরণ ছায়া বিনে
জনম যাবে অকারণে
শেষ বিচারে কাল নিদানে
তুমি ছাড়া নাই সহায় ॥

চরণ দাস হওয়ার আশে
মন জান দিলাম ভালোবেসে
ফেলো না মুর্শিদ পরবাসে
খাজা শহীদুল আরজ কয় ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৭:৭১

শহীদুল গীতি-২৭৯

হও দেশ দরদী সরল শুদ্ধ যুবক বন্ধুগণ
দুখি মানুষের সহায় সাথী হও বন্ধু সুজন ॥

আল্লাহ'র সত্য ধর্ম শিখে
মানব আত্মায় দাও রেখে
নীতি বাক্যে সৎ লক্ষ্যে
করো মানবকে জ্ঞানবান ॥

তোমরা যতো আছো যুবক দল
দলে পিষে যাও মিথ্যা সকল
সত্য করো চিরো উজ্জ্বল
গড়ো শুদ্ধ মানুষ সুচেতন ॥

যাও দুখির দুয়ারে হে যুবক দল
ঘুচাও দুখির দুঃখো অনল
জয় সত্য জয় ধ্বনি অবিরল
খাজা শহীদুল কয় বচন ॥

শহীদুল গীতি-২৮০

হও ত্যাগি দাতা আল্লাহ বিশ্বাসি সংসার জীবনে
বিশ্বাসির বন্ধু আল্লাহ বলেন কোরআন বচনে ॥

মুর্শিদ হাতে মুরিদ হয়ে
বিশ্বাসি মন লও বানায়ে
সত্য রাখো মন আলয়ে
গাও আল্লাহু আল্লাহ গানে ॥

মুর্শিদ আদেশ মান্য করলে
হবে পাক মুক্তি সর্বকালে
যিকির প্রার্থনা আরশ মুলে
পৌঁছায় আল্লাহু আল্লাহ শানে ॥

শুদ্ধ দেলের শুদ্ধ আত্মায়
হাজির থাকো উপাসনায়
খাজা শহীদুল ভেদ তত্ত্ব কয়
ভুলো না গো আশেকগণে ॥

আল কোরআনে দেখুন-১০:৬২, ৪৮:১০

শহীদুল গীতি-২৮১

হে আল্লাহ তোমার সুরাত দাও আমার নয়নে
বড়ো আশা মনে আমার দেখতে জিন্দা জীবনে ॥

নূর-জ্যোতির আলোকময়ে
আত্মাতে দাও আলো দিয়ে
ঐ আলোতে আকার নিয়ে
দয়াল এসো দ্বিল দর্শনে ॥

তুমি আল্লাহ মহাদয়াল
আমার কথায় দাও পূর্ণ খেয়াল
ডাকি আমি দয়াল দয়াল
আমার ডাক শুনো দয়া গুনে ॥

পুরাও আশা হে দয়াময়
জ্ঞান বিশ্বাস দাও আমার আত্মায়
তুমি যেনো ভুলো না আমায়
খাজা শহীদুল কয় নত মনে ॥

শহীদুল গীতি-২৮২

দয়াল মুর্শিদের শুদ্ধ প্রেমে মজাও মন
দৃঢ় বিশ্বাসে মুর্শিদ ভজো ভক্তিতে করো যতন ॥

রাসুল মুর্শিদ একেই হিল্লা
তাতে নাই ভুলের পালা
যে বুঝলো ভেদ হলো আলা
তার মুর্শিদ প্রেম অঙ্গ ভুবন ॥

ভক্তি বল যার অতি পাকা
দিব্য জ্ঞান তার আত্মায় আঁকা
তার মানব জনম সকল সখা
মুর্শিদ দয়ায় হয় মন চেতন ॥

দৃঢ় বিশ্বাস মনে বেঁধে
খাজা শহীদুল চরণ সাধে
আছে মুর্শিদ চরণ বুকে বিধে
মুর্শিদের দয়া কদমে রত্ন ॥

শহীদুল গীতি-২৮৩

আরজ করি আল্লাহ্ আমি তোমার দরবারে
সবই হলো তোমার সৃষ্টি বিচার করবে কারে ? ॥

তুমি আল্লাহ পাক পবিত্র
তোমার সৃষ্টি কি হয় অপবিত্র ?
আমি চিন্তায় পড়ে হচ্ছি হত
দয়াল দয়ায় জানাও আমারে ॥

তোমার দেয়া শক্তির বলে
সকল সৃষ্টি সদায় চলে
তাদের তুমি শাস্তি দিলে
কষ্ট পাবে কোন জনা'রে ? ॥

তুমি মহান মর্যাদাময়
বিশ্বে তোমার তুলনা নাই
খাজা শহীদুল কাতরে কয়
চিরো দয়া দাও আমারে ॥

শহীদুল গীতি-২৮৪

পীরের হাতে মুরিদ হয়ে গোস্তাকি কেউ করো না
হক্কানী পীর সেই ঈমানদার নায়েবে রাসুল ঠিকানা ॥

হক্কানি পীর মর্যাদাময়
সত্য জ্ঞানে ধর্ম বুঝায়
আল্লাহ রাসুল গুপ্ত চিনায়
এলমে লাদুন্নি মিথ্যা না ॥

হক্কানী পীর মুর্শিদ হলে
ভয় রাখো অন্তর মুলে
ক্ষমা নাও বেয়াদবী হলে
নইলে বিপদ তোমায় ছাড়বে না ॥

মর্যাদা যার পীর হক্কানী
হিসাব অংকে লও চিনী
তার হাতে হাত দাও এক্ষুনি
খাজা শহীদুল কয় ভুলো না ॥

শহীদুল গীতি-২৮৫

হা হা কারে জ্যোতি ধরে এক আল্লাহ্ একেশ্বর
নিজ শক্তিতে ছিলেন আল্লাহ্ পাক শক্তি আকার ॥

এসকো মৌজ হয় হুহুংকারে
আহাদে মিম যোগ করে
আহাম্মদী রুপ জোস মারে
হলো মুহাম্মদী রুপ দীপ্তকার ॥

দীপ্তকারের ঘোর তোফানে
পানির ফেনা বয়ে আনে
ফেনার সৃজন উদ্ধ টানে
নিম্নে কর্দম জমিন আকার ॥

আহাদে মিম যোগ করে
মানুষের রুপ আকারে
পত্তনে নূর-জ্যোতি ধরে
খাজা শহীদুল কয় আচার ॥

শহীদুল গীতি-২৮৬

আমার ভিতর আমি কে চিনা হলো না
হাসে কাঁদে কথা বলে তারে আমি চিনলাম না ॥

দেহের অতি গোপন কোনে
জ্যোতি আকার সিংহাসনে
কতো ভাব ধরে ক্ষণে ক্ষণে
চোখে তারে দেখলাম না ॥

চোখ আলোতে দেখা পেলে
লইতাম যত্নে বুকে তুলে
সাধ মিটাতাম সোহাগ ঢেলে
অচিনা'রে হতো চিনা ॥

হাতের কাছে যাওয়া আসা
চিনা দেয় না কি তামাসা
ভাঙ্গা দশার মন পিপাসা
খাজা শহীদুল করছে ভাবনা ॥

শহীদুল গীতি-২৮৭

হে আল্লাহ তুমি আমার সর্বকালের হও সহায়
তুমি সুন্দর তুমি সত্য গুণ গৌরব তোমার হয় ॥

প্রিয় বান্দা আমি তোমার
চির প্রিয়তে রাখো আমার
বিশ্ব মহান তুমি দয়াদার
দয়ায় দয়ায় করো ময় ॥

আমি বান্দা তোমার বন্ধু
দাও করুণায় দয়ার সিন্ধু
আমি তোমার সৃষ্টি বিন্দু
তুমি হও হে দয়াময় ॥

হে আল্লাহ তোমার আরশ পরে
রাখো নাম খাজা শহীদুলরে
মহানন্দ পাবো অন্তর পুরে
হবো তোমার দয়ায় আমিময় ॥

শহীদুল গীতি-২৮৮

আমার আল্লাহ্ জানের দেখা পাবো কোনখানে ?
শুধালে ভেদ কেউ বলে না বলে এই ভেদ গোপনে ॥

খুঁজতে খুঁজতে জনম গেলো
দুই চোখে আঁধার ঘনালো
আর কোথা খুঁজবো বলো
হুবড়ে পড়া বুড়ো ক্ষণে ॥

বুঝলাম আমার আল্লাহ্ জানে
কেউ চিনেনি কোনো দিনে
চিনলে চিনাতো আমার মনে
কইতাম কথা আল্লাহ'র সনে ॥

আমার মনে বড়ো আশা
পুরলো না তার রতি মাশা
ঘটলো দশায় ভাঙ্গা দশা
খাজা শহীদুল কাঁদে গোপনে ॥

শহীদুল গীতি-২৮৯

পাপ সংসারে পড়ে আমি ডাকি দয়াল দয়াময়
ভালো হতে চাই আমি পাপাচার ঘিরে আমায় ॥

শত শত পাপাচারে
দেয় যাতনা বারেবারে
আমি দিশেহারা এই সংসারে
উদ্ধার করো দয়ায় আমায় ॥

পুঁজি আমানত যাহা ছিলো
সোহাগ ভরে সব লুটে নিলো
হিসাব কালে কি করবো বলো
দেহো আত্মা ভরলো কম্পজ্বরায় ॥

কুরঙ্গের কু-আচারে ধরে
চলতে হয় সঙ্গ করে
ভালোর আশা যাচ্ছে দুরে
খাজা শহীদুল থাকে ভাবনাময় ॥

শহীদুল গীতি-২৯০

হে আল্লাহ'জি আশেক বানাও তুমি আমারে
মন আশেকে পেয়ালা প্রেম পান করি আত্মা ভরে ॥

প্রেম আশেকে মাতাল আমি
আশেকে দাও আমায় চুমি
লেনাদেনা হোক আমি তুমি
তোমার সুরাত থাক চোখ জুড়ে ॥

হবো হবো মহামাতাল
এই আমার অর্চনা সম্বল
প্রেম চোখে করো খেয়াল
তোমার রূপ রাখো মোর নজরে ॥

তোমার সুরাত চোখে দিয়ে
আল্লাহ'র পাগল দাও বানিয়ে
মহানন্দে থাকবো তোমায় নিয়ে
খাজা শহীদুল আশা করে ॥

শহীদুল গীতি-২৯১

পাকা বিশ্বাসে করো মন আল্লাহ'র উপাসনা
আল্লাহ'র সত্য বানী কোরআন সন্দেহ নাই চালাক মনা ॥

ধর্মে মানো কোরআন বাণী
আদেশ সত্য লও মানি
পালন করে বুঝো এখনি
আল্লাহ বিশ্বাসি মন সুজনা ॥

বিশ্বাস মূল হয় ধর্ম কাজে
অবিশ্বাসির তপজপ বাজে
বিশ্বাসি অনুরাগ সেজে
আল্লাহ প্রেমে হও মস্তানা ॥

অবিশ্বাসির ভান উপাসনা
ছাই ভস্ম তার তুলনা
ঝড় বাতাসে উড়ে আবর্জনা
খাজা শহীদুল কয় বুঝো মনা ॥

শহীদুল গীতি-২৯২

দেহের মাঝে আছে দেহো বেলায়েতে ভেদ বিচার
সন্ধানিরা দেখছে কেউ সুকপালি আশেকদার ॥

দেহের আত্ম যারে বলে
সে রয় সদা জীব কুলে
তার এক পর্দা আড়ালে
মারেফাতের মূল আকার ॥

নিজকে নিজ সন্ধানি হলে
তার স্বরূপ নিকটে মিলে
হয় কামেল জ্ঞানি সর্বকালে
সে বুঝে না ধোঁকা বিচার ॥

দ্বিতীয় দেহো পারালে যা রয়
সেথা আরশ উজালা হয়
দুই চারের তা চোখে উদয়
খাজা শহীদুল তো ভাবনাদার ॥

শহীদুল গীতি-২৯৩

পার ঘাটায় দাঁড়িয়ে ডাকি পারে যাবা নাকি ?
বিশ্বাস ভক্তি পারের কড়ি আমি মাঝি প্রেমে ডাকি ॥

তত্ত্ব তরা রুপসি তরি
রুপের বৈঠা রুপের দাড়ি
হও ভক্তি প্রেমে চরণদারী
অতি সাবধানে থাকি ॥

রুপের তরি জলে বোঝায়
তরি চলে শুকনো ডাঙ্গায়
প্রেমিক যাত্রী জল সেকে রয়
মনে মহাভক্তি ভাব আঁকি ॥

তরির দোহাই মুর্শিদ নামে
ডুবে না তরি মহা তোফানে
অন্তর বাহির গঠন প্রেমে
খাজা শহীদুল কয় ডাকি ॥

শহীদুল গীতি-২৯৪

করো কৃষ্ণ শুক্ল পক্ষের বিচার
ঘুচবে মনের ঘোর অন্ধকার ॥

পূর্ণিমা চাঁদ আমাবস্যায়
শুক্ল পক্ষ রূপ তাতে রয়
নও বোতনে অযোগ ঘোরায়
ক্ষণেক সময় হয় দীপ্তকার ॥

মহাভাগ্যের সাধক যারা
সাধন শুদ্ধে পড়ে ধরা
আজগুবি চাঁদ আকাশ ছাড়া
সোহাগ ছলে ঝলক তার ॥

নয়, এগারো, বারো, অযোগে
শুক্ল পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষের আগে
সাধক সন্ধানী রয় অনুরাগে
খাজা শহীদুল তো অগম তার ॥

শহীদুল গীতি-২৯৫

দয়াল আমি যেথা যায় পায় যেন তোমায় সেথায়
আমার সাথের সাথী তুমি হও সব সময় ॥

দয়াল আমি অযোগ্য তাই
দাস হওয়া আমার কাজ নয়
আমি দয়ার চরণ আশায়
এই আশা মূল পুঁজি বিষয় ॥

দোষ অপরাধ যতো করি
দয়াল দয়ায় যাবো তরি
ইবাদত আশা এই আমারি
দয়াল আমি দয়া চাই ॥

খাজা শহীদুল ডাকে দয়াল
সাধ বাসনায় করো খেয়াল
তোমার দয়ায় সর্ব সুহাল
দয়া দাও দেহ আত্মায় ॥

শহীদুল গীতি-২৯৬

প্রেম বিনা কেউ দয়ালের স্বাদ পাবিনে
প্রেমে দয়াল কাছে চিরকাল দয়াল গুণে ॥

প্রেম আত্মার উদারতায়
স্বভাব গড়ো সুভাব কায়ায়
বড়ো ইবাদত এই দুনিয়ায়
হিসাব অংক লও চিনে ॥

প্রেম না হলে আত্মা মুলে
শত ইবাদত যাবে বিফলে
সুক্ষ্ণ চিন্তার সুক্ষ হালে
বিচার আনো নিজ জ্ঞানে ॥

খাজা শহীদুল চিন্তায় পড়ে
ভাবছে সদা চিন্তা ঘোরে
দেখে বর্তমান ধর্ম আচারে
প্রেম শূন্য মেকির ভানে ॥

শহীদুল গীতি-২৯৭

আমি মুর্শিদ ছাড়া কিছুই বুঝি না
মুর্শিদ আমার জীবন সাধনা ॥

জান মাল সবই দিলাম
আপন বলে মেনে নিলাম
মুর্শিদ আমি এক হলাম
মুর্শিদ ছাড়া চিনি না ॥

ইহকাল আর পরকালে
দিই মুর্শিদ পা'য়ে ভক্তি ঢেলে
পাবো মহানন্দ জীবন মূলে
হবো মুর্শিদ প্রেমে মস্তানা ॥

মুর্শিদ নাম অতি মধুর
অন্তরে গায় মুহুর মুহুর
মুর্শিদ জানের সুসুন্দরপুর
খাজা শহীদুল মুর্শিদ ভুলে না ॥

শহীদুল গীতি-২৯৮

দয়াল তোমার দয়া পেয়ে আমি হবো দয়ার মস্তানা
দয়ালের দয়া বিনা আর তো কিছু চাহি না ॥

দয়াল দয়ায় মহাশান্তি
দয়াতে নাই পাপের ভ্রান্তি
দয়া প্রাপ্তির পথে পন্থি
দয়া হোক খাওনা দাওনা ॥

দয়াল দয়ায় ভাসবো আমি
আসবে জীবনে স্বর্গ নামি
এক হবো দয়াল আমি
দুরে যাবে সব যাতনা ॥

হে দয়াল আমার মহাদয়াল
খাজা শহীদুলে দাও মনের খেয়াল
থাকতে চায় দয়ায় অবিরল
দয়া ছাড়া কিছু চায় না ॥

শহীদুল গীতি-২৯৯

হে আল্লাহ তুমি মঞ্জুর করো আমার মোনাজাত
জাত তুমি ছেপাত আমি হইবেন একসাথ ॥

তোমার ছেপাত গুণ মহিমা আমি
জাত শক্তিতে আল্লাহ তুমি
তুমি আমার জীবন স্বামী
দাও গো দয়াল রহমত ॥

দুনিয়ার এই জীবনে
আমায় রেখো পাক ঈমানে
দিদার দিও দয়া গুণে
এই জীবন এই দুনিয়াত ॥

তোমার দয়ায় যাবো মিলে
বিশ্বাস আছে আত্মা মুলে
দয়াল তুমি দয়া বলে
খাজা শহীদুল কে রেখো সাথ ॥

শহীদুল গীতি-৩০০

আমি কইবো কারে মনের বেদনা
মনের ব্যথা মনে আছে বলা কভু যায় না ॥

সেই রুপের ভাব নাই মনে
ভেবে চলি রাতে দিনে
বড় ব্যথা দয়াল বিনে
দেখতে মনে হয় বাসনা ॥

রুপের ঝলক চোখে দিয়ে
কোন সুদুরে আছো গিয়ে
সেই ঝলকে মত্ত হয়ে
আমি চোখের জলে দেওয়ানা ॥

ব্যথায় ব্যথায় দয়াল আমি
অন্তর কাঁদে দীবা যামি
এই ব্যথা মুছাও তুমি
খাজা শহীদুল ভুলছে না ॥

শহীদুল গীতি-৩০১

মন না জেনে না বুঝে ধর্ম পালন করো না
না বুঝে ধর্ম করলে হবে তুমি ধর্ম কানা ॥

অন্ধ অজ্ঞ স্বভাব ছাড়ো
জ্ঞানির কাছে শিক্ষা করো
তারপরে ধর্মে চরো
হবে শুদ্ধ জ্ঞান ধর্ম মনা ॥

শোনা কথায় ধর্ম করলে
যাবে ধর্ম তপজপ বিফলে
ধোঁকায় মন বেড়াবে টলে
ভান ধর্ম হবে ভানের কান্না ॥

ধর্মই হলো মানব জীবন
করো না অজ্ঞতে অকারণ
শোনা কথায় যেমন তেমন
খাজা শহীদুল কয় করো না ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৭:৩৬

শহীদুল গীতি-৩০২

কোন জাতের মানুষ আমি এই দুনিয়ায়
মানুষ জাত আমি দেখি নারী পুরুষ দুটি পায় ॥

পুরুষ নারী দুই জাত দেখি
ছেলে মেয়ে এক গর্ভে থাকি
এছাড়া অন্য জাত আছে কি?
থাকলে আমি দেখতে চায় ॥

পুরুষের হয় অগ্র ছাটা
মেয়ের হয় না কিছুই কাটা
একজন আর জন কেডা
জানাও আমায় পরিচয় ॥

জাত আচারের বড়ায় করে
চলে দাপট ঘরে ঘরে
খাজা শহীদুল বলে জাত চিহ্নরে
মানুষ জাতি দেখতে পায় ॥

শহীদুল গীতি-৩০৩

রাসুলকে না চিনলে সে তো আল্লাহ'র দেখা পাবে না
শত দলের আগে রাসুল নূর ঝলকের সুরাত খানা ॥

সর্ব যুগেই জিন্দা রাসুল
জ্ঞানি আশেকের নয়নে উল
তার ঝলকে ভুবন উজ্জ্বল
দিব্য জ্ঞানির সত্য দেখনা ॥

জ্ঞান সু-কোলে রাসুলুল্লাহ
বিশ্বাসির হলো আত্মার মালা
মহাভাগ্য হয় যার উজালা
দিব্য জ্ঞানে তার দেখাশোনা ॥

রাসুল সুরাত যার চোখ নূরে
আল্লাহ চিনে দ্বিল মাঝারে
বাস্তব দর্শন দুনিয়ার পরে
খাজা শহীদুল তো দর্শন মনা ॥

শহীদুল গীতি-৩০৪

কোথায় ছিলাম আমি আবার এসেছি কোথায় ?
কোথায় যাবো আবার ফিরে জানে মালিক দয়াময় ॥

কুসঙ্গে কুরঙ্গে মিশে
মুল পুঁজি গেল খসে
কেমনে যাব আপন দেশে
আমার গা'য় ভরছে জ্বরায় ॥

কম্প ভয়ে কাঁপছে জীবন
করবো কি আমি এখন
পাপে খোয়ালাম মনি মন
খালি ভান্ডে হাত মাথায় ॥

আঁধার নামছে দুটি চোখে
সাঙ্গ পাঙ্গ সব গেছে ভেগে
কাঁতর আছি নিকাশ শোকে
খাজা শহীদুল ভাব মরায় ॥

শহীদুল গীতি-৩০৫

মন গুরু আশেকি হও পাবে মজা গুরু প্রেমে
আসবে রুহানী রুপ চোখে নেমে ॥

গুরু প্রেম মহা মজা
সর্বকালেই সুপ্রেম তাজা
প্রেমিক ভক্ত মহারাজা
ভক্তি প্রেম দমে দমে ॥

গুরু প্রেমে মত্ত যারা
সুখ দুঃখ বুঝে না তারা
চোখে রয় জ্ঞান জ্যোতির পারা
খাওনা পরনা প্রেম প্রেমে ॥

খাজা শহীদুল গুরু প্রেমে
সব দিয়েছে এক মনে
মানে গুরু ভক্তি মানে
বলে জয় গুরু জয় সুনামে ॥

শহীদুল গীতি-৩০৬

মুর্শিদ হিল্লা রাসুলুল্লাহ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ
ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ॥

লাইলাহা দমে ছাড়ো
ইল্লাল্লাহ দম উর্দ্ধে বাড়ো
দমে দমে খেয়াল করো
দেখো রুহানীর ফালাহ ॥

কামেল যিকির মারেফাতে
জ্ঞানের জ্যোতি আছে তাতে
মহাভাবুক জ্ঞানের স্রোতে
যিকির হু হু ইল্লাল্লাহ ॥

যিকির আত্মার জ্যোতি-আলো
আশেকগণে বাসে ভালো
রসুল শাহে'র গুপ্ত হালো
গাইছে খাজা শহীদুল্লাহ ॥

শহীদুল গীতি-৩০৭

মন রতির বাতি নিভে যাবে কোন দিনে
রইলি কু-আচারে রতির জোরে ছড়ালি বুউ চিবনে ॥

সুখ সুহাগির সুরশ সুখে
আয়ু হারালী হাসি মুখে
তবু রোখ গেলো না রইলী ঝুকে
সুকু বাউ কিছু বুঝলি নে ॥

মহা মালিকের পুঁজি রতি
কু-সঙ্গে করলি ঘাটতি
হিসাবকালে কি হবে গতি
মনে ভেবে দেখলি নে ॥

রতি যোগে জনম লয়ে
আবার মরলি রতি ক্ষয়ে
চিন্তায় দেখো মন ভাবায়ে
খাজা শহীদুল তো ভাবে মনে ॥

শহীদুল গীতি-৩০৮

করো রতি উজান শুদ্ধ সাধনে
মালিকের পুঁজি ঠিক রাখো যতনে ॥

দীক্ষা জ্ঞানে সাধন করো
সাবধানে জ্ঞান হও দড়ো
সু-স্বভাবে শান্ত বড়ো
ভাব রাখো সদা মনে ॥

মূল পুঁজি তিন রতি
বারো অংশে ভাগ স্থিতি
রুহু নফস অংশ মতি
আছে রতির শক্তি গুণে ॥

আরও অংক আছে রতির
বুঝো মুর্শিদ করে খাতির
রস ডোবায় রুপ রাখে অমরির
খাজা শহীদুল কয় যতনে ॥

শহীদুল গীতি-৩০৯

প্রেম সোহাগের শাপলা বনে সাধনার কুঁড়ে
সাধু শুদ্ধের অমর সাধন সেই কুঁড়ে ঘরে ॥

জল তলা কুপ সাধনে
রতি আটো জোর সাবধানে
তত্ত্ব তলির শ্রী রওশনে
যাসনে যেন অমনি মরে ॥

রনে ক্ষণে প্রেম দুনাতে
পিছল জলা জলদানিতে
আছে মরণ সুখ সুখেতে
হুঁশ রাখো সেই দম জোয়ারে ॥

বালা মতির সুকোমলে
সুভাব যাগাও শুদ্ধ হালে
কামে মাতাল যেয়ো না ভুলে
খাজা শহীদুল কয় বারে বারে ॥

শহীদুল গীতি-৩১০

দেখা দাও দয়াল মুর্শিদ তুমি আমারে
প্রেমের ঝলক মনে দিয়ে আছো তুমি দুরে ॥

মুর্শিদ তোমার প্রেম যাতনা
সইতে আমি আর পারি না
প্রেম অনলে দেহখানা
আঙ্গার হলো পুড়ে পুড়ে ॥

জ্বালা সয়ে আর থাকবো কত
জ্বালায় জ্বালা শত শত
সওয়া যায় না এই ব্যথা'তো
দয়াল দয়া দাও আমারে ॥

রসুল শাহে'র চরণ তলে
খাজা শহীদুল বিনয় হালে
সর্বজ্বালা দেবো ঢেলে
তোমার পাক চরণ পুরে ॥

শহীদুল গীতি-৩১১

আল্লাহ'জির প্রেম সাগরে ডুবরে আমার মন
প্রেম সাগরে ডুবলে হবে মিরাজে মিলন ॥

প্রেম সাগরের স্বরূপ ধারা
ডুবলে সে হয় জ্যান্ত মরা
রূপ দেখে মন মাতোয়ারা
পাই জিন্দা দর্শন সু-নয়ন ॥

কায়া ছায়া নাইকো যাহার
জিন্দা নূরে আছে সাকার
দ্বিল দরজায় মহাভাব তার
গুপ্ত প্রেমে হয় আলাপন ॥

দুই নূরে হয় যে রূপ ছায়া
ধ্যান স্বরূপে ধরো কায়া
নূরে নূরে এক ভাব হইয়া
দেখো সুরাত মিরাজ তন ॥

মিরাজ ভাগ্য যার খুলেছে
প্রেমের ধনি সে হয়েছে
খাজা শহীদুল চিন্তায় আছে
মিরাজে চাই দিদার মিলন ॥

শহীদুল গীতি-৩১২

আমার মনকে দিলাম মুর্শিদ চরণে
জেনে বুঝে বায়আত হলাম শুদ্ধ ঈমানে ॥

আল্লাহ'র আদেশ বায়আত হতে
আল্লাহ'র বাণী কোরআন মতে
বায়আত হলাম মুর্শিদ হাতে
ফরজ আদেশ নিলাম মেনে ॥

মন বিকিয়ে মুর্শিদ চরণে
পুজবো তারে ধনে মানে
এই ওয়াদার বাক্য মনে
মনে রাখবো জীবন মরনে ॥

খাজা শহীদুল মন বিশ্বাসে
মুর্শিদ স্মরণ আত্মা বাসে
তার বিন্দু দয়ার আশে
ভজে মুর্শিদ মনে প্রাণে ॥

শহীদুল গীতি-৩১৩

আদম শফি উল্লাহ'র ভেদে আছে আল্লাহ'র পরিচয়
আল্লাহ নিজ রুহু আদমে দিয়ে আদমকে চেতন বানায় ॥

আদম অঙ্গে হাওয়ার সৃজন
ভেদ কুদরতি শক্তি কেমন
বাপ মা ছাড়া সৃষ্টি দুইজন
দুইভাব দুই রুপে হয় ॥

আদম রুহে হাওয়া রেখে
গঠেছিলো আদম রুপকে
আদমের কোন অঙ্গ থেকে
হাওয়া চেতন হয় দৃশ্যময় ? ॥

আদম হাওয়ার তত্ত্ব বিচার
খুঁজে পাই না দিক দিশা তার
ভাবনায় চোখে ঘোর অন্ধকার
খাজা শহীদুল ভাবে ভাবনাময় ॥

শহীদুল গীতি-৩১৪

দয়াময় আল্লাহ্ আমায় রুহু দিয়েছে
রুহুর আদেশ হস্ত পদ পালন করিতেছে ॥

অন্তরবাসে রুহু ফুৎকার
সেই রুহু আল্লাহ'র আত্মা আকার
আছে কোরআনে ভেদের প্রচার
বুঝো মানুষ আল্লাহ কতো কাছে ॥

কাছের দর্শন দুরে করে
ডাকো হাকো দিন রাত ভরে
আল্লাহ অন্ধ ধার্মিক বলছে তারে
দেখবে না যে এখানে কাছে ॥

নিজ রুহুর দর্শন হলে
দিব্য দর্শন তাঁরই মিলে
মুক্তি পাবে বিপদ কালে
খাজা শহীদুল তাই বলছে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৩৮:৭২, ৫০:১৬, ১৭:৭২

শহীদুল গীতি-৩১৫

তরল তত্ত্বে সরল হও মন আদি চিন্তায়
আদির তত্ত্ব বর্তমানে দল কোমল কোঠায় ॥

দম দুয়ারী আদি শাখায়
তিন ধারাতে তিন রূপ উদয়
এক ধারাতে আদি উল হয়
অযোগে যোগ ঝলকময় ॥

তরল তলার নক্ষত্র চিনে
অযোগ ধারায় যাও মিলনে
আদি মানুষ আছে চেতনে
সাধন সিদ্ধি হবে সেথায় ॥

সরল মনে গিট পড়িলে
জীব ধারায় যাবে চলে
খাজা শহীদুল আছে গোলেমালে
আদি চিনা হবে দায় ॥

শহীদুল গীতি-৩১৬

কোন দিন যাবো আমি এই দুনিয়া ছেড়ে
আমায় আমি চিনতে রইলাম ভুলেরে ॥

কে ডাকলো মানুষ নামে
আমার গঠন কার সৃজনে
কে সৃজিল থেকে গোপনে
আনাগোনা মনে পড়ে ॥

নাম আল্লাহ কে শুনালো
আল্লাহ রুপের বুঝ না হলো
ভাবতে আমার জনম গেলো
অন্তর মরছে আছাড়ে ॥

ভেবে সারা খাজা শহীদুল
জীবনটায় মোর হলো গোল
পাবো কাকে অকুলে কুল
ভুগছি মনের ফাপড়ে ॥

শহীদুল গীতি-৩১৭

ও-মন আমি কি আর শিশু হবো ?
মাতাপিতার কোলে বসে আদর সোহাগ পাবো ? ॥

মাতাপিতা দয়া করে
কোলে রেখেছে সোহাগ ভরে
চুমা দেয় চুমার পরে
আদরের নাই অভাবো ॥

মা সোহাগের আদর দয়ায়
দুধ খাওয়ালো মহা মায়ায়
পাক শুদ্ধ মায়ের চুমায়
সোহাগ শোভা মুখের ভাবো ॥

মাতার সোহাগ পিতার আদর
যেমন স্বর্গের সুখ সরোবর
মাতাপিতার শুদ্ধ কদর
মায়া স্বর্গের মহা ভাবো ॥

দয়া করে হে দয়াময়
স্বর্গ দিও মাতাপিতার
খাজা শহীদুল কয় এই দুআ'য়
আল্লাহ'র কাছে গিয়ে কবো ॥

শহীদুল গীতি-৩১৮

না হলে সাধু সুজন হবে না ধর্ম সাধন সংসারে
ধর্ম অংক নির্ভুল করে সাধো সাধন যত্ন ভরে ॥

সাধন বলের সাধক যারা
সাধন শোভা চিনে তারা
প্রেমের দরগায় প্রেম চেহারা
নাচায় সুরুপ অমরে ॥

সাধন ভজন ধর্ম আচারে
আগে যাও সাধনার ঘরে
সাধনায় যাগাও মূল মানুষেরে
যার দয়াতে যাবি তরে ॥

অকবরীয়াত সাধন চোয়ায়
প্রেম কান্তরে ডাকো ত্বরায়
চিনো সাধনার ত্রিমোড় ধারায়
খাজা শহীদুল চলতে কয়রে ॥

শহীদুল গীতি-৩১৯

ছেলের জন্ম আগে হলো মাতাপিতার জনম নাই
গোপন ভেদের গোপন খবর বলতে লাগে মনে ভয় ॥

ছেলের বয়স বারো হলো
মাতা তখন জন্ম নিলো
তারপরে পিতা জন্মালো
ভেদের খবর ভেদে ময় ॥

মাতাপিতার বিয়ে দিলে
আবার ছেলে মৃত্যু নিলে
মাতাপিতার কবর দিলে
জানলে ভেদ কও আমায় ॥

মায়ের উদরে আবার
জন্ম নিলো ছেলে বার বার
দুগ্ধ খেলো ঐ মাতার
খাজা শহীদুল দেখছে তাই ॥

শহীদুল গীতি-৩২০

না জেনে সাধন শোধন আন্দাজে সাধু হয়ো না
শোনা কথায় আন্দাজে সাধন ফল দাঁড়ায় না ॥

আন্দাজের সাধন হলে
ঢিলে ঢালা হয় সাধন মূলে
জল তলার জোয়ার কোলে
সু-সাধন ভাব থাকে না ॥

প্রিয় কোঠায় প্রেমবালা
অযোগে হয় যোগ নিরালা
দিব্য জ্ঞানির তত্ত্বদোলা
নিরব নতো তার সাধনা ॥

সাধুর সাধন আন্দাজে হলে
সে সাধু নয় সাধুর ছলে
বিনাশ হবে ঝাড়ের মূলে
খাজা শহীদুলের বচন কওনা ॥

শহীদুল গীতি-৩২১

হে আল্লাহ আমায় করো কামেল বুজুর্গান
জ্ঞান মোজেজা আত্মায় দিয়ে করো বলবান ॥

সত্য শুদ্ধ কামেল ইনছান
করো আমার আত্মা ভুষণ
আমি হতে চায় বন্ধু আপন
পুরাও আশা হে মহান ॥

পাক আত্মা পাক রুহু দিয়ে
সাজাও তোমার দয়া মাখিয়ে
আসবে শান্তি আত্মা বেয়ে
মুখে গাইবো প্রশংসার গান ॥

তোমার অসীম করুণা ঢেলে
সাঁতার করাও সর্বকালে
সর্বকল্যাণ দাও সর্বহালে
খাজা শহীদুল কয় দয়াবান ॥

শহীদুল গীতি-৩২২

মুর্শিদ আমায় দয়া দাও ভুলো না এই অধমে
জানি তুমি আল্লাহ'র বন্ধু অলি আল্লাহ জগত ধর্মে ॥

তোমার হাতে হাত রাখিয়া
নিজকে বিকালাম তোমায় পাইয়া
ধনদৌলত তোমায় দিয়া
ভরসা আমার তোমার প্রেমে ॥

ভুলবো নাকো আমি তোমায়
স্মরণ রেখো মহাদয়ায়
আমি যেন হই মুর্শিদময়
ভক্তি আদব জ্ঞান প্রেমে ॥

রোজ হাসরের রোজ বিচারে
তরাইও তুমি দয়া করে
খাজা শহীদুল চরণ ধরে
ফেলো না দয়াল এই অধমে ॥

শহীদুল গীতি-৩২৩

তুমি শোনো দয়াল আল্লাহ আমার মোনাজাত
মনে মনে প্রার্থনা গাই তুলি না দুই হাত ॥

আমার সর্ব দেহো আত্মায়
তুমি আছো সর্ব সময়
চাওয়া পাওয়া তোমায় আমায়
তুমি অর্ন্তরযামি আমার সাত ॥

আত্মা আকারে কোরআন আয়াত
দেহো মাঝে দাও আত্মা বসত
দাও পাকা ঈমান দৃঢ় মুহাব্বত
গোপনে লও প্রণিপাত ॥

আমার যত মনো বাসনা
সবই তোমার আছে জানা
পুরাও বাসনা দয়াল পানা
খাজা শহীদুলের দাও মুহাব্বাত ॥

শহীদুল গীতি-৩২৪

আমার মনকে আমি চিনতে পারলাম না
কোথা হতে কোথায় এলাম হিসাব অংক বুঝলাম না ॥

সারা জনম সকল কাজে
মন হাজের তাতে আছে
মন কোথায় কোন ভাজে
আছে তার বসত খানা ? ॥

ছিলো মনে বড় বাসনা
দেখবো মনের বসতখানা
কোন দোষে পড়ে তা হচ্ছে না
মনে বড়ো দুখের ভাবনা ॥

ভেবে জনম গেলো আমার
চিনা হলো না মনের আকার
খাজা শহীদুল দুখে বার বার
মনে জাগায় মন বেদনা ॥

শহীদুল গীতি-৩২৫

আমার সৃষ্টির আগে আমি ছিলাম কোথায়?
ভেবে চিন্তে হত হলাম তত্ত্ব বুঝা বড়ো দায় ॥

সংসার কুলে আসার আগে
ছিলাম কোন আশ্রয় রাগে
তার পরে পিতৃযোগে
এলাম ভবের ভাব মায়ায় ॥

আমি আমি ভবের বলা
আমি কোন জন কি তার চলা
ভাবতে যাচ্ছে আয়ু বেলা
দ্বিধা দ্বন্দ্ব মনে ময় ॥

খাজা শহীদুল ভাবনায় পড়ে
আপন সৃষ্টির চিন্তা করে
অবুঝ মায়ার ঘোর সংসারে
শুধু জ্ঞান চিন্তায় হচ্ছে ক্ষয় ॥

শহীদুল গীতি-৩২৬

এই মানুষের মরন হবে না
মানুষের নাম আকার বিচার করো ও-মনা ॥

দেহো আকার সে মানুষ নয়
মানব দেহো আকারে কয়
দেহো মাঝে মানুষ রুপ রয়
যার আদেশে দেহের চলনা ॥

চিরো অমর সেই মানুষ হয়
রুহু নামে তার পরিচয়
রুহু আল্লাহ'র ভেদ বুঝো তাই
জাত ছেপাতে হয় ঠিকানা ॥

দেহো ছেড়ে রুহু গেলে
এই দেহকে মৃত বলে
রুহু মরে না কোনো কালে
খাজা শহীদুলের মুল জানা ॥

শহীদুল গীতি-৩২৭

ওরে আমার সুখ দরিয়ার মন মাঝি
আর কতকাল সুখে সুখে হবিরে তুই সুখ রাজি ॥

উতাল পাতাল সুখ দরিয়ায়
ছলাত ছলাত পিছল পিছলায়
বাইলি বৈঠা মত্ত মজায়
মায়াতে রইলি মজি ॥

তীক্ষ্ম তোফান জোয়ার জোরে
সাবধানে বাউ গতি ধীরে
ভেঙ্গে না যায় তোফান জোরে
বৈঠা শক্তির মূল পুঁজি ॥

খাজা শহীদুল তোফানে দোলে
ভয় তরাশে লোঙ্গর ফেলে
মুর্শিদ মুর্শিদ দোহাই বলে
ভয়ে কাপে মন আত্মা'জি ॥

শহীদুল গীতি-৩২৮

আল্লাহ বিশ্বাসির জন্য সালাত ফরজ করেছে
সালাত রুপের আকার আছে বিশ্বাসির কাছে ॥

অটুট বিশ্বাস যার আত্মায়
সালাত আকার তার চোখে উদয়
সেই রুপের মহা মায়ায়
চিনে আল্লাহ'কে অতি কাছে ॥

সালাত রুপ যার দর্শনে নাই
সজুদ কায়েম মুখেতে কয়
আল্লাহ'র সামনে বিশ্বাসি রয়
প্রেম সজুদের ভক্তি ভাজে ॥

শুদ্ধ স্বচ্ছ আর্শি আত্মায়
অতি মনোরম সালাতে উদয়
চিনো সালাতের ইমাম কে হয় ?
খাজা শহীদুল তো ভাবে ভাবছে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৫৩:৬২, ৯৬:১৯

পঞ্চম খণ্ড শেষ

শহীদুল গীতি-৩২৯

আমার সালাম সকল নবী রাসুলগণে
আমার সালাম সকল অলির স্মরণে ॥

অলিয়াম মুর্শিদ দয়াল আমার
বসত তার মদিনা শহর
তিনি আমার আত্মার হুজুর
রসুল শাহ মনে প্রাণে ॥

মুর্শিদ রসুল শাহ'র চরণে
ভক্তি রাখি বিনয় মনে
দয়াল বাবার দয়ার গুণে
সুখ শান্তি দিও জীবনে ॥

আমি অধম খাজা শহীদুল
ভরসা আমার শাহ রসুল
মনি কোঠায় মন মূল্য মূল
আছি বাবার দয়ার স্মরণে ॥

ষষ্ঠ খণ্ড শুরু

শহীদুল গীতি-৩৩০

দয়াল আল্লাহ আমার বন্ধু সর্বকালে হয়
ইহকাল আর পরকালে প্রশংসা অসীম গাই ॥

আমার দেহ আত্মার গঠন
আল্লাহ'জি করেছেন সৃজন
দয়ায় করে রক্ষনাবেক্ষণ
তার দয়া জীবনেময় ॥

শুকরিয়া গাই অসীম আল্লাহ'র
সব কাজে পায় সহায় তাহার
সর্ব দয়াল তিনি আমার
দেহো আত্মায় তার দয়া রয় ॥

চলা বলা তারই দয়ায়
পবিত্রতা অসীম অসীম গাই
হে বন্ধু আল্লাহ আমায়
হইও খাজা শহীদুলে ময় ॥

শহীদুল গীতি-৩৩১

হে আল্লাহ আমার আরজ মানো মহা দয়ায়
বিশ্ব শক্তি আল্লাহ তুমি জগত করেছো ময় ॥

আমার সারা জীবন ভরে
দাও করুণা সর্বস্তরে
পাকা বিশ্বাস দাও অন্তরে
জ্ঞানে নয়ন করো ময় ॥

আমার ইবাদত তোমার করুণা
এই চাওয়া যেন আমি ভুলি না
তোমার দয়া হোক আমার পাওনা
সর্বকালে হোক সব সময় ॥

খাজা শহীদুল খুব ভক্তি ভরে
প্রার্থনা গাই তোমার দরবারে
তুমি দয়াল দয়া করে
আরজ মেনে নাও দয়ায় ॥

শহীদুল গীতি-৩৩২

হে মান্যমান মহান রাসুল লও কোটি প্রেম সালাম
মহা জ্ঞানি পাক নবী লও আমার অসীম সালাম ॥

দিবা রাতে সারা দুনিয়ায়
কোরআন কালাম পড়ছে সবায়
আছে ইবাদতে মত্ত সদায়
তবুও খুনাখুনি অশান্তিকাম ॥

রোজা নামাজ কোরআন পড়ে
অনাচার চলেছে বেড়ে
হে রাসুলুল্লাহ এই সংকট ঘোরে
দাও সত্য দ্বীন ইসলাম ॥

ওয়াজ কালাম নছিহত জারী
জোর আওয়াজে দিন ভরি
আকাম-কুকাম সদায় জারি
খাজা শহীদুলের নাই কালাম ॥

শহীদুল গীতি-৩৩৩

নিজ রুপে আদম গঠন করলেন আল্লাহ দয়াময়
তাই তো তাঁর কুদরতের নাই সীমা সীমা নাই ॥

দমের মহা কুদরতি নূরে
ফুঁকলো মাটির আদম ঘরে
নিজ সুরাত দিয়ে আদমরে
ভিতরে দিলো কোঠা বানায় ॥

নিজ রুপের নিজ আকারে
আদি আদম সৃজন করে
প্রকাশ হলো অনেক পরে
মাটির আকার রুপ শোভায় ॥

কুদরত লীলায় আদম গঠন
নাশিকার ফুকে করলো চেতন
দিব্য জ্ঞানির বিচার দর্শন
খাজা শহীদুল দলিলে কয় ॥

শহীদুল গীতি-৩৩৪

সে কথার তত্ত্ব আছে অতি গোপনে
মুর্শিদ ধরে গোপন চিনো এখানে ॥

গোপন তিনি অন্তর জুড়ে
অন্তর-আত্মায় লেনদেন করে
তত্ত্ব ভেদ যে বুঝতে পারে
অতি কাছে খোদাকে চিনে ॥

যার নয়ন থাকে নিজ অন্তরে
আল্লাহ আছে তার ধ্যান চোখের পরে
আত্মা রুপে আল্লাহ চলে ফিরে
বিশ্বাস রাখে জ্ঞানিগণে ॥

দেহো আত্মার সন্ধান হলে
খোঁজে না সে বন-জঙ্গলে
দেহো আত্মা সুরাতে আল্লাহ মুলে
খাজা শহীদুল কয় এখানে ॥

শহীদুল গীতি-৩৩৫

আপন সুরাতে আপনি দিব্য জ্ঞানির সন্ধানে
তত্ত্ব জ্ঞানির তত্ত্ব তে ভেদ অতি শুদ্ধ গোপনে ॥

তত্ত্ব জ্ঞানির অতি কাছে
আরও কাছে রয়েছে
নিজ সুরাতে রুপে সেজে
আপন গুনে আপনে ॥

আত্ম তত্ত্বের আল্লামা হলে
দিব্য চোখ যায় তার খুলে
দ্বিল কোরআনের আদেশ বলে
হিসাব অংক এলমে লাদুন্নে ॥

খাজা শহীদুল মানে বর্তমান
অন্ধ বিশ্বাস করে দলন পিষন
ভাবে আপনে নিজ শুদ্ধ গুণ
বুঝে বর্তমান সে এখানে ॥

শহীদুল গীতি-৩৩৬

পড়ো বেলায়েতের দ্বিল কোরআন
দ্বিল কোরআনে রুহানী রুপ আছে বর্তমান ॥

শুদ্ধ ভাগ্য মানুষ যারা
সজাগ সাধন করে তারা
দর্শন রাখে রুহু চেহারা
দিব্য জ্ঞানে হয় বলবান ॥

দ্বিল কোরআনে দ্বিলের আকার
রুহুর অংকে বিশ্ব খবর
যার হয়েছে ভক্তি নজর
বিশ্বাস মনে পাই চেতন ॥

দয়াল মুর্শিদের দয়ার বলে
লও জমরুদ নূরের পর্দা তুলে
আলোক ভক্তি আত্মায় জ্বেলে
খাজা শহীদুল চিনে চিনান ॥

শহীদুল গীতি-৩৩৭

মন তুমি নীতিবান নও এই জগতে
শুধু বলে বেড়াও নীতি কথা সর্বতে ॥

করো নীতি কথার নিত্য আলাপ
তোমার নীতিহীন কার্যকলাপ
নিজ নীতিতে প্রমাদ বিলাপ
সাজো নীতিবান নীতির কথাতে ॥

নীতি কথার কর্ম পরে
যে নীতিকে দাঁড়ানো করে
সেই নীতিবান সর্বস্তরে
রাখে নীতি আকার কর্মতে ॥

নীতিবান মানুষ যারা
হয় না কোনো মতে নীতিহারা
খাজা শহীদুল মন পেয়ারা
রইলি নীতি কথার মত্ততে ॥

শহীদুল গীতি-৩৩৮

আমার দয়াল ভাণ্ডার দয়ালজি
এই অধমকে দয়া দিতে হও রাজি ॥

দয়াল নাম বড়ো মধুর
দয়া দিও অতি ভরপুর
চাই দয়া মুহুর মুহুর
ভিজাও দয়ায় আমি ভিজি ॥

দয়াল দয়ার বড়ো আশা
আমার মনে বাঁধছে বাসা
দুর করে দাও মন নিরাশা
দিতে তাজা দয়ায় হও রাজি ॥

দয়াল আমার এই বাসনা
দয়ায় ভিজাও সাধ প্রার্থনা
মানো শহীদুল আপনজনা
ওগো দয়াল হও প্রেম রাজি ॥

শহীদুল গীতি-৩৩৯

রুপ সাগরের রুপের জলে মনকে না ধুলে
হবে না শুদ্ধ আত্মা নূর-জ্যোতি মূলে ॥

কোমল কান্তর বর্ষণ জ্যোতি
জ্ঞানির জ্ঞানে আশেক বাতি
ঐ বাতি মূল আত্মার জ্যোতি
নূর ছেতারার ঝলক ছলে ॥

যার ঘুচলো মনের আঁধার
রুপ সাগরের রুপ সরোবর
হলো শুদ্ধ আত্মা দ্বিধা নাই তার
সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ সুকপালে ॥

খাজা শহীদুল আত্মভোলা
চিনেও চিনে না তত্ত্ব মালা
সারা হলো তার নাচন দোলা
সাধন ঘরের সাধ কূলে ॥

শহীদুল গীতি-৩৪০

শুধু বড়ায় করে দিন গেলো আমার
হলো না সুচিন্তা মনে ঘোর আঁধার ॥

দেহ বল গেলো কমে
ঘোর এলো দুই চোখে নেমে
তবুও রইলাম মহা ভ্রমে
বুঝেও হয় না বুঝ আমার ॥

কখন যাবো কবরখানায়
সেই ভাবনা মনে তে নাই
অবেলাতে হয় অনাচারময়
দাপট বলে চলে অহংকার ॥

খাজা শহীদুল ছলে কলে
মত্ত রইলো ভুমণ্ডলে
তবুও দাপট পাখনা মেলে
বুঝলো না সে সু-আচার ॥

শহীদুল গীতি-৩৪১

তুমি আমার ছোবাহান আল্লাহ হক মহান
তুমি আমার আল হামদুলিল্লাহ শুদ্ধ শান ॥

তুমি রহিম হক রহমান
তুমি আমার ক্ষমা বলবান
পাপ ক্ষমার চিরো মহান
তুমি বন্ধু দয়াল আছান ॥

তুমি আমার আত্মা শক্তি
আমার আত্মায় আমি ভক্তি
এই হলো একত্ববাদের যুক্তি
আরেফ বিল্লাহ রাখে ঈমান ॥

মুর্শিদ আমায় চিনায় আল্লাহ্
তাই মুর্শিদ মহত আলা
ভেদের ভাবনা শহীদুল্লাহ
আল্লাহ মহান সর্বশক্তিমান।

শহীদুল গীতি-৩৪২

গুপ্ত তত্ত্ব মিরাজ মিম ভুবন
হলো আল্লাহ নবীর নুরে সু-মিলন ॥

আল্লাহ'জি আশেক ভরে
নবীজীকে নিলেন নেক নজরে
দিব্য দর্শন ঝলক নূরে
বিশ্বাস প্রেমে হয় মিলন ॥

মিরাজ মহা ভাবের সে দেশ
মহা মিলনের দর্শন সুবেশ
এক রাতে হয় তা শেষ
হয় গুপ্ত তত্ত্বের আলাপ মিলন ॥

মিরাজের মূল মর্ম বেনা
নবীজির সব হলো জানা
ছিলো সেই ভেদ নবীর ছিনা
খাজা শহীদুলের অবুঝ মন ॥

শহীদুল গীতি-৩৪৩

ঝাকোনীর পাখনা মেলে রইলি ঝাকোনী বলে
মূল আদি লুকিয়ে আছে অতি গোপনে ॥

সাধনার শুদ্ধ মালা
দুনা জলায় কেলামেলা
সেথা মনি মুক্তার ঝলক চলা
শুক্র পক্ষ হয় সোহাগ বনে ॥

সোহাগদ্বারীর সুচন্দনে
চম্বুকীর দুই ভাগ চরণে
আদব ভক্তি দাও যতনে
কইবো কথা আছি চেতনে ॥

মুর্শিদ অংক মনে রেখে
যাও সুতাল সুজলা দেখে
হবে সাধন শুদ্ধ অনুরাগে
খাজা শহিদুল কয় হিসাব গুণে ॥

শহীদুল গীতি-৩৪৪

আশেক হয়ে দেখো তাঁর আরশখানা
আশেক না হলে পারে দর্শন বাতি জ্বলবে না ॥

আশেক বিশ্বাসি আত্মা হলে
দর্শন বাতি সে আত্মায় জ্বলে
অতি গভীর ধ্যান নিরলে
করে প্রেম ভক্তিতে উপাসনা ॥

আশেকের মর্যাদা বেশি
পায় দয়াল দয়া রাশি রাশি
শুদ্ধ আত্মায় আকার বিশ্বাসি
আপনাতে পায় সেই আপনা ॥

আশেকের পাপ পূর্ণ নাই
থাকে পাক সুরাত নয়নেময়
খাজা শহীদুল চিন্তা'তে হায়!
অন্তরে নাই আশেক ভাবনা ॥

শহীদুল গীতি-৩৪৫

ছাফাই হলে মন মনের ময়লা
পাবি নগদ দর্শন জ্যোতি-উজালা ॥

ঘাটলা ঘরির ঘাট সামনে
বুঝে যাও পবন তোফানে
ভুলো না দোল স্বপনে
হও হুশ দিব্যের সু-চলা ॥

জীব সাধকের দুটি ধারা
দুটি ধারায় রয় জিন্দা মরা
মরণ বাঁচে সাধক যারা
জ্ঞান তত্ত্বে হয় জ্ঞান সুরেলা ॥

খাজা শহীদুল ভোলেগোলে
মত্ত রইলো সাধন মুলে
দিন গেলো তার ভুলে
মায়ায় হলো মত্ত গলের মালা ॥

শহীদুল গীতি-৩৪৬

কইবো কারে আমার মনের বেদনা
আমি মুর্শিদ প্রেমে প্রেম দেওয়ানা ॥

বেলায়েতের কুসুম কলি
রুহানী নুর দিব্য মেলি
সেথা আমার মুর্শিদ অলি
সু-শোভা রুপ ঝলক দেখনা ॥

মন আছে বেদনায় ভরে
দুই নয়নে অশ্রু ঝরে
মুর্শিদ রুপের ঝলক পুরে
নয়ন আমার ভুলছে না ॥

খাজা শহীদুল আশেক হালে
মন স্বরণে কেঁদে বলে
ধোমার রুপে যেন থাকি মিলে
মুর্শিদ দয়া হোক জীবন পাওনা ॥

শহীদুল গীতি-৩৪৭

আমার আল্লাহ জানের আমি জানবো পরিচয়
বাসনা আছে আমার মনে মন-অন্তরেময় ॥

গল্প শুনি এই সংসারে
আল্লাহ আছে আপন ঘরে
কে দেখেছো বলো আমারে
আমি যাবা সেই ঠিকানায় ॥

জীবন গেলো গল্প শুনে
মনে হয় পেলাম এখানে
শুধু মত্ত রইলাম গল্প গুণে
চিনার ভাব যায় ফসকায় ॥

গল্প শুনে কাল কাটালাম
মানুষকে গল্প শুনালাম
মারেফাতে বাবাজি হলাম
খাজা শহীদুল ভাবছে তায় ॥

শহীদুল গীতি-৩৪৮

কেমনে চিনবো তার রূপ আকার
যার ভাবনা সদায় জেগে মনে আমার ॥

সাধন ভজন যার আশে
ভাবি সেজন দুরের দেশে
জনম গেলো ভাবনা বেশে
কেমনে কি বুঝবো তার ॥

চিনায় চিনাল পেলে হতো
মন ভাবানো দুরে যেতো
আকারে সন্ধান দিতো
নয়ন হতো উজ্জ্বল আকার ॥

ভাব চেতনা চেতন ঘোরে
ভাবনায় আয়ু গেলো সরে
ঘুরে মরি ঘোর অনাচারে
খাজা শহীদুল এখন ভাবনা স্বার ॥

শহীদুল গীতি-৩৪৯

নালাই কালাই মনা দুনা সাধু সেজেছে
না চিনে সাধন ঘাটলা অঘাটায় ঘাটলাচ্ছে ॥

কেলাকোলার ডোবা-জলা
কাম কর্ম্মে রয় মাতোয়ালা
চিনে না সাধন বাজলা
আঁচলা ঝোলা কাঁধে ঝোলাচ্ছে ॥

শিবা লাবি বালা দিয়ে
ভুখ ছালা কেলা মেলিয়ে
নালিয়ে বিহায় চিলিয়ে
সাধু ফটকাবাজ সেজেছে ॥

খাজা শহীদুল নালা কেলি
দমে পুষরায় নিরিবিলি
অশুদ্ধরে দেয় পিছলী
বাসে সুকাম শুদ্ধ মজেছে ॥

শহীদুল গীতি-৩৫০

মন ডাঙ্গায় চিনো নৈরাকারের দেশ
কুসুম কলি মন নোয়ালীর বেশ ॥

সাধুর সুধাম নৈরাকারে
নিরাঞ্জন সাধনা করে
নুর ঘিরে তারা আনন ভরে
জ্বলা যোগে আত্মার সুবেশ ॥

গোবরে পোকায় গবর ভক্ষণ
পদ্ম পুষ্প গবরে জনম
শুদ্ধ সাধুর এমনি সাধন
দল কোমলের চম্বুকী শেষ ॥

ছাফাই হলে রতি বরণ
সুজন আকার হয় দর্শন
মন মানুষ সুজলে রুপায়ন
খাজা শহীদুল থাকে ভাব আবেশ ॥

শহীদুল গীতি-৩৫১

আল্লাহ'র আশেকে যেজন দেহো আত্মা রঙিন করেছে
আল্লাহ মহান তার নয়নে ঝলক দিয়েছে ॥

আশেকের নাই পাপ পূর্ণ জ্ঞান
দর্শন আশা মনে বিদ্যমান
হয় ক্ষণে বাকা ক্ষণে নির্বান
মাশুকের ধ্যানে মজেছে ॥

আশেক প্রেমের সাধক যারা
আদব ভক্তি প্রেম আত্মা ভরা
বিশ্বাস বলে সুরাত চেহারা
নিজ আত্মায় পায় অতি কাছে ॥

আল্লাহ আশেক যার আত্মায়
শ্রেষ্ঠ ধার্মিক সেই জনা হয়
গেলো সে অমর স্বত্তায়
খাজা শহীদুল তাই কইছে ॥

শহীদুল গীতি-৩৫২

পড়ো অজুদ কোরআন শুদ্ধ করে
তোমার দ্বীলের আঁধার যাবে দূরে ॥

দুই হরফে অজুদ কোরআন
তিন নোক্তা দুইয়ে প্রমাণ
অংকে জের জবর অংকন
সুক্ষ তত্ত্বের বিচারে ॥

অজুদ কোরআন লাহুত নাছুত
মলকুত জবরুত আর হাহুত
আরও কতো অংক সুরত
জানো মুর্শিদ নজরে ॥

রুহ কোরআন রুহানী স্তরে
সেথা বহু রুপ থরে থরে
আশেক আরেফগণ জ্ঞান পড়ে
খাজা শহীদুল কয় ধীরে ধীরে ॥

শহীদুল গীতি-৩৫৩

আমার দেহো আত্মার তাজা ঘরে বসত কার?
কথা বলে জ্ঞান আকলে সর্বকাজে হয় দোসর ॥

দেহো রং এর দালান ঘরে
আত্মাহ'জি বিরাজ করে
চিনা দেয় না রুপাকারে
ঘোর ধাঁধাঁর আজব কারবার ॥

সংকট চিন্তায় পড়ে আমি
ভাবছি বসে দিবা যামি
কাছে রেখে সে নাম নামি
চিনা দিচ্ছে না আমার ॥

নির্জনে তার অচেতনে
রইবো কতো কাল এই জীবনে
ভুয়া ভুয়ো অসার ক্ষণে
খাজা শহীদুল থাকে অন্ধকার ॥

শহীদুল গীতি-৩৫৪

মন রাজি নয় পুজলে কি হয় মুর্শিদ চরণে
যাবে বেঈমানি নকল তপজপ সর্বক্ষণে ॥

মন মুখ এক না করে
ডাকলে কি হয় মুর্শিদ জানরে ?
বিচার করো মন অন্তরে
নকল সাধনা হবে গন্ধ পচনে ॥

মুর্শিদ হাতে হাত রাখিয়া
চরণ ভজো বিশ্বাস নিয়া
সিদ্ধি হবে তার কামালিয়া
পাবে অমরী চিরো জীবনে ॥

খাজা শহীদুল অধম ভোলা
মুর্শিদ চরণ স্মরণে আলা
ভাবে মুর্শিদ আত্মা উজালা
রাখে মুর্শিদ মান্য স্মরণে ॥

শহীদুল গীতি-৩৫৫

চিনা দাও দয়াল আমায় এই জীবনে চিনা দাও
চিনবো আশা মনে আছে চিনা আমায় দিয়ে যাও ॥

আশা ধৈর্য্যে আছি আমি
আশা পুরাও হে দয়াল স্বামী
দেখি নয়নে তোমায় আমি
আমাতে দাও দয়ার বাও ॥

আয়ু গেলো আশার ঘোরে
নিলে মন চুরায় চুরি করে
এখন পড়ে ঘোর আঁধারে
ডাকি আমায় ফিরা চাও ॥

খাজা শহীদুল ডাকে তোমায়
চিনা দাও দয়াল দয়ায়
পুরাও আশা জিন্দা আত্মায়
তোমার মহা দয়ায় ভাসাও ॥

শহীদুল গীতি-৩৫৬

দয়াল মুর্শিদ গো নিভাও আমার মনের আগুন জ্বালা
প্রেম আগুণে দেহো আত্মা জ্বলে হলো কালো কয়লা ॥

সুন্দর চরণ পাবো বলে
মন সুপেছি মন কোমলে
মুর্শিদ তোমার দয়ার কুলে
করো জ্বালার মনে শান্তি ঢালা ॥

বলা যায় না জ্বালা কোথায়
করে দেহো আত্মা পুড়ায়ে ছায়
ব্যথায় ডাকি ও-দয়াময়
আমি অধম ভক্ত দলা ॥

খাজা শহীদুল চোখ জলেতে
ভেসে থাকে দিবা রাতে
তরাও মুর্শিদ নিদান স্রোতে
জ্বালায় হলাম জ্বলে কয়লা ॥

শহীদুল গীতি-৩৫৭

আদি তলার তত্ত্বে সেই রতন
মনি মহাজন আদি শোভার রন বরণ ॥

দ্বাদশ চাঁদের ঝলক কিরণ
ঝলক মাঝে আদি চেতন
দুই দিনে সে মেলে নয়ন
ঝলক পরিমাণ স্থিতিক্ষণ ॥

ফল শুনা ফুল সপ্ত ভাগে
ফুলে ফল রয় পঞ্চম রাগে
সাত পাঁচ বারো অংকে
হিসাব গুনো হে সাধুগণ ॥

ক্লিব, জীব, পুরুষ, নারী
আছে চারি চাঁদে চারি রুপ ধরি
এক চাঁদে আদি শুদ্ধ নুরী
খাজা শহীদুলের তত্ত্ব গুনন ॥

শহীদুল গীতি-৩৫৮

রস আরতির সুরস প্রেমে জ্ঞানির সাধনা
সুরসিক সুজন মনে করো সু-প্রেম ভজনা ॥

তত্ত্ব তলীর জল তলাতে
মন জলারে অংক মতে
প্রেম কোলে কুলাকুলিতে
ধীর সাবধানে চলো মনা ॥

জ্যোতি প্রেম যারে কয় ধরায়
সেই প্রেমেই মূল মানুষ রয়
হয় মন সরলার ভাগ্যে উদয়
পায় সুবাস প্রেম চন্দনা ॥

গোলাব দুনার তত্ত্ব করে
থাকো সুরসিক প্রেম অমরে
সু-প্রেম বাতি জ্বেলে অন্তরে
খাজা শহীদুল বুঝছে না ॥

শহীদুল গীতি-৩৫৯

আজ আছি কাল কোথায় যাবো?
সেথায় কোন হালে কিভাবে রবো ? ॥

ভবো বসে এই বিদেশে
পুঁজি হারা বসবাসে
নিরবে ভাবছি বসে
অন্ধ কবরে দিন কাটাবো ॥

শেষ বয়সে ভাবনা স্রোতে
হাহুতাশ যাগে মন তলাতে
ডুবেছি কতো গোনাহ'তে
সেই দিনে কি ক্ষমা পাবো? ॥

ভাবনা ভেবে হলাম হত
ভয় তরাশে ভাবছি কতো
কম্প জ্বরায় অবিরত
খাজা শহীদুল ডুবো ডুবো ॥

শহীদুল গীতি-৩৬০

আমি কেমনে চিনবো সেই অচিনায়
সন্ধানে যারে ধরা না যায় ॥

হাতের কাছে চলন চলনা
কর্ম করে চিনা দেয় না
খুঁজে হয়রান হয় সর্বক্ষনা
চিনাল পাই কোন জায়গায় ? ॥

কে আছে এমন দয়াল
দেখাবে আমায় অচিনা হাল
আমি সেই রুপ দেখার কাঙ্গাল
চিনাও গো দয়াল দয়াময় ॥

কুদরতের বড়ো কারবার
আকারে হয় নিরাকার
খাজা শহীদুলের ভাবনা বারবার
মনে তে করেছে ময় ॥

শহীদুল গীতি-৩৬১

আল্লাহ তুমি হও আমার জানের জান
তোমায় চোখে দেখে আলাপে জুড়ায় আমার প্রাণ ॥

মন ভরা আশা নিয়ে
দেখা দিবে দয়া দিয়ে
দয়ায় মায়ায় তোমায় পেয়ে
ধন্য হবে জীবন মন ॥

আল্লাহ আমার কাছে এসে
দিতে পারো দেখা ভালোবেসে
নিরাশ মনে আশা আসে
পুরাও দয়াল বলবান ॥

খাজা শহীদুল আরজ করে
গোনাহ দিওনা আরজ পরে
চিরো দয়ায় রেখো আমারে
দর্শন চোখে হও এখন ॥

শহীদুল গীতি-৩৬২

পুরলো না আমার মনের আশা
ছিলো আশা শুদ্ধ ধর্মে গড়বো ভালোবাসা ॥

ডাক হাক দিলাম জনম ভরে
ডাক আল্লাহ্ কেনো শুনছে নারে
ধোঁকা ডাকে আল্লাহ'র খুশি নাইরে
বুঝলাম আমার মন নয় খাশা ॥

নানান লোকের নানান কথায়
ধর্ম করে পড়লাম ধোঁকায়
শেষে বুঝছি ধর্ম হয় নাই
মনে বাঁধছে হায় হায় বাসা ॥

ধর্ম ধোঁকায় খাজা শহীদুল
ধর্ম কর্মে হলো তার ভুল
রইলো চিল্লা চিল্লি হল্লাগোল
ভেজাল ধর্মে আসল আশা ॥

শহীদুল গীতি-৩৬৩

ধর্ম তত্ত্ব সামান্য নয় এই জগতে
আছে ধর্মের মুল জীবন মারেফাতে ॥

কু-তর্কের কু-স্বভাবে
আছে অনেকে এই ভবে
তারা তর্ক কথায় বড়ো হবে
বুঝে না তত্ত্ব মারেফাতে ॥

বর্তমানের সময়কালে
কু-তর্কি লোক বহু মিলে
করে কুফরী কথা ঢেলে
আছে নরক তার ভাগ্যতে ॥

মারেফাত তত্ত্ব না জেনে
কয় মারেফাত অনুমানে
এরাই মারদুদ এই ভুবনে
খাজা শহীদুল কয় তত্ত্বতে ॥

শহীদুল গীতি-৩৬৪

ধর্ম তত্ত্বে গোল পড়েছে মন
আছে আচলা ঝোলা গাঁজার টানে ফকিরগণ ॥

ফয়তা খাওয়া কালাম পড়া
বেতনে চলছে ইমামতি করা
এই হয়েছে ধর্মের ধারা
লোভে লোভে ভরা মন ॥

শরিয়ত নয় পীরের জগত
পীর জানে না মারেফাত
ধনের লোভে ইহজগত
আছে বাড়ি গাড়ীর জন্যে মগ্ন ॥

অন্ধ কানা ধর্মে বেড়ে
মন্দ ডেকে কয় মন্দরে
লও সবে ভালো কাজ করে
খাজা শহীদুল দেখে বর্তমান ॥

শহীদুল গীতি-৩৬৫

মন কাম ছেড়ে হও প্রেমে লোভা
কাম প্রেমে কলঙ্ক বেশি দুর্গন্ধময় নাই শোভা ॥

কাম দুনার জলাশয়ে
নিস্কামে যাও তলায়ে
ধুনকাবের স্বভাব এড়িয়ে
করো চুব্বা চুবা শোভা রুবা ॥

ছাকনী প্রেমে ছাকা করো
নিজ আত্মারে আর্শি গড়ো
অমরী সাধনায় দড়ো
হয়ো না ভাবে ভানে বদলোভা ॥

নগন্য প্রেম যার বাসনা
করে আননে লোনদেনা
খাজা শহীদুল ভাব সেয়ানা
নিষ্কাম নামে কাম ডোবা ॥

শহীদুল গীতি-৩৬৬

কৃষ্ণ পক্ষের করো বিচার
তাতে আছে শুক্ল পক্ষের যোগ আচার ॥

কৃষ্ণ শুক্ল পক্ষ দুটি
চৌদ্দ ভুবনময় পরিপাটী
সুজন সাধু চিনে খাঁটি
ভজন যোগে হয় হুঁশিয়ার ॥

চৌদ্দ পক্ষ কৃষ্ণ যোগে
চৌদ্দ পক্ষ শুক্ল ভাগে
আটাশ পক্ষ দুটি অংকে
হিসাব করো তত্ত্ব বিচার ॥

আটাশ মাঝে দুই অংক রয়
শুক্ল পক্ষের মূল তারে কয়
ঐ দুটি দিন মূল সাধনায়
খাজা শহীদুল অংকদার ॥

শহীদুল গীতি-৩৬৭

বিশ্বাস না থাকলে মনে ধর্ম তপজপ হবে মিছে
ধর্ম তত্ত্বের মুলে অটুট বিশ্বাস রয়েছে ॥

ধর্ম সুন্দর বিশ্বাসে হয়
বিশ্বাস ছাড়া দুর্গন্ধময়
গুণ যোগ ভাগ করো ত্বরায়
সময় গেলে হবে মিছে ॥

বিশ্বাস হারা বন্দেগীদার
ধর্ম নামে কলঙ্ক অসার
বুঝে না ধর্ম বিধি বিচার
শুধু মুখের দাপটে চলছে ॥

খাজা শহীদুল তত্ত্ব ভোলা
গোলেমালে তার চলনচলা
জ্ঞান অভাব তার পালা পালা
মুখ জোরে সে চলতেছে ॥

শহীদুল গীতি-৩৬৮

ধর্ম তত্ত্বের গুপ্ত কথা না বলো বেতরিকায়
ছিনার ভেদ রাখো ছিনায় করো না ভেদ অপচয় ॥

অজ্ঞ গন্ধের বেতরিকায়
গুপ্ত ভেদ না বলো সেথায়
বললে ভেদ পড়বি ঠেকায়
হবে মুর্খগিরি তরিকায় ॥

তরিকার বিশ্বাসি তোমরা
গুপ্ত তত্ত্বের কও ইশারা
রাখো সেই ভেদ আত্মায় পুরা
ঘিরবে না বিপদ-বালায় ॥

কয় সুফি ভান্ডারী খাজা শহীদুল
বাক্য মানো হে ভক্তকুল
গুপ্ত তত্ত্বের সাধক হও মূল
শুদ্ধ বিশ্বাস রেখে আত্মায় ॥

শহীদুল গীতি-৩৬৯

জীব দেশে যা পাপাচারে পড়ে
জ্যোতি শহর রুহানীতে তাই পূণ্য ধরে ॥

দুই রূপ আলো একই ঘরে
পাপ পূণ্য দুই রুপ ধরে
জীব মরে পাপের ঘরে
বিশ্বাসি রয় পুণ্যের সরোবরে ॥

আশেক জ্ঞানী মহত রুহানী
মহা ভাগ্যবান হয় তিনি
জান্নাতুল মাওয়ায় দিন রজনী
আশেক আনন্দে মন ভরে ॥

দ্বিলের দশম উপর উপরে
রুহানী রাসুল বসত করে
দেখে দিব্য জ্ঞানি নয়ন ভরে
খাজা শহীদুল কয় ধীরে ধীরে ॥

শহীদুল গীতি-৩৭০

মানুষের মাঝে মানুষ বাস করে চির দিন
সেই দেশে মরা জিন্দা হয় আজীবন ॥

জল আগুনের তোফান সেথায়
জরা মরার জোয়ার ভাটায়
মরে মানুষ তাজা কথা কয়
আকারে হয় সহায়হীন ॥

চারি ফকির সেই দেশে রয়
দেহো আছে চামড়া তার নাই
ফকিরের হস্ত পদ মাথা না হয়
তারা ঘুমাই নাকো কোনো দিন ॥

না বুঝে এই তত্ত্ব কথা
তার ভজন শুন্য সাধন মিথ্যা
খাজা শহীদুলের ভাব মত্ততা
চিন্তাতে তার মন মলিন ॥

শহীদুল গীতি-৩৭১

আমি দয়াল আল্লাহ'র দয়ার বন্ধু
নিজ রুহু মানবে ফুঁকে দিয়েছে এই আত্মা বিন্দু ॥

দেহো মাঝে যে আত্মা চলে
রুহু ফুৎকার তার মুলে
তত্ত্ব জ্ঞানে বুঝো নিরলে
পাবে আপনে সেই বিন্দু ॥

এক ফুৎকারের কত আকার
দুনিয়ায় বর্তমান তাঁর
আদম বাবা প্রথম ফুৎকার
আদম হতে মা হাওয়া সিন্ধু ॥

দেহো আত্মার তত্ত্ব করো
মুর্শিদ চরণ কষে ধরো
খাজা শহীদুল চিন্তা করো
পাবে নিকটে জ্ঞান সিন্ধু ॥

শহীদুল গীতি-৩৭২

আদি তত্ত্ব আত্ম তত্ত্বে করো সাধনা
আদি সুরাত এই মানুষে দিব্য চোখে তার দেখনা ॥

আদি তত্ত্বের নূর ছেতারায়
মানুষে হয় তার পরিচয়
সাধন শুক্র জ্যোতি ধারায়
কৃষ্ণ পক্ষে আছে ঢাকনা ॥

কিরণ কোমল শুভ্র কোলে
জ্যোতি ঝলসায় শত দলে
সহস্র দল যোগে এলে
আকারে রূপ হয় চেতনা ॥

খাজা শহীদুলের আদি আছে
তাই নিরবধি সাধন সাধে
মুর্শিদ চরণ বুকে বেঁধে
বরজোখ লক্ষ্যে তার সাধনা ॥

শহীদুল গীতি-৩৭৩

দয়াল পাপি হলেও তো তোমারী আমি
পাপের চেয়ে দয়া বড়ো দয়ায় ক্ষমা করো তুমি ॥

ক্ষমা দয়া পাপির জন্যে
সৃজন করলে জগত ধর্মে
দয়া পাপির পাপ মোচনে
ক্ষমা তোমার নিজ গুণ স্বামী ॥

পাপের এই পাপ সংসারে
তাই ডুবেছি পাপের ঘোরে
যাবো তোমার দয়ার ভারে
পূণ্য বোঝায় পাপ তরনী ॥

মারলে মারো দয়াল দয়ায়
রাখলে রাখো মহাদয়ায়
পাপি হলেও তুমি চিনো আমায়
খাজা শহীদুলের হও স্বামী ॥

শহীদুল গীতি-৩৭৪

আল্লাহ'র দেশে যেতে আমার এই মন কাঁদে সর্বদায়
কোন সন্ধানে যাবো সেথায় ভাবনায় আমার মন ধাঁধাঁয় ॥

এখানে আল্লাহ না চিনিলে
চিনবো কেমনে পরকালে ?
কেউ কেউ আল্লাহ নগদ বলে
আমার চিনা হলো দায় ॥

ভেবে চিন্তে দিন যায় আমার
নেমে এলো চোখে আঁধার
হায় পস্তানি হায় ভাব আমার
সামনে মরণ চিন্তায় পায় ॥

খাজা শহীদুল ভাবে ভাবনা
হলো না তার আল্লাহ চিনা
মনের ভাবনায় ঘুম হচ্ছে না
কি হবে তার এখন উপায় ॥

শহীদুল গীতি-৩৭৫

প্রকাশ গোপন দুটি রুপে আল্লাহ বিরাজময়
চিনো গো আশেক জ্ঞানি প্রকাশে আল্লাহ কোথায় ? ॥

নাহনু প্রকাশ ভেদ কোরআনে
বলেন আল্লাহ নিজ বচনে
আল্লাহ'র প্রকাশ রুপ লও চিনে
নইলে পরকালে ঠেকবে দায় ॥

জাহের বানীর তত্ত্ব বুঝে
দেখো আল্লাহ জাহেরে খুঁজে
পাবে নব রুপ নুতন সাজে
হবে বর্তমান তার নগদময় ॥

দয়াল মুর্শিদের অনুগত হয়ে
হও তত্ত্ব জ্ঞানী তত্ত্ব ময়ে
খাজা শহীদুল কয় বিনয়ে
আল্লাহ দর্শন নগদ এই ধরায় ॥

আল কোরআনে দেখুন-৫০:১৬

শহীদুল গীতি-৩৭৬

ওগো বিশ্বের মানুষ বন্ধু জাতি ভাই
খাজা শহীদুলের বানী মানো গো সবাই ॥

হিংসা নিন্দা সবাই ভুলে
প্রেমে মিলো ভাই ভাই বলে
আসবে শান্তি সব আত্মা মূলে
সব মানব জীবন শান্তিময় ॥

ঘুষ ছিনতাই ডাকাতি চুরি
এই সব ভুলে হও সত্য আচারী
ভুলে যাও টাউট বাটপারী
সবাই লও সত্যে আশ্রয় ॥

একই আল্লাহ'র সৃষ্টি সবায়
সামনে মরণ নিশ্চিত নিশ্চয়
খাজা শহীদুল সুফি ভান্ডারী কয়
সবাই প্রেমে বলো ভাই ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪৯:১৩

শহীদুল গীতি-৩৭৭

ভক্তিতে আছে মুক্তি সরল মন মনা'তে
সরলেই সর্ব শুভ আছে সরল মন পাতে ॥

সরল সুভাব ভক্তি হলে
পৌছে আল্লাহ'য় সু-হালে
নগদে পায় সুখ সুফলে
হয় ধন্য জীবন ধন্যতে ॥

ভক্তি'জির মান অতি বড়ো
সরলতায় মন হলে দড়ো
সে পাবে নিকটে বড়ো
মর্যাদার মহামুল্যতে ॥

সরল মান যার না হবে
তপজপ তার উড়ে যাবে
ফসকা গিরির ভক্তি ভাবে
খাজা শহীদুল কয় শ্রদ্ধাতে ॥

শহীদুল গীতি-৩৭৮

জেনে শুনে সালাত কায়েম করো মন
সালাতে আল্লাহ'র দেখায় হও সুমিলন ॥

বর্তমানের সালাত আচার
পড়েও মন শুদ্ধ না তার
ফাহশা মুনকার রূপ একাকার
মরা দেহের রূপ পচন ॥

নিজ আত্মার জ্যোতি সালাত
ঐ জ্যোতি হলো নিজ সুরাত
সুরাতে পায় মিরাজ সালাত
কায়েম করে জ্ঞানিগণ ॥

সালাত তত্ত্ব নাহি বুঝে
মন আছে ধোঁকা ভানে মজে
গোমরাহীর বোঝা বুঝে
খাজা শহীদুল রয় মগন ॥

শহীদুল গীতি-৩৭৯

সেদিনের কথা তোমার মনে কিছু নাই
ছিলে উদ্ধ পদে নিম্নে মাথা অন্ধকারেময় ॥

অন্ধকারে বন্ধ ছিলে দশ মাস
ছিলো না মুখে আহার নাকে'তে নিঃশ্বাস
নাভিতে মাতৃ নাড়ীর চুষণ নির্যাস
নিবারন দেয় ক্ষুধার জ্বালায় ॥

শনি আর শুক্র যোগেতে
এলে তুমি মাতৃ গর্ভেতে
হলো দেহের গঠন দুই রুপেতে
এক আত্মা দুই ভাগে রয় ॥

সেই জগতে যত মানুষ রয়
মুখে আহার নাকে নিশ্বাস না রয়
উল্টা দেশের উল্টো কথায়
খাজা শহীদুল বুঝতে রয় ॥

শহীদুল গীতি-৩৮০

ধর্ম পথে শুদ্ধ যার মনের মতি
সেই হলো সত্য সাধক বিশ্বাসে সদা ব্রতি ॥

মনের ভালো গুণ থাকলে
সেই ভালো ধার্মিক সর্বকালে
রবে জয় আঁকা তার ভাগ্যবলে
পাবে বিশ্বাসি রুহানী সাথী ॥

বিশ্বাস সত্য ধর্মতে মূল
বিশ্বাসি হয় সোজা সরল
মন ভরা তার মহত মহল
সত্য বলায় তার জাগ্রগতি ॥

মনের গুণে সর্ব কাজ হয়
কর্মের পরে মন চিনা যায়
ভালো দাতা মন অতি উজ্জ্বল হয়
খাজা শহীদুল কয় সত্য নীতি ॥

শহীদুল গীতি-৩৮১

তোমার মিথ্যা ধোঁকার লেবাছে কেউ সাধু হয়ো না
সাধু হলো শুদ্ধ আর্শি সত্যের সাধক সু'মনা ॥

সত্য হারা সাধক হলে
নিশ্চিত নরক তার কপালে
রেহাই পাবে না লেবাছ বলে
সাধু আইন খুলে দেখোনা ? ॥

মন সরল জ্ঞানি হয় সুভাব
শুদ্ধ সাধুর এই স্বভাব
দেহো মাঝে পাক আত্মা ভাব
সত্য মাখা ভক্তি ভাবের ভজনা ॥

সত্য শুদ্ধ সাধক যারা
সত্যের মূল দাবিদার তারা
মিথ্যারে দেয় ঘৃণায় মরা
খাজা শহীদুল মিথ্যা কয় না ॥

শহীদুল গীতি-৩৮২

চিনো মন বহু বিপনি হাট-বাজার
দেহো আত্মা বহু রুপে কুদরতে তৈয়ার ॥

শ্রী শোভার চাঁদ বাজারে
বেনু বাজে দীপ্ত ঘোরে
অনু রেনুতে মানুষ দ্বারে
মহাতাপের তীক্ষ্ম ধার ॥

জুদ্দাগরির জবর গুধায়
হুহুংকারে উজ্জ্বল ধারায়
মহানন্দে জগত কাঁপায়
হুশ জ্ঞানে যাও রং বাজার ॥

সাধনার সু'জলায় তলে
বিশ্বাস রাখো সাধন কালে
ভুলো না হাট গোলেমালে
খাজা শহীদুল কয় মন আমার ॥

শহীদুল গীতি-৩৮৩

আদব ভক্তি বলে করো পীর-মুর্শিদকে ভজনা
হক সত্যের পীর নায়েবে রাসুল চিন্তাতে ভুল করো না ॥

পীর-মুর্শিদ নায়েবে রাসুল
তারে চিনলেই চিনবী রাসুল
রাসুল চিনলে হবে আল্লাহ'তে উল
এই হলো আল্লাহ চিনার ধারণা ॥

আমার ভক্ত মুরিদ যারা
হয়ো নাকো বিশ্বাস হারা
রাখো চোখে মুর্শিদ ভরা
সত্য করো কোরআন গাওনা ॥

খাজা শহীদুলের উপদেশ বাণী
মান্য করো হে ভক্ত ভক্তিনী
আল্লাহ রাসুল এখানে চিনী
পরকালে চিনতে কষ্ট হবে না ॥

শহীদুল গীতি-৩৮৪

আল্লাহু আল্লাহু আমার আল্লাহু আল্লাহু
আল্লাহ বিশ্বাসি মুমিন মানুষ জিকির করো আল্লাহু ॥

অটুট বিশ্বাস আত্মায় এনে
জিকির করো সত্য মনে
মত্ত থেকে আল্লাহ'র ধ্যানে
আশেকে গাও জিকির আল্লাহু ॥

মুর্শিদ বায়আত গ্রহণ করে
হও মুসলমান দ্বেল-অন্তরে
শ্রেষ্ঠ শান্তি আছে জিকিরে
কোরআন বাণী প্রচার বহু ॥

মুমিন বিশ্বাসির জিকির কালে
আল্লাহ'জি রয় আশেক হালে
তত্ত্ব কয় খাজা শহীদুলে
মন ভরে গাও আল্লাহু ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১৫২, ২৯:৪৫

শহীদুল গীতি-৩৮৫

ভালো মনের মানুষ হলে হয় ভালো সাধনা
ভালো সাধন ফল জ্যোতি বরণ ময়লা পড়ে না ॥

ভালো মনের সাধক যারা
তারা'য় আল্লাহ'র খাস পেয়ারা
মরেও হয় অমর তারা
ছলচাতুরী তো বুঝে না ॥

শুদ্ধ সু'মন সাধনা যার
পাকা বিশ্বাসী মন তাহার
মহত ভাবুক চলন আচার
সর্বকাজে হয় সে সু'মনা ॥

মন্দ মন যার অন্তর ভরা
সাধনা তার ময়লা মরা
স্বার্থের লোভে সাধু তারা
খাজা শহীদুল নয় সু'মনা ॥

শহীদুল গীতি-৩৮৬

চলে যায় বেলা ও-আমার মন কেলা
ভাবনা ভাবো কি হবে বিচার বেলা ॥

রতি বিন্দুর ঘোলা ঘরে
ত্রিরতির সুখ সু-সুন্দরে
তত্ত্ব ঝুলন ঘোর আঁধারে
হয়ে রইলি মাতোয়ালা ॥

করলে যোগে অযোগ সাধন
হলো অযোগে সাধন ভজন
সাধনার নাই সুফল ফলন
অনুমান হলো ছলাত ছলা ॥

মন লোভার জল জোয়ারে
সুখের মরা গেলি মরে
ভাবলি না জনম ভরে
খাজা শহীদুল আলাভোলা ॥

শহীদুল গীতি-৩৮৭

আছে আমার এই দেহো মাঝে মদিনা
রাসুল বসত করে আশেকের লেনাদেনা ॥

জিন্দা রাসুল মন মদিনায়
আছে ধ্যানে জ্ঞানে ক্ষমতায়
দেহো কাবায় তাঁর ইবাদত হয়
দিব্য জ্ঞানির দিব্য দেখনা ॥

আশেকে রাসুল হলে পারে
সুরাত পাবে নিজের ঘরে
এই বাস্তব সত্য মিথ্যা নয়রে
দেখো রাসুল সুরাত আশেক জনা ॥

নিজ দেহের মদিনা ঘরে
যে রাসুল সুরাত দর্শন করে
পড়বে উম্মতি সিল মন অন্তরে
খাজা শহীদুল মিথ্যা কয় না ॥

শহীদুল গীতি-৩৮৮

মানব আকার করলে বিচার ঘোর যাবে চলে দুরে
মানব আকারে কে বিরাজ করে ত্বরায় চিনো তারে ॥

অংক করলে মানব আকার
তাতে তিনি সর্ব প্রকার
এই অংকের ফলাফল স্বার
জ্ঞানি বুঝে জ্ঞান ইশারে ॥

দেহো বিচার যার অন্তরে
আল্লাহ'র রাসুল তার নজরে
হেসে খেলে আলাপ করে
পায় শান্তি সুবাস ভবো পারে ॥

রুহু-আত্মা যার চিনা জ্ঞানে
থাকে সেই স্বর্গ-বাগানে
মহা ধন্য জিন্দা জীবনে
খাজা শহীদুল কয় জোরে ॥

শহীদুল গীতি-৩৮৯

এই দেহের গুপ্ত ধামে আছেন তিনি দয়াময়
সেথা চাঁদ সুরুজের জ্যোতি ছাড়া আলোকময় ॥

সপ্ত তালার ছয় লতিফায়
সাড়ে অষ্ট কোঠায় বেড়ায়
তার মাঝে গুপ্ত ধাম রয়
সন্ধানে জ্ঞানি দিব্যতে পায় ॥

আকার ছাড়া আকারে ময়
চৌদ্দ ভুবনে তার পরিচয়
নও বোতান সর্ব সময়
সর্ব দর্শির বিরাজময় ॥

একাত্ব রুপ এক রতিতে
বিরাজমান হয় বিশ্বতে
তত্ত্ব জ্ঞানির তত্ত্ব মতে
খাজা শহীদুল সুফি ভান্ডারী কয় ॥

ষষ্ঠ খণ্ড শেষ

শহীদুল গীতি-৩৯০

সপ্ত সুধার কোমল দলে জ্যোর্তিময়
সেথা নাই পবন পানি তোফান বয় জ্বলায় ॥

নৈরাকারে আল আমাতে
রাগের সুভাব ছিলো তাতে
হাহাকারে রুপ একাতে
হু-হু করে দোসরময় ॥

ত্রিপদ সাগর নূর ঘেমে হয়
ঐ নুর আছে জগতেময়
বর্তমানে সে নুর দেখা যায়
এই মানুষের গুপ্ত আশ্রয় ॥

একাকারের গুপ্ত প্রেমে
সৃষ্টি হলো দিব্য জ্ঞানে
জ্ঞানিগণ তা জ্ঞানে চিনে
খাজা শহীদুল তত্ত্ব কয় ॥

সপ্তম খণ্ড শুরু

শহীদুল গীতি-৩৯১

করো আহাম্মদী মিমের ভেদ বিচার
আহাদে আহাম্মদ মুহাম্মদী মিমে প্রচার ॥

আলিফ হে মিম দালে
দাল আলিফ হে মিমে মিলে
তত্ত্ব জ্ঞানে বুঝো নিরলে
মিমে প্রকাশ আলিফ আকার ॥

আহাম্মদী মিম ঝলকে
মুহাম্মদী মিম পলকে
আকারে প্রকাশ রাখে
হলো মিম হে মিম দাল প্রচার ॥

আহাদ আহাম্মদ মুহাম্মদ তিনে
আদি তত্ত্ব অতি গোপনে
তত্ত্ব করো শুদ্ধ মনে
খাজা শহীদুল কয় বারেবার ॥

শহীদুল গীতি-৩৯২

মারেফাতের গোপন তত্ত্ব আগে জানো মন
মারেফাতে ডুবলে পাবি আপন রুপ দর্শন ॥

মারেফাতের গোপন আরশে
থাকেন আল্লাহ গুপ্ত বেশে
মুর্শিদ ভজে করো দিশে
চিনো আল্লাহ রাসুল বর্তমান ॥

রুপ রুহানীর তত্ত্ব জ্ঞানে
আছে আল্লাহ রাসুল বর্তমানে
এই মানবের তন ভুবনে
করো দিব্য জ্ঞানে সুচিনন ॥

দিব্য জ্ঞানি যার বাসনা
অনুরাগে সে বড়ো সেয়ানা
হক সত্যে তার মন রওশনা
খাজা শহীদুল কয় এখন ॥

শহীদুল গীতি-৩৯৩

আমি নিজের ঘরে খুঁজি তারে মোরাকাবা করে
বাইরে খুঁজলে পাবো না আমি দয়াল বন্ধুরে ॥

লুকিয়ে সে অতি গোপনে
আছে আমার দেহ ভুবনে
আমায় দেখছে সর্বক্ষণে
কাছে রেখে চিনছি না তারে ॥

আমার ঘরে আমার দয়াল
আছে তাঁর কর্ম আমাতে বহাল
আমি যে তার দেখার কাঙ্গাল
জীন্দা জীবন দুনিয়ার পরে ॥

গাউজ কুতুব আরেফ যারা
চিনে খাজা শহীদুলকে তারা
নাস্তিক বলে অবুঝ যারা
আমি আল্লাহ্ চিনতে বিভোরে ॥

শহীদুল গীতি-৩৯৪

অনুরাগি সরল সাধু মন না হলে
হবে গুরু ভজন মনের সাধন গোলেমালে ॥

হলে মন সরলা অনুরাগি
পায় শুদ্ধ সু-রুপ সাধনে থাকি
লয় সরল আত্মায় রুপ আঁকি
জয় মুর্শিদ জয় গুরু বলে ॥

ত্যাগি দাতা মুরিদ হলে
ডরায় না সে জাতি কুলে
ধরে অধর বিশ্বাস মনের বলে
কুল মান দেয় সব দুরে ফেলে ॥

মুর্শিদ চরণ বিশ্বাসে লয়
পরম রুপ নয়নে মাখায়
সে অন্তর চক্ষে হয় দিব্যময়
খাজা শহীদুল সুফি ভান্ডারী বলে ॥

শহীদুল গীতি-৩৯৫

মন করো সত্য সুন্দরের সাধনা
সত্য হলো মুক্তির সুপথ সত্য ছাড়া বুঝো না ॥

সত্যের সাধক নয় যারা
হবে সত্য ধাক্কায় পতন তারা
পাপ ধ্বংসে পড়বে মরা
করো সত্যের জয় বন্দনা ॥

সত্যের সুভাব রেখে উপরে
মিথ্যার রুপ রাখে অন্তরে
এরাই মোনাফেক জগৎ পরে
মহাসত্য তারে ছাড়বে না ॥

খাজা শহীদুল গাই সত্যের জয়
সত্যের হোক চিরো বিজয়
জাগুক সত্য সারা দুনিয়ায়
হোক সত্য কর্ম সত্য কওনা ॥

শহীদুল গীতি-৩৯৬

এতো সাহস কে দিলো মন পাপ কাজ করিতে ?
পাপ কাজ দেখে নাচন নাচো মন খুশিতে ॥

মন আল্লাহ্ নাম গাও মুখ ভরে
পাপ কাজে যাও দৌড়ে দৌড়ে
দেখাও ভালো ভাব সর্বস্তরে
বড়ো সেয়ানা পাপ কার্যতে ॥

পাপ কাজের দাপট সর্দার
অজ্ঞ অন্ধ অবুঝ কারবার
বুঝলে না ভালো কাজ আচার
ডুবলো ধাক্কা চুবানীতে ॥

পাপের কাজে শাস্তি আছে
বুঝেও কেনো পাপে মজে?
হও হুঁশিয়ার এখন বুঝে
খাজা শহীদুল কয় ত্বরাতে ॥

শহীদুল গীতি-৩৯৭

কুল তলায় জল জ্বলছে আগুনে
কি দিয়ে নিভাবো বলো পায় না তার হিসাব গুণে ॥

আগুনে জল ঢালিলে
নিভে আগুন সর্বকালে
জলেতে আগুন লাগিলে
নিভায় আগুন কেমনে ? ॥

জল আগুনের বড়ো জ্বালা
বুঝে না জাতি জ্ঞাতিকুল বালা
সেই আগুনের এমন জ্বালা
কারো দোহাই না মানে ॥

মহাসাগরে জল বোঝায়
আগুন জ্বলে মিশে জল ফোঁটায়
আছে ভেদ কুদরতি দিশায়
খাজা শহীদুল কয় হিসাব গুণে ॥

শহীদুল গীতি-৩৯৮

আমি হতে চায় মুর্শিদ প্রেমে প্রেম দিওয়ানা
আমার জীবন মরণে মুর্শিদ বিনা যেন আর বুঝি না ॥

আমার ভাগ্য হোক সু-কপাল
মানুষে বলুক মুর্শিদ পাগল
এই হোক আমার জীবন সম্বল
গাইবো জয় মুর্শিদ জয় বন্দনা ॥

অসার সংসার স্বার কিছু নাই
তাই সংসার কুলে পুড়ালাম ছাই
আমি সর্বকালে হই মুর্শিদময়
বিশ্বাসে হবো মুর্শিদ ফানা ॥

রসুল শাহে'র চরণ গোড়ায়
খাজা শহীদুল আশেক ব্যথায়
ডাকছে দয়াল হে দয়াময়
পাক চরণে দাও পানা ॥

শহীদুল গীতি-৩৯৯

রাসুলকে চিনো তুমি এইখানে
আছে রাসুল সাধন করো গোপনে ॥

রাসুল আশেকি হলো যারা
চিনলো রাসুল বরণ তারা
তাদের অন্তর চক্ষে দিব্য পারা
রুহানীর জ্ঞান জ্ঞান চেতনে ॥

ত্যাগি দাতা সাধন স্বভাবে
আশেকে রাসুল হও ভবে
নব নব রুপে পাবে
দুনিয়ার জিন্দা জীবনে ॥

এখানে রাসুল চিনিলে
চিনা যাবে পরকালে
যাবে তার হেসে খেলে
খাজা শহীদুল তাই মানে ॥

শহীদুল গীতি-৪০০

হে আল্লাহ আমি তোমার সত্য সুপথ পেতে চায়
দেহো আত্মা'র সর্ব জায়গায় পাক করুন দয়াময় ॥

অলিয়াম মুর্শিদ ভজনে
এই কামনা আমার মনে
পুরা করো দয়ার গুণে
চিরমতি যেন মুর্শিদে রয় ॥

হক্কানি পীর-মুর্শিদ যারা
হয় সত্যতে বলবান তারা
নায়েবে রাসুল আল্লাহ পেয়ারা
আছে এই বিশ্বাস মনেতেময় ॥

নায়েব রাসুল মুর্শিদ ধরলে
পাবো তোমার দয়া সর্বকালে
তোমারই এই আইন বলে
খাজা শহীদুল মুর্শিদ লয় ॥

শহীদুল গীতি-৪০১

আল্লাহ প্রেমের প্রেমিক হয়ে বিশ্বাস রাখো দর্শনে
মানুষ ছাড়া নয়কো দুরে আল্লাহ আছেন গোপনে ॥

অনুরাগি জ্ঞানি যারা
বিশ্বাস তাদের অন্তর ভরা
দর্শন নিয়েত চোখে পুরা
তারা চেয়ে আছে জ্ঞান নয়নে ॥

ওয়াফি আনফুছিকোম
আফালা তুবছিরোন
মানবে আল্লাহ আছেন
খুঁজে দেখো কোন জনে ? ॥

কোরআন বাণী তত্ত্ব জ্ঞানে
বিশ্বাসে লও বুঝে এনে
আছে আল্লাহ বর্তমানে
খাজা শহীদুল চিন্তা জ্ঞানে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৫১:২১

শহীদুল গীতি-৪০২

অযান ঝলক দ্বীদল পুরে রাসুল'জীর ঠিঁকানা
দিব্য জ্ঞানি জ্ঞানে বুজে হিসাব অংকে সেয়ানা ॥

আধা মনি সোহাগ কাঞ্চনে
দিব্য শান অতি গোপনে
ভাবুক জ্ঞানি চিনে মনে
দর্শনে হয় দেওয়ানা ॥

আদি তত্ত্ব এই মানুষে
দিব্য জ্ঞানি থাকে হুঁশে
আদি অংকে করে দিশে
তনে মনে রাসুল সুরাতখানা ॥

পীর-মুর্শিদের তালিম দীক্ষায়
চিনো রাসুল অতি ত্বরায়
জিন্দা রাসুল রুহানী পর্দায়
খাজা শহীদুল মিছে কয় না ॥

শহীদুল গীতি-৪০৩

আছে আদি তত্ত্বে নুর-জ্যোতি দর্শনে
আদি খুঁজে তত্ত্ব করো মানুষ তত্ত্বের ভুবনে ॥

সহস্র দল ভিতর কোঠায়
নূরের বাতি জ্বলছে সদায়
সন্ধানিরা ভেদ খুঁজে পায়
তাদের নয়ন রয় নূরের ধ্যানে ॥

যেই নূর ঘিরে বিশ্ব ভুবন
মানুষে সেই নূরের পত্তন
চিনো চিনো সেই নূর এখন
পীর-মুর্শিদের দয়া গুণে ॥

দ্বীদলে সেই নূর চলে
অষ্টম দল দ্বীদলে খেলে
নূর-জ্যোতি তখোনো মিলে
খাজা শহীদুল পায় জ্ঞানে ॥

শহীদুল গীতি-৪০৪

পাক শুদ্ধ মুর্শিদ আমার ফোঁটা গোলাপ গন্ধ ফুল
তার চলার জীবন কর্ম আমি ভাবি নাকো কোনো ভুল ॥

ধর্ম তত্ত্বের মহান জ্ঞানি
তত্ত্ব জ্ঞানের জ্ঞানি তিনি
দিব্যতে স্বরূপ রুহানী
ধর্ম তত্ত্বের শুদ্ধ কুল ॥

হক্কানি হক কামেল মালা
হয় মুখ দর্শনে পুণ্য পালা
পাক রুহে তার দেহ চলা
ধর্ম তত্ত্বের মগজ মূল ॥

পাক মুর্শিদের পাক রুহুতে
অসিম ভক্তি রাখি তাতে
অসিম সালাম পাক আত্মাতে
জানায় খাজা শহীদুল ॥

শহীদুল গীতি-৪০৫

মুর্শিদ প্রেমের ব্যাধি আমার মন ছুঁয়েছে
সেই ছোঁয়ায় আমি ধন্য আমার মন ভরেছে ॥

মুর্শিদ প্রেমের মহাব্যাধি
এই ব্যাধির নাই কোনো ওষধি
ব্যাধির ঔষধ মুর্শিদ নিধি
এই বুঝ অন্তরে আছে ॥

ডুবলে মানুষ উঠে ভেসে
আমি ডুবে গেলাম শেষে
জ্বালা ব্যাধির অবশেষে
গুপ্ত অগ্নি জ্বলছে আত্মায় ॥

খাজা শহীদুল জ্বালায় জ্বলে
কই না জ্বালা লোক সকলে
জ্বালা জ্বলায় সুসুখ হালে
মহানন্দ তার মনে আছে ॥

শহীদুল গীতি-৪০৬

অসার এই সংসার জালে আটকা থেকো না
সংসার জালে আটকা থাকলে আল্লাহ চিনা যাবে না ॥

টাকা পয়সা কামায় করো
ধর্মে করো মন বড়ো
দাতা মনে খরচ করো
ধনদৌলত আপন ভেবো না ॥

ধনদৌলতের বড়াই করলে
ধর্ম যাবে তার রসাতলে
তত্ত্ব জ্ঞানে বুঝো আকলে
ধনদৌলত তো সঙ্গে যাবে না ॥

আল্লাহ আর রাসুলকে চিনা
সঙ্গের সাথী এই পাওনা
বুঝো ত্বরায় জ্ঞান সুজনা
খাজা শহীদুল মিছে কয় না ॥

শহীদুল গীতি-৪০৭

ভবো প্রেমের ধোঁকায় পড়ে হারাওনা মান ঈমান
ভবো প্রেম জ্বালা ভরা ভাঙ্গা গড়া তার প্রমাণ ॥

ভবো প্রেমে অসার ভরা
জ্বালা-জাতনা ধোঁকা পুরা
নাই ইমান সত্যের কিঞ্চিত ধারা
ছলনা স্বার্থে বলবান ॥

সত্য প্রেমিক মন না হলে
প্রেম ভাব দিলে কি প্রেমিক বলে?
তত্ত্ব ত্বরায় বুঝো সকলে
প্রেম নাম নিলে হয়না প্রেম সুজন ॥

আজকালের যুগ জামানায়
প্রেমে ভেজাল অতি মাত্রায়
দুই চোখে দেখতে পায়
খাজা শহীদুলের আছে প্রমাণ ॥

শহীদুল গীতি-৪০৮

আমার জাত কুল মান সব দিয়েছি মুর্শিদ পদে
আমি মুর্শিদ দুই জনে আছি একই সুস্বাদে ॥

দুই দেহ একই আত্মায়
মুর্শিদ প্রেমের এই মত্ততায়
আমার সব মুর্শিদ সত্ত্বায়
মহানন্দে মন নির্বিবাদে ॥

এই আনন্দ কওয়া যায় না
আনন্দে হই মহান মনা
আগে আমার ছিলো না জানা
এমন মজা মুর্শিদ পদে ॥

খাজা শহীদুল শাহ রাসুল
দুই দেহ আত্মা এক মুল
অতি সত্য তাতে নাই ভুল
এক রুপে হই মহত স্বাদে ॥

শহীদুল গীতি-৪০৯

আমার দর্শনে হও আমার আল্লাহ'জি
হে আল্লাহ প্রেম করুণায় হও আমার বন্ধুজি ॥

আমার দেহো গঠন তোমার
তাতে তোমার রুহ্ বসত ঘর
রুহু খুঁজলে পাবো তোমার
পরিচয় জ্ঞান বুঝে বুঝি ॥

অনন্ত দয়ার দুয়ার খুলে
দয়া দাও আমার আত্মা মুলে
আমি হবো খুশি চিরকালে
রইবে দিব্য চোখে তুমি সাজি ॥

এই বাসনা মনে আমার
দয়ায় পুরাও দয়াল এবার
মানব জনম হোক সফল স্বার
খাজা শহীদুলের মূল বুঝি ॥

আল কোরআনে দেখুন-৩৮:৭২

শহীদুল গীতি-৪১০

মুর্শিদ বিনা মনের কথা কারে আমি কৈয়?
অন্তর ভরা জ্বালা আমার কওয়া যায় না ব্যথায় রয় ॥

কামনা বাসনা আমার
তত্ত্ব তলির জলে সাঁতার
কইবো কারে ব্যথা বারেবার
জ্বালায় জ্বলে হলো খৈয় ॥

তত্ত্ব তলার সু-প্রেম জ্বালা
প্রেম দূনাতে পালা পালা
জ্বালার পরে দিচ্ছে জ্বালা
দয়ার আশায় আমি রয় ॥

কবে মুর্শিদ দয়া করে
জল ছাচির রুদ্ধ দ্বারে
মুর্শিদ প্রেম মায়া ঘোরে
খাজা শহীদুল ব্যথায় রয় ॥

শহীদুল গীতি-৪১১

ভুলেতে ভুল করে কাটালাম এই জীবন
ভুল করে বুঝতে পারি তবুও হয় ভুল সর্বক্ষণ ॥

হলো অজ্ঞ অজান নিজ ধর্মে ভুল
ধর্ম ভুলে সব হলো গোল
সর্ব কাজে অংক হয় ভুল
তবু ভাবি ঠিক করছি এখন ॥

ভুলে গোলে সংসার হলো
সংসার ফ্যাসাদ লেগে রইলো
তবু সংসার লাগে ভালো
ভুলকে ভালো ভাবে এই মন ॥

ভুলে ভুলে ভুলো দয়ায়
কেটে গেলো জীবন সময়
ভুলের দাপট রাগে গোঙ্গায়
খাজা শহীদুল চিন্তায় মগন ॥

শহীদুল গীতি-৪১২

টাকা পয়সা জমি জমা সঙ্গে কিছুই যাবে না
সত্য হবে সঙ্গের সাথী হুঁশ দিশায় বুঝো মনা ॥

টাকা জমির দাপট ভুলে
থাকো অহংকারের ফনা ফেলে
ডাকো অধিক আল্লাহ বলে
হও বিশ্বাসি সরল জনা ॥

দেখো রাজা মহারাজা যারা
মাটির নিচের রইলো মরা
অর্থ কোঠা থাকলো খাড়া
সাথে রইলো কাফনখানা ॥

ভাবো আল্লাহ আর রাসুলুল্লাহ
পরকালের ভয় রাখো নিরালা
ধনদৌলত সব পরীক্ষার খেলা
খাজা শহীদুল তো লোভ করে না ॥

শহীদুল গীতি-৪১৩

মন তোমার সালাতে মিরাজ হবে কোন দিনে?
হুবড়ে পড়া বুড়ো হলে কবর পুরে যাবে এক্ষণে ॥

এই কালে যে অন্ধ থাকবে
পরকালেও সে অন্ধ হবে
অন্ধ লোকে না দেখিবে
এই বিধান পাই আল কোরআনে ॥

পড়লে সালাত দিবা রাতে
পড়ালে ঘাটি ললাটিতে
দেখা কি হলো আল্লাহ'তে
কি হিসাব গুণছো মনে ?॥

মুখের দন্ত গেছে পড়ে
কথা বলো হড়বড় করে
গায়ের বল গেছে উড়ে
খাজা শহীদুল দিন গুণে ॥

শহীদুল গীতি-৪১৪

ইসলাম ধর্মে কেনো এতো গণ্ডগোল?
দলাদলি অপব্যাখ্যা এটাই হলো মূলে চল ॥

গ্রামে গ্রামে মসজিদ পাড়া
নামাজ পড়ায় মাতোয়ারা
আবার গণ্ডগোলে দেশ জোড়া
শান্তি খুঁজতে মন পাগল ॥

ধার্মিক হয়ে গোলোযোগ করলে
তারে কি কেউ ধার্মিক বলে ?
কি হবে ধর্ম পোষাক পরলে
স্বার্থ গোলে মনে গোল ॥

ধর্ম করেও অশান্তি ময়
রাতে চোর গুন্ডার ভয়
এর নাম কি দ্বীন ইসলাম হয় ?
খাজা শহীদুল এখন ভাবনা গোল ॥

শহীদুল গীতি-৪১৫

দাপট দেখানো সে তো ইসলাম ধর্ম নয়
ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ বুঝো গো ত্বরায় ॥

ডাকা ডাকি চিৎকার-শোরগোল
এই সব নয় ইসলামি আসল
বুঝো জ্ঞান তত্ত্বে ভাই সকল
বয়ে যায় অমূল্য সময় ॥

আল্লাহ'তে সব শুপে দিয়ে
নাও মন'কে নত বানায়ে
এই খাঁটি ইসলাম সব সময়ে
আল্লাহ'জির হয় পছন্দময় ॥

আত্মসমর্পণ করলে আল্লাহ'য়
জ্যান্ত মরা সেই জনা হয়
তার পাকা বিচার নরম হৃদয়
খাজা শহীদুল বুঝে না তাই ॥

শহীদুল গীতি-৪১৬

আল্লাহ প্রেমের আশেক হয় যেই জনা
সেই জন রাসুল সত্যে হয় ফানা ॥

প্রথম ফানায় রাসুল বরণ
নয়নে রূপ রুহানি চেতন
ভাবুক জ্ঞানির আশেক ভজন
ফানায় হয় রূপ দেখাশোনা ॥

ফানায় ভজন যে আনে
চিনে রাসুল দুই নয়নে
রাসুল চিনলেই আল্লাহ চিনে
তত্ত্ব জ্ঞানির দিব্য পাওনা ॥

ফানা ফিল্লাহ'র সুভাব বুঝে
ভজো রাসুল দিব্য সাজে
মানব জনম হবে না বাজে
খাজা শহীদুল মিথ্যা কয় না ॥

শহীদুল গীতি-৪১৭

ভজো মুর্শিদ মনে প্রাণে এই জীবনে
মুর্শিদ ভজলে রাসুল চিনবী আশেকি নয়নে ॥

মুর্শিদ অতি সামান্য নয়
রুহানী জ্ঞান মুর্শিদে ময়
চিন্তা জ্ঞানে ডুবো ত্বরায়
চেতন হও দীক্ষা জ্ঞানে ॥

মুর্শিদ মান্যে হলে চেতন
সে চিনে কাছে চৌদ্দ ভুবন
খুলে যায় তার দিব্য নয়ন
হয় দর্শন জ্ঞানি জীবনে ॥

মুর্শিদ হয় অমুল্য রতন
বুঝে করো ভক্তি ভজন
খাজা শহীদুল করে যতন
মুর্শিদ চরণ বিনয় ভজনে ॥

শহীদুল গীতি-৪১৮

মন তুমি কেমন ধার্মিক হলে এই ভবে?
ভালো মন্দ বুঝো না তুমি পোষাক ধর্ম স্বভাবে ॥

ঝাউ বৃক্ষে আঙ্গুর ধরে না
তেমন মন্দ করলে ভালো হয় না
ত্বরা বুঝো হে অবুঝ মনা
ধর্ম বেলা যাচ্ছে কু-স্বভাবে ॥

শুদ্ধ জ্ঞানের ধর্ম শিখে
জপো অন্তরে অনুরাগে
অন্তর ভরো বিশ্বাস বাগে
যাচায় করো ভুল অভুল এই ভবে ॥

ভুলের কাজে ভালো পাবো
এই বড়ো বোকামী ভাবো
ত্যাগ করো এই স্বভাবো
খাজা শহীদুল কয় ভবে ॥

শহীদুল গীতি-৪১৯

ধর্ম তত্ত্বের ভাব ভাজ শিখো গুরু ভজে
যাও গো তোমরা গুরু প্রেমে গুরু দয়ায় মজে ॥

মন শুপে দাও গুরুজির ঠাঁই
শিখো মারেফাত তত্ত্ব সেথায়
হবে আত্মা আলোকময়
পাবে গুরুর জ্ঞান বুঝে ॥

গুরু ছাড়া যে তত্ত্ব জ্ঞানি
তার জ্ঞান কচুপাতার পানি
সে হবে না দিব্য জ্ঞানি
রবে ভাবের কথার সাজে ॥

গুরু প্রেম যার আত্মায় মাখা
পেলো সেই ভাগ্যবান সখা
রবে মহামন্দ মনে আঁকা
খাজা শহীদুল তাই বুঝে ॥

শহীদুল গীতি-৪২০

কোরআনে বিশ্বাস এনে করো ইবাদতে অর্চনা
কোরআন সত্য আল্লাহ'র বাণী বুঝেও কেনো বুঝো না ॥

বিশ্বাস এনে কোরআন কথায়
চললে অন্য কেতাবখানায়
বেঈমানী তো হবে নিশ্চয়
করো অন্তরে দৃঢ় ভাবনা ॥

আল্লাহ মানুষ সৃজন করে
নিজ বাণী দিলো মানবেরে
চলো সত্য বাণী ধরে
হবে আল্লাহ'র বিশ্বাসি জনা ॥

ইনিল হুকমু ইল্লালিল্লাহ
বিধান দাতা শুধুই আল্লাহ
বুঝো ভেদ খুব নিরালা
খাজা শহীদুল মিছে কয় না ॥

শহীদুল গীতি-৪২১

ইয়া নবী সালাম আলাইকা
ইয়া রাসুল সালাম আলাইকা ॥

লও অসিম সালাম আমার
তোমার পাক আত্মায় বার বার
আমি অধম উম্মত তোমার
হও আমার মনের সখা ॥

সত্য সুপথ দাও আমারে
বিশ্বাস দানো আত্মা ভরে
দয়ায় রাখো সর্বস্তরে
আমার অন্তরে দাও দেখা ॥

ইহকাল আর পরকালে
হে নবী দয়া দাও সর্বকালে
সর্ব কল্যাণ দাও ঢেলে
খাজা শহীদুলের অরজ লেখা ॥

শহীদুল গীতি-৪২২

আল্লাহু আল্লাহু আমার পাক সত্য পাক আল্লাহ
আল্লাহু আল্লাহু আমার পাক সুন্দর পাক আল্লাহ ॥

আল্লাহ তুমি চিরো বিজয়
চিরো অমর চিরো অক্ষয়
বিশ্ব সৃষ্টির তুমি প্রলয়
তুমি এক আল্লাহ এক ইলাহ ॥

স্বর্গ মত্ত তোমার গঠন
নিত্য নব রুপে চেতন
অদৃশ্যে হয় তোমার চলন
তুমি সবার এক আল্লাহ ॥

খাজা শহীদুল ভাবে আল্লাহ
সর্ব দয়ায় হও তার হিল্লা
আল্লাহু আল্লাহু বলি আল্লাহ
তুমি সত্য সুন্দর পাক আল্লাহ ॥

শহীদুল গীতি-৪২৩

হে আল্লাহ তুমি দয়াবান দয়াল মহান
মহা দয়ায় দেহো আত্মায় করো শান্তি দান ॥

তোমার অশিম মহা করুণায়
মহা শান্তি দাও আমায়
আমার সকল তোমারই হয়
হে আল্লাহ তুমিই মহান ॥

জ্ঞানের আধার তুমি আল্লাহ
দয়ায় ভাসাও হে ইলাহ
তুমি আমার হও দয়াল আল্লাহ
আমার সর্ব বল দাও যোগান ॥

এই প্রার্থনা মঞ্জুর করে
দয়া দিও আমায় সর্বস্তরে
খাজা শহীদুল বিনয় করে
হে মহাময় মহামহান ॥

শহীদুল গীতি-৪২৪

আল্লাহ'জির আশেক মিরাজ আছে গোপনে
হও আশেক সত্য বিশ্বাস এনে মনের কোনে ॥

আর্শি তুল্য পাক দ্বিলে
তার মিরাজ হয় জীবন মুলে
নাহনু আয়াত কোরআন খুলে
আছে আল্লাহ'র বাণী প্রমাণে ॥

সত্য করো জীবন গাওনা
সত্য করো খাওনা পরনা
হবে আত্মা শুদ্ধপনা
নয়ন রাখো ঐ ধ্যানে ॥

খাজা শহীদুল অবুঝ ভোলা
বুজেও সে হয় অবুঝওয়ালা
বেলা শেষের এলো পালা
তবু সেই ভাব লয় না চিনে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৫০:১৬

শহীদুল গীতি-৪২৫

মন্দ কর্ম করে মন করো ভালো পাওয়ার আশা
মিলবে মন্দ কাজে মন্দের কু-বাসা ॥

ভালো পাবো ভুল করে
চিরদিন এই আশা অন্তরে
করো এই আশা নির্মুল চিরতরে
ভাঙ্গো মনের মিথ্যা কু-আশা ॥

ভালো কর্মে ভালো ফল হয়
চিরো দিন ভালোর সু-জয়
ভালো কাজে সুনাম বাড়ায়
ভালো কাজে করো ভালো ফল আশা ॥

মন্দ কাজে কাটায়ে কাল
ভালো কাজের চাও ফলাফল
এই হলো মুর্খতার আমল
খাজা শহীদুল কয় দুরাশা ॥

শহীদুল গীতি-৪২৬

দয়া দানে সেরা আমার আল্লাহ মহান দয়াবান
তুমি বিশ্ব বিজয় শক্তি চিরো সত্য সুমহান ॥

মন্দের পাপ উদ্ধারে তুমি
নিলে দয়াময় রুপ স্বামী
সৌভাগ্য পায় পাপি দুর্নামি
পাবে তোমার দয়ায় পরিত্রাণ ॥

পুণ্যবানের পুরষ্কার তুমি
সুখময় জান্নাত দাও হে স্বামী
তারা গোনাবিহীন সুনাম নামি
সত্য ঈমানের মুসলমান ॥

রোজ হাসরের হিসাব কাজে
সহায় হইও তুমি সর্বকাজে
খাজা শহীদুল তোমায় বুঝে
আল্লাহ তুমি সর্বশক্তিমান ॥

শহীদুল গীতি-৪২৭

হে আল্লাহ তুমি আমার মহা দয়াময়
দয়া দিয়ে ভিজাও আমায় তোমার করুণায় ॥

তোমার দর্শন মন কামনা
তোমার তা আছে জানা
যেন দর্শন পায় হে রব্বানা
এই জিন্দা জীবন দুনিয়ায় ॥

জিন্দায় দর্শন না হলে
চিনবো কেমনে পরকালে ?
ভাবনা জাগে অন্তর মুলে
অন্তর চক্ষু দাও আমায় ॥

সোনা রূপা আর বালাখানা
আমার সঙ্গে কেউ যাবে না
তোমার দর্শন সঙ্গের পাওনা
খাজা শহীদুল বুঝে তাই ॥

শহীদুল গীতি-৪২৮

মন তুমি আপন ঘরের খবর না জেনে
করো নাচা কোদা চিল্লাচিল্লি ভড়ক ভানে ॥

চিল্লা চিল্লা ডাকছো যারে
সে রয় আপন দেহ ঘরে
চিন্তা করো জ্ঞান বিচারে
চিনো তারে প্রেম গোপনে ॥

দেহ তত্ত্বের তালায় তালা
তত্ত্ব জ্ঞানে খোঁজো নিরালা
পীর-মুর্শিদকে করে হিল্লা
চিনো আত্মার যতনে ॥

রেখে পরম হাতের কাছে
ডাকা হাকা করছো মিছে
সময় থাকতে ঘরের মাঝে
খাজা শহীদুল কয় লও চিনে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪, ৫০:১৬

শহীদুল গীতি-৪২৯

ওগো আমর নূর নবীজি মুহাম্মাদ রাসুল
তুমি আল্লাহ'র দোস্ত আরশের নূর আমার বিশ্বাস মূল ॥

আউয়ালে প্রেম তোফানে
আহাম্মদী মৌজ গোপনে
জোস মারে ক্ষণে ক্ষণে
হলো আহাদে আহম্মদ কূল ॥

আহাম্মদে আহাদ মিশে
মুহাম্মদ রুপ দেয় প্রকাশে
নূর মোহর জ্যোতি আকার সে
মানুষ আকারে হয় রাসুল ॥

আহাদ আহাম্মদ হয়ে
মুহাম্মদে প্রকাশ রয়ে
মানুষ আকারে মানুষ হয়ে
ভেদ বাণী কয় খাজা শহীদুল ॥

শহীদুল গীতি-৪৩০

এক দিনের ছেলে মহাপ্রেমিক হয়
তিন দিনে ছেলে পূর্ণ আয়ু পায় ॥

ছেলে জন্মায় ছয় মাস পরে
বাপ ছাড়া মা'র উদরে
তিন দিন পরে ছেলে মরে
আবার ছয় মাসে জনম লয় ॥

ছেলের মুখ নাই আহার করে
ছেলে বেড়ায় সর্ব উদরে
নাক ছাড়া সে নিঃশ্বাস ছাড়ে
চোখ ছাড়া সে দেখতে পায় ॥

ভাবুক জ্ঞানির জ্ঞান ইশারায়
ভেদের খবর সে বুঝে লয়
অজ্ঞানি অজ্ঞানের বুঝ নাই
খাজা শহীদুল বলছে তাই ॥

শহীদুল গীতি-৪৩১

আল্লাহ বিশ্বাসি আমার দরদী বন্ধুগণ
কোরআনে এনেছো ঈমান ইবাদতে রাখো স্মরণ ॥

ইবাদতের কর্মে সদায়
কোরআন বাণি মিল থাকা চায়
বুঝো তত্ত্ব জ্ঞান চেতনায়
মানো কোরআন ধর্মে সর্বক্ষণ ॥

ধর্মের কর্ম যতো আছে
মিলাও কোরআন আয়াত কাছে
মিল না হলে আয়াত মাঝে
বুঝো সেই ধর্ম হবে কেমন? ॥

কোরআন হলো আদি আসল
এই মানবের জীবন সম্বল
ধোঁকা গোলে খেয়ো না গোল
খাজা শহীদুল করে বারণ ॥

শহীদুল গীতি-৪৩২

এক না হলে মুর্শিদ ভক্তের দুটি মন
হবে ফেরায় গোলে সাধন ভজন অকারণ ॥

চিনি জল দুই পাত্রে রাখলে
সরবত হয় কি কোনো কালে ?
চিন্তা করো মন সরলে
হও তত্ত্ব জ্ঞানে বলবান ॥

প্রেমিক প্রেমিকার দুই মন হলে
তাদের কি কেউ প্রেমিক বলে?
প্রেম অনল নাই দুই মন কুলে
প্রেমিক নয় কাজে প্রমাণ ॥

চিড়ি মুড়ি দুইটি ভাজা
মিঠা যোগ হলে লাগে মজা
জ্ঞান তত্ত্বে করো মন তাজা
খাজা শহীদুল কয় বচন ॥

শহীদুল গীতি-৪৩৩

হে আল্লাহ আমায় ভালো রেখো সর্বকালে
সর্ব পাপ ক্ষমা করে মহা দয়া দাও ঢেলে ॥

আমার কোনো ইবাদত নাই
ভরসা তোমার মহা ছায়ায়
পাপের মাঝে নিষ্পাপ আমায়
রাখো বর্তমান আর সর্বকালে ॥

এই কামনা ইবাদত আমার
গ্রহণ করো দয়ায় তোমার
দেহো আত্মায় হও দয়া একাকার
মহান দয়া দাও ঢেলে ॥

খাজা শহীদুল বিশ্বাসে ময়
তোমার সত্য সুন্দর শুদ্ধ দয়ায়
বেঁচে আছি এই দুনিয়ায়
তোমার দয়ায় সুকুলে ॥

শহীদুল গীতি-৪৩৪

চলতে বলতে আমার মাঝে যে যোগায় শক্তি বল
কেমন করে চিনবো তারে আমার ভাবনা অবিরল ॥

আমার সঙ্গে আছেন তিনি
এই বিশ্বাস কয় অন্তরখানি
কথার আওয়াজ কর্ণে শুনি
চোখ দর্শনে হই বেহাল ॥

আমার পরম আমার মাঝে
আত্মা পুরে রয় বিরাজে
তার আদেশ হয় সর্বকাজে
যোগায় আমায় শক্তি বল ॥

তাজা শক্তি দিয়ে আমায়
আমাতে লুকিয়ে সে রয়
চিনতে গেলে চিনা না দেয়
ভাবছে আশেক খাজা শহীদুল ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪, ৫০:১৬

শহীদুল গীতি-৪৩৫

হে আল্লাহ তাদের তুমি দিও না রেহায়
যারা নিরন্ন বুভুক্ষ গরিবের হক মেরে খায় ॥

উপরে চলে মিষ্টি কথায়
তল গোপনে হক মেরে খায়
তাদের বিচার করো ত্বরায়
হে আল্লাহ আরজ জানায় ॥

সুবিচার নামে যারা চলে
অবিচার করে তলে তলে
জাতি সমাজ দিলো রসাতলে
ধর্ম পথ নিলো গোমরায় ॥

এমন খেলা এই সমাজে
দাপট বলে চলছে রোজে
খাজা শহীদুল দেখে যাচ্ছে
কিছু বলার সাহস নাই ॥

শহীদুল গীতি-৪৩৬

নূরে আল্লাহ আল্লাহ'র নূর-জ্যোতির্ময়
তাঁর নূরে আসমান জমিন উজালা হয় ॥

যার নূরে বিশ্ব জোড়া
কোন রুপে তিনি খাড়া ?
মানুষ নূরে কেমনে ঘেরা?
কোন ধারে সেই নূর চুরায়? ॥

যেই নূর তত্ত্বে আল্লাহ ধিরায়
নূরের তত্ত্ব বুঝা হলো দায়
নূরে প্রকাশ আল্লাহ'র পরিচয়
জাহেরে হলো তিঁনি ময় ॥

অজ্ঞ বিজ্ঞ গেছে মিলে
নূর তত্ত্ব তাই গোলেমালে
খাজা শহীদুল কেঁদে বলে
নূর তত্ত্ব বুঝা হলো দায় ॥

শহীদুল গীতি-৪৩৭

আত্ম তত্ত্বের তত্ত্ব জ্ঞান না জানলে
সাধন ভজন আল্লাহ দর্শন যাবে বিফলে ॥

হও আত্ম তত্ত্বের শুদ্ধ জ্ঞানি
নিজ পরিচয় লও চিনি
হবে আত্মা চেতন গুণি
আল্লাহ রাসুল পরিচয় মিলে ॥

আত্ম তত্ত্বের কামেল যারা
সরল মনা শুদ্ধ তারা
প্রেমে ফানা অন্তর পুরা
আশেকে রয় নিরলে ॥

আত্ম তত্ত্বের আদব ভক্তি
ইবাদতের মূল পুঁজি শক্তি
হবে সুসুন্দর নির্মল মুক্তি
খাজা শহীদুল কয় মন মেলে ॥

শহীদুল গীতি-৪৩৮

মনের ক্ষুধা তৈরী করে চিন্তায় করো কারবারি
খাজা শহীদুল বলে ভক্ত তোমরা ছেড়ো নাকো দ্বীনদারী ॥

একই চাউলে ভাত মুড়ি
ধান ভাজলে হয় খৈই চিড়ি
বুঝো তত্ত্ব জ্ঞান ডুবারী
ভালোতে লও ভালো ধরী ॥

লাঠি বাঁশি দুটি রূপাকার
উপকারে বেশি বাঁশ আকার
বাঁশি সুরে হয় প্রেম তৈয়ার
লাঠিতে সন্ত্রাস মারামারি ॥

সোনার গয়না বড়ো সুন্দর
বধু পরে গৌরব শান তার
স্বর্ণকার ছাড়া কি সোনা সুন্দর ?
হতো নারীর অঙ্গ পরি ? ॥

পবিত্রতা আর প্রশংসায়
হয় আল্লাহ খুশি সব সময়
গাও বিশ্বাসি মুমিন জনায়
আল্লাহ'র গুণ মন ভরি॥

শহীদুল গীতি-৪৩৯

মানুষকে ভালোবাসো মন-অন্তর দ্বিলে
ব্যথা পেলে থেমে যাও খাজা শহীদুল বলে ॥

তোমার দ্বারা মানুষ ব্যথা পেলে
সেই মানুষকে ভালোবাসো প্রাণ ঢেলে
ক্ষমা চেয়ে নাও প্রাণ কোমলে
হবে ভালো কাজ ধর্ম কূলে ॥

ভালোবাসা করো গভীর চিন্তায়
ভালোবাসা বেশি কাঁদায় কম হাসায়
বেশি কাঁদলেও শান্তি সুখ হয়
যদি ভালোবাসা টিকে দ্বিলে ॥

প্রেম শূন্য জীবন যাহার
গোনাহ'র কাজ তার জীবন আচার
কথাতে নাই মিষ্ট ভাব তার
চেচামেচি স্বভাব কর্ম মূলে ॥

মানুষকে ভালোবাসো আদর করে
কথা বলো অতি আদব আচারে
সেই মানুষ ভালো না হলে পরে
নিরব থাকো দুঃখ পেলে ॥

শহীদুল গীতি-৪৪০

মানবিক মন হলে প্রেম জেগে যায়
অপরের বেদনায় মনে কষ্ট পায় ॥

কোনো মানুষের দুঃখ বেদনায়
যদি মানুষ সহায় না হয়
বুঝতে হবে হৃদয় তার নাই
সে মরা মনের মানুষ হয় ॥

ঘোল ঘৃত দধি মাখন
একই দুধে সব উপকরণ
হয় মৈথুনে আলাদা বরণ
দুধ আকারে সব লুকায় ॥

দিন যেমন রাতে যায় মিশে
রাতও মিশে দিনে এসে
প্রেমিক জন হও অমনি বেসে
সুস্বাদ প্রেমে স্বাদ জোগায় ॥

প্রেমিকের মন প্রেমে মাতাল
অন্তরে তার জ্বলে দাবানল
প্রেমিক জন সদায় কাঙ্গাল
খাজা শহীদুল ভালোবাসা চাই ॥

শহীদুল গীতি-৪৪১

বিচার করে চলতে শিখলে পাপ কাজ ভুলে যায়
আপন ঘরে আল্লাহ থাকে খুঁজলে ধোঁকা কেটে যায় ॥

পরাজয় আর বিজয়
দুটি রুপ দুই ভাগে রয়
বিজয় বড়ো আনন্দ যোগায়
পরাজয় হয় দুঃখময় ॥

বিচার ছাড়া যেই কর্ম হয়
অশুভ ভাব সেই কর্মে সদায়
মন্দ কাজে ভালো নাই
আপন চোখে দেখা যায় ॥

গোনাহ'র স্বভাব যার অন্তরে
শত কালাম তার বিফল পুরে
শত তপ জপ পড়বে আছাড়ে
দুঃখ ছাড়া সুখ দুরে রবে ॥

মতি জন্মায় ঝিনুক দলে
মতি সন্ধানী লয় তুলে
খাজা শহীদুল বলে আত্মা মূলে
অমনি মতো প্রভু রয় ॥

শহীদুল গীতি-৪৪২

মনে মনে মিলন হলে দেখাশোনা হয়ে যায়
খাজা শহীদুল সদায় ভাবে কি হবে তার উপায় ॥

আমি তুমি দুটি কথা
আমি মানুষ তুমি আল্লাহ কোথা?
না দেখে কই তুমি বিধাতা
আমি আকারে আলাপ তুমি নাই ॥

তেল জ্বলে ঝাকনী দিলে
মিলন হয় না তেলে জ্বলে
ঝরা ফুল বোঁটায় নাগালে
বোটা ফুল দুই'য়ে রয় ॥

হৃদয় বিশ্বাসের ভান্ডার না হলে
ইবাদত তার মূল্যহীন সর্বকালে
ইবাদতে পুরা স্বাদ পেতে চাইলে
ভক্তি প্রেম সত্য রাখো সব সময় ॥

আল্লাহ'র রাসুলের প্রেম বিরহ
যার মাঝে নাহি সে শূন্য গৃহ
নাম ধার্মিক কাম অপ্রিয়
বিশ্বাসি নয় সে ধর্মের প্রিয় ॥

শহীদুল গীতি-৪৪৩

হে আল্লাহ প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যার নিয়েত আমার
গাই অশিম প্রশংসা পবিত্রতা মহিমা তোমার ॥

প্রতিদিন নিয়তে আমি
লও অশিম যিকির মানি
আমায় বিশ্বাসি বানাও তুমি
চেতনে দাও দয়াল আমার ॥

চেতন মন অধিকার দিয়ে
লও তোমার আশেক বানায়ে
আমি তোমার দয়ারময়ে
পেতে চায় সুপথ আচার ॥

মুর্শিদ পদে খাজা শহীদুল
মন আশা তার আল্লাহ রাসুল
দয়ায় করো হে আল্লাহ কবুল
তুমি বিজয় অক্ষয় অমর ॥

শহীদুল গীতি-৪৪৪

ভবো মায়ায় ভুলে রইলাম সংসারে
দিনে দিনে আয়ু ফুরালো ঘোর আঁধারে ॥

আয়ু চোরার কৌশল জোরে
আয়ু গেলো পাতাল পুরে
সোহাগ শোভায় মায়া ভরে
আয়ু দৌড়ায় ঘোর আঁধারে ॥

শত দলের শ্রী চাঁদ শোভায়
মহানন্দে আয়ু কেড়ে লয়
হাস্য সুখে দিতে মন চায়
কাণ্ড জ্ঞান যায় দুরে সরে ॥

খাজা শহীদুল ভাবনা তে ময়
হবড়ে বুড়ো বয়স সময়
চোখের জলে বুক ভেসে যায়
কম্প ভাবনা মন অন্তরে ॥

শহীদুল গীতি-৪৪৫

আমি একা নয় এই দুনিয়ায়
আমার সাথে আল্লাহ আছেন সব সময় ॥

সকল কর্ম দেখেন তিনি
সঙ্গে থেকে দিন রজনী
করান কর্ম দয়া দানি
সংসার ধর্মের দুনিয়ায় ॥

বিশ্বাস আল্লাহ দিলেন মনে
বিশ্বাসে রই মনে প্রাণে
বিশ্বাস ইবাদত সর্বক্ষণে
হে আল্লাহ বিশ্বাসী রাখো আমায় ॥

দেহো আত্মার যতো শক্তি বল
এই সব আল্লাহ'র দয়ার ফল
আল্লাহ'র দয়ায় সুস্থ সবল
খাজা শহীদুল এই দুনিয়ায় ॥

শহীদুল গীতি-৪৪৬

মতি গতি মন শুদ্ধ করো জ্ঞান বলে
আয়ু ফুরায় দিনে দিনে মত্ত রইলে গোলেমালে ॥

সময় গেলো মন মায়া ঘোরে
বিষয় লোভে রইলে পড়ে
আরকি পাবো আয়ু গেলেরে
আল্লাহ ডাকবো কোন কালে? ॥

ভাবছি গভীর মন ভাবনা
ভেবে চিন্তে কি করবি মনা
দেখো সামনে মরণ গণা
পড়বি কখন জম ছোবলে ॥

খাজা শহীদুল চিন্তা জ্ঞানে
ধিক্কার দেয় সে নিজ জীবনে
কী করবি মন বিচার দিনে
জীবন কাটালি ধোঁকা গোলে ॥

শহীদুল গীতি-৪৪৭

মুর্শিদ তুমি যত বকা দাও আমারে
তবু চরণ পুঁজবো তোমার আদর ভক্তির আদরে ॥

চড় লাথী কিল যত মারো
তবুও জানবো মুর্শিদ বড়ো
এই বিশ্বাসে অতি দৃঢ়
ইহা পরকাল জুড়ে ॥

বিক্রয় মুরিদ বায়আতে
মুর্শিদ তোমার পাক হাতে
সেদিন হতে আমার বলতে
কিছু নাই এই সংসারে ॥

খাজা শহীদুল মুর্শিদ চরণ
স্বার করেছে জীবন মরণ
মুর্শিদ চরণ কপালে বরণ
ইহকাল আর পরপারে ॥

শহীদুল গীতি-৪৪৮

ধনসম্পদের বলে মন অহংকারী হয়ো না
অহংকারের মানুষগুলো আল্লাহ ভালোবাসেন না ॥

টাকা পয়সার দাপট জোরে
ভরলো আত্মা অহংকারে
যাবে সেজন দোজখ ঘরে
কোরআন বাণী দেখ মনা ॥

টাকা পয়সা জমি জমায়
অহংকার বাড়ে আত্মায়
জিনা গোনাহ পাপ বাড়ায়
তত্ত্ব জ্ঞানে মন বুঝো না ॥

খাজা শহীদুল ভেবে বলে
দাপট অহংকার যাও ভুলে
ডাকো আল্লাহ শুদ্ধ দেলে
হবে ভালো মন রওশনা ॥

শহীদুল গীতি-৪৪৯

মন তোমার কর্ম ফল তুমিই পাবা
কারও কর্ম ভাগি কেউ না হবা ॥

ভালো কর্মফল ভালো হবে
মন্দ কর্ম ফল মন্দই রবে
বুঝো মন জ্ঞান স্বভাবে
কারও কর্ম ভাগ কেউ না পাবা ॥

রোজ-দিনের কর্ম পরে
কর্ম ফল দেয় আল্লাহ তারে
তত্ত্ব জ্ঞানে লও বিচার করে
নগদ ফল কর্ম শোভা ॥

মন্দ কাজে ভালো আশা
সে তো অন্ধ বুদ্ধি নাশা
মনে নাই তার বুদ্ধি খাশা
খাজা শহীদুল কয় সুভাবে ॥

শহীদুল গীতি-৪৫০

কোরআন হলো আল্লাহ'র কথা সত্য বলবান
তত্ত্ব জ্ঞানে কোরআন পড়ো বুঝো জ্ঞানে করো পালন ॥

কোরআন বিশ্বাস আত্মায় গড়ো
কোরআন বিশ্বাসে হও দৃঢ়ো
যে দিকেই চলো ফিরো
মানো বানী পাক কোরআন ॥

কোরআন হলো মারেফাতের খনি
দেহো আত্মার আছে বিবরণি
তত্ত্ব জ্ঞানির জ্ঞান রুহানী
কোরআন আল্লাহ্ চিনার প্রমাণ ॥

আল কোরআনে এনে ঈমান
অন্য কথায় না করো চলন
কোরআন সত্য সুপথ সন্ধান
খাজা শহীদুল কয় বচন ॥

শহীদুল গীতি-৪৫১

শুধু সুন্দর সুরে কোরআন পড়লে কোরআন মানা হবে না
কোরআন অর্থ তত্ত্ব জ্ঞানে বুঝে করো পালন মনা ॥

মহাজ্ঞানের বাণী কোরআন
ইবাদতে হয় জীবন বিধান
গবেষণা জ্ঞানে বুঝো কোরআন
শুধু সুরে ভাজে থেকো না ॥

কোরআন আয়াত সুরে পড়ে
কোরআন মলাটে চুমা মেরে
রেখে ছিলে তাকের পরে
তাতে কি ফল মিলে মনা ? ॥

কোরআন আল্লাহ'র আদেশ বাণী
পড়ে বুঝে করো কাজ এক্ষনি
এই জন্য নাজিল কোরআন খানি
খাজা শহীদুল কয় ভুলো না ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪৭:২৪

শহীদুল গীতি-৪৫২

তত্ত্ব জ্ঞানের তলের তলে মন ডুবাইয়া দাও
পাবে জ্ঞানে রুহানী রুপ নিত্য নতুন বাও ॥

জ্ঞান ডুবারু শুদ্ধ আচার
সাধন তত্ত্বে হও হুঁশিয়ার
স্বীয় তত্ত্বে রুহানী আকার
সত্য স্বরূপ চোখে নাও ॥

অন্তর চোখের রুহানী খবর
নিজ আত্মা চিনায় চক্ষু অন্তর
মুর্শিদের কাছে লও তত্ত্ব তোড়
বিশ্বাসী মন ত্বরা বানাও ॥

খাজা শহীদুল মুর্শিদ জ্ঞানে
সব শুপে দেয় জীবন মরনে
নিজ মুর্শিদকে মান্য মানে
মুর্শিদ বিশ্বাসে হয় মত্ত দাউ ॥

শহীদুল গীতি-৪৫৩

আপন কারে ভাববো আমি এই সংসারে
কেউ নয় আপন ভেবে দেখি সংসার ঘোরে ॥

অসার দেখি এই সংসারে
আমি সাথী পাবো কোন জনারে
বুঝি একা যাবো এক কবরে
সঙ্গের সাথী নাই বিচারে ॥

ধনদৌলত জমি জমায়
সঙ্গের সাথী কেউ তারা নয়
পরিবার পরিজন সবায়
আমায় ছেড়ে রইবে দূরে ॥

ভেবেছি আমি মনে এইবার
আমি নিজে নয়কো নিজের
কেনো বলবো আমার আমার?
খাজা শহীদুল তো শূন্যকারে ॥

শহীদুল গীতি-৪৫৪

মহত গুণের মহত মন যার উদয় হয়েছে
বুঝে না সে ছলচাতুরী সরল শুদ্ধে রয়েছে ॥

মহত মনে ধৈর্য্য বড়ো
সাবধানে সে শুদ্ধ দড়ো
বিশ্বাসে সে অতি দৃঢ়ো
সুভাব আত্মায় ভাবে আছে ॥

এই কয় চিহ্ন মহত জ্ঞানির
মহান ভাব তার আত্মায় জাহির
বুদ্ধি জ্ঞান তার শান্ত স্থীর
মাবুদ সাধন মনের বুঝে ॥

মহত জ্ঞানি বড়ো ভাগ্যবান
প্রভুর সামনে তার আসন
খাজা শহীদুল শাঁইজীর বচন
তত্ত্ব কথা নয় কো মিছে ॥

শহীদুল গীতি-৪৫৫

গোপনে গুণ অংক শিখে থাকো সালাত কায়েমে
সালাত হলো আত্ম তত্ত্ব বিশ্বাসির মন চেতনে ॥

সালাতে মিরাজ যারে কয়
সে তো অতি সামান্য নয়
ভাগ্য গুণে কয়েক জনায়
পায় সালাতের রুপ নয়নে ॥

পাকা বিশ্বাস যার দৃঢ় অটল
আত্মা সুন্দর মন দাতা বল
সেই পাবে সালাত আসল
পীর-মুর্শিদের দয়ার গুণে ॥

চিনো সালাতে আকার আছে
তালিম দীক্ষা মুর্শিদের কাছে
খাজা শহীদুল শাঁই শুদ্ধ বুঝে
আকার সালাত আঁকে নয়নে ॥

শহীদুল গীতি-৪৫৬

মুর্শিদ আমায় তুমি চরণ ছাড়া করো না
লাথী কিল চড় থাবা দিলেও তোমায় ভুলবো না ॥

সুচরণের আশায় আমি
ভজি চরণ দিবা যামি
দয়া দাও মুর্শিদ স্বামি
তোমায় যেন ভুলি না ॥

আমার যত মনের আশা
মুর্শিদ মনে বাধুক বাসা
হোক মুর্শিদের দয়া খাশা
আমার দেহো আত্মার ভাব গুণা ॥

মুর্শিদ দয়ার শুদ্ধ আশে
আমি এসেছি মুর্শিদের দেশে
পারে নিও ছায়ায় এসে
খাজা শহীদুলের পথ অজানা ॥

শহীদুল গীতি-৪৫৭

আল্লাহ আল্লাহ যিকির করো আল্লাহ খুশি হবে মন
আল্লাহ বলেন জিকির শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসির অন্তর বরণ ॥

আল্লাহ বিশ্বাসির জন্যে যিকির
আছে ভেদ কোরআনে জাহির
বুঝো ভাই তরিকার ফকির
জিকির হলো মহামুল্য রতন ॥

যে আল্লাহ্ যিকির করে
আল্লাহ তারে সাড়া দেয়'রে
শুদ্ধ ধর্ম সহজ আকারে
বুঝে যিকির জ্ঞানিগণ ॥

যিকিরে হয় আত্মা চেতন
যিকিরে হয় শান্তি সুমন
জিকির বিশ্বাসির মুল পুঁজি ধন
খাজা শহীদুল শাঁই কয় কথন ॥

আল কোরআনে দেখুন-২৯:৪৫

শহীদুল গীতি-৪৫৮

এই মানুষের দেহো হয় আল্লাহ'র ঘর
দেহো মাঝে চিনো রুহ্'র রূপাকার ॥

জিন্দা ঘরে বসত করে
আকারে রয় নিরাকারে
আওয়াজ করে ডাকলে পারে
নগদে নগদ হয় কারবার ॥

নগদে যার লেনাদেনা
চিনে আল্লাহ সেই জনা
অন্য ঘর বিশ্বাসে লয় না
দেহো মাঝে সত্য ঘর ॥

যার খুলেছে জ্ঞানের আঁখি
সে বুঝে না ফাঁকি ফুঁকি
নিরাকার আকারে রাখি
খাজা শহীদুল খুঁজে মন ভান্ডার ॥

শহীদুল গীতি-৪৫৯

আগে বুঝো মন কোরআনের মূল্যমান
আয়াত কোরআন সত্য শুদ্ধ দ্বিল কোরআনের সমর্থন ॥

রাসুল দ্বিলের বাণী কোরআন
অহি কোরআন হলো যার নাম
দ্বিল কোরআনে দেয় সমর্থন
সুরা আয়াতের পাক কোরআন ॥

কোরআন হলো অহি কেতাব
দেহো আত্মার সৃজন হিসাব
আল্লাহ'র কালাম নামে খেতাব
মানব জ্ঞানির অতি আপন ॥

দেহো রুহের সৃজন খবর
মান্যমান হয় কোরআন তাহার
পাবে আত্মা-রুহুর অংক আকার
খাজা শহীদুল শাঁই'য়ের এই বচন ॥

শহীদুল গীতি-৪৬০

মন তুমি মরণের আগে মরো মুর্শিদী মরা
দুরে যাবে সকল বালা শান্তি হবে আত্মা ভরা ॥

ভালোবাসলে মুর্শিদ চরণ
মরার আগে হয় তার মরণ
বুঝো জ্ঞানে হে ভক্তগণ
মরার আগে মরার ধারা ॥

আকার মুর্শিদ যত্ন হালে
প্রেম ঢেলে দাও নয়ন জলে
এমন মতো মরণ হলে
তার থাকে না ব্যাধি জরা ॥

মুর্শিদ প্রেমে যে মজেছে
মানব জনম সেই পেয়েছে
খাজা শহীদুল মরে আছে
মুর্শিদ পদে প্রেমের মরা ॥

শহীদুল গীতি-৪৬১

আল্লাহ'জির এই জিন্দা ঘরকে যত্ন করো মনের মতন
তাজা ঘরে আল্লাহ'র বসত বিশ্বাসে রাখো স্মরণ ॥

আপন দেহে আত্মার খবর
সাধুগণ থাকে সাধনায় সবর
এই ইসলামি দর্শন আকার
পীর ফকির করে যত্নে সাধন ॥

জ্ঞান সুবাস যার অন্তরে
সে চিনে আল্লাহ আপন ঘরে
রয় দেহো আত্মার দর্শন পরে
বুঝে দেহো আত্মা আল্লাহ আপন ॥

রসুল শাহ কয় খাজা শহীদুল
ভাবো আল্লাহ ঘর মানুষে মূল
বিশ্বাস মতো হও শুদ্ধ কুল
নিজ ঘরে দাও জ্ঞান নয়ন ॥

শহীদুল গীতি-৪৬২

মরণের সমন আসলে থাকতে পারবি না
কোঠা বাড়ী টাকা কড়ি ছেড়ে হবি রওয়ানা ॥

দিবা রাতের ক্ষণে ক্ষণে
মরণকে রাখো স্মরণে
কি হবে হিসাবের দিনে?
মন্দ কাজে অনেক গোনাহ ॥

হাসি খেলায় গেলো শিশুকাল
মাতা পিতার স্নেহ প্রবল
রঙ্গ রশে গেলো যৌবনকাল
এখন বৃদ্ধে করছো ভাবনা ॥

চিনলি না মন আল্লাহ রাসুল
নফসের সুখে হলি ব্যাকুল
ভাব হিসাবের তোফান তুমুল
খাজা শহীদুল ভাবে ভাবনা ॥

শহীদুল গীতি-৪৬৩

মন তুমি হও পাকা বিশ্বাসি মুমিন জনা
পাকা বিশ্বাস মনে রেখে করো প্রেম দিয়ে উপাসনা ॥

বিশ্বাসের রং আত্মায় দিলে
হিংসা নিন্দা যাবে চলে
হবে শুদ্ধ ইসলাম সর্বকালে
আল্লাহ'র বিশ্বাসি সুজনা ॥

বিশ্বাসি মানুষের দলে
আল্লাহ মহান ডেকে বলে
করো আল্লাহ ভয় যথার্থ হালে
করো আত্মসমর্পণে মরণা ॥

ত্যাগি দাতা মন লয়ে
সত্য কর্মে যাও দৌড়িয়ে
সুফল আনে সুকর্ম হয়ে
খাজা শহীদুল বলে এই বচনা ॥

শহীদুল গীতি-৪৬৪

সত্যের সাথে মিথ্যা দিয়ে কভু যোগ করো না
সত্য বলতে বলছে আল্লাহ কোরআন খুলে দেখো না ॥

অত্যাচার আর মিথ্যা বলা
আল্লাহ'র শত্রু সে সারা বেলা
পাক কোরআনে বলেছে আল্লাহ
এই কথা কেনো বুঝো না ॥

ধোঁকা মিথ্যার টাকা কড়ি
তাই দিয়ে গড়লে পাকা বাড়ী
বাড়ীতে তছবী টিপো আড়ি আড়ি
পড়ো ঘরে বসে কোরআনখানা ॥

কও পাকা ঈমানদার আমি
ধোঁকা ঈমানে বড়ো তুমি
খাজা শহীদুল কয় ভণ্ডামি
চলছে ধর্মে দেখো না ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:৪২

শহীদুল গীতি-৪৬৫

হেলায় হেলায় মানব জনম যাইরে চলে
অসাধু লোভে মানুষ কু-স্বভাবে ভুলে ॥

জড় জগতের মহাভাবে
কু-আচারের কু-স্বভাবে
ঘিরে আসছে পাপ স্বভাবে
বুঝ জ্ঞানে তা হয় না উল ॥

নাই মানব মানবে ভালোবাসা
হিংসা নিন্দার ঘোর তামাসা
অহংকারী মুখের ভাষা
উপরে ভালো কু-অন্তর মূলে ॥

খাজা শহীদুল করে হায় হায়
বেলা শেষের হলো সময়
তবুও মানুষ অনাচারময়
সু-আচারভাব আছে ভুলে ॥

শহীদুল গীতি-৪৬৬

আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমার দয়াল দয়াময়
তোমার গড়া এই সংসারে কোন সুখে রাখো আমায় ? ॥

কারো দিলে বাড়ী গাড়ী
কাউকে দিলে দুঃখদারী
দিলে বৃক্ষতলে কারো বাড়ী
নিজ চোখে দেখছি তাই ॥

আহার নিদ্রা নাইকো তোমার
বাসের জন্য লাগে না ঘর
বিশ্ব মাঝে আল্লাহ সবার
প্রশংসা সুর গাইছে সবাই ॥

দেখি সংসার মাঝে গরীব যারা
তাদের মনে দাতা ভরা
খাজা শহীদুল কয় তত্ত্ব ধারা
শান্তি দয়া চায় দুনিয়ায় ॥

শহীদুল গীতি-৪৬৭

নিরাকারের মধ্যে আছে আকারের রুপাকার
নিরাকারে আকার ধরে আছে আমার কর্ণধার ॥

দেহের আকার আত্মাপুরে
আকারে সে বসত করে
তত্ত্ব জ্ঞানি চিনতে পারে
সন্ধানে রাখে সেই খবর ॥

আল্লাহ দর্শন যার বাসনা
তত্ত্ব জ্ঞানে করো সাধনা
হাতের কাছে আওনা যাওনা
অন্তর চক্ষে দর্শন তার ॥

পীর-মুর্শিদের চরণ মুলে
ভক্তি রাখো মন ঢেলে
দিবেন অন্তর চক্ষু খুলে
খাজা শহীদুল কয় খবর ॥

শহীদুল গীতি-৪৬৮

চম্মুক বরণী আমার গোলাপ চাঁদ গুণ মনি
জীবের কর্ম জীব আচারে সাধন করে মহত জ্ঞানি ॥

তীরো কোমল সুখ তেহাটায়
যারে খুঁজি সে জনা রয়
সাধক জ্ঞানি সন্ধান ত্বরায়
আশেক মত্ত হয় দিন রজনী ॥

তেহাটার তীক্ষ্ম সুরায়
কামেল জ্যোতির ঝলকেময়
সন্ধানি হয় দুই চার জনায়
বিশ্বাসে লয় সেই রূপ মানি ॥

খাজা শহীদুল শাঁইজীর বচন
মূল তত্ত্বে করো নিরুপণ
সেই শহরে মরন বাঁচন
দোহাই মুর্শিদ মহান মনি ॥

শহীদুল গীতি-৪৬৯

মানবের এই আত্মা হলো দেহের মারেফাত
আত্মা চিনলে হয় আল্লাহ চিনা পাক আল্লাহ জাত ॥

নাশিকার দুই ছিদ্র পথে
দম চলে দিবা রাতে
মারেফাত জ্ঞান আছে তাতে
জ্ঞান বিশ্বাসির মনে সুরত ॥

তত্ত্ব মারেফাত না জেনে
করে মারেফাত ঘৃণা মুর্খগণে
দেহ অচল মারেফাত বিনে
জ্ঞানে বিচার করে মহত ॥

মারেফাত ঘৃণা যারা করে
দম নিশ্বাস দাও দুরে ছেড়ে
দেহো চলে কেমন করে ?
খাজা শহীদুল কয় শুদ্ধবাত ॥

শহীদুল গীতি-৪৭০

বিশ্বাসির মাঝে আছে সুমধুর মিলন
বিশ্বাসি হয়ে দেখো কি ভাবের মহাভুবন ॥

দুই বিশ্বাসির একই আত্মা
একেই বলে বিশ্বাসি ভ্রাতা
সুশুদ্ধ প্রেম আত্মায় গাথা
মহাশান্তি হয় তাদের চলন ॥

বিশ্বাসি জন হয় যারা
আল্লাহ ভয় থাকে অন্তরে ভরা
আল্লাহ'র দয়ায় খাড়া তারা
ভাই শান্তিতে ভাই মগন ॥

মহাশান্তির মহান মেলা
বিশ্বাসির হয় প্রেম পেয়ালা
হাসি মুখে ভাই ভাই বলা
খাজা শহীদুল কয় মুগ্ধ মন ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪৯:১০

শহীদুল গীতি-৪৭১

মুমিন-বিশ্বাসি মানুষগণ হয় আল্লাহ'র প্রিয়জন
মুমিন হয় বিশ্বাসে দৃঢ় আমল কর্মে বলবান ॥

মুমিন বিশ্বাসির দর্জা ভারি
আল্লাহ রয় তার কালবে জারি
সৌভাগ্যের কি মিলন পুরি
বিশ্বাস শক্তি বড়ো মহান ॥

এক বিশ্বাসি আল্লাহ'র কাছে
কাবা'র চেয়েও সম্মান আছে
তত্ত্ব জ্ঞানে লও ভেদে বুঝে
হও বিশ্বাসি মন মহাত্মন ॥

বিশ্বাস হারা অন্তর মূলে
ভাব বিশ্বাসি দেখা হলে
সে মুমিন নয় কোনো কালে
খাজা শহীদুল তো বুঝে এমন ॥

শহীদুল গীতি-৪৭২

আছি কালের ঘোর আঁধারে আমি
পাক পরম কে খুঁজে ফিরি দিবা যামি ॥

অনুভূতি হয় অতি কাছে
মসজিদ মন্দির বেড়ায় খুঁজে
ধরবো ধরবো ভাব এসেছে
অমনি সেই ভাব খায় চুবানী ॥

আর কতকাল এমনি করে
খুঁজবো আমার পরম জনরে
আমার আত্মায় বেড়ায় নড়ে
দিব্য বুঝে বুঝি আমি ॥

ভাবনা জপে খাজা শহীদুল
পরম চিনার ভাবে ব্যাকুল
হাতের কাছে হাতরিয়ে মূল
ভাব আশায় রয় দিবা যামি ॥

শহীদুল গীতি-৪৭৩

হে আল্লাহ আমি কি তোমার হতে পারবো না ?
দিবা নিশি তোমায় ডাকি সাড়া কেনো দিচ্ছো না ॥

ডাকে যখন না দাও সাড়া
নিরাশ ভাবে হই তখন খাড়া
বেদনায় ভাব আত্মা হারা
যাগো মনে অনেক বেদনা ॥

হে আল্লাহ আমি আরজ করি
ডাকে সারা দাও মন ভরি
হবে মহানন্দ আত্মাপুরি
জীবন হবে সুখের গাওনা ॥

প্রার্থনা গাই খাজা শহীদুল সাঁই
ডাকে সাড়া দাও সর্ব ঠাঁই
এই বাসনা পুরাও দয়ায়
অপূর্ণ সাধ আর রেখো না ॥

শহীদুল গীতি-৪৭৪

প্রেমের মানুষ চিনে মন প্রেম করো গভীরে
ভন্ডের প্রেমে পড়ে থেকো না হয়ে বিভোরে ॥

সরল সুভাব শুদ্ধ প্রেম যার
মহত জ্ঞানি অন্তর তাহার
সুসত্য জ্ঞানের আচার
ভাঙ্গে না প্রেম চিরো অমর ॥

দেখা যায় না প্রেমের আকার
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রমাণ তাহার
শুদ্ধ প্রেম মনে মনে প্রচার
অটুট ভাবের চলন তার ॥

ভেজাল প্রেমে দুর্গন্ধময়
ভাঙ্গে গড়ে সর্বসময়
কইছে খাজা শহীদুল শাঁই
বিচার জ্ঞানে অংক কর ॥

শহীদুল গীতি-৪৭৫

ওরে আমার সুখ দরিয়ার মন মাঝি
সুখে সুখে বাও শ্রী নৌকা সুখ দরিয়ার বুঝি ॥

সুখ দরিয়ার সজ্জা শোভায়
হও সুখের মাঝি তুমি সদায়
তাতে গোপনে আয়ু ফুরায়
তবুও বুঝলে না মন পাজি ॥

সুখ সরোবর সাগর দুনায়
বৈঠাতে জল টানছো সদায়
ক্ষেপা পাগল সাগর দোলায়
মরছো সুখের মরায় রাজি ॥

খাজা শহীদুল সাঁই জীবনে
শিখে মরা বাঁচা জ্ঞান কৌশলে
রাখে মুর্শিদ দোহাই ভক্তি কোলে
মরণ যাবে ত্বরায় বাঁচি ॥

শহীদুল গীতি-৪৭৬

মানুষের আত্ম তত্ত্বে আছে আল্লাহ নূরানী
দেহো মাঝে গুপ্তকারে খোঁজো মারেফাত রুহানী ॥

মানব আত্মার রুপে আল্লাহ
আল্লাহ মানবে প্রেম লিলা
এই তো ইসলাম ধর্ম মেলা
আল্লাহ মানবে জানাজানি ॥

আদম নাশিকায় ফুৎকার করে
নিজ রুহ দিলো দেহো ভিতরে
বুঝো আল্লাহ মানুষ কত দুরে
করো জ্ঞান তত্ত্বে চিনাচিনী ॥

রসুল শাহ কয় খাজা শহীদুল
মানব আত্মায় আল্লাহ'জির উল
আল্লাহ বানিতে তত্ত্ব তার মূল
সত্য বুঝো ভেদ এক্ষনি ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪

শহীদুল গীতি-৪৭৭

গানে গানে গাও তোমরা দেহো আত্মার গান
এই আল্লাহ'র সত্য ধর্ম কোরআনে ফরমান ॥

দেহো মাঝে আত্মা সুরাত
তারই দর্শন খাস ইবাদত
আত্মার খোঁজে জ্ঞানির প্রণিপাত
এই ইবাদত জ্ঞানির সাধন ॥

করো সাধন রুহ চিনায়
রুহুর গুণে জাত দয়াময়
আল্লাহ চিনার এই মুল পরিচয়
জ্ঞানিগণ খোঁজে আত্মার বরণ ॥

দেহো আত্মার বিচার জ্ঞানে
সাধন সিদ্ধের শুদ্ধ ধ্যানে
মুর্শিদ রুপ রাখো স্মরণে
খাজা শহীদুল কয় বচন ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪, ৫০:১৬

শহীদুল গীতি-৪৭৮

লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মানো সবে মানবগণ
চিনো জানো দেখো বুঝো হও তার আশেকান ॥

নিজ জীবনে খোঁজো তারে
আছে মাশুক মানুষ ঘরে
ত্যাগির কালবে বিরাজ করে
দেখো দিব্য দিয়ে নয়ন ॥

চেতন মন তৈয়ার করে
নগদ দেখো বিশ্বাসে ভরে
রাখো গুরু চরণ কশে ধরে
দেখো দমের ঘরে দেয় কিরণ ॥

দম চলে চব্বিশ হাজার
তার মাঝে ইল্লাল্লাহ আকার
ভাগ অংক পঞ্চতে তার
বিশ্বাসির এই হিসাব গণন ॥

ইল্লাল্লাহ এক মানতে হলে
শিখো তত্ত্ব জ্ঞান ত্যাগি হালে
খাজা শহীদুল ললাট ঘষলে
মিলবে না তার আল্লাহ দর্শন ॥

শহীদুল গীতি-৪৭৯

মারেফাতের জ্ঞানি যারা হয় এই ভবে
আল্লাহ তাদের সাড়া দেয় তারা বন্ধু রবে ॥

কায়িক মানুষ ভবে যারা
তারা দেখবে না দয়াল চেহারা
দলিল বাণী ছাপ ইশারা
বিচার তত্ত্বে বুঝো সবে ॥

মারেফাতে জমরুদী নূর
শক্তিতে সে জ্যোতি ভরপুর
আল্লাহ ঐ জ্যোতিতে অধর
ধরে আশেক জ্ঞানি শুদ্ধভাবে ॥

আলম লাহুত আল্লাহ'ময় নুরে
ফেরেস্তা সেথা যাইতে না পারে
এই মানুষ যায় লাহুত পুরে
খাজা শহীদুল চিন্তায় ভাবে ॥

শহীদুল গীতি-৪৮০

আল্লাহ'জি সখা হলে পাবি দেখা নিজের মনে
আপনাতে আপনি দেখো মন বিশ্বাসে এখানে ॥

অদৃশ্যের মাঝে আকার
তত্ত্ব জ্ঞানে করো বিচার
অদৃশ্যে হয় দৃশ্য প্রচার
দৃশ্যে রয় ক্ষণে ক্ষণে ॥

অদৃশ্যে যার দৃশ্য প্রমাণ
সত্য ধার্মিক সেই মুমিন জন
পাবে অন্তর রুপ মনে চেতন
আত্ম তত্ত্বের বিভোর মনে ॥

আপনাতে যার নাই নিশানা
সেই ধোঁকা বোকা অন্ধ জনা
খাজা শহীদুল বুঝে পায় না
জীবন যায় তার অজানে ॥

শহীদুল গীতি-৪৮১

আল্লাহ'র সন্ধান জেনে করো তাঁর উপাসনা
বিশ্বাস প্রেমে ভক্তি দিয়ে হয়ে যাও দেওয়ানা ॥

আল্লাহ আমায় ভালোবাসো
আশেকে অন্তরে এসো
আলাপে সুহাস্য হাসো
অন্তর চোখে হও অন্তরময় ॥

দর্শনেময় দয়াল দয়ায়
আমার অন্তর সাধ সাধনায়
তারিফ গাইতে ভাষা না পায়
আছি আমি বিভোর ময় ॥

মহা দয়ায় খাজা শহীদুল
ধন্য হলো দেহো আত্মাকুল
দয়া দর্শন স্বার মুলামুল
আল্লাহ হলেন দয়াল দয়াময় ॥

শহীদুল গীতি-৪৮২

গুরুর প্রেমে ফানা হয়ে গুরু প্রেম যে মনে মেখেছে
তার আত্মা বরণ শুদ্ধ উজ্জ্বল কামেল জ্যোতি মেলেছে ॥

ত্যাগি ভক্ত হয় যেই জনা
গুরু রুপে হয় সে ফানা
রাসুল সুরাত চোখের পাওনা
গুরুর মারেফাত মাঝে ॥

মানুষ রুপে গুরু আকার
তার মাঝে ভেদ রাসুলুল্লাহ'র
যার ঘুচেছে চোখের আঁধার
দিবাতে সে রুপ দেখছে ॥

খাজা শহীদুল গুরু দয়ায়
রুপের ভাব সে অন্তরে পায়
মুর্শিদ চরণ সদা মান্যময়
গুরু নাম গাই সর্বকাজে ॥

শহীদুল গীতি-৪৮৩

হে আল্লাহ তোমায় আমি বিশ্বাস করি
এই জগতেময় সকল সৃষ্টি তোমারী ॥

এই দেহ রাজ ভুবনে
সাজালে গৌরব শানে
রুহু দিলে দেহ ভুবনে
গৌরব গাহে তোমারী ॥

প্রশংসার রাজা তুমি
প্রশংসা গাই তাই আমি
দয়াল ডাকি দিবা যামি
দয়াতে ভর আমি করি ॥

দেহ রুহ সবই তোমার
তুমি তাতে হও দয়া আকার
মনের বিশ্বাস করো দৃঢ়তর
খাজা শহীদুল কয় তোমারী ॥

শহীদুল গীতি-৪৮৪

ধনদৌলতের অহংকার মন আর করো না
আজরাঈলের ঝেটকা টানে দেহে আত্মা রবে না ॥

আজরাঈল সমন লয়ে
সাথে সাথে চলছে ধেয়ে
হিসাব করো মন ভাবায়ে
সময় থাকতে কেনো বুঝো না ?॥

সুন্দর নারী বাড়ী গাড়ী
বালাখানায় বাহাদুরী
সঙ্গের সুজন কে তোমারী
হলে অহংকারে অজানা ॥

দিবানিশি খাজা শহীদুল
কুসঙ্গে সে হারালো কুল
মরণ সমন হবে না ভুল
সঙ্গে কিছু যাবে না ॥

শহীদুল গীতি-৪৮৫

আল্লাহু আল্লাহু আমার আল্লাহু মহান
দমে দমে যিকির করে ফকির সাধুগণ ॥

আল্লাহ শান যিকির করলে
আল্লাহ দিবেন দয়া ঢেলে
আত্মা শান্তি যিকিরে মিলে
গাও আল্লাহ যিকির গান ॥

যিকির করো গভীর রাতে
মনের শুদ্ধ সরল মতে
নয়ন আলো নূর-আলোতে
হবে আত্মা আলোকশান ॥

খাজা শহীদুল যিকির করে
যিকিরে তার অন্তর ভরে
চলছে আল্লাহ'র দয়ার উপরে
গাই জিকিরে আল্লাহ'র গুণগান ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৩:২৮, ৭২:১৭

শহীদুল গীতি-৪৮৬

মোকাম মঞ্জিল চিনে করো সাধন ভজন
অনুমানে ভজন সাধন না করো হে ভক্তগণ ॥

অনুমানে যার সাধনা
ভুখা ফাঁকা তার তুলনা
মুল জ্যোতি দিবে না চিনা
হবে বিপথ ধ্যানে মগন ॥

চিনো মাহ্‌মুদা অরুজ নজুল
করো সুলতান নাছিরার উল
লাহ্‌ অনাছুত গুণেরী মূল
আছে অনন্ত জ্ঞানের অংকন ॥

রসুল শাহ বলছে ডেকে
ভক্ত খাজা শহীদুলকে
মোকাম মঞ্জিল ধ্যানে রেখে
ধ্যানে জ্ঞানে করো সাধন ॥

শহীদুল গীতি-৪৮৭

প্রেমের ভুবন প্রেম মিরাজে
আল্লাহ নবীর দিদার হলো গুপ্ত আওয়াজে ॥

মহাভুবন প্রেমেতে ময়
মিলন ছিদরাতুল মুনতাহায় হয়
আল্লাহ'জির আশেক দয়ায়
গেলেন রাসুল মিরাজে ॥

আশেকী প্রেমে আল্লাহ
ডাকে দোস্ত রাসুলুল্লাহ
একতারে আকারে আল্লাহ
হয় গুপ্ত আলাপ প্রেমে মজে ॥

রসুল শাহ কয় খাজা শহীদুল
বুঝো এই ভেদ মূলামূল
বিশ্বাসে হও মত্ত মসগুল
থাকো দিব্য চোখ অন্তর সাজে ॥

শহীদুল গীতি-৪৮৮

আমার আত্মায় আল্লাহ আছেন চেতনে
তাইতো তারি শক্তি বলে তাজা আছি জীবনে ॥

সত্য শুদ্ধ সাধক যারা
করে বিশ্বাসের সাধন তারা
জ্ঞান নয়নে হয় না হারা
নিজ রুপে রয় ধ্যানে জ্ঞানে ॥

নিজ নিকটে আল্লাহ ভাবলে
নিকটে তার আল্লাহ মিলে
সে চিনবে আল্লাহ হেসেখেলে
দেখবে দিব্য নয়নে ॥

মুর্শিদ ভজে খাজা শহীদুল
মন নয়নে চিন্তা সুকুল
মানব আল্লাহ'র প্রকাশে মূল
বিচার হয় জ্ঞানির জ্ঞানে ॥

শহীদুল গীতি-৪৮৯

হে আল্লাহ বর্তমানে ভালোমন্দের বিচার নাই
আমি যা চোখে দেখছি সত্য কথা বলছি তাই ॥

বর্তমানের সময় কালে
মন্দ মন্দকে ডেকে বলে
ভালো কাজ করো ভাই সকলে
মন্দ মন্দের নছিয়ত কয় ॥

হে আল্লাহ কই তোমারে
ভালোবাসে দেখি মন্দ মন্দরে
মন্দরে রেখে নিজ অন্তরে
মন্দ মন্দের নিন্দা গায় ॥

মন্দ মন্দের মত্ত লিলায়
মন্দে জগত হলো মন্দময়
মন্দের বেচা মন্দের কেনায়
খাজা শহীদুল দেখছে তাই ॥

শহীদুল গীতি-৪৯০

তোমরা মুর্শিদ চরণ কেউ কভু ভুইলো নারে
চরণ ভুললে পড়বি ফেরে বিপদের ঘোরে ॥

পারের ঘাটে ঘোর তোফানে
কে তরাবে মুর্শিদ বিনে ?
বিচার করো তত্ত্ব জ্ঞানে
ভাবনা রাখো আত্মায় পুরে ॥

ধর্ম তত্ত্বের মুর্শিদ যিনি
মহাত্মন সে তত্ত্ব জ্ঞানি
অজান রুপের বিজ্ঞ জ্ঞানি
থাকে আল্লাহ জ্ঞানের সু-আচারে ॥

খুব সাবধান ভক্তি ভরে
রাখো মুর্শিদ ছবি আত্মা ঘরে
খাজা শহীদুল বিশ্বাস ভরে
মুর্শিদ দয়ায় চলে ফিরে ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৭:৭১

শহীদুল গীতি-৪৯১

ধর্ম জ্ঞানে যার নাইকো সুবিচার
তার ইহকাল পরকালে হবে ঘোর আঁধার ॥

ইসলাম ধর্ম সুবিচার হয়
সুক্ষ তত্ত্ব হক সত্যময়
গুপ্ত তত্ত্বের চিনো পরিচয়
দিব্য দর্শন রুহানী আচার ॥

ওয়াহেদানিয়াতে মিলন পুরে
দর্শন হয় তার নিজ আকারে
নিরিবিলি নিরব সুরে
হয় সেইরূপ চোখে আকার ॥

এই হলো ইসলামের বেনা
তাজা ইসলাম চোখের চিনা
সত্যে করো ইসলাম সাধনা
খাজা শহীদুল চিন্তায় পার ॥

শহীদুল গীতি-৪৯২

এলেম-জ্ঞানের যত্ন করো ওহে মুরিদগণ
ঝরার ঘাটে মরণ পথে না মরো মরণ ॥

মুর্শিদ বলে যার আত্মা চলে
সে মরে না জোয়ার কোমলে
তপ্ত জলে হেসে খেলে
বাঁচবে সে আপন মরণ ॥

কৌশল কোঠা রুপ কামিনী
গোটা মানুষ খায় ধরে অমনি
কারো দোহাই মানে না তিনি
মায়া সোহাগে ভোলায় মন ॥

মুর্শিদ নাম আত্মায় এটে
জোয়ার বুঝে যাও মরার ঘাটে
হুঁশিয়ার হও মায়া দাপটে
খাজা শহীদুল শাঁই কয় বচন ॥

শহীদুল গীতি-৪৯৩

খোঁজো দেহের মোকাম মঞ্জিল অতি সন্ধানে
পেতে পারো আল্লাহ'র সন্ধান অতি গোপনে ॥

সপ্ত সাগর সন্ধান করে
যাও লাহুতের ভাব দুয়ারে
খোঁজ নাসুত নূর বাজারে
অতি সাবধান হও চেতনে ॥

তিন শত ষাট আকারে
চৌষট্টি জোড়ায় জোড়ে
আছে এই সব আপন ধড়ে
জিন্দা জীবনে থাকো সন্ধানে ॥

বায়ান্ন বাজার তিপান্ন গলি
সেই বাজারে বহু অলি
খোঁজো সন্ধানে খুব নিরিবিলি
খাজা শহীদুল সাঁই গোপনে ॥

শহীদুল গীতি-৪৯৪

মন অনুমানে ডাকছো তুমি আল্লাহ আল্লাহ
অনুমানে ডাকলে কি হয় মিটে না আত্মার জ্বালা ॥

আমি আল্লাহ ফাঁকা ফাঁকি
তাই তো শোরগোল ডাকাডাকি
চিনো না মন কাছে রাখি
করো অজ্ঞ অন্ধের চিল্লাচিল্লা ॥

লাহুতের নিম্ন দলে
কাবকাওছিনে নজর দিলে
আছে মুমিনের নয়ন মুলে
দেখে কয় আল্লাহ আল্লাহ ॥

বর্তমান যার লক্ষ্যে নাই
অনুমানে তার পড়বে ছাঁই
খাজা শহীদুল মিথ্যা না কয়
বুঝো চিন্তা জ্ঞানে নিরালা ॥

শহীদুল গীতি-৪৯৫

এই দেহ মাঝে আছে আত্মা ভুলে আছো তারে
মন দৌড়া দৌড়ি করো নির্জীব গির্জা মসজিদ মন্দিরে ॥

তরতাজা আত্মা সুজন
দিবানিশি কই কতো কথন
তাই রেখে নির্জীবে মগন
এমন অজ্ঞ হয় কোন জনারে ? ॥

নিজ আত্মার চিনো বরণ
আপন আত্মায় পরম সুজন
সময় থাকতে করো সন্ধান
নির্জীব ভুল দাও ছুড়ে ছুড়ে ॥

খাজা শহীদুল দেহ ঘরে
দিবানিশি খোঁজে তারে
দৌড়ায় না মসজিদ ঘরে
তাই তো লোকে মন্দ কয়রে ॥

শহীদুল গীতি-৪৯৬

কলি কালে সু-আচার ভাব গেছে বদলিয়ে
রগচটা ভাব মানুষ থাকে মার মুখিতে দাঁড়িয়ে ॥

বিনা স্বার্থে ঝগড়া-ঝাটী
কথায় কথায় লাঠালাঠি
বাপ-বেটায় ফাঁটাফাঁটি
গেছে দয়ামায়া পালিয়ে ॥

হায়রে কলির কবলে পড়ে
ঘুষ ছিনতাই গেছে বেড়ে
আইন কানুন দুরে দুরে
চলছে স্বেচ্ছাচারি হয়ে ॥

ব্যভিচার আর অনাচারে
টাউট বাটপার দেশে বাড়ে
কলির মিথ্যা দাপট জোরে
খাজা শহীদুল ভাব নির্ণয়ে ॥

শহীদুল গীতি-৪৯৭

প্রেম চিতায় যার প্রেমের মরা পুড়েছে
মরার পরে ভয় ভাবনা তার দুরে গেছে ॥

প্রেম চিতার ফু'দান জ্বালায়
হলো যার অঙ্গ প্রেম জ্বালাময়
কাম গন্ধ তার আর কিছু নাই
শোধন শুদ্ধ হয়ে গেছে ॥

প্রেমিক মন যার দেহ মাঝে
সেই দেহেরও গৌরব আছে
হাসা কাদা মনের কাছে
দুঃখ-জ্বালায় অটুট আছে ॥

প্রেম চিতার দাহ্য চিতায়
শুদ্ধ সাধুর দাহ্য সেথায়
খাজা শহীদুল চিন্তায় চিন্তায়
প্রেম পোড়ায় তার ইচ্ছা আছে ॥

শহীদুল গীতি-৪৯৮

মানব মুক্তির সুপথ হলো বিশ্বাস ভক্তি বল
বিশ্বাসির সাথে আল্লাহ্ থাকে সর্বকাল ॥

মহাভাগ্য হয় বিশ্বাসি
অবিশ্বাসি তো নরকবাসি
জ্বলবে দোজখে দিবানিশি
আযাব হবে অবিশ্বাস ফল ॥

বিশ্বাসি পায় আল্লাহ্ দর্শন
ভক্তিতে হয় আত্মা শোধন
প্রেম যোগে হয় মহত মহান
সত্যতে হয় আত্মা সুবল ॥

বন্দেগি যার সত্য হারা
তাগুতের পেয়ারা হয় তারা
খাজা শহীদুল কইছে ধারা
জ্ঞানে বুঝো অবিরল ॥

শহীদুল গীতি-৪৯৯

হকিকতে হক সত্য আল্লাহ'র দ্বীন ইসলাম
বুঝো তত্ত্ব জ্ঞানে ত্বরা করে সাধু মহাত্মন ॥

হকিকতের হক সত্যে
শিখো আগে দাঁড়াইতে
দ্বীন ইসলাম পাবে মারেফাতে
হবে দর্শন আল্লাহ'য় বলবান ॥

দ্বীন ইসলাম যাহারে কয়
বেলায়েতে তার পরিচয়
ওহি হলো রাসুল হৃদয়
রুহানীর তত্ত্বে আছে গোপন ॥

মুর্শিদ চরণ ভরসা করে
দ্বীন ইসলাম লও আত্মা ভরে
বিশ্বাস রাখো আপন করে
খাজা শহীদুল কয় বচন ॥

শহীদুল গীতি-৫০০

বড়ো আযব কথা শুনে মনে লাগে ভয়
পানিতে কথা বলে বাতাসে কোচা উড়ায় ॥

জল চলে শূন্যকারে
বাতাস চলে পায়ের ভরে
উড়ন্ত ঘরে বসত করে
মানবগণ সব সবায় ॥

কোমল সুধা সেই দেশেময়
চার ফকির পাহারা যোগায়
জিহ্বা ছাড়া মুখ কথা কয়
সেই মুখেই আগুন চিবায় ॥

খাজা শহীদুল মুর্শিদ দয়ায়
তত্ত্ব দেশের চিন্তাতে রয়
মুর্শিদ দয়া চিরো সময়
মুর্শিদে মন নত রয় ॥

শহীদুল গীতি-৫০১

মুর্শিদ আমার বড়ো দয়াবান
দেহ আত্মায় দয়া ঢেলে করছো দয়াল বলবান ॥

দয়াল মুর্শিদ দয়া বলে
অন্তর চক্ষু আমায় দিলে
আঁধার আত্মায় আলো হলে
দিব্য হলো নয়ন মন ॥

দৃঢ় বিশ্বাস মনে একে
তোমার চরণ আত্মায় রেখে
চিনছি তোমায় দুটি চোখে
তুমি মহামান্য মহাত্মন ॥

খাজা শহীদুল অন্ধ ছিলো
তোমার দয়ায় জ্ঞান পেলো
মন আঁধার তার দুরে গেলো
মুর্শিদ আমার জ্ঞান মহান ॥

অষ্টম খণ্ড শেষ

শহীদুল গীতি-৫০২

আমার আত্ম তত্ত্বের দিশা হলো না
কারে শুধাই কে বলবে এই দেহ তত্ত্বের ঠিকানা ॥

দেহ তত্ত্ব না জানিলে
মন অর্চনা যায় বিফলে
দেহের তত্ত্ব ধর্ম মুলে
কোরআন বাণীতে যায় জানা ॥

মন ইসলামের মূল উপাসনা
দেহ রুহের তত্ত্ব জানা
মুমিন-বিশ্বাসির মূল অর্চনা
অজানা হলে সব ঠনঠনা ॥

বুঝেও অবুঝ হলাম ধোঁকায়
কোন দিন যাবো কবরখানায়
কি করবো নিকাশ বেলায়
খাজা শহীদুল করে ভাবনা ॥

নবম খণ্ড শুরু

শহীদুল গীতি-৫০৩

মন তুমি চালাক হয়ে সাধু হলে না
অঙ্গ ভরা সাধু পোষাক মনে নাপাক ইতরপনা ॥

তসবি তাগা হাতে গলায়
ডোরা কপনি কোমার বোঝায়
বেশ গৌরবে ঘুরো সদায়
সাধন ভজনে অজ্ঞপনা ॥

সাধনের নাই অংক জানা
কথার গল্পে বড় সেয়ানা
ভড়ক ভঙ্গীর ধোঁকা দূনা
তার বাহারে মত্ত মনা ॥

সাধু নাম মহতি শোভা
সেই নাম গেয়ে ধোঁকা চোবা
পরশ্রীতে অতি লোভা
খাজা শহীদুলের বুঝ মানে না ॥

শহীদুল গীতি-৫০৪

অতি মানুষ হও মন তুমি এই সংসারে
পাবে আল্লাহ'র দেখা সামনে আকারে ॥

পরলোভা কাম বাসনা
সব ছেড়ে হও আশেক জনা
করো দিব্য দেখাশোনা
মুর্শিদ রুপ সামনে ধরে ॥

ধোঁকা মিথ্যা থাকলে আত্মায়
মানুষরুপি জানোয়ার সে হয়
আল্লাহ ছাড়া বহু দুরে রয়
ধর্ম তপজপ ছারেখারে ॥

অতি মানুষরুপ দাতা সরল
বিশ্বাস জ্ঞানে সদা অবিচল
কাছে আল্লাহ ভাব অবিরল
খাজা শহীদুল চিন্তার ঘোরে ॥

শহীদুল গীতি-৫০৫

মুর্শিদকে যে অমান্য করে এই সংসারে
দিবা নিশি সর্বক্ষণে আছে গোনাহ আঁধারে ॥

গুরু জনরে যে মন্দ কয়
শপথ ভঙ্গ পাপ কর্ম হয়
দুর্ভাগ্য তার পরিণামময়
বিপদ আপদ সর্বস্তরে ॥

মুর্শিদ হাতে মুরিদ হলে
সেই রাসুল হাতে হাত রাখিলে
সেই হাত আল্লাহ'তে মিলে
বুঝো মুরিদ মর্যাদার কত উপরে ॥

গুরু অমান্য করে যারা
হলো ইহকাল পরকাল হারা তারা
কোরআন বানিতে ছাপ ইশারা
খাজা শহিদুল কয় ধীরে ধীরে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪৮:১০

শহীদুল গীতি-৫০৬

মুর্শিদকে মান্য করো আত্মার ভক্তিতে
দেহ আত্মা ধনসম্পদ বিকিয়েছো আল্লাহ'তে ॥

যখন তুমি মুরিদ হলে
দেহ আত্মা সব বিকালে
বুঝো তত্ত্ব জ্ঞান আকলে
তোমার বলতে নাই কিছু হাতে ॥

মুর্শিদ হাতে বায়আত হলে
মন ঢেলে দাও মুর্শিদ হালে
পাবে দিব্য আখি মুর্শিদ কুলে
রাখো মুর্শিদ ছবি মনে'তে ॥

সর্বকাজ আর সর্বস্থানে
রাখো মুর্শিদ ছবি চোখের সামনে
পাবে দয়া অতি গোপনে
খাজা শহীদুল কয় সত্যতে ॥

শহীদুল গীতি-৫০৭

সময় থাকতে হক পথ ধরো অতি ত্বরায়
হকে হক না মিলিলে হবে ধর্ম ক্ষয় অপচয় ॥

কোরআন হলো আল্লাহর বাণী
সত্য আত্মায় লও গো মানি
আয়াত পালন করো এক্ষনি
পাবে আল্লাহ'র খুশি সব সময় ॥

কোরআন আয়াত পালন করলে
সে পাবে জান্নাত সর্বকালে
নগদ পাওনা তার কাছে কোলে
তত্ত্ব জ্ঞানে ভেদ বুঝো ত্বরায় ॥

খাজা শহীদুল ভাবনা মুলে
ভাবছে সদা অতি নিরলে
কোরআন সত্য ধর্মের মূলে
কোরআন ভুলো না ভাই সবায় ॥

শহীদুল গীতি-৫০৮

মন তুমি মিথ্যা ধোঁকা ছাড়লে না
আছো ধর্মে পাকা সেজে ধোঁকা মিথ্যায় সেয়ানা ॥

মিথ্যা ধোঁকা কপটচারী
কথা কাজে অহংকারী
সুরা কেরাত পড়ো জোরে জারি
মনে হয় ভালো মানুষ এক জনা ॥

কত পড়ো আল্লাহ'র কালাম
শত শত গাও আল্লাহ'র নাম
আবার কু-কাজেতে হও বলবান
যেন টাউটগিরীর এক কারখানা ॥

খাজা শহীদুল বলে মন'রে
কেন এমন হলি এই সংসারে ?
কুল পাবি না রোজ হাশরে
ঠেকবি নিকাশ কালে দায়ের দেনা ॥

শহীদুল গীতি-৫০৯

ঈমান সৎকর্ম থাকলে জান্নাত হবে তার ঠিকানা
আল্লাহ সত্যের নাম মধুময় নাম জপে হও দিওয়ানা ॥

আল্লাহ সত্য বড় মহান
নাম জপে তার হও আশেকান
সকল নাম তার সুন্দর বলবান
নাম জপিলে মুছে যায় গোনা ॥

আল্লাহ নামের যিকির করলে
আল্লাহ তার নিকটে মিলে
দেখো তত্ত্ব কোরআন খুলে
জিকির করলে হয় শান্তিমনা ॥

করলে জিকির মন ভরে
দেন আল্লাহ সাড়া খুশি ভরে
সহজে নেও নগদ ধরে
খাজা শহীদুল মিথ্যা কয় না ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:৬২, ১৫২, ১৩:২৮, ৩৩:২১

শহীদুল গীতি-৫১০

আমি কপাল ঘষে দাগ লাগালাম স্বর্গ পাওয়ার আশে
পাপের পাল্লা ভারী হলে নামাজের ফল মিছে ॥

ভুল না হয় সূরা পড়ায়
এই লক্ষ্য নামাজে রয়
তার মাঝে রাকাত গুণতে হয়
সিজদা গুনায় রাখি দিশে ॥

সিজদা করা রাকাত গুণা
নামাজের এই উপাসনা
আরো কতো কথার আনাগোনা
নামাজের মাঝে মনে আসে ॥

রাকাত সিজদা হিসাব গুণে
দিন বয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে
আল্লাহ চিনা নাই স্মরণে
খাজা শহীদুল তো দুখে ভাসে ॥

শহীদুল গীতি-৫১১

মন তুমি গুরু বিনা পারে যেতে পারবা না
ধরো গুরু তাড়াতাড়ি দেরির ভাগে পড়ো না ॥

গুরুরূপে নয়ন দাও মন
চরণ গুরু করো ভজন
সর্ব যুগে গুরু সুজন
গুরু বিনা কুল পাবা না ॥

জানো গুরু সতী পতি
করো মন ঢেলে গুরু পিরিতি
গুরুই পরম শুদ্ধ পতি
করো বিশ্বাস মনে ভজনা ॥

সরল শুদ্ধ ভক্তি ভরে
গুরু প্রেম রাখো অন্তরে
গুরু বিনা পারাধারে
শহীদুলকে কেউ নিবে না ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৮:১৭, ১৭:৭১

শহীদুল গীতি-৫১২

আল্লাহ বর্তমানের দ্বীন ইসলাম দেখে আমার ভালো লাগে না
কোরআন কিতাব মুখে মানছে আমল করে মানছে না ॥

কোরআন বাণী বিশ্বাস করে
আমল নাই বেশির ভাগরে
এমন করে ঘোর আঁধারে
আল্লাহ মানছে কয় জনা? ॥

ধর্মের নামে মানব রচনায়
চলছে ইসলাম এই দুনিয়ায়
হিসাব অংক কেউ না চিন্তায়
শুদ্ধ ইসলাম ভাবছে মনা ॥

ইসলাম নামে মাতোয়ালা
ঢাকঢোল পিটায় সারাবেলা
অত্যাচার আর অনাচার খেলা
খাজা শহীদুল কয় ধর্ম কিনা? ॥

আল কোরআনে দেখুন-৫:৪৪, ৪৫, ৪৭, ৬:৩৮, ১২:৪০

শহীদুল গীতি-৫১৩

ভাবুক জ্ঞানির সঙ্গ করো মন যতনে
ভাবুক জ্ঞানি বুজে তত্ত্ব জ্ঞান গভীর তত্ত্ব জ্ঞানে ॥

জ্ঞানি সাধক হয় যেজনা
স্বরূপ সাধন রুপের চিনা
করে আশেকে লেনাদেনা
দিব্য জ্ঞানের প্রমাণে ॥

ভাবুক জ্ঞানি হয় ত্যাগি দাতা
সুভাব হালে রয় মত্ততা
ভবো বন্ধনকে দেয় না পাত্তা
মুক্ত স্বাধীন সে শুদ্ধ জ্ঞানে ॥

ভাবুক জ্ঞানির সঙ্গ করলে
ভাব উদয় হয় আত্মা মুলে
ভবো পারে যায় সুহালে
খাজা শহীদুলের মন সন্ধানে ॥

শহীদুল গীতি-৫১৪

কার জন্যে এই মন কাঁদে আমার সদা সর্বদায়
আছে জমিজমা বাড়ীগাড়ী তবু মনে হয় কি যে নাই ॥

বুঝলাম আমি ঘোর সংসারে
বিলাসিতার দাপট ঘোরে
দিন কাটালাম অহংকারে
পরকালকে ভুলে সদায় ॥

দেহ দুর্বল হলো চোখেতে ঘোর
শেষ বিচারে কি হবে মোর
ভেবে গায়ে বয় কম্প জ্বর
পাপের ঘোরে করি হায় হায় ॥

টাকা পয়সার দাপট বলে
ভুলে আল্লাহ আর রাসুলে
এখন সারবে কি হায় হায় করলে
খাজা শহীদুল থাকে ভাবনাময় ॥

শহীদুল গীতি-৫১৫

হও দৃঢ় বিশ্বাসি শুদ্ধ মুমিন নিজ ইবাদতে
পাবে আল্লাহ'র জ্যোতি নগদ পাওনা ইহজগতে ॥

কোরআন আল্লাহ'র সত্য বাণী
কোরআন মেনে হও সত্য জ্ঞানি
বিশ্বাস হলো শক্তির ছাউনী
বিশ্বাস রাখো মন আত্মাতে ॥

কোরআন বাণী আত্মায় মেখে
বিশ্বাস ভক্তি দাও দেখে দেখে
রুহানী দর্শন সদায় চোখে
থাকবে সকল প্রানপাতে ॥

খাজা শহীদুল আল্লাহ'র দয়ায়
কোরআন বাণী মানছে সদায়
জ্ঞান আকল পায় আল্লাহ সহায়
মরণ চায় বিশ্বাস সত্যতে ॥

শহীদুল গীতি-৫১৬

মন কোরআন বাণী মানা ছাড়া আর উপায় নাই
কোরআনে এনেছো ঈমান ইবাদতে যেন স্মরণ রয় ॥

আল্লাহ'র বাণীতে এনে ঈমান
আদেশ পালনে হও বলবান
কোরআন সত্য জীবন বিধান
পালন করলে মুমিন হয় ॥

কোরআন বাণীতে বিশ্বাস এনে
অন্য কিতাব করলে মান্য মানে
কাফের হবে সে আল্লাহ'র বিধানে
তত্ত্ব জ্ঞানে ভেদ বুঝো ত্বরায় ॥

আল্লাহ'জির যেই বাণী কোরআন
সেই কোরআন রাসুলের বয়ান
আল্লাহ রাসুলের এক বাণী প্রমাণ
খাজা শহীদুল তো শুদ্ধ কয় ॥

আল কোরআনে দেখুন-৫:৪৪, ৪৫, ৪৭, ৬:৩৮, ১২:৪০, ৬৯:৪০, ৮১:১৯

শহীদুল গীতি-৫১৭

আমার এই মন পাজিরে কত বুঝায়
মন্দকর্ম করো না মন হুঁশিয়ার হও ত্বরায় ॥

বাড়ী গাড়ী জমি জমায়
সুন্দর নারী মত্ত মজায়
তাতে সদা মন মেতে রয়
আল্লাহ রাসুল বুঝতে না চায় ॥

পরের মন্দ হবে কিসে
মন থাকে সেই কু-অভ্যাসে
হিংসা নিন্দার ভয় তরাসে
দাপটে এই জগতমাতায় ॥

বেলা গেলো জীবন শেষে
বি-বাগি মন লোভ-লালসে
খাজা শহীদুল ভাবছে বসে
মানব জনম গেলো বৃথায় ॥

শহীদুল গীতি-৫১৮

মন মানব জনম আর পাবি না ফিরে
ছাড়ো লোভ-লালসা হিংসা নিন্দা ত্বরা করে ॥

চিনো আল্লাহ্ চিনো রাসুল
এখানেই সেই রুপের উল
দিব্য চোখে দর্শন হয় মূল
আনো নিষ্ঠা বিশ্বাস অন্তরে ॥

এখানে চিনবে আল্লাহ রাসুল
এই মানবে তার চলাচল
করে দিব্য জ্ঞানে মানব অটল
চিনতে আল্লাহ রাসুলেরে ॥

না চিনলে আল্লাহ এইখানে
চিনবী কেমনে বিচার দিনে ?
হবে হায় পস্তানি সেই ক্ষণে
খাজা শহীদুলের চিন্তা ঘোরে ॥

শহীদুল গীতি-৫১৯

নিরাকারে থেকে আল্লাহ রাসুলকে ওহি দেয়
সেই ওহির আদেশমালা রাসুল মুখে প্রকাশ পায় ॥

আল্লাহ'র বাণী যে কোরআন হয়
রাসুল মুখে তার প্রকাশ পায়
তাই রাসুল বাণী কোরআনকে কয়
বুঝো সত্য কথা মিথ্যা নয় ॥

রাসুলুল্লাহ'র বাণী কোরআন
বুঝে করো আমলে মান্যমান
সেই কোরআন পালনে অতি বলবান
কোরআন আয়াত হয় ইবাদতময় ॥

আল্লাহ রাসুলকে বেছে নিলো
কোরআন জ্ঞানে জ্ঞানি করিলো
তাই রাসুল বাণী কোরআন হলো
খাজা শহীদুল তো সত্য কয় ॥

আল কোরআনে দেখুন-১২:৪০, ৬৯:৪০, ৮১:১৯, ৩৯:২৩

শহীদুল গীতি-৫২০

মুর্শিদ প্রেমের কি বেদনা আমি জানাবো কোথায়
স্বরূপ জ্যোতি অটুট প্রেমে আছে মুর্শিদময় ॥

রুহানীর অযোগ যোগে
বেলায়েতীর স্বরূপ জেগে
সেই রুপে পাগল থেকে
ডাকছি মুর্শিদ ও- দয়াময় ॥

মুর্শিদের বড়ো গুণপনা
আশেক বিনে কওয়া যায় না
আশেকের হয় বড়ো যাতনা
গাইবো মুর্শিদ গুণ কোন জায়গায় ? ॥

খাজা শহীদুল সরল মনা
মুর্শিদ বিনা সে বুঝে না
আপন নয় কেউ মুর্শিদ বিনা
ইহ পরকালের সময় ॥

শহীদুল গীতি-৫২১

মুর্শিদের ঠাঁই নূরের তত্ত্ব জেনে লেনা
মুর্শিদ হয় অমূল্য নিধি করো আদবে ভজনা ॥

নূর তত্ত্ব ভেদ তত্ত্ব জ্ঞানে
বুঝো আত্মার অতি চেতনে
নূরে ভেদ গভীর গোপনে
জ্ঞানির চোখে স্বরূপ দেখনা ॥

নিরাকারে নুর-জ্যোতির্ময়
আকারেতে মানুষ রুপ হয়
তত্ত্ব জ্ঞানে বুঝো ত্বরায়
নারী পুরুষে নূরের চিনা ॥

নূর তত্ত্ব ভেদ বলা যায় না
প্রকাশে তার গোপন বেনা
যে হয়েছে আশেক জনা
খাজা শহীদুল তা নয় পাওনা ॥

শহীদুল গীতি-৫২২

আমানতের ঘর রাখো খুব সাবধানে
করো না অযথা খরচ পড়বি হয়রানে ॥

চার রতিতে দুই রূপ মনে
দিলো আমানত অতি গোপনে
জানে তত্ত্ব জ্ঞানিগণে
জীবে এই ভেদ নাহী জানে ॥

যত হিসাব যত বিচার
রতি আমানত মূলামূল স্বার
মন চূরা হতে হও হুঁশিয়ার
নইলে হবি পুঁজি পারা গোপনে ॥

রতি আমানত ঘাটতি হলে
ঠেকা পড়বি বিচার কালে
কয় তত্ত্ব খাজা শহীদুলে
মিথ্যা না ভাবিও মনে ॥

শহীদুল গীতি-৫২৩

যার রতি মন চুরায় মেরেছে
সেই হয়েছে দোষী পাপ তারে ঘিরেছে ॥

বউতি রতির আছে মরণ
মন চুরার সোহাগ দোড়ন
হুঁশিয়ার হও সাবধানে মন
মন চোরা আছে মনের কাছে ॥

মন চোরার স্বভাব লোভা
অজান্তে দেয় দূনার থাবা
হাসি সোহাগ চুরির শোভা
মিঠা কথায় মাল লুটে নিচ্ছে ॥

সাধনে যার এক নিষ্ঠ মন
সেই হলো শুদ্ধ সাধু সুজন
চুরার ঘরে হয় না মরণ
খাজা শহীদুল বসে ভাবছে ॥

শহীদুল গীতি-৫২৪

প্রেম গাছের তত্ত্ব দুনাই দয়াল রাসুলজির ঠিকানা
গাছের মূল মুড়ী শুন্য ভরে আশেকের লেনাদেনা ॥

প্রেম গাছের মোহনপুরে
মোহিনী রুপ থরে থরে
পঞ্চম কোঠার উদ্ধ আড়ে
আছে রাসুলের রুপখানা ॥

তত্ত্বতে প্রেম গাছের মোড়ায়
বসো মুর্শিদ রুপ রেখে আত্মায়
পাবে নব নব রুপ রুহানীময়
হবে দিব্য চোখে নতুন দেখনা ॥

প্রেম গাছের তত্ত্ব শোভায়
খাজা শহীদুল সেই রুপ ধিয়ায়
ভাবে মুর্শিদ চরণ দয়ায়
কবে দেখবো সেই রুপখানা ॥

শহীদুল গীতি-৫২৫

মুর্শিদ হাতে হাত রাখিয়া হও আল্লাহ’তে বিশ্বাসি
বায়আত বড়ো মর্যাদাময় বুঝো তত্ত্ব জ্ঞানে দিবানিশি ॥

মুর্শিদ হাতে বায়আতে হলে
আল্লাহ দেন তারে দয়া ঢেলে
সে বিশ্বাসি হয় সর্বকালে
স্মরণ আল্লাহ’য় থাকে মিশি ॥

বায়আত হলো যে আল্লাহ’র পথে
পার ভাবনা তার গেলো দুরেতে
তার পরকাল যাবে সুখেতে
আল্লাহ ডাকবে হে বিশ্বাসি ॥

খাজা শহীদুল কইছে ত্বরায়
বায়আত হও খাঁটি জায়গায়
হবে জনম সফল সুখময়
দূরে যায় ভয় তরাশি ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪৮:১০, ৬০:১২

শহীদুল গীতি-৫২৬

আযব কুদরতি আছে দ্বিল দরিয়ার ঘরে
কুদরতে কুদরতে কুদরত মনিময় পাহাড়ে ॥

তুলা দন্ডের ওজন সেথায়
থরে থরে ঘরে সেজে রয়
মনি ফনি মুক্তা মালায়
হিরা মতি কতো চুইয়ে পড়ে ॥

দিব্য জ্ঞানের সাধক যারা
বুঝে প্রেম কুদরতি ধারা
দ্বিল দরিয়ার সাধন তারা
ডুবে দেখে কুদরত জোরে ॥

খাজা শহীদুল কুদরত দয়ায়
দ্বিল দরিয়া চিনছে সদায়
দেখছে সেথা রুপ ঝলকময়
মানিক খানিক খনিজ তার ॥

শহীদুল গীতি-৫২৭

কোরআন আদেশ কি আছে মন বুঝে দেখলে না
না বুঝে অজ্ঞপনা পড়ায় বড়ো সেয়ানা ॥

তত্ত্ব জ্ঞানে কোরআন পড়ে
মিলাও দেহ আত্মার অংক পরে
হবে রুহানী কোরআন নয়ন ভরে
পাবে আল্লাহ চিনার ঠিকানা ॥

হকিকতে সত্য কোরআন
মারেফাতের মুল তত্ত্ব জ্ঞান
বিচার জ্ঞানে বুঝলে না মন
হলে কোরআন পড়ে অজ্ঞপনা ॥

তোমার পেটুকিয়ার চিন্তামনে
পড়লে কোরআন রাতে দিনে
বুঝলে নাকো তত্ত্ব জ্ঞানে
খাজা শহীদুলের জ্ঞানের দূনা ॥

আল কোরআনে দেখুন-৪৭:২৪

শহীদুল গীতি-৫২৮

মন তোরে আর বুঝাইতে পারলাম না
হিংসা নিন্দার মনে আল্লাহ'র ইবাদত কভু হয় না ॥

হিংসা নিন্দার তোফান মনে
অহংকার ভরা দেহ জীবনে
সাজো বড়ো ধার্মিক ধোঁকা ভানে
মনে একে তোর ইতরপনা ॥

বাড়ী গাড়ীর দাপট বলে
অনাচারে মেতে রইলে
আল্লাহ নাম গেয়ে বেড়ালে
দেখাও ধর্ম ভাব সেয়ানা ॥

চিন্তা হালে খাজা শহীদুল
যাবে দাপট ধোঁকা মাটিতে তল
তখন ও-মন করবি কি বল?
ভেবে দেখো মনের কোনা ॥

শহীদুল গীতি-৫২৯

ছেলে ঘুমে তাজা জাগলে যায় মরে
মরার ভয়ে ঘুমে থাকে ঘুমের ঘোরে ॥

পিতার গর্ভে ছেলে জন্মায়
মাতার কোলে দুগ্ধ সে খায়
অন্ধকারে চুপে কথা কয়
আলোতে সে ভয় করে ॥

ছেলে মুখে খাদ্য খায় না
নাশিকাতে নিঃশ্বাস লয় না
দুই চোখেতে দেখতে পায় না
মুখে শুধু শুধা ধরে ॥

কথার তত্ত্ব যে বুঝে না
নয় জ্ঞান তত্ত্বে সে জ্ঞানি জনা
তপজপ সাধন তার বাহ্যপনা
খাজা শহীদুল কইছে বারে বারে ॥

শহীদুল গীতি-৫৩০

আমার মনের কাবা মুর্শিদ বাবা ধ্যানের ছবি স্মরণে
আমার মন বলে আত্মায় পুরে রাখি অতি যতনে ॥

আদব ভক্তি কথা ফুলের মালা
মুর্শিদ মনের দিবো গলা
দিবো প্রেম ভক্তি পালাপালা
বাবা আশা আমার মনে ॥

মন সাগরের জলে এবার
ধোয়াইবো দুই চরণ তোমার
মুর্শিদ হইও আপন আমার
রেখো সাথে শেষ দিনে ॥

ভক্তি ফুলের প্রেম বিছানা
বিশ্বাস জ্ঞানের বালিশখানা
শান্তিই হবে লেনাদেনা
খাজা শহীদুলের সাধ মনে প্রাণে ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৭:৭১

শহীদুল গীতি-৫৩১

আল্লাহু আল্লাহু আমার আল্লাহ আল্লাহু
আল হামদুলিল্লাহ আমার লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ॥

আমার দেহ আত্মা জুড়ে
তোমার দয়া আছে ঘিরে
চলন চলা তার দয়ার ঘোরে
দেহ রুহু তোমারই হে আল্লাহু ॥

সর্ব শক্তির বাদশা তুমি
চিরো শান্তিতে রেখো স্বামি
প্রশংসা গায় অশিম আমি
তোমার দয়ায় হে আল্লাহু ॥

গৌরব গরিমা সবই তোমার
পবিত্রতা গাই বার বার
হও চিরো শান্তির সাগর আমার
খাজা শহিদুল প্রেমে ডাকে আল্লাহু ॥

শহীদুল গীতি-৫৩২

মন ভরে গাও মানব সবায় সত্যের জয়গান
আছে সত্যে মহাশান্তি উড়াও সত্যের জয় নিশান ॥

সত্য সরল সুভাব আত্মায়
করো আল্লাহ'র বন্দেগি আদায়
হোক মানব সব সত্যেরই ভাই
হও সব মানব এক সত্যের প্রাণ ॥

সর্বকর্মে আর সর্বস্থানে
সত্য রাখো চোখের সামনে
সত্য বলবান বিশ্ব ভুবনে
সত্য আত্মার অক্ষয় মান ॥

সত্য ভাঙ্গে না ঝড় তোফানে
সত্য পুড়ে না তেজি আগুনে
দেখো প্রমাণ নবী ইব্রাহীমে
খাজা শহীদুল গাই সত্যের গান ॥

শহীদুল গীতি-৫৩৩

আমি কোন দিন যাবো এই দেশ ছাড়ী
তবুও ভাবছি আমি আমার বাড়ী আমার গাড়ী ॥

দম নিঃশ্বাসের ভরসা নাই
লোভ-লালসা মনে বোঝায়
আল্লাহ রাসুল ভাবতে না চায়
বোঝালেও মন করে আড়ী ॥

দেহ মাঝে বিবাগি মন
লোভ-লালসে সদায় মগন
ছাড়বে না মন কালের সমন
করবি হিসাবকালে পাড়াপাড়ী ॥

আছে মন এখনও সময়
ছাড়ো বাড়ী গাড়ী লোভের বিষয়
খাজা শহীদুল করে হায় হায়
হয়েছে মুখের দন্ত লড়বড়ি ॥

শহীদুল গীতি-৫৩৪

মুর্শিদ ভজন মিথ্যা হবে মনে গরল থাকিলে
সরল মনে মুর্শিদ বাক্য মানো অতি যত্নহালে ॥

মন সরলে মুর্শিদ ভজলে
মহাসুখ তার সর্বকালে
যাবে পারে হেসে খেলে
হবে মানব জনম সুফলে ॥

অনুরাগি মুরিদ হলে
ডরায় না সে জাত আর কুলে
সদায় থাকে মন সরলে
মুর্শিদ মানে মন খুলে ॥

মুর্শিদ হয় অমূল্য সতী
মন ঢেলে করো পিরিতী
মানো মুর্শিদকে প্রিয় সাথী
খাজা শহীদুল বুঝে সরলে ॥

শহীদুল গীতি-৫৩৫

শূন্য ভরে আছে'রে মন কুদরতি ঘর খাড়া
খুঁটি থাম নাই সেই ঘরে আছে এক খুঁটিতে বেড়া ॥

ঘরে একটি খুঁটি জগতজোড়া
খুঁটির গোড়া মাটি ছাড়া
ক্ষনে খুঁটি অনুরাগ ভরা
ক্ষণে হয় সে দুর্বল মরা ॥

খুঁটির মোড়া শোভায় ঘোরা
মধ্যে খুঁটির তোফান বেড়া
তত্ত্ব জ্ঞানে ভেদ বুঝো ত্বরা
দেহ আত্মায় অংক করা ॥

চৌআড়া গোলাকারে
চিনো কোন তারে বিশ্ব ঘোরে
দেহ ভান্ডের বিচার করে
খাজা শহীদুলের ভাব বে-আড়া ॥

শহীদুল গীতি-৫৩৬

অকুলের কুল মুর্শিদ আমার দয়াল দয়াময়
আমি অধম দয়ার কাঙ্গাল দয়া দাও আমায় ॥

আমার ইহকাল আর পরকালে
মুর্শিদ সম্বল আত্মা মুলে
দাও আত্মায় সুখ প্রেম ঢেলে
হই চিরো সুখে মুর্শিদময় ॥

এই বিশ্ব ভুবন চরাচরে
আছি এক মুর্শিদের দামন ধরে
মুর্শিদ নাম দ্বিল-অন্তরে
মুর্শিদ বিনে নাই সহায় ॥

জীবন যৌবন সম্মানের মন
সব দিয়েছি তোমার চরণ
তোমার পাক রুহুতে ভাব আপন
খাজা শহীদুল আরজ কয় ॥

নবম খন্ড শেষ

শহীদুল গীতি-৫৩৭

হে আল্লাহ্ বড়ো আশা মনে আমার
তোমার দয়ায় পাবো কখন আমার চোখে দেখা তোমার ॥

মন বলে তোমার পাক চেহারায়
চোখে দেখে হই আলাপময়
তোমার কাছে রই নত পূজায়
সোহাগে দেহ আত্মা ভরুক আমার ॥

মন চায় আমায় করো আপন
করি আপন হয়ে তোমায় ভজন
তুমি আমি হই প্রেমে মিলন
নাই আমি আছো তুমি আকারে আমার ॥

মন চায় তোমার অতি কাছে
হাত বুলাই বসে ভক্তির রসে
আমার দেহ আত্মায় তুঁমি এসে
বলো খাজা শহীদুল তুমি আমার ॥

দশম খণ্ড শুরু

শহীদুল গীতি-৫৩৮

নূরের বিচার যার হয়েছে নিজ আত্মায়
বর্তমান তার আল্লাহ রাসুল চোখে দর্শন হয় ॥

নূরে আল্লাহ নূর জ্যোর্তিময়
বিশ্ব প্রাণ এই নূরের কায়ায়
মানবে সে নূর ঝলক দেয়
শুক্তি কোশে স্থিতি রয় ॥

মানব প্রাণের অতি কাছে
নূর-জ্যোতি ঝলক মারছে
আশেক-প্রেমিক চোখ ভরাচ্ছে
অন্তর চক্ষুর দর্শন শোভায় ॥

কণ্ঠ শিরার শিরা রগে
আদি প্রভু চুপে থাকে
নূর নামে শক্তি বেগে
খাজা শহীদুল প্রকাশ কয় ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪, ৫০:১৬

শহীদুল গীতি-৫৩৯

দয়া করে দেহ মন্দিরে এসো প্রভু দয়াময়
বিনয় ভক্তি আদর ভরে ডাকি তোমায় মহানময় ॥

আমার দেহ ঘরের আলো তুমি
এই বিশ্বাসে পাকা আমি
প্রভু রূপে আত্মা তুমি
এই দেহ হও জীবনময় ॥

বহু দিনের সাধ সাধনা
প্রভু দেখবো তোমার রুপখানা
করবো আলাপে লেনাদেনা
দেহ মন্দিরের পেলে তোমায় ॥

দয়ার বড়ো তুমি দয়াময়
দয়ায় এই সাধ পুরাও আমায়
মানব জনম হোক সফলময়
খাজা শহীদুল কয় তোমায় ॥

শহীদুল গীতি-৫৪০

আমি আল্লাহ'র আশেকের দেওয়ানা
আমি আল্লাহ ছাড়া আর যেন কিছুই বুঝি না ॥

আমার আমি যত্ন করে
চিনবো অতি আদব ভরে
এই দেহে কে বেড়ায় নড়ে
আমার মূল লক্ষ্য তারে চিনা ॥

এই দেহে কে জাগে ঘুমায়
হাসে কাঁদে কে ক্ষুধা পায়
কোন জনা খায় কে কথা কয়
আমি চিনবো তার ঠিকানা ॥

আমার আত্মা নামে প্রভু যিনি
এই দেহ মাঝে বিরাজে তিনি
বান্দা বহন করে দেহখানি
খাজা শহীদুলের মূল চিনা ॥

শহীদুল গীতি-৫৪১

সরল মনে মানুষ ভজো বিশ্বাস চেতনে
পাবি কাছে প্রভু ধরা ও-মন নয়নে ॥

সরল মন যার সহজ সোজা
দিব্য জ্ঞানের সেই রাজা
বাস্তব বস্তুর করে পূজা
মানুষ চরণ ভজে দ্বিল-মনে ॥

মানুষ চরণ যার ভজনা
তার প্রভু মনে দেখাশোনা
এমন ভাগ্য পায় কয় জনা
নগদ পাওনা লও জেনে ॥

মানুষ ভজন যার সাধনা
খাঁটি মানুষ সেই জনা
পায় দিব্য জ্ঞানের লেনাদেনা
খাজা শহীদুল কয় এখানে ॥

শহীদুল গীতি-৫৪২

আল্লাহ্ তুমি দেখা দাও দ্বিল চোখে আমার
তোমার দেখা পাবো আশায় মনে ব্যথা হলো ভার ॥

আল্লাহ যখন ডাকি তোমায়
তখনি হও চোখে উদয়
তোমার আকারে আলাপনময়
সুখে দুখের অনেক ব্যথার ॥

সুখে দুখের সংসার ঘোরে
দেখা দাও দুই নয়ন ভরে
দুখ-বিপদ দাও দুর করে
পাবো মহাশান্তির রুপাকার ॥

দুটি চোখে দেখে তোমায়
আমি রইবো ভক্তি নরমেময়
দেবে সুশান্তি দেহ আত্মায়
ডাকবে খাজা শহীদুল আমার ॥

শহীদুল গীতি-৫৪৩

আমার নিজের ঘরে খুঁজি আমি আমার প্রাণ প্রভুরে
আমি জানি ললাট দিয়ে পাবো না দয়াল বন্ধুরে ॥

এই দেহের অতি গোপনে
থাকে তিনি আত্মা নামে
অতি কাছে তারে চিনিনে
চিনবো কি ঐ কবরপুরে ?॥

আমার ঘরে আমার দয়াল
তার কর্ম আমাতে বহাল
আমি তাহার দর্শন কাঙ্গাল
জিন্দা জীবন এই সংসারে ॥

ফকির দরবেশে সাধু যারা
খাজা শহীদুলকে চিনে তারা
আমায় নাস্তিক বলে অবুঝেরা
আমি আল্লাহ চিন্তায় বিভোরে ॥

শহীদুল গীতি-৫৪৪

হে আল্লাহ দেখা দাও তুমি দ্বিল চোখে আমার
তোমার দয়ায় পাবো কখন আমার চোখে দেখা তোমার ॥

মন চায় তোমার পাক চেহারায়
চোখে দেখে হই আলাপময়
তোমার কাছে রই নত পূজায়
সোহাগে দেহ আত্মা ভরো আমার ॥

দয়ায় করো আমায় আপন
করি তোমায় আমি ভজন
তুমি আমি হই প্রেমে মিলন
আছো তুমি আকারে আমার ॥

মন চায় তোমার অতি কাছে
হাত বুলায় বসে ভক্তি রসে
আমার দেহ আত্মায় তুমি এসে
ডাকো খাজা শহীদুল বারবার ॥

শহীদুল গীতি-৫৪৫

হে দয়াল আল্লাহ তুমি বড়ো দয়াবান
তোমার দেওয়া শক্তি বলে চলি বলি সর্বক্ষণ ॥

ফল ফসল তোমার দয়ায়
আমরা খেয়ে খুব শান্তি পায়
বিশ্ব সৃষ্টির তুমি সর্বময়
করো দয়ায় সব প্রতিপালন ॥

গাছের ফলে ফোঁটা ফুলে
তোমার দয়া জলে স্থলে
বিশ্ব চালাও দয়া বলে
সবার আল্লাহ মান্যমান ॥

তোমার দয়া পাবো বলে
ঝুলির দুয়ার রাখি খুলে
ঈমান দিও সর্বকালে
খাজা শহীদুল কয় বচন ॥

শহীদুল গীতি-৫৪৬

হে আল্লাহ্ ধর্ম পথে চলা হলো বড়ো দায়
সবই দেখি ঈমানহারা ভেজাল মেকি সর্বঠাই ॥

ভেজাল মেকির ধর্ম পথে
চলতে রাজি সবাই তাতে
ধর্ম পথের আসলেতে
চলতে রাজি কেউ না হয় ॥

আসল বুঝেও বোকা আমি
সত্য কথায় হই দুর্নামি
তিরস্কার পাই দিবা যামি
ভুগছি মনের দারুন ব্যথায় ॥

ধোঁকা মেকির দাপট জোরে
ঈমান সত্য যাচ্ছে দুরে
এমনি কঠিন ঘোরে পড়ে
খাজা শহীদুল চায় সহায় ॥

শহীদুল গীতি-৫৪৭

হও গুরু শিষ্যের দুটি রুপে একই মন
এই অমরি শুদ্ধ প্রেমের পাক মিলন ॥

যেমন পানির বলে মৎস্য চলে
পানি মাছ রয় প্রেমে মিলে
গুরু ভক্ত অমনি হলে
হয় সর্বকালে অমরি জন ॥

চাঁদের বড়ো আলোর পাশে
মিঠিমিঠি সব তারা হাসে
ভক্তেরি মন অমনি বেশে
প্রেম বিশ্বাসের দুই'য়ে একজন ॥

শুদ্ধ আত্মার ভক্ত হলে
সে ডরায় না মানে কুলে
সরল সত্যে মন দেয় ঢেলে
খাজা শহীদুলের অবুঝ মন ॥

শহীদুল গীতি-৫৪৮

নিজ আত্মায় মুর্শিদ রূপ যে প্রেমে মেখেছে
তার মরণ কষ্ট সর্বকালে দুরে রয়েছে ॥

প্রেমের এক নাম রহমান
আর এক নাম বন্ধু মহান
যে বুঝে প্রেম তত্ত্ব জ্ঞান
সে মুর্শিদে সব সুপে দিয়েছে ॥

মুর্শিদ রূপ যার মন বিশ্বাসে
সে সদা রয় মহাউল্লাসে
পরকালে সে চলবে হেসে
পাবে আল্লাহ রাসুল খুশি কাছে ॥

খাঁটি মন যার মুর্শিদ ভজায়
মহত প্রেমিক সেই জনা হয়
নিজ আত্মায় জ্যোতি ঝলকায়
খাজা শহীদুল তাই বুঝেছে ॥

শহীদুল গীতি-৫৪৯

মুর্শিদ প্রেমের সত্য প্রেমিক না হলে
মিলবে না তার আল্লাহ দর্শন ইহকালে ॥

মূল বিশ্বাসে প্রেম মিলনে
ভজো মুর্শিদ মন যতনে
রোজ হাসরে ঘোর তোফানে
মুর্শিদ হবে মহাসম্বল ॥

প্রেম আছে যেখানে'তে
আল্লাহ থাকে সেখানে'তে
প্রেমের গঠন মুল আদিতে
প্রেমেই আল্লাহ কাছে বহাল ॥

মুর্শিদ ভজো মন উজাড়ে
প্রেম রসের ভক্তি দৌড়ে
সর্বজ্বালা তার যাবে দুরে
খাজা শহীদুল প্রেমের কাঙ্গাল ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৭:৭১

শহীদুল গীতি-৫৫০

মন তুমি নিজেকে নিয়ে রইলা ভুলে
তুমি রুকু সেজদা কোথায় দিলে?॥

প্রথম দিনের যেই মসজিদ হয়
আপন মাঝে তার পরিচয়
সেই মসজিদের রুকু সিজদায়
মানুষ হয় পবিত্র মকবুলে ॥

মানুষ মসজিদ শুদ্ধ ঘরে
দাও সিজদা লক্ষ্য নূরে
মধ্য জাতির মধ্যম পুরে
স্মরণ মুর্শিদ নিজ কুলে ॥

নিজকে নিজে যেয়ে ভুলে
রুকু'তে সিজদা দিলে
সেই সিজদায় কি ফল মিলে?
খাজা শহীদুল তো ভাবনায় চলে ॥

শহীদুল গীতি-৫৫১

যে আল্লাহ আমায় বানালো তারে কেনো চিনলাম না
দেহ খাঁচায় পুষলাম কারে বিচার অংক করলাম না ॥

চোখের কাছে ঘোরে তিনি
আমি তারে নাহি চিনি
চিনলেও বিশ্বাস না আনি
হই দর্শনে অন্ধ কানা ॥

ডাকে হাকে সারা বেলায়
জীবন গেলো ধোঁকা হল্লায়
শেষ বয়সে করি হায় হায়
মানব জনম আর পাবো না ॥

শেষের বেলায় ঘোর তোফানে
ভাবনা ঘিরে আমার মনে
কি করিবো যায় কোনখানে ?
খাজা শহীদুল ভেবে পায় না ॥

শহীদুল গীতি-৫৫২

মুর্শিদের শ্রী চরণ ভজো মনে প্রাণে
অমূল্য মহান নিধি মুর্শিদ ভক্তের জীবনে ॥

ভক্তের জীবন মুর্শিদ চরণে
মুর্শিদ সম্বল ভক্তের মনে
আত্মা রাঙ্গাও মুর্শিদ গুণে
হবে মুর্শিদ ভক্ত এক মনে ॥

করো ভক্ত জীবন ভক্তিতেময়
সাধন সিদ্ধি ভক্তিতে হয়
ভক্তিই মুক্তির শুদ্ধ উপায়
ভক্তের উদার মুক্ত মনে ॥

খাজা শহীদুল মুর্শিদ মানে
ভজে চরণ মনে প্রাণে
নায়েবে রাসুল তারেই জানে
জীবন মনে তার সর্বক্ষনে ॥

শহীদুল গীতি-৫৫৩

মুর্শিদ তোমার চরণ ভজার যোগ্য আমি নই
যোগ্য হলে দিতে চরণ সাধন ভজন হতো সই ॥

অকুলে কুল দিতে গিয়ে
ফাঁকির ফাঁকে রইলে লুকায়ে
আমি কাঁদি ব্যথা লয়ে
তোমার দয়া মিলছে কৈয় ॥

চরণ দাও গো মুর্শিদ আমার
আমি অধম ভক্ত তোমার
তুমি মুর্শিদ দয়ার সাগর
চরণ ভজে ধন্য হই ॥

খাজা শহীদুল দ্বিল কাতরে
চোখের জল তার বুকে ঝরে
অনেক ব্যথা হৃদয় পুরে
কওয়ার যায়গা পায় কোথায় ? ॥

শহীদুল গীতি-৫৫৪

আদি তত্ত্ব সন্ধান করো আপন ভুবনে
চৌদ্দ ভুবন দেহ মাঝে আছে আদি রূপ চেতনে ॥

আদিতে যার রূপ নিশানা
আহলে বায়আত তারে চিনা
সর্ব আত্মা এক সু'মনা
ভিন্ন ভাব নাই সেখানে ॥

হিংসা নিন্দা নাই সেই দেশে
আহলে বায়আত শুদ্ধ বেশে
সরলা সুভাব প্রিয় সে
এক রুহু সব এক বরণে ॥

আহলে বায়আত যে বুঝেছে
কামেল জ্ঞানি সেই হয়েছে
মরণ অমর সে পেয়েছে
খাজা শহীদুল কয় অংক গুণে ॥

শহীদুল গীতি-৫৫৫

ভবের মানুষ কেন'রে তোর এতো লোভ-লালসা ?
মরার পরে হবে রে তোর কবরপুরে বাসা ॥

আমার জমি আমার বাড়ী
আমার সুন্দর রুপের নারী
সোনা রুপার দলাকাড়ি
পরকালের পাপ ভরসা ॥

ভাই বন্ধু পরিজন যারা
সাথের সাথী কেউ নয় তারা
হবি ঘোর কবরে সঙ্গহারা
পঁচে যাবে তোর সকল আশা ॥

টাকা-কড়ি জমি জমায়
ভুলে রইলা ভবো মায়ায়
আল্লাহ রাসুল চিনলী না তাই
খাজা শহীদুল বুঝে না ভাষা ॥

শহীদুল গীতি-৫৫৬

ফল ফসলের শোভার বাগান ছেড়ে যাবি মরে
পাপ পুণ্যের হিসাব নিয়ে পড়ে থাকবী কবরে ॥

কোঠা বাড়ী জমি জমায়
হলে মত্ত এই দুনিয়ায়
মিথ্যা ধোঁকার অহংকারময়
সুন্দর নারীর সু-আদরে ॥

বিষয় ভোলে মায়ার ভোলে
আত্ম তত্ত্ব রইলি ভুলে
চিনলি না আল্লাহ রাসুলে
চিনবী কি ঐ কবরপুরে ?॥

খাজা শহীদুল মায়ার ভোলে
দিন গেলো তার গোলেমালে
শেষ বিচারে রোজ হাশরে
পার হবে সে কেমন করে ?॥

শহীদুল গীতি-৫৫৭

নবী তত্ত্বের তরনী'তে পারে কে যাবি ?
ঈমান টিকেট পারের পুঁজি সহজে'তে লও বুঝি ॥

চারি রুপের নবী তরনী
মধ্যখানে নুর কিরণী
বিশ্বাসির লয় পারে টানি
সামনে জগত জিন্দা ছবি ॥

আব আতশ খাক বাদ গড়া
তরির আকার চারে খাড়া
বুঝতে যে চাও বুঝো ইশারা
বাতেনে রুপ নবীর ছবি ॥

নবী আকার যার বিশ্বাসে
পারে যাবে নগদে হেসে
বর্তমানে জিন্দায় দিশে
খাজা শহীদুল কয় ভাবি ॥

শহীদুল গীতি-৫৫৮

মুর্শিদ রাসুল ভুল ভেবো না এই ভুল সংসারে
ভুল ভাবিলে সংসার গোলে পড়বি ফেরায় ঘুর্ণি ঘোরে ॥

সহজ সরল সুভাব আত্মায়
চিনো মুর্শিদ রাসুলুল্লাহ'য়
মানুষ রুপে দিব্য জ্ঞানময়
আছে মিশে মানুষ সংসারে ॥

রাসুলুল্লাহ'র নুর পুশিদায়
আনো ঈমান আমানু সবায়
শাফাআত লও এই দুনিয়ায়
ঝলক দিচ্ছে দল আকারে ॥

রাসুল এখানে না চিনিলে
চিনবী কেমনে তাঁরে পরকালে
বলছে খাজা শহীদুলে
লও চিন্তা জ্ঞানে তত্ত্ব করে ॥

শহীদুল গীতি-৫৫৯

ছাড়ো মন তোমার ভড়ক বাজির ফকিরী
ভড়কে মানুষ ভুলালে অন্তর ভরা বদের হাড়ী ॥

জানো না আলিফের মানে
মারেফাত কতো মুখ জবানে
মত্ত থাকো গাঁজার টানে
অঙ্গে পরো গুদড়া গুদড়ী ॥

বস্তা ছালার জামা চাদরে
দেহ অঙ্গ রাখো ঘিরে
আল্লাহ'ওয়ালা ভাব দেখাও উপরে
রাখো ভেজাল মেকি আত্মায় ভরি ॥

চিমটি আচলা চট চাদরে
অঙ্গে ধরলে সে ফকির নয়'রে
ফে কাফ ইয়া আর রে
খাজা শহীদুল কয় এতে ফকিরী ॥

শহীদুল গীতি-৫৬০

লওহে মাহফুজের উপর ধাপে আল্লাহ'র আরশ হয়
আশেকগণে আল্লাহ'র আরশ চিনো'গো ত্বরায় ॥

নিজ আত্মাকে চিনার আশে
এসেছি এই দুনিয়ার বাসে
আত্মা চিনলে সকল দিশে
দর্শন হবে সেই দয়াময় ॥

মুর্শিদ চরণ ভজন করে
আত্মা অংক লও ঠিকে ধরে
নিজ সুরাতে পাবে তারে
পাবে বর্তমানে চেনা পরিচয় ॥

আরশ চিনে যার প্রার্থনা হয়
তার দুআ আরশে পৌঁছায়
নগদ ফলাফল সে পেয়ে যায়
খাজা শহীদুল তো সত্য কয় ॥

শহীদুল গীতি-৫৬১

মন কেনো হলি না তুই আল্লাহ'র প্রেমে দেওয়ানা
আল্লাহ প্রেমে না মজিলে আল্লাহ চিনা যাবে না ॥

মাতার চার আর পিতার চারে
অষ্টম বলে এই দেহ গড়ে
আল্লাহ'র দশ লও আটে জুড়ে
পাবে আঠারো হিসাবখানা ॥

সপ্ততালা সুখের মালা
মনিপুরে বাজার খোলা
নব দ্বারে লও বোতন মেলা
খুঁজো আল্লাহ'র আওনা জাওনা ॥

দুরে নয় সেই প্রভু তিনি
জ্ঞান তত্ত্বে চিনো এক্ষুনি
খাজা শহীদুল কয় গুপ্ত বানি
চিনো আল্লাহ'র গুপ্ত চিনা ॥

শহীদুল গীতি-৫৬২

আমি কইবো কারে আমার মনের বেদনা
মানব জনম বৃথা গেলো ভাবার সময় হলো না ॥

রিপু রতির ভাব তাড়নায়
মজে রইলাম এই দুনিয়ায়
মহা তোফান বিচার সময়
কি করবে অবুঝ মনা ?॥

পাপে বোঝাই দেহ তরি
তবুও গেলো না অহংকারি
ভ্রান্ত-ভুলের কু'আচারি
বদলোভা মন ছাড়তে চাও না ॥

খাজা শহীদুল আছে মহাগোলে
কি হবে তার নিকাশের কালে ?
হায় হায় ভাবনা মন-দ্বিলে
জাগে অন্তরে ভয় ভাবনা ॥

শহীদুল গীতি-৫৬৩

গুরুর শ্রী চরণ ভজো সরল শুদ্ধ মন বিশ্বাসে
কামেশ্বরের তত্ত্ব করো পরমেশ্বর উঠবে ভেসে ॥

কামচোর লোভা স্বভাব ছেড়ে
কামজি'তে যাও তত্ত্ব মোড়ে
কামে কাম আছে বেড়ে
কামজি'তে পরমেশ্বর হাসে ॥

ঝোল ঝরাতে কামের জরা
আয়ু দেবের হয় মন ঘরা
ভেবে চিন্তে চাই সাধন করা
মৃত্যুঞ্জয়ের ভাব সুবাসে ॥

গুরু জনমে সব বিকিয়ে
কাম জপ অংক লও গুনিয়ে
সাধন গর্বের লক্ষ্য নিয়ে
খাজা শহীদুল কয় থাকো বসে ॥

শহীদুল গীতি-৫৬৪

কামরুপের সাধনা যার আত্মা'জির অনুরাগে
মুর্শিদ ভজে অংক শিখো হবে অমর সেই যোগে ॥

অমর যোগ যার বর্তমানে
মহাধ্বনি সে যোগ সাধনে
রতি মতির লয় অংক গুণে
জিতেন্দ্রীয় হয় সর্বযুগে ॥

সাধন তত্ত্ব আগে জানো
মুর্শিদ বরজোখ সামনে আনো
ভক্তি শুদ্ধ মিনতি মানো
থাকো শান্তভাবে ডোবায় জেগে ॥

মানব জনম সফল নিতে
ভজো মুর্শিদ অমর সুরতে
সাধন তোফান সাবধানে'তে
খাজা শহীদুল রাগ সুরাগে ॥

শহীদুল গীতি-৫৬৫

পিতৃ রত্ন দিনে দিনে সব নিয়ে গেলো চোরে
পিতৃ রত্নের মান না বুঝে ক্ষয়ে গেলো সুখ সুপুরে ॥

শব্দ গন্ধ স্পর্শ রুপ রসেতে
আছে পঞ্চ গুণ এই দেহে'তে
অংক আনো রুপ পঞ্চতে
দেহ আত্মার ওজন করে ॥

পঞ্চ গুণের মাঝে পিতৃধন
তিনি হন মানব সনাতন
দেহ মানবের অমর সাধন
পিতৃ রত্ন খাবে না চোরে ॥

সোহাগ চোরায় পুঁজি মারে
সোহাগে লয় লুটপাট করে
ভুলো না ঐ সোহাগ দ্বারে
খাজা শহীদুল কয় কাতরে ॥

শহীদুল গীতি-৫৬৬

ভাবো মন মরণ তোমার সামনে খাড়া
বিষয় বাড়ী টাকা-কড়ি সব কিছু মূল্যহারা ॥

মরার আগে অমরি সাধন
সাধলী না তুই ও-বোকা মন
হলি কুসঙ্গ তে খয়ের বরণ
লোভ-লালসে রইলি ঘেরা ॥

মুল ধর্ম্মে অমরী ভজন
সালাতের মিরাজ ভুবন
অমরী হয় ও-মানি দিব্যগণ
মরণ গমন পায় ছাড়া ॥

মানুষ মুর্শিদ বিশ্বাসে এনে
লও অমরী দেশ ত্বরা চিনে
বাঁচবী মরণ সর্বক্ষণে
খাজা শহীদুল কয় শুদ্ধ ধারা ॥

শহীদুল গীতি-৫৬৭

বিশ্বাসি ভক্ত যারা মুর্শিদ তালিম তারা পায়
আত্মা মুলে বিশ্বাস বলে তালিম অংক বুঝে লয় ॥

মুর্শিদ তালিম যার ভাগ্যে হয়
জ্ঞান সম্মানে সে উদ্ধে রয়
অজুদ আত্মার ভেদ পরিচয়
দেখে কোনখানে কার বসত হয় ॥

ভজো মুর্শিদ বিশ্বাস মনে
জ্ঞান তালিম লও হুঁশ যতনে
পাবে অন্তর চক্ষু দয়া গুণে
পীর-মুর্শিদের তালিম শিক্ষায় ॥

তরিক নবী বিশ্বাসির হয়
অবিশ্বাসির নাই সেথায় ঠাঁই
খাজা শহীদুল সত্য বলে যায়
তালিম ছাড়া অজ্ঞানীতে রয় ॥

শহীদুল গীতি-৫৬৮

বাবা তোমায় পাওয়ার আশেক দ্বিলে আমার অন্তরে
ডাকলে তুমি দাও না দেখা ভুগি মনের অন্তরে ॥

প্রেমের ডুরি মনে বেঁধে
দুই পা দিয়েছো ছেদে
পথে পথে বেড়ায় কেঁদে
ডাকলে যাও দুরে সরে ॥

দুরে থেকে দেখছো মজা
তোমার আশেকে পাচ্ছে সাজা
তুমি আমার মনের রাজা
বুঝেও কেনো যাও দুরে ॥

আমি তোমার দয়ার কাঙ্গাল
তুমি আমার নৌকার পাল
তবুও কোনো হই বেহাল
অধম শহীদুল কয় কাতরে ॥

শহীদুল গীতি-৫৬৯

নিজ রুহু চিনলে হয় আল্লাহ'জির দিদার
বিশ্বাস এনে রুহু চিনে মিরাজ করো বারে বার ॥

মাকাম লাহুত যাহারে কয়
সাধক জ্ঞানির চোখে উদয়
সপ্ত আকাশ আরশেময়
দর্শন আলাপ ভাগ্যে তার ॥

নিজ রুহু সুরাত চিনে
ঈমান রাখো আল্লাহ দর্শনে
রুহু সুরাতে অতি গোপনে
আল্লাহ'জির অনন্ত কারবার ॥

পীর-মুর্শিদের করুণা বলে
চিনবী লাহুত ওরুজ মূলে
করবি মিরাজ হেসে খেলে
খাজা শহীদুল কয় বার বার ॥

শহীদুল গীতি-৫৭০

নিজ অজুদের মোকাম চিনে সালাত করো মমিন ভাই
সালাতে মিরাজ হবে পাবে আল্লাহ'র পরিচয় ॥

সালাত অতি সুন্দর আকার
নয়নে যার পড়ে বার বার
মহাভাগ্য কপাল তাহার
আপন আরশ মহল্লায় ॥

সালাত সুরাত যার বাসনা
চেতন মুর্শিদ করো ভজনা
সালাত সুরাতে হয়ে ফানা
হও সুরাত রুহে মিরাজময় ॥

সালাত রুপ যার চোখেতে
সে মহত মহান রুপের স্রোতে
পড়ে না পলক নয়নপাতে
খাজা শহীদুল তত্ত্ব কয় ॥

শহীদুল গীতি-৫৭১

মানবী এলেম জ্ঞানে সুচতুর হও মন গোপনে
মানবী জ্ঞান মারেফাত আল্লাহ চিনার ভেদ এখানে ॥

মানবী রুহুর জ্ঞানে
আকার আল্লাহ অতি গোপনে
দিব্য জ্ঞানি নিচ্ছে চিনে
নিজ রুহানীর রূপ দর্শনে ॥

রুহানী চোখ যার হয়েছে
আল্লাহ রুপ তার হাতের কাছে
সে বিশ্বাসির নত সাজে
জ্ঞান চতুয়া জ্ঞানে গুণে ॥

এলেম মানবী যে জনা পায়
যত্নে রাখে নিজের ছিনায়
মুর্খতে ভেদ নাহি বিলায়
খাজা শহীদুল কয় তত্ত্ব গুণে ॥

শহীদুল গীতি-৫৭২

পীরের হাতে মুরিদ হয়ে মন করো খাদেমি
জান ঢেলে দাও পীর চরণে ভক্তিতে লও চরণ ধুলি ॥

পীরজানকে বাবাজান বলে
ডাকো তারে ভক্তি ঢেলে
মুর্শিদজান চরণ মূলে
ভক্তিতে হও ভক্ত তুমি ॥

এসরারি ভেদ তত্ত্ব জ্ঞানে
পীর-মুর্শিদকে লও চিনে
আছেন আল্লাহ তার সনে
বিশ্বাসে হও দৃঢ় কামি ॥

ইহকাল আর পরকালে
পীর-মুর্শিদ পারের মুলে
বুঝো তত্ত্ব জ্ঞান আকলে
খাজা শহীদুল কয় বাণি ॥

আল কোরআনে দেখুন-৩৩:৬, ১৭:৭১

শহীদুল গীতি-৫৭৩

পীর-মুর্শিদের বাক্য বাণী পালন করো মন যতনে
বাক্য ধরে কর্ম করলে নগদ পাবে এখানে ॥

মুর্শিদ বাক্য করো বিশ্বাসময়
অতি আদবে মানতে হয়
মানলে ভালো সর্বসময়
জয়ি হবে সর্বখানে ॥

মনের অতি বিশ্বাস জোরে
ধরো মুর্শিদ বাক্য শক্ত করে
দুঃখ-বিপদ পালাবে দুরে
পাবে মহাশান্তি জয় জীবনে ॥

অনুরাগি ভক্ত হয়ে
রাখো গুরুরুপ আত্মাময়ে
হবে মৃত্যুঞ্জয়ি সর্বজয়ে
খাজা শহীদুল কয় গোপনে ॥

শহীদুল গীতি-৫৭৪

নূর দরিয়ার লা মাকামে আছে কোরবানী
তত্ত্ব ভেদে লা মাকাম চিনো এক্ষুনি ॥

মন তত্ত্ব গোলের কথা ভুলে
গরু ছাগল জবাই করলে
গোস্ত খাবে দন্ত বলে
মূল ভেদে নয় এই কোরবানী ॥

নূর রুহানি জীবে পত্তন
করো কোরবানি আমল মতন
বুঝতে যে চাও বুঝো এখন
আত্ম তত্ত্বে চিনাচিনি ॥

রুহানি জ্ঞান যার হিসাবে
দৃঢ় বিশ্বাস তার আত্মাভাবে
সেই আসল কোরবানি দিবে
খাজা শহীদুল কয় তত্ত্ব বাণী ॥

শহীদুল গীতি-৫৭৫

এরফানি ছুরিতে দাও নফসের কোরবানী
আল্লাহ'র পছন্দ আসল কর্ম তত্ত্ব রুহানি ॥

তত্ত্ব তৌহিদ সরোবরে
দাও সাঁতার অতি ধীরে
নাসুতের জ্ঞান এসরারে
দাও স্বর্গের দুম্বা কোরবানী ॥

পীর-মুর্শিদে বিশ্বাস এনে
তালিম কোরবানী শিখো যতনে
এসরারির ভেদ ভেদ গোপনে
পাবে কোরবানীর ঠিক নিশানি ॥

বুঝো জ্ঞানে কুরবানী করো
তত্ত্ব জ্ঞানে হও অতি দড়ো
বিশ্বাসকে খুব পাকা করো
খাজা শহীদুল কয় এক্ষুনি ॥

শহীদুল গীতি-৫৭৬

মারেফাতের খাদেমী করো মন মনে প্রাণে
মারেফাতের দরজায় এসে জ্ঞান রাখো ভক্তির মনে ॥

মারেফাতে আল্লাহ্ থাকে
খোঁজে দেহের মন আলোকে
সাধনায় সু'মন রেখে
মন ডুবাও এসরারি তান ॥

গুরু দয়ালের চরণ ধরে
কারো বিনয়ে মিনতি ভরে
বিশ্বাস রাখো তার করুণার পরে
ধর্ম হবে ধন্য জীবনে ॥

মারেফাতে তরিক নবী
না মানলে সেই পস্তাবি
দ্বিল-অন্তরের নূর হারাবি
খাজা শহীদুল তাই জানে ॥

শহীদুল গীতি-৫৭৭

ইটের কাবা'য় হয় না'রে মন আল্লাহ'জির দেখা
আল্লাহ দেখা আলাপনে ধন্য থাকা নিজ আত্মায় ॥

আরশে আজিম কাবা'তে
হজের নিয়ত বাঁধো তাতে
হবে দেখা আল্লাহ'র সাথে
আল্লাহ'র খাতায় হাজি লেখা ॥

দ্বিল কাবার আরাফাত মাঠে
উলুহিয়াত দরিয়া তটে
দিলে ভক্তি চুমা নুরের ঘটে
পায় আল্লাহ সুরাত সামনে আঁকা ॥

ছাফা মারওয়া দুটি পাহাড়
আর আছে তহুরার নহর
হাজিগণ করে আহার
খাজা শহীদুলের চোখে দেখা ॥

শহীদুল গীতি-৫৭৮

হুজুরী কালবে রুজুওয়াত হও হক রোজায়
রোজা বড়ো মর্যাদাময় আল্লাহ'র কাছে হয় ॥

মন সরলায় সুভাব এনে
রোজা রাখো আল্লাহ ধ্যানে
পাবে দেখা জ্ঞান নয়নে
হবেন আল্লাহ করুনাময় ॥

চক্ষু কর্ণ মুখ নাশিকায়
জ্ঞান তত্ত্বে রাখো রোজায়
জীব রতিরে রাখো আটনায়
হবে আত্ম দর্শন প্রায় ॥

হস্ত পদ রোজাতে দাও
নিজ কালবে লক্ষ্য ধিয়াও
আর্শি আত্মায় রুপ দেখে নাও
খাজা শহীদুল কয় রোজায় ॥

শহীদুল গীতি-৫৭৯

হুজুরী প্রেম মন আত্মায় না জাগলে
হবে না রোজা তোমার কোনও কালে ॥

মুহাব্বতের মন গড়ে
বিশ্বাস আনো আল্লাহ'র পরে
দেখতে পাবা রুপ নজরে
রোজা মর্ম বুঝো মুলে ॥

রোজা অতি সামান্য নয়
রোজা হয় রতির ফানায়
দিব্য জ্ঞানি বরজোখ রোজায়
আল্লাহ'র আশেক মন কোমলে ॥

রোজা'তে হয় যার বাসনা
মুর্শিদ ভজে জানো বেনা
তালিম দীক্ষায় হও সেয়ানা
খাজা শহীদুল কয় শুদ্ধহালে ॥

শহীদুল গীতি-৫৮০

সালাত কায়েম না জানিলে সে তো নয় মুসলমান
সালাত নামাজ ভেদের আকার বুঝো ইশারায় বচন ॥

বিশ্বাসি মুসলমান হলে
সালাত মাকুছ ওস্তা মুলে
আচ্ছামাও কাচ্ছালাত বলে
বর ওজিদায় হয় চলন ॥

সালাতে ওছুলিয়াত চিনে
সালাত মিরাজ সামনে এনে
সালাত কুন ফায়া কুনে
হয় আরেফ বিল্লাহ সেই জনে ॥

দমের সালাত দম স্মরণে
হকিকত আনো নয়নে
খাজা শহীদুল বর্তমানে
সালাতে হয় বিশ্বাসি জন ॥

শহীদুল গীতি-৫৮১

দয়াল দয়াময় তুমি আমার দাতা দয়ালু
রাখো সর্ব সুখে দয়ায় ওগো দয়াল কৃপালু ॥

রাগে মন্দ করো যারে
দয়ারি ভালোবাসো তারে
দিও না মন্দ আমারে
দয়ায় ভাসাও হে দয়ালু ॥

সংসার ঘোরে রাখো সুখে
সর্ব দুঃখ দাও দুরে রেখে
আত্মায় দাও দয়া একে
হও তুমি দাতা মায়ালু ॥

তোমারী দাস অধম আমি
চিরো দয়া দিও স্বামি
তুমি সর্ব সুনাম নামি
খাজা শহীদুল কয় দয়ালু ॥

শহীদুল গীতি-৫৮২

দয়াল আমি তোমার হয়েছি আমার বলতে আমি নাই
পাপ পূর্ণ যাই করি তা তোমারই ক্ষমতায় ॥

পাপ পূর্ণ দুই রূপেময়
তোমার বিধান এই দুনিয়ায়
পাপে ডুবলে রেখো ক্ষমায়
পাপের সাজায় ভয়-ডরায় ॥

পাপ পূর্ণ তোমার ক্ষমতায়
পাপে'তে কেন সাজা হয় ?
এই কেমন ধাঁধাঁ দয়াময়
তোমার মহিমা বুঝা দায় ॥

খাজা শহীদুল বিনয়ে কয়
সবই হয় তোমার ক্ষমতায়
পাপ গুনলে দুর্নামেময়
হবে যে তোমার ক্ষমতায় ॥

শহীদুল গীতি-৫৮৩

দয়াল গো আমি কি তোমার কেহ্ নয়
দুখে পড়ে কত ডাকি হও না কেন দয়াময় ॥

তোমার দয়া পাওয়ার আশে
পাঠায়েছো এই পরবাসে
দুখ-বেদনায় সংসার বাসে
ডাকে সহায় হও সদায়

ঘোর আজাব এই সংসারে
বহু কষ্টে দিন যায় তরে
দয়াল ডাকি বারে বারে
শত ব্যথা নিভাও দয়ায় ॥

ডেকে যখন সাড়া না পায়
অভিমানে মন ভরে যায়
তোমার সৃষ্টি আমি কি নয় ?
খাজা শহীদুল দুখে কয় ॥

শহীদুল গীতি-৫৮৪

দয়াল গো তোমার নাম মহা দয়াময়
সর্বশক্তিমান তুমি সব অপরাধ তোমার ক্ষমায় ॥

দেহ অঙ্গের ভিতর দলে
তোমার রুহু ফুঁকে দিলে
আমার দেহ পাপ করিলে
সাজায় ভুগবে কোন জনায় ?॥

পাপের দায়ে পাপি বলে
দোজখের সাজা দিলে
সাজায় ভুগে কষ্ট পেলে
রুহু-আত্মা কি শান্তি পায় ? ॥

যত শক্তি দেহ আত্মার
সেই শক্তি সবই তোমার
দোজখ কারে দিবে বারবার
খাজা শহীদুল থাকে ভাবনাময় ॥

শহীদুল গীতি-৫৮৫

চব্বিশ হাজার দমের অংক বুঝো মন যতনে
চব্বিশ ঘন্টায় চব্বিশ হাজার দম লও গুণে ॥

চব্বিশ হাজার দমে দমে
আল্লাহ'র যিকির করো গোপনে
অরুজ নজুল স্মরণ ধ্যানে
ডাকো আল্লাহ স্মরণে ॥

চব্বিশ হাজার দম জোয়ারে
বাকা ফানা লও হিসাব করে
লক্ষ্য ধ্যান দাও দমের ঘরে
আছে জ্ঞান রুহানি চেতনে ॥

আল্লাহ'জির আশেক হলে
সকল দম যিকিরে চলে
ঠিক রাখো দমের মূলে
খাজা শহীদুল কয় গোপনে ॥

শহীদুল গীতি-৫৮৬

শুদ্ধ সুক্ষ জ্ঞানে করো সত্য ফকিরী
আপন চিনা ফকিরের কাজ হয় জ্ঞানির আচারী ॥

ফকির জ্ঞানি হয় যে জনা
ধোঁকা মিথ্যা সে বুঝে না
মহত ভাবুক শুদ্ধ মনা
সদা তত্ত্ব জ্ঞানের বিচারি ॥

দেহ আত্মার অংক জানে
আপনাকে লয় আপনি চিনে
দেখে আল্লাহ চোখ দর্শনে
আলাপনে হয় আশেকদারী ॥

দেহ আত্মার তত্ত্ব জ্ঞানে
শুদ্ধ ফকির রয় মগনে
রুহানির জ্ঞান চেতনে
খাজা শহীদুল কয় হুঁশিয়ারী ॥

শহীদুল গীতি-৫৮৭

নিজ আত্মা দর্শন যার না হয়েছে সে তো ফকির নয়
যতই থাকুক আচলা ঝুলা গুদড়া জামা অঙ্গময়॥

পীর-মুর্শিদের দয়া গুণে
আত্মা রুপ সে পায় দর্শনে
করে আলাপন আত্মাসনে
সেই জ্ঞানি ভাবুক হয় ॥

নামাজ রোজা যত অর্চনা
মুল আত্মা দর্শন উপাসনা
এই ইসলামের আসল বেনা
বুঝো তত্ত্ব জ্ঞানে ত্বরায় ॥

আত্মা দর্শন যে না পাইছে
খাঁটি ধার্মিক সে না হইছে
খাজা শহীদুল কয় না মিছে
নিজ দর্শনই মুল বিশ্বাস হয় ॥

শহীদুল গীতি-৫৮৮

আচলা ঝুলা গুদড়া নিলে সে তো আসল ফকির নয়
দেহ আত্মার অংক জেনে আপনি আপনায় না চিনায় ॥

লাহুতের ঐশি স্বত্বায়
চেতন খবর করো আত্মায়
জ্ঞানি ফকির সেই জনায়
গুদড়ি আচলা দরকার নাই ॥

নাছুত মালকুত জাবারুতে
আরও রুপ আছে হাহুতে
এই সকল তালিম দীক্ষাতে
ফকিরগণ থাকে সদায় ॥

ছলছাতুরী বাক বলবান
এই নহে ফকিরী প্রমাণ
না হলে সরলে সু-আত্মামন
খাজা শহীদুল কয় তারা ফকির নয় ॥

শহীদুল গীতি-৫৮৯

শত দলের শুদ্ধ জলে ওয়াদু সালাত করো ত্বরায়
দল কোমলে এস্কো মোজে সালাতের সুরাত চমকায় ॥

দল কোমলের গুরুদাস মোড়ে
মধ্যমে রুপ নড়েচড়ে
সালাতির চোখ শীতল করে
সিজদা ভক্তির স্বরূপ বোছায় ॥

দলে দ্বীদল যুক্ত হলে
সালাত কায়েম তারে বলে
আশেক আরেফ ধ্যান যুগলে
সালাত রুপে বিলিন হয় ॥

শুধুই লেবাসী ধার্মিক হলে
সালাত চিনে না কোনো কালে
দল সিংহের মধ্যম দলে
খাজা শহীদুল সালাতে রয় ॥

শহীদুল গীতি-৫৯০

আমি জুমুয়ার নামাজ পড়বো কোন নিয়মে কেমনে ?
কোন নামাজ কতো রাকাত উল্লেখ নাই তো কোরআনে ॥

কতো রাকাত কাবলাল জুমুআ
কতো রাকাত বাদল জুমুআ
কতো রাকাত ফরজ নামাজ
বলা নাই তো পাক কোরআনে ॥

সুন্নাতুল ওয়াক্ত কতো রাকাত
দুখুলুল মসজিদ কতো রাকাত
তাইহিয়্যাতুল ওজু কতো রাকাত
নাই তো কোরআন প্রমাণে ॥

ইনিল হুকমু ইল্লালিল্লাহ
কোরআন বাণীতে বলেন আল্লাহ
না মানলে কাফের কালামুল্লাহ
খাজা শহীদুল কয় সত্য জেনে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৫:৪৪, ১২:৪০

শহীদুল গীতি-৫৯১

মন আমার শুদ্ধ নামাজ পড়া হলো না
আল্লাহ'র আদেশ মানবো আমি মিল খুঁজে পাই না ॥

আল্লাহ'র আদেশ কোরআন বাণি
ধর্ম তত্ত্বে নূর নূরানী
তাই না বুঝে পাপ চারিনী
আল্লাহ'র আদেশ হয় অ'মানা ॥

আল্লাহ'র আদেশ কোরআন মতে
যারা নির্দেশ দেয় না ধর্ম করতে
তারাই কাফের এই দুনিয়াতে
বলছে আল্লাহ বুঝো মনা ॥

নামাজ পড়ার নিয়ম জানা
কোরআনে মিল আছে কিনা?
মিলের পালন খাঁটি জনা
খাজা শহীদুল বোঁকায় ভাবনা ॥

শহীদুল গীতি-৫৯২

আল্লাহু আল্লাহু যিকির করো সকল মুমিন ভাই
যিকির শ্রেষ্ঠ মর্যাদাময় কোরআন বাণীতে আল্লাহ কয় ॥

ফাজকুরুনি আয কুরুকুম
ওয়াশকুরলি ওয়ালা তাকফুরুন
যিকিরে আল্লাহ দেন সাড়া
আল কোরআনে প্রমাণ পায় ॥

মুহাব্বতে খুশির হালে
করবো যিকির সর্বহালে
জিকরুল্লাহে আকবর কোরআন বলে
তাই তো যিকির শ্রেষ্ঠ প্রমাণময় ॥

নগদ পাওনা আছে যিকিরে
যিকির আত্মায় শান্তি দেয়'রে
কোরআনে তাই প্রচার করে
খাজা শহীদুল সত্য কয় ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১৫২, ১৯:৪৫

শহীদুল গীতি-৫৯৩

মন তোমায় আর বুঝাবে কেডা ?
সারা জনম হিংসা নিন্দায় বাঁধাও শুধু লেঠা ॥

মন তুমি বাটা মরিচের ঝাল
যেথা যাও করো গোলমাল
এমনিভাবে কাটালে কাল
সামনে তোমার মরণ ঘন্টা ॥

মন'রে তুমি বড়ো ভেজাল
মিথ্যা ধোঁকার বড়ো জঞ্জাল
ভান ধর্মের মত্ত মাতাল
অত্যাচারের জ্যান্ত গোটা ॥

মন তোমার স্বভাব দোষে
তোমায় কেউ না ভালোবাসে
শুধু অপমানি দেয় মানুষে
খাজা শহীদুল কয় লেটাখ্যাটা ।

শহীদুল গীতি-৫৯৪

আমার মন তুই হলি না আশেকে আল্লাহ
শুধু মুখে জপলি আল্লাহু আল্লাহু লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ॥

মোরাকাবার মত্ত ধ্যানে
রইলি নাকো নিজ বিলিনে
ভুলে হক্কুল হক একিনে
বিশ্বাস ছাড়া ডাকো আল্লাহ ॥

বিশ্বাস ভরা সরল মনে
মোশাহেদার দর্শন ধ্যানে
ডেকে ভরাও মন গোপনে
দর্শন করো সামনে আল্লাহ ॥

ত্যাগি দাতা বিশ্বাসি হয়ে
বসো আল্লাহ'র কাছে গিয়ে
আলাপ করো আদব ভয়ে
খাজা শহীদুল বলে হক ইলাহ ॥

শহীদুল গীতি-৫৯৫

আল্লাহ বসত করে মানুষের মন ভুবনে
দেহ ঘরের নিরাকারে সন্ধান করো গোপনে ॥

নিরাকারে নূরের-আলো
অন্তর চক্ষুর মুলে জ্বালো
হবে আল্লাহ চোখে আলো
আলাপ করো হাস্য মনে ॥

আপন আত্মা আছো ভুলে
আল্লাহ গেছে দুরে চলে
এখন চিল্লাচিল্লি শোরেগোলে
দিন যায় বয়ে অকারণে ॥

যে চিনে না আত্মার বরণ
তার হবে না আল্লাহ দর্শন
নিরাকারে তার জীবন মরণ
খাজা শহীদুল কয় জেনে ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪

শহীদুল গীতি-৫৯৬

আমি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আল্লাহ তোমার দুনিয়ায়
আমার মাঝে আল্লাহ তুমি আত্মারূপে তুমিময় ॥

আমার মাঝে থাকো তুমি
খুঁজে ফিরি দিবা যামি
কাছে রেখেও ভুলে আমি
ধোঁকার ফাঁদে চুবন খায় ॥

আত্মায় তুমি আল্লাহ আমার
এই দেহ আত্মা সবই তোমার
অতি কাছে সহজ কারবার
বুঝতে পারা সহজ নয় ॥

ভুলের ঘোরে অতি ধোঁকায়
আত্মার চিনা ভুলে দিন যায়
অসময়ে করি হায় হায়
খাজা শহীদুল তো ভাবনাময় ॥

শহীদুল গীতি-৫৯৭

প্রেমের ভিজানো ভিজাও আল্লাহ এই দেহ আত্মায়
তোমার প্রেম ভিজানো মহাশান্তি দান করো আমায় ॥

তোমার প্রেমের ভিজানো পেলে
ধন্য হবো মানব বলে
থাকবো আমি শিশুর হালে
আমার বিশ্বাস এই জায়গায় ॥

দয়ার ভিজানো শান্তি ভরা
দেহ আত্মায় দাও দয়া ঘেরা
করো আপন আমায় ত্বরা
দেহ আত্মা হোক শান্তিময় ॥

খাজা শহীদুল বলে আল্লাহ
দয়ায় ভিজাও হে ইলাহ
সর্বকালে দাও সুখ উজালা
দয়ায় ধন্য করো আমায় ॥

শহীদুল গীতি-৫৯৮

বিশ্বাস ভক্তি প্রেম জ্ঞান সত্যে হয় আল্লাহ'র ভজনা
বিশ্বাস হলো মূলের ঘরে বুঝে করো উপাসনা ॥

বিশ্বাসহীন মন হলে
প্রেম দাঁড়ায় না অন্তর মুলে
সত্য যায় তার দুরে চলে
ভক্তিতে মন লাগে না ॥

বিশ্বাসি সু-আত্মা যাহার
আল্লাহ'র আলো সামনে তাহার
অন্তর ভরা সত্য আকার
জ্ঞান প্রেমে হয় লেনাদেনা ॥

মুখের কথা সত্য রাখলে
পাপ দুরে যায় চিরকালে
আল্লাহ মিলে বিশ্বাস বলে
খাজা শহীদুল মিছে কয় না ॥

শহীদুল গীতি-৫৯৯

ভাব না জেনে প্রেমে মজলে দিন যাবে গোলেমালে
সংসার প্রেমে ধোঁকা আছে স্বার্থ ভরা চিরকালে ॥

দুনিয়ার প্রেম স্বার্থ ভরা
ক্ষণে ভাঙ্গণ ক্ষণে গড়া
এই প্রেমে বিবাদ ভরা
ঝগড়াঝাটি হয় সর্বকালে ॥

মহৎ প্রেমে মহান হয়ে
চলো সদায় ধৈর্য্য নিয়ে
স্বর্গ আসবে প্রেমে বেয়ে
শান্তি থাকবে সু'হালে ॥

প্রেমের মান যে বুঝে না
তার সাথে প্রেম করো না
খাজা শহীদুলের প্রেম বন্দনা
ঝগড়াঝাটির প্রেম যাও ভুলে ॥

শহীদুল গীতি-৬০০

আমার আত্মার বরণ চিনা হলো না
কে চিনাবে আত্মার চিনা তিনি আমার গুরুজনা ॥

আত্মার হিসাব অংক গুণে
দিন বয়ে যায় অকারণে
ভুল পড়ছে ভাগ যোগ গুণে
শুদ্ধ হিসাব মিলছে না ॥

আত্মার বরণ না চিনিলে
থাকবো আমি অন্ধের হালে
জিন্দায় আল্লাহ না চিনিলে
পাবো পরকালে কেমনে চিনা ॥

খাজা শহীদুল ভাবনা ঘরে
রসুল শাহ সহায় করে
চিন্তা নাই দ্বিল-অন্তরে
কেটে যায় মনের ভাবনা ॥

শহীদুল গীতি-৬০১

এই দুনিয়া মিছে ধাঁধাঁর শুধুই বাহাদুরী
অহংকারি দাপটধারি সবাই শুইবে কবরবাড়ী ॥

কত রাজা মহারাজা
অহংকারি দাপট ধ্বজা
আজরাঈলের সবাই প্রজা
সবাই শুইবে কবরপুরী ॥

যতই করো বাহাদুরী
মরণ সমন হবে জারি
ভাবো মনে তাড়াতাড়ি
সামনে মরণ তড়িঘড়ি ॥

পরকালের ভাবনা করে
ভালো কর্ম করো দৌড়ে
পাবে মুক্তি শেষ বিচারে
খাজা শহীদুল তো চিন্তাদারি ॥

শহীদুল গীতি-৬০২

মন তোরে কি আর বলবো আমি
তোরে চিনতে ভবো বাসে হলাম কত দুর্নামি ॥

মহাশক্তির লিলা বসে
রুহু রুপে আল্লাহ মিশে
বদ্ধজীবের হয় না দিশে
আল্লাহ'য় ডাকে আল্লাহ স্বামি ॥

নূরে আল্লাহ নুর তাজেল্লাহ
দেহের রুহু তিনি আল্লাহ
নূর নামে গোপন লিলা
দেহে বসত দিবা যামি ॥

মুর্শিদ তালিমে চিনো আল্লাহ
আত্মা বরণ চিনো নিরালা
পাবে বিশ্বাসে কাছে আল্লাহ
খাজা শহীদুল তো বিশ্বাসগামি ॥

শহীদুল গীতি-৬০৩

সংসার জ্বালায় ভুলে রই আমি আল্লাহ
মত্ত হয়ে সংসার কাজে সময় অভাব সারাবেলা ॥

কলসী ঠিলা হাড়ি খড়ি
চাউল ডাউল তরিতরকারি
খুন্তা কুদাল দাউ হাতুড়ী
কিনার চিন্তায় মাথা ঘোলা ॥

ছেলেমেয়ের জামা জোড়া
বউয়ের আদেশ গয়না গড়া
ভালো শাড়ী দাও জোড়া জোড়া
নইলে কাজে করবো হেলা ॥

সংসারের এই মহাগোলে
বউয়ের রাগে দিন যায় চলে
ডাকি কখন আল্লাহ রাসুলে?
খাজা শহীদুল ভাবে নিরালা ॥

শহীদুল গীতি-৬০৪

মানুষ নামে জনম লয়ে চিনি না তো মানুষ কোনজন ?
মানুষ মানুষ সবাই বলছে আমি ভাবতে থাকি সর্বক্ষণ ॥

হস্ত মানুষ না পদ মানুষ
না কর্ম চক্ষু নাশিকা মানুষ
সঙ্গে রেখে হলো না হুঁশ
মানুষ হলো দেহের কোনজন ? ॥

মানুষের কি আকার দিশে
বিচার হবে কোন দিন হুঁশে
ভেবে চিন্তে ভয় তরাশে
চিন্তা ভারে হই মগন ॥

দেহের আত্মা মানুষ বলে
না, মুন্ড-মাথা মানুষ হালে
ভাবছে খাজা শহীদুলে
মানুষ চিনতে হই হয়রান ॥

শহীদুল গীতি-৬০৫

ভুলো না ভুলো না যিকির আল্লাহ বিশ্বাসি মুমিনগণ
গুপ্ত যিকির গুপ্ত ধ্যানে দিবেন আল্লাহ দর্শন ॥

শ্রেষ্ঠ যিকির আল্লাহ বলে
মহাশান্তি যিকিরে মিলে
বিশ্বাস রেখে অন্তর মুলে
করো যিকিরে আত্মা চেতন ॥

যিকির তোমার বাদ পড়িলে
থাকবে তুমি পিছন দলে
বুঝো জ্ঞানের শুদ্ধ হালে
যিকিরকারি হয় ভাগ্যবান ॥

আল্লাহ খুশি হয় যিকিরে
দেখো তত্ত্ব কোরআন পড়ে
আল্লাহ সাড়া দেন জিকিরে
খাজা শহীদুলের হক বচন ॥

আল কোরআনে দেখুন-২:১৫২

শহীদুল গীতি-৬০৬

দেহ তত্ত্ব জানতে আমি হলাম রে বেহাল
আপন কাছে সবই আছে ধোঁকায় পেলাম চিরকাল ॥

দেহ তত্ত্ব মুল ধর্ম্মে জানা
এই হিসাব কয় জনের জানা
মারেফাতের চোখ করে কানা
আঁধার শিক্ষা দেয় কালে কাল ॥

দেহ তত্ত্বের ভেদ বিচারে
আল্লাহ চিনার মূল জ্ঞান ধরে
চিনতে আঘাত বারে বারে
আল্লাহ চিনায় হলো গোলেমাল ॥

খাজা শহীদুল চিন্তাহালে
পড়ে থাকে গোলেমালে
আল্লাহ্ রেখে আত্মা মুলে
ভুল ঠিকানায় গেলো কাল ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪

শহীদুল গীতি-৬০৭

দেহের আত্মায় আছেন আল্লাহ বিশ্বাস রাখে মুমিনগণ
বিশ্বাসের মুল সাধনা আল্লাহ চিনা আত্মা'জির বরণ ॥

সত্য শুদ্ধ সাধক বিশ্বাসি
নিজ আত্মা ধ্যানে দিবা নিশি
ঐ আত্মায় রুপ আল্লাহ আসি
স্বয়ং দেয় সে দর্শন ॥

ইসলাম ধর্মের গুপ্ত সাধনা
নিজ আত্মার বরন চিনা
বিশ্বাসির এই গুপ্ত বেনা
নিজ আত্মায় দিদার মিলন ॥

খাজা শহীদুল আত্মা চিনে
আত্মায় আল্লাহ বিশ্বাস মানে
মুর্শিদ জ্ঞানের বাক্য গুণে
হলো আল্লাহ'র বিশ্বাসী সুজন ॥

শহীদুল গীতি-৬০৮

আমার রুহু দয়াল চিনা দাও না কেন আমারে?
কোন আশায় পুষছি তোমায় দেহ খাঁচায় আদর করে ॥

নিজ পরিচয় গোপন করে
যাওয়া আসা দেহ ভেতরে
আবার কখন দেহ ছেড়ে
কোন জায়গায় যাবি উড়ে ? ॥

রুহু দয়াল কই তোমারে
দেহখানা লও সঙ্গে করে
বসত তোমার দেহ ভিতরে
এই দুআ লও গ্রহণ করে ॥

দেহ অঙ্গের কি দোষ পেলে
দেহ ছেড়ে যাবে চলে?
খাজা শহীদুল হায় হায় বলে
দয়া কি নাই দেহের পরে ॥

শহীদুল গীতি-৬০৯

দেহের রুহু তোমায় আমি বুঝতে পারলাম না
নাশিকা'তে যাওয়া আসা মস্তকেতে বসতখানা ॥

তোমার আকার দেখবো আশায়
থাকি ধ্যানে মত্ত সদায়
দেখা দাও না দয়াল আমায়
দমে করো আওনা যাওনা ॥

দমে চলো আকার নিয়ে
আসা যাওয়া দেখি চেয়ে
আকার পড়ে না চোখে গিয়ে
শুধু নড়াচড়া যায় জানা ॥

হে রুহু মিনতি করি
চোখে দেখা দাও আমারি
খাজা শহীদুল আশা ধারি
দাও দেখায় শান্তি শান্তনা ॥

শহীদুল গীতি-৬১০

কারে কইবো আমার মনের দুঃখ বেদনা
আমার দেহ খাঁচায় বসত করে আমায় চিনা দিলে না ॥

দয়াল রুহু তুমি আমার
দেহ ঘরে বসত তোমার
চিনা দাও দয়ায় এবার
এই দেহের সব কারখানা ॥

নাশিকা দমের ঘরে
চলো তুমি চুপ ইশারে
হও বাক্য দম জোয়ারে
অনুভবে যায় জানা ॥

খাজা শহীদুল জীবন ভরে
দম দয়াল'কে চিনলো নারে
দুঃখে দুটি আঁখি ঝরে
ব্যথা কেনো বুঝো না ॥

শহীদুল গীতি-৬১১

যিকির আল্লাহ'র ইবাদতে শ্রেষ্ঠ হয়
বুঝো মুমিনগণ বুঝো গো ত্বরায় ॥

ওয়ালা জিরুল্লাহি আকবর
যিকির শ্রেষ্ঠ হয় আল্লাহ'র
শ্রেষ্ঠ যিকির করলে বারবার
শ্রেষ্ঠ বান্দা আল্লাহ'র হয় ॥

"আলা বিজিকরিল্লাহি
তাত্ব মায়িন্নুল কুলুব" গাহি
জানো আল্লাহ'র যিকির ছহি
যিকিরে আত্মা শান্তি হয় ॥

যে আল্লাহ'র যিকির করে
আল্লাহ সাড়া দেন তার যিকিরে
নগদ পাওনা কোন জন ছাড়ে ?
খাজা শহীদুল ভাবে তাই ॥

আল কোরআনে দেখুন-২৯:৪৫, ১৩:২৮, ২:১৫২

শহীদুল গীতি-৬১২

আল্লাহু আল্লাহু যিকির করো মুমিন বন্ধু ভাই
যিকির করলে সেই বিশ্বাসি কোরআন বাণি কয় ॥

আল্লাহ বলে হে বিশ্বাসিগণ
লও যিকির অনেক স্মরণ
গাও পবিত্র মহিমা কীর্তন
সকাল সন্ধ্যায় গাও সবায় ॥

আল্লাহ পাক নাম যিকিরে
হবে আত্মা পাক সর্বস্তরে
ছয় লতিফা রবে যিকিরে
আত্মা শান্তি হয়ে যায় ॥

সহজ ইবাদত করো যিকিরে
পাবে আল্লাহ আত্মা ঘরে
ও-মন বুঝে লও তত্ত্ব ধরে
খাজা শহীদুল শুদ্ধ কয় ॥

আল কোরআনে দেখুন-১৩:২৮

শহীদুল গীতি-৬১৩

শ্বাস প্রশ্বাসে যিকির করো মুরিদ মুমিনগণ
দম যিকিরে আল্লাহ হয় নিজ আত্মায় চেতন ॥

দম যিকিরে হলে ফানা
দেল আয়নায় হয় আল্লাহ দেখনা
আশেক ভরে লেনাদেনা
নিজ আত্মায় হয় চেতন দর্শন ॥

গভীর রাতে সরল মনে
যিকির করো দমে দমে
হু ছাড়ো বাহির স্মরণে
করো আল্লাহ দম আত্মায় পত্তন ॥

দমের যিকির বড়ো মধুময়
অরুজ নজুলে আলাপন হয়
জ্ঞানির জ্ঞান এই তত্ত্বময়
খাজা শহীদুল যিকিরে চেতন ॥

শহীদুল গীতি-৬১৪

আছে রুহ্ দম আব আতশ খাক বাদে'র খাঁচায়
সারা জীবন পুষে তারে পেলাম না তো চোখের দেখায় ॥

আব আতশ খাক বাদে গড়া
এই চারে হয় দেহ খাড়া
ছের উপরে আরশ পাড়া
সেথায় পাক রুহু জ্যোর্তিময় ॥

যায় আসে নাশিকা দ্বারে
বিশ্ব স্বরূপ তার ভিতরে
দেহ চলে তার আদেশ পরে
কতো লিলায় মত্ত রয় ॥

কতো সন্ধান কৌশল করে
আকার আসে না দুই নজরে
আসে যায় পলক ভরে
খাজা শহীদুল তো চিন্তামগ্ন ॥

শহীদুল গীতি-৬১৫

সাধুর সাধন অমূল্য রতন অতি গোপনে
সত্য হলো সাধুর মুকুট মুল সাধনে ॥

ভক্তি বলে মুক্তি আনে
সত্য রাখে বিজয় মনে
প্রেম আত্মায় শান্তি দানে
অদেখা রুপ দেখে জ্ঞানে ॥

শত দলের সাধ কোমলে
সাধন তত্ত্ব মন যুগলে
দ্বী-দলের অষ্টম দলে
ইলাহ নূরে ঝলক টানে ॥

অদ্য তত্ত্বে যে বলবান
সে তো দেয় জাত কুলমান
আকার বিশ্বাস তার সাধন
খাজা শহীদুল কয় তত্ত্ব জ্ঞানে ॥

শহীদুল গীতি-৬১৬

ধ্যান সাধন ছাড়া আল্লাহ'র দেখা পাবি কেমনে?
সত্য সাধুর চোখে আল্লাহ দেখা দিবেন গোপনে ॥

সাধুর সত্য অন্তর হলে
সেই অন্তর আল্লাহ'তে মিলে
হয় আলাপন অতি নিরলে
অন্তর চোখে দেখে শুনে ॥

গুপ্ত সাধন যার নাই জানা
ধর্মে পথে সে দ্বিন কানা
কাছের আল্লাহ সে দেখে না
থাকে শোরেগোলের মগনে ॥

সাধুর আল্লাহ দেহ ঘরে
আত্মা নামে বিরাজ করে
দিব্য চোখে চিনে তারে
খাজা শহীদুল কয় এখানে ॥

শহীদুল গীতি-৬১৭

করো সাধন ভজন খুব সাবধানে
আত্ম তত্ত্বের আত্ম জ্ঞান বলো না কোনোখানে ॥

গুপ্ত তত্ত্বের প্রকাশ হলে
মহাগোনাহ হয় ভাগ্য মুলে
বুঝো তত্ত্ব জ্ঞান আকলে
গুপ্ত তত্ত্ব রাখো গোপনে ॥

জ্ঞাত হলে গুপ্ত জ্ঞানে
আত্মায় রাখো অতি যতনে
ধর্মের স্বাদ পাবে জীবনে
হবে সাধন সুখী দর্শনে ॥

গোপন তত্ত্ব যার পেটে রয় না
সাধন মূল্য তার হবে না
ভগভগানি মুখে গাওনা
খাজা শহীদুল তাই জানে ॥

শহীদুল গীতি-৬১৮

সময় কালে ধর্ম সাধন ভজন না করিলে
অসময়ে হায় হায় হবে শোরেগোলে ॥

মুর্শিদ ধরো মন সরলে
সাধন শিখো ভক্তি বলে
তত্ত্ব গোপন হৃদয় কোমলে
গোপন রাখো যত্ন হালে ॥

গুপ্ত সাধন না জানিলে
তপজপ যায় তার বিফলে
ইসলামের দল দ্বীদলে
সাধো দিব্য কোমলে ॥

সাধন সত্য সুভাব হালে
বিশ্বাসের এই মন সরলে
করো সাধন নিষ্ঠা বলে
কয় খাজা শহীদুলে ॥

শহীদুল গীতি-৬১৯

সারা জনম নামাজ পড়লে আল্লাহ'র দেখা পাবে না
মারেফাত বিশ্বাসের চোখে আল্লাহ্ মহান দেয় চিনা ॥

না দেখে বিশ্বাস শরিয়তে
তাতে আঁধার হয় আত্মাতে
জগতমাতায় শোরগোলেতে
মুল আসলে তা না না না ॥

শরিয়তের নামাজ ধারায়
খুশি মনে পড়ছে সবাই
রিয়া ধর্মে চলছে সদায়
সুরা মাউনে দেয় গাওনা ॥

জ্ঞানের অনুরাগি ধাক্কায়
সত্য জাগাও মনে ত্বরায়
নিজ দেহে কোন জনা রয়
খাজা শহীদুলের সেই ভাবনা ॥

শহীদুল গীতি-৬২০

কোন দোষে দেখা দাও না আমার আল্লাহ দয়াময়?
আত্মা হয়ে কথা বলো সকল কর্ম তোমার হয় ॥

আসা যাওয়া নাশিকাতে
খুঁজি মন্দির মসজিদেতে
আরও খুঁজি নামাজেতে
আপন আত্মার খবর নাই ॥

ওয়াফি আন ফোছেকুম
আফালা তোবছেরুন
মানবে আল্লাহ আছেন
আল কোরআনে দলিল পায় ॥

নিজ আত্মা রুপে আল্লাহ
কোরআনে ভেদ আছে বলা
বুঝতে তবুও ভুলের পালা
খাজা শহীদুল ঘোর চিন্তায় ॥

আল কোরআনে দেখুন-৫১:২১, ৮:২৪

শহীদুল গীতি-৬২১

মানুষের মাঝে আছেন আল্লাহ সন্ধান করে পেয়েছি
মানব দেহে রুহু ফুঁকে আছেন গোপন আল্লাহ'জি ॥

সারা জনম নামাজ পড়ে
সময় দিলাম পার করে
এখন দেখি নিজের ঘরে
আত্মা রুপে আল্লাহ'জি ॥

আত্মায় আল্লাহ বসত করে
চিনো মানব ভাই সন্ধান ভরে
সর্বকাজে কে আদেশ করে
মুর্শিদকে করো চিনার পুঁজি ॥

কোরআনে ভেদ আছে খোলা
এই মানুষের কালবে আল্লাহ
দলীল-প্রমাণ কোরআনে বলা
খাজা শহীদুলের খোঁজা-খুঁজি ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪, ৫১:২১

শহীদুল গীতি-৬২২

হকিকতের হক পথে যাও ত্রিবেনীর মোড়ে
তল কোমলে মহা মনিরাজ ত্রিবেনী বেড়ে ॥

নূর ছেতারার পঞ্চ কোলে
পাক পাঞ্জাতন বসত দলে
আদি ধর্ম ঘর যারে বলে
বর্তমান সে তো গুপ্তে বাড়ে ॥

পঞ্চ সৃষ্টির আউয়াল-আগে
মোড় মোহন্তে ছিলো জেগে
সন্ধানীর খোঁজ অনুরাগে
দেখছে জ্ঞানের আক্‌রে ॥

জ্ঞান চক্ষু পেয়েছে যারা
পঞ্চ রুপ দেখছে তারা
জ্ঞান নয়নে হয় না হারা
খাজা শহীদুল তো তত্ত্ব ছাড়ে ॥

শহীদুল গীতি-৬২৩

সাধনে আত্মাকে লও আর্শি করে
আর্শি আত্মায় আল্লাহ সুরাত পড়বে নজরে ॥

পীর-মুর্শিদকে বিশ্বাস মনে
মন ঢেলে দাও আদব জ্ঞানে
অতি বিনয়ে ভজন মেনে
চিনো আল্লাহ আত্মা'জিরে ॥

সাধন শুদ্ধ লক্ষ্য নূরে
করো আত্মা আর্শি জ্ঞান চতুরে
আছে নূর দেহ ভিতরে
চিনো মুর্শিদ চরণ ধরে ॥

কয় কাতরে খাজা শহীদুল
ভজো সাধনে চরণ যুগল
যেন না হয় বে-আদব ভুল
লও মুর্শিদ চরণ অন্তর পুরে ॥

শহীদুল গীতি-৬২৪

এতো কুল গৌরবের যৌবন ঢলাও কেনো মন তোমার
দুদিন পরে রসের যৌবন ভাটায় হবে ছাড়খার ॥

স্বাস্থ্য যৌবন অঙ্গে ধরে
চলছো দাপট অহংকারে
রসের গোলা দুদিন পরে
হবে শুষ্ক শুঠি বুড়ো আকার ॥

জীবন যৌবন বড়াই'য়ের নয়
সত্য তীর্থের শুদ্ধ লিলায়
সরলে হও সহজ চলায়
অহংকারী হয়ো না আর ॥

রস যৌবনের টাকার জোরে
মেতে যেয়ো না ঘোর সংসারে
জমি বিষয় থাকবে পড়ে
খাজা শহীদুল যাবে কবরে ॥

শহীদুল গীতি-৬২৫

ফুলের তত্ত্ব না জানিলে হবে না তার ফকিরী
সেই ফুল না ফুঁটিলে হতো না এই দুনিয়াদারি ॥

মিম আকারে শুদ্ধ জলে
ফুল আহাম্মদ ভেসে চলে
আটাশের তিরিশ দলে
মুহাম্মদী রুপ প্রকাশ তারি ॥

ফুল তত্ত্বে না হলে সেয়ানা
ধর্ম তত্ত্বের সে ফকির না
তার ফকিরী হবে বাহ্যপনা
হবে ধোঁকা ভানের ফিকিরি ॥

ফলে ফুলে দুটি মুলে
মহানন্দ পায় মধু ফুলে
ফল ভাগে অমৃত রইলে
খাজা শহীদুল কয় আচারি ॥

শহীদুল গীতি-৬২৬

নিজ আত্মার কিরূপ আকার চোখে দেখলে না পাগল মনা
করো মারেফাতে মুর্শিদী সাধন যাবে আত্মা বরণ চোখে চিনা ॥

আত্মার বরণ যে চিনে না
পাকা ধর্মে নয় সেয়ানা
তপ জপ তার বাহ্যপনা
সে আল্লাহ চিনা পাবে না ॥

আল্লাহ বলে পাক বাণীতে
ফুঁকি নিজ রুহু আদমে'তে
আত্মা চিনলে মূল রয় তাতে
অন্তর চোখে হয় শুদ্ধ চিনা ॥

কইছে ফকির খাজা শহীদুলে
ধোঁকা ভেজাল দাও ছুড়ে ফেলে
আত্মা রঙ্গে আল্লাহ চলে
শ্বাস প্রশ্বাসে আওনা যাওনা ॥

শহীদুল গীতি-৬২৭

ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়া কোরআন আদেশ নয়
ঈদুল আযহার নামাজ পড়া কোরআন বাণী নয় ॥

ঈদুল আযহা ঈদুল ফিতর
এই নামাজ পায় হাদিসে প্রচার
দুই ঈদে নামাজ পড়ার
এই বিধান তো কোরআন নয় ॥

পঞ্চ ওয়াক্ত নামাজ আযান
নামাজ ভাগ পাঁচ ওয়াক্ত প্রমাণ
ফরজ সুন্নত রাকাত চলন
আল কোরআনে দলিল নাই ॥

মরার জন্য খতম পড়া
বিধান নাই ভোজ করার
আল্লাহর আদেশ মানলে সেরা
খাজা শহীদুল দলিলে কয় ॥

আল কোরআনে দেখুন-১২:১১৪, ৩৫:২২, ৩৬:৬৯-৭০

শহীদুল গীতি-৬২৮

নিজের জ্ঞানে নিজেকে যে নাহি চিনে
সেই হলো অন্ধ ধর্মে জ্ঞান কানা এখানে ॥

আত্মা রূপে দেহে চেতন
রূপ দেখায় না অতি গোপন
মানব ঘরে বসত আসন
নিরাকারে তার লেনাদেনা ॥

অনন্ত রূপ রূপাকারে
দেহ মাঝে চলে ফিরে
আত্মা নাম হয় দেহ ভিতরে
তিনিই আল্লাহ সত্য মনা ॥

রাখলে ধ্যান আত্মা খেয়ালে
সে আল্লাহ চিনবে হেসে খেলে
আল্লাহ'কে রূহ-আত্মাও বলে
খাজা শহীদুল মিছে কয় না ॥

আল কোরআনে দেখুন-৮:২৪

শহীদুল গীতি-৬২৯

মন মুছল্লি করো রুহু-আত্মার উপাসনা
এই আল্লাহ'র খাশ ইবাদত আল্লাহ'কে চিনা ॥

আত্মার বরণ আকার জানা
মানুষের খাস উপাসনা
গুরু ধ্যানে রুহানি চিনা
আল্লাহ দর্শনের আনাগোনা ॥

আল্লাহ'জির মুত্তাকী যারা
ধ্যান রাখে আত্মা চেহারা
আত্মার রুপে আশেক তারা
নিজ আত্মায় মজুদখানা ॥

আশেক থাকে আত্মা চিনায়
তত্ত্ব জ্ঞানে বুঝো ত্বরায়
খাজা শহীদুল সত্য কয়
করো মুর্শিদ ধরে উপাসনা ॥

শহীদুল গীতি-৬৩০

ফিরাও নয়ন আপন ঘরে ওগো মানুষ ভাই
আল্লাহ স্বয়ং গোপন হয়ে আত্মা নামে রয় ॥

আল্লাহ দেখায় যার বাসনা
আত্মা রূপ করো সাধনা
আত্মায় আল্লাহ নিজ সুজনা
বিশ্বাস রাখো মজবুত ত্বরায় ॥

আল্লাহ প্রেমিকের মূল উপাসনা
আপন নীড়ে আল্লাহ চিনা
আত্মায় আল্লাহ বিশ্বাস আনা
এই জন্য মুর্শিদ লয় ॥

আত্মা'য় আল্লাহ বিশ্বাস করলে
আল্লাহ তার নিকটে মিলে
আল্লাহ'য় ডাকে আল্লাহ বলে
খাজা শহীদুল থাকে বিশ্বাসময় ॥

দশম খন্ড শেষ

শহীদুল গীতি-৬৩১

শক্তি সত্য আল্লাহ তুমি বিশ্ব জাহানে
মানব কালবে বসত তোমার জ্ঞানিরো জ্ঞানে ॥

আল কালবো বায়তুল্লাহ
মানব দ্বিলে আরশ আল্লাহ
এই ভেদ বুঝে অলি আল্লাহ
তারা আল্লাহ চিনে ধ্যানের জ্ঞানে ॥

আত্মা চিনা মূল সাধনা
আত্মায় আল্লাহ'র লেনাদেনা
আত্মা চিনলে যায় আল্লাহ চিনা
ইসলামের মুল এইখানে ॥

মসজিদ মন্দিরে খোঁজো যারে
আত্মা রূপে সে দেহ ঘরে
মুর্শিদ দয়ায় চিনো তারে
খাজা শহীদুল কয় গোপনে ॥

শহীদুল গীতি-৬৩২

আমার দয়াল বন্ধু মুর্শিদ দরদীয়া
দয়া দাওগো দয়াল মুর্শিদ দয়ার ভান্ডার খুলিয়া ॥

পাক চরণের আশায় আমি
ভাবছি বসে দিবা যামি
কখন দয়া আসবে নামি
আমি যাব দয়ায় ভাসিয়া ॥

ভক্তের দাবি মুর্শিদ দয়া
মুর্শিদের কাজ দয়া দেওয়া
মুর্শিদ ভক্তের দেওয়া নেওয়া
এই জগৎ ধামে থাকিয়া ॥

মুর্শিদ দয়ায় সর্ব কামেল
মুর্শিদ স্বরূপ সর্ব জামেল
খাজা শহীদুল মুর্শিদ পাগল
আছে মুর্শিদ আশায় জাগিয়া ॥

শহীদুল গীতি-৬৩৩

মুর্শিদ প্রেমে মনকে করো সত্যের বিশ্বাসী
তাহলেই মুক্তি পাবে হবেন আল্লাহ রাজি খুশি ॥

মুর্শিদ আশেকি ভক্ত যারা
জ্ঞান বিশ্বাসি হলো তারা
চিনে না তারা মুর্শিদ ছাড়া
মুর্শিদ প্রেমে বেড়ায় ভাসি ॥

মুর্শিদ আশ্রয় যার ভাগ্যে হয়
মহাধনি সে মুর্শিদ দয়ায়
সে আল্লাহ'র বন্ধু-অলি হয়
আনন্দময় জীবনে সে থাকে মিশি ॥

বাবা রসুল শাহ'র প্রেম সত্য নূর
খাজা শহীদুল তাতেই জহুর
স্বর্গ নরক নূরে ভরপুর
প্রেমে কায়াতে আছে মিশি ॥

শহীদুল গীতি-৬৩৪

প্রার্থনা আমার নিত্য সাথী ওগো দয়াল মহানময়
তোমায় পেতে আমার এই বাসনা আমি যেন দয়াল পাই তোমায় ॥

তোমার পরম আত্মার সুন্দর আলোকে
তোমার জামালী সুরত দাও চোখে এঁকে
আমার আত্মা ভরুক মহাসুখে
রূপ দেখাইও ত্রি-মোহনায় ॥

যেই প্রেমের রূপ যায় গো দেখা
হোক সেই প্রেমটুকু আত্মায় মাখা
মহান প্রেমে হবে মহাদেখা
আমার প্রার্থনার মূল এই জায়গায় ॥

আমার চোখে দেখা দিয়ে
মরণ দিও তুমি এই ভবময়ে
পরকালে চিনবো তোমায় এই নয়নে'তে
খাজা শহীদুল কাঁদে ওগো দয়াময় ॥

সমাপ্ত

ওআল্লাহু রহমান   ওআল্লাহু রহিম   ওআল্লাহু [illegible]   ওআল্লাহু [illegible]   ওআল্লাহু সত্য

The opening

In The nam of Allah The Baneficent
The Marchiful,
Prais be To Allah Lard of The warlds;
The Beneficent The Marchiful,
ownar of The Day of Judgement
The (Alom) we warship; The (Alon)
we ask for help;
Show us The Straight Path;
The Path of Those whom Thou hast
favoured; Not (the Path) of Those
who earn Thine anger nor of
Those who go astray.

ওআল্লাহু রহমান   ওআল্লাহু রহিম   ওআল্লাহু [illegible]   ওআল্লাহু [illegible]   ওআল্লাহু সত্য

সালামুন আলা খন্দকার শহীদুল ইসলাম (আকমাল পীর সাহেবের) স্বহস্তে লিখিত সূরা ফাতিহা'র ইংরেজি অনুবাদ।

শহীদুল গীতি

কোনদিন আমায় যেতে হবে ছেড়ে সুখের ঘর বাড়ী।
আশা আকুরায় বেলা ডুবে যায় ফুরায় নয়নে ছল চাতুরী ॥
করলাম কি তাই ভবে এসে
নিমেশ দিবা নিশায় শেষে
সেই খেলা খেলছি বসে
বদকর্মে হয় যে আখেরী ॥

বোঝে না মোর মন মেয়াদি
খেয়াল বশে সব হারালি
হতে হবে জমনের বাল
বইতে হবে পাপের ভরি ॥

ও দাস শহীদুল ভবে এসে
দিন কাটালি কোন খেয়ালে সে
না চলিলি আল্লার বসে
হবে কি ফল শেষে জোর ॥

সালামুন আলা খন্দকার শহীদুল ইসলাম (আকমাল পীর সাহেবের স্বহস্তে লিখিত গান)
শিল্পী আব্দুর রহিম মালিথা, খুলনা বেতার কেন্দ্র হতে প্রচারিত।

শহীদুল গীতি, অষ্টম খন্ড, গান নং-৪৫



Shohidul Geeti
a collection of songs
by Khandakar Shohidul Islam
Published by Shahin Latif
Megh, Bangladesh

Price BDT 1000

ISBN 9789849187578